







# শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা ।

---

মূল, অর্থ, সন্ধিবিচ্ছেদ, শব্দার্থ, আধ্যাত্মিক-  
ব্যাখ্যা, অনুবাদ, ভাবার্থ ও গীতোক  
উপদেশের দ্বার মন্মথ ।

---

শ্রীপ্রসাদ দাস গোস্বামী, কর্তৃক  
প্রকাশিত ।

তৃতীয় সংস্করণ ।

---

সন ১৩২০ সাল ।

---

৬, সিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা,  
এম্বারেল্ড প্রিন্টিং ওয়ার্কস্,  
হইতে  
শ্রীবিহারীলাল নাথ দ্বারা মুদ্রিত।

---

# সূচীপত্র ।

—

পৃষ্ঠা

সূচনা ও আধ্যাত্মিক অর্থ ... ১/০

প্রথম অধ্যায় ( অর্জুন-বিবাদ-যোগ ) ... ১-২১

পুত্ররাষ্ট্রপ্রদ, ( শ্লোক-১ ), উভয় পক্ষীয় সৈন্তবর্ণন ( ২-২৭ ), অর্জুন-বিবাদ ( ২৮-৪৭ ) ।

দ্বিতীয় অধ্যায় ( সাংখ্যযোগ ) ... ২২-৫৪

সঞ্জয়োক্তি ( ১ ), অর্জুনপ্রতি আশ্বাসবাক্য ( ২-৩ ), অর্জুনের উত্তর ( ৪-৮ ), সঞ্জয়োক্তি ( ৯-১০ ), ভগবদ্বক্তি সাংখ্যে, অবশ্যসত্তাবী বিষয়ে শৌক অকর্তব্য ( ১১-১৫ ), দেহ বিবরণ ও আত্মা অবিনাশী ( ১৬-৩০ ), স্বপ্ন ( ৩১-৩৮ ), বুদ্ধিযোগ ও বেদনিল্লা ( ৩৯-৪৩ ), স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণাদি ( ৪৪-৭২ ) ।

তৃতীয় অধ্যায় ( কর্মযোগ ) ... ৫৫-৭৩

কর্ম ও মুক্তিযোগে সম্বন্ধে অর্জুন-প্রশ্ন ( ১-২ ), তদুত্তরে ভগবদ্বক্তি ( ৩-৮ ), যজ্ঞ ( ৯-১৮ ), নিকাম কর্ম ( ১৯-২৫ ), বুদ্ধিভেদ অকর্তব্য ( ২৬-২৭ ) কর্মোপদেশ ( ৩০-৩৫ ), পাপপ্রবর্তক কে ? ( ৩৬-৪৩ ) ।

চতুর্থ অধ্যায় ( জ্ঞানকর্ম-বিভাগ ) ... ৭৪-৯১

যোগের প্রাচীনতা ( ১-৩ ), অবতার ( ৫-৯ ), কর্মবিভাগ ( ১০-৩২ ), জ্ঞানযোগ ( ৩৩-৪২ ) ।

পঞ্চম অধ্যায় ( কর্ম-সন্ন্যাস ) ... ৯১-১০১

কর্মযোগ ও সন্ন্যাস অভিন্ন ( ১-৫ ), তত্ত্বাধো তাঁরতম্য ( ৬ ), নিষ্কামকর্ম প্রশংসা ( ৭-১৩ ), কর্মপ্রবর্তক ( ১৪-১৫ ), জ্ঞানে কর্মনাশ ( ১৬-২৯ ) ।

## সূচী ।

ষষ্ঠ অধ্যায় ( অভ্যাসযোগ )	১০২—১১৮
নিকাম-কৰ্ম-কর্তা, সন্ন্যাসী ও যোগী ( ১—৪ ), আত্মবান্ সমবুদ্ধি ( ৫—৯ ), যোগসাধন ( ১০—৩২ ), চিত্তদমন ( ৩৩—৩৬ ), যোগজটের গতি ( ৩৭—৪৭ ) ।	
সপ্তম অধ্যায় ( বিজ্ঞানযোগ )	১১৯—১২৯
ব্রহ্মজ্ঞান ( ১—১২ ), জগৎ গুণত্রয়মূহ ( ১৩—১৫ ) বিভিন্ন ভজনাকারী ( ১৬—৩০ ) ।	
অষ্টম অধ্যায় ( তারকব্রহ্মযোগ )	১৩০—১৩৯
ব্রহ্মস্বরূপ-জিজ্ঞাসা ( ১—২ ) তদন্তর ( ৩—৪ ), অস্তিমগতি ( ৫—১৬ ) অহোরাত্র ( ১৭—১৯ ) পরমপুরুষ ( ২০—২২ ), গুরু-কৃষ্ণগতি ( ২৩—২৮ ) ।	
নবম অধ্যায় ( রাজগুহ-যোগ )	১৪০—১৫১
রাজবিদ্যা, বিজ্ঞান ও জ্ঞান ( ১—২২ ), ভিন্ন দেবর্চন ( ২৩—২৫ ) ভগবদ্ভক্তি ( ২৬—৩৪ ) ।	
দশম অধ্যায় ( বিভূতি-যোগ )	১৫২—১৬৩
ভগবদ্ভাব ( ১—১১ ), বিভূতি সখকে অর্জুনের প্রশ্ন ( ১২—১৮ ), তদন্তরে সংক্ষেপে বিভূতিবর্ণন ( ১৯—৪২ ) ।	
একাদশ অধ্যায় ( বিশ্বরূপ-দর্শন )	১৬৪—১৮৩
অর্জুনের বিশ্বরূপদিদৃশ্য ( ১—৪ শ্লোক ), বিশ্বরূপ-বর্ণন ( ৫—৮ ), বিশ্বরূপ প্রদর্শন ( ৯—১৪ ), অর্জুনের বিশ্বাস ( ১৫—১৬ ), পরিচয় ( ১৭—৩৪ ) স্তব ও পূর্ব-মুন্দিদর্শনেচ্ছা ( ৩৫—৪৬ ), অর্জুনকে আশাসনান ( ৪৭—৫১ ) ভক্তিমায়া ( ৫২—৫৫ ) ।	
দ্বাদশ অধ্যায় ( ভক্তিযোগ )	১৮৭—১৯৫
ভক্ত ও অন্যভোপাসক সখকে প্রশ্ন ( ১ ) তদন্তর ( ২—২০ ) ।	
ত্রয়োদশ অধ্যায় ( ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ বিভাগ )	১৯৬—২০৫
ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ ( ১—২ শ্লোক ), ক্ষেত্র ( ৩—৬ ), জ্ঞান ( ৭—১১ ), জ্ঞে ( ১২—১৮ ), প্রকৃতি পুরুষ ( ১৯—২৩ ) ব্রহ্মজ্ঞান ( ২৪—৩৪ ) ।	

## সূচী ।

চতুর্দশ অধ্যায় (গুণত্রয়-বিভাগ)	...	২০৪—২১১
পরম জ্ঞান (১—৪), ত্রিগুণ লক্ষণ (৫—২০), গুণাভীত (২১—২৭)		
পঞ্চদশ অধ্যায় (পুরুষোত্তম)	...	২১২—২১৮
অবত্থ ও পরমপদ (১—৬), উৎপত্তি ও হেতু (৭—১৫), ক্রর ও অক্রর (১৬), উত্তম পুরুষ (১৭—২০) ।		
ষোড়শ অধ্যায় (দৈবাসুর-সম্পাদ)	...	২১৯—২২৫
দৈবীসম্পাদ (১—৩), আত্মী ঐ (৪—২০), নরকদ্বার (২১—২৪) ।		
সপ্তদশ অধ্যায় (শ্রদ্ধাত্রয়)	...	২২৬—২৩৩
ত্রিবিধা শ্রদ্ধা (১—৩), ঐ যজ্ঞ (৪—৬), ঐ আহার (৭—১০), ঐ যজ্ঞ (১১—১৩), ঐ তপঃ (১৪—১৯), দান (২০—২২), তৎ সৎ (২৩—২৮) ।		
অষ্টাদশ অধ্যায় (মোক্ষযোগ)	...	২৩৪—২৫৬
সন্ন্যাস ও ত্যাগ (১—১২), পঞ্চকারণ (১৩—১৭), ত্রিবিধ জ্ঞান (১৮—২১), ঐ কর্ম (২২—২৫), ঐ কর্তা (২৬—২৮), বুদ্ধি ও ধৃতি (২৯—৩৫), মুখ (৩৬—৩৯), চতুর্দশের কর্ম (৪০—৪৫), স্বধর্ম (৪৬—৪৯), ব্রহ্মপ্রাপ্তি (৫০—৬৬), পাত্র (৬৭—৭৬), অর্জনের মোহনাশ (৭৭—৭৯), সঞ্জ-যোক্তি (৮০—৭৮) ।		
দ্বিতীয় সর্গের সারসংক্ষেপ	...	২৫৭—২৬০





## সূচনা ।

মহাভারতাস্তর্গত • ভীষ্মপর্কের মধ্যে ভগবদগীতা প্রকরণের শেষ অষ্টাদশ অধ্যায়কেই সাধারণে ভগবদগীতা বলিয়া সাদরে অধ্যয়ন করিয়া থাকেন । উহা শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদ, এবং কেবল যোগশাস্ত্র-বিষয়ক উপদেশপূর্ণ, সূতরাং সর্বশাস্ত্র-সার বলিয়া আদৃত । ফলতঃ ইহাতে সার কথা ভিন্ন কোনও কথাই নাই । অপর একাদশ অধ্যায়ের আদর নাই ।

ইহা সামগ্রিকতঃ কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ-সম্পাদে কৃষ্ণার্জুনের উক্তি-প্রত্যুক্তি স্বরূপে লিখিত হইয়াছে; এবং ভীষ্ম-দুর্যোধনাদি যোদ্ধা-স্বরূপে বর্ণিত হইয়াছে । কিন্তু কেহ কেহ ইহাকে রূপক ও মানসিক যুদ্ধ-ব্যাপার বলেন, এবং যোদ্ধা-গণকে পশ্চাৎলিখিত বৃত্তি প্রকৃতি বলিয়া নির্ণয় করেন । সে অর্থও সুন্দর এবং নিতান্ত অসঙ্গত নহে । তবে প্রথম অধ্যায়, এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ের কতিপয় শ্লোকের এইরূপে অর্থ করা যত সহজ, ততই উদ্দেশ্য-সমূহের সেরূপ নহে । সে সমস্ত অর্থবোধক গভীর জ্ঞানোপদেশ ! তবে, সামগ্রিক অর্থে তাহাকে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ-স্বরূপে বুঝা যায় ; অর্থ অর্থে, জ্ঞানোদয়ে সেই ভাব চিন্তে সমুদিত হইয়া বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, এইমাত্র প্রভেদ । তন্নিম্ন, একপ গভীর ভাব-পূর্ণ পুরস্কার উপদেশ-সমূহ অর্থ অর্থের আরোপ সম্ভবে না । আমরা ইহা সেই অর্থেরও অর্থিক আভাস দিতে সাধ্যমত যত্ন পাইব ।

এই রূপকে যোগবলে দিব্য দৃষ্টি হওয়ায় যে জ্ঞানোদয় হয় এবং যেক্রমে ইন্দ্রিয়াদির বিষয়োপভোগশক্তি রহিত হয়, তাহা ক্রমে বর্ণিত হইয়াছে । গীতার রূপক বুঝাইতে গেলে, সমগ্র মহাভারতকেই রূপক বলিতে

হয়; কারণ, মহাভারতের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণই গীতার নায়ক। সমগ্র মহাভারতের আদ্যোপান্ত রূপক, কিংবা একাধি মূল ইতিহাসকে অবলম্বন করত নানা উপদেশ যোগ করিয়া মহাভারত লিখিত হইয়াছে, তাহার মীমাংসা নিম্নয়োজন। যদি সমস্ত রাজা ও বোদ্ধগণের নাম ভিন্নার্থবোধক বলিয়া উল্লেখ করা যায়, তাহা হইলে মহাভারতের সমস্ত ঘটনা কি অলৌকিক এবং দ্ব্যর্থবোধক করিয়া কল্পিত? একথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। বাহারা যোগমার্গাবলম্বী, এই গীতার গূঢ়ার্থ কেবল তাঁহাদেরই জ্ঞাত; অথচ কৌশলে শ্লেষার্থযুক্ত শব্দপ্রয়োগ ও শ্লেষভাব-পূর্ণ করিয়া যুগপৎ উভয় অর্থ-সঙ্গতি, এবং উভয় ভাবেরই উপযোগী করা হইয়াছে।

মহারাজ যুধিষ্ঠিরের ইতিহাস অবলম্বনে মহাভারত রচিত। যুধিষ্ঠির একজন প্রধান নরপতি ছিলেন; তাঁহার শক প্রচলিত ছিল; তাঁহার আন্তর্য্য সম্বন্ধে আমরা সন্দেহ করিতে পারি না। মহর্ষি বেদব্যাস রাজনীতি, ধর্মনীতি, সমাজনীতি, পত্নীতির সার উপদেশ ও সর্ব-জ্ঞানের সার যোগরহস্য ও ঐ পুরাণের মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়া মহাভারতকে প্রকৃতই কল্পবৃক্ষ করিয়া তুলিয়াছেন।

গীতার রূপক বুঝবার জন্ত মহাভারতের অনুক্রমাত্মকাদ্যায়-অর্থাৎ আবেশ-অন্যনিলে রূপক অসংলগ্ন বোধ হইতে পারে। সুতরাং, সংক্ষেপে পতঃ অনুক্রমণিকার কিয়দংশ ও ভগবদ্গীতা প্রকরণের প্রথমাংশ কিয়ৎ পরিমাণে বুঝাইয়া গীতারম্ভ করা যাইবে।

ভায়, চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্ষ্য সকলেই একের সন্তান। ভীষ্মের জননী গঙ্গা, ও অপর দুইজনের জননী সত্যবতী। গঙ্গা মায়াম্বরূপ এবং শাস্ত্রের অর্থাৎ শাস্ত্রিনের পরব্রহ্মের প্রকৃতি। ভীষ্ম, ভেদজ্ঞান, এই ভেদজ্ঞান নী থাকিলে সব এক। মায়্য হইতেই এই ভেদজ্ঞান জন্মে।

সর্বস্বরূপে প্রতীয়মান যে প্রকৃতি, ইনিই অবিভক্ত। প্রত্যক্ষ পশ্চি-

দৃশ্যমান জগৎ ইহা হইতেই। তাঁহার জড় ও চেতন দুই সন্তান। জড়ের রূপ আছে, স্মৃতিরূপে। স্মৃতিহেতু চিত্তাঙ্গদ-স্বরূপে উক্ত, ও চেতন-শক্তি-শালী বলিয়া বিচিত্রবীৰ্য্য বলিয়া কথিত হইয়াছে। জড় নিঃসন্তান, চেতন হইতে মন ও বুদ্ধি। ধৃতরাষ্ট্র মন, ( ধৃতং রাজ্যং যেন,—যিনি দেহরাজ্যের রাজা, তিনি ) অন্ধ, কারণ সংশয়ান্বক মনের সদসম্বিচার-শক্তি নাই, মনে নানারূপ কল্পনাদি উদ্ভিত হয়, কিন্তু তাহার ভালমন্দ নির্ণয় করা মনের সাধ্যাতীত। ইনিই প্রবৃত্তিপক্ষের প্রধান। পাণ্ডুকে ( পণ্ডা-শাস্ত্রানুসারিণী বুদ্ধি ) বুদ্ধি বা পঞ্চতত্ত্ব-বিবেক বলা যায়। আর একজন আছেন, বিহ্বর ( বিদ্-জানা ) দাসীপুত্র, অথচ এক ঔরসে জন্ম, ইনি প্রজ্ঞা-স্বরূপ। ধর্ম্ম জ্ঞান বা সংবুদ্ধি যাহাকে বলে, এ সেই প্রজ্ঞামাত্র। এই প্রজ্ঞা, মন ও বোধের ভ্রাতা-রূপ হইলেও, এতদুভয় হইতে ইহার প্রকৃতিগত বৈলক্ষণ্য আছে। তার পর, মনের শত পুত্র ও পাণ্ডুর পঞ্চ পুত্রগণ। রজোগুণের যে শত বৃত্তি মহাভারতের অশ্বমেধপর্বের ৩৭ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে, ঐ শত চিত্তবৃত্তি মনের সন্তান, উহারাই ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্র। উহাদের মধ্যে সর্বপ্রধান দুর্যোগধন—কাম; দুঃশাসন—ক্রোধ, ইহাকে শাসন করা যায় নাই, ইত্যাদি। যুৎসু নামে ধৃতরাষ্ট্রের অপর এক পুত্র আছে, সে পরাভূত-করণেচ্ছা : যুদ্ধকালে ঐ যুৎসু পাণ্ডবপক্ষীয় হইল, অর্থাৎ পাণ্ডবদেরও ( নিবৃত্তি পুষ্কেরও ) যুদ্ধ-করণেচ্ছা ( প্রবৃত্তি-দমনেচ্ছা ) হইল, অথচ ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্রের মধ্যে আবুৎসু জন যুৎসু থাকায় কোরবদিগের ( প্রবৃত্তি পক্ষের ) মধ্যেও পরাভূত-করণেচ্ছা বর্তমান রহিল। এই জন্তই দুইজন যুৎসুর প্রয়োজন। কোন উপায়ে এই প্রবৃত্তিপক্ষের বিনাশই যোগ। পাণ্ডুপুত্রগণ, পুষ্কির পঞ্চতত্ত্ব। তত্ত্ববিবেক-স্বরূপ পাণ্ডু রাজার দুই পত্নী,—শক্তি ও আসক্তি; কুন্তি শক্তিস্বরূপা, জগৎ-ব্রহ্মাণ্ড ও দেহরূপ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড যে শক্তিতে সজ্জাত ও চালিত, কুন্তি তৎস্বরূপা; পার্শ্ববর্ষের

যে চিন্তের আসক্তি বা প্রবৃত্তি, যাহাতে আকৃষ্ট হইলেই বিবেক-বুদ্ধির  
লোপ হয়, তিনি মাদ্রী। পাণ্ডুপুত্রগণ,—শক্তি, জল, তেজ, বায়ু, ও  
আকাশের সার তন্মাত্রস্বরূপ। এই পঞ্চতত্ত্বের মুখ্য বা গোণ কারণ,—শক্তি,  
তবে, আকাশ, বায়ু ও তেজঃ অদৃশ্য-হেতু ইহাদের স্বরূপাভাব শক্তিমাত্র  
অবস্থিত, এবং শক্তি ও জলের অধিকতর স্থূলত্ব-হেতু ইহাদের সঙ্গে  
দেহের সম্বন্ধ অধিকতর পরিদৃষ্ট (শাস্তি পর্ব ১৮৭ অ)। এই নিমিত্তই  
ইহারা দৃশ্য বলিয়া উক্ত ও আসক্তির সম্ভাবন। এই পঞ্চভূততত্ত্ব যদিও  
জ্ঞান বা বোধ ইহাতেই উৎপন্ন, তত্রাচ ধর্ম বা বিনাশ-মাত্রাত্মক হইতে  
শব্দ-গুণসম্পন্ন ব্যোম, বিস্কন্ধকারক পবন, ইহাতে স্পর্শ-গুণাত্মক বায়ু,  
ইন্দ্র ইহাতে রূপাত্মক, তেজঃ ও অধিনীকুমারদ্বয় ইহাতে রস ও গন্ধাত্মক  
জল ও পৃথ্বী-রূপ স্থূল ভূতসমূহ উৎপন্ন হওয়ায়, ইহারা যেমন পাণ্ডুপুত্র,  
তদ্রূপ ইন্দ্রাদিরও সম্ভাবন। এই পঞ্চতত্ত্বস্বরূপোপলব্ধি লইয়াই যোগ।  
ক্রমে এই পঞ্চতত্ত্বের সংঘাত-বিলয় হওয়াই পাণ্ডবদিগের স্বর্গগমন।

কুন্তি বা শক্তির আর এক পুত্র আছেন। তাঁহার সহিত পাণ্ডবগণের  
সম্বন্ধ নাই; তিনি অন্ধ-বিশ্বাসস্বরূপ কর্ণ। নোকার কর্ণ অর্থাৎ হালের  
স্বরূপ ইনি প্রস্তুতি দুর্বোধনকে যে পথে ইচ্ছা লইয়া গিয়াছেন। ইনি শক্তি  
ইহাতে উপর সূতরাং অক্ষম নহেন, অথচ প্রকৃত পক্ষে থাকিলে ইহা  
ইহাতে উপকার হওয়া সম্ভব ছিল, কিন্তু অজ্ঞানতা-বশতঃ এ বিশ্বাস সদস্য  
বিচার না করিয়াও দৃঢ় থাকায়, ইহা প্রভৃতিরই পোষক হইয়াছে।  
প্রবৃত্তি পক্ষের বিনাশ করিতে হইলে, অঙ্গ ভীষ্ম-স্বরূপ ভেদজ্ঞানকে, ও  
এই বিশ্বাস প্রভৃতিকে নাশ করিতে হয়।

শ্রীকৃষ্ণ কুন্তি চৈতন্য। এই গীতায় জীব সম্বন্ধীয় বিষয় মাত্র বর্ণিত  
হইয়াছে, সূতরাং শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ অর্থাৎ ক্ষর ও অক্ষর ইহাতে অতীত  
পূর্ণব্রহ্ম-স্বরূপ হইলেও, তিনিই জীবে কুটস্থস্বরূপে অবস্থিত। ইহারা

অনুসন্ধান যোগযুদ্ধে ক্রোধাদি বিনষ্ট হওয়ায়, চিত্ত প্রসবশূন্য হইল। যুদ্ধে পঞ্চতত্ত্ব, কূটস্থচৈতন্য, স্মৃতি, কৃপা, পূর্বকৃত বাসনাবশে ভোগ ও কর্ম এই কয়েকটি অবশিষ্ট রহিল মাত্র। মন, দিব্যদৃষ্টি লাভ করত তাহা জানিতে পারিলেন। সঞ্জয়-রূপ দিব্যদৃষ্টি, ধ্বতরাষ্ট্র অর্থাৎ মনকে সকল সংবাদ দিলেন। (সম-জয়) সঞ্জয়, চিত্তসংযম-জনিত দিব্যদৃষ্টি “ঋতন্তরা-প্রজ্ঞা”। ক্রমে ঐ অহংজ্ঞানাত্মক মনও অদৃশ্য হইলেন। পঞ্চতত্ত্ব ও কূটস্থ ব্যতীত অপর সকলেই একে একে অদৃশ্য হইলেন; অনন্তর পৃথীতবাদি বিলুপ্ত হইয়া, অবশেষে অনন্ত বোমস্বরূপে ব্রহ্মজ্ঞান-মাত্র সহ বিলীন হইলেন।

ভগবদ্গীতা, প্রকরণের প্রথমেই আছে, যে ভীষ্মবধের পর সঞ্জয় ধ্বতরাষ্ট্রকে সংবাদ দেন। যখন ভেদজ্ঞান তিরোহিত হইল, প্রকাশাবরণ ক্ষয় হইয়া “সর্বং খন্দিং ব্রহ্ম” প্রতিভা হইল, তখনই দিব্যজ্ঞানে জানিতে পারা গেল। তৎপূর্বে জ্ঞানোদয় নী হওয়ায়, কিছুই জানা যায় নাই। যুদ্ধের আয়োজন উপক্রমাদি কি? ব্রহ্মাণ্ডের আয় ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ এই দেহ-পঞ্চভূতমুগ্ধ, ইহাতে পঞ্চতত্ত্বেরই অধিকার। কাম, ক্রোধাদি মানসিক রিপুসৈন্য প্রবল হইয়া ক্রমে ছলে সমগ্র অধিকার শ্রায়, প্রথমে দেহ ও মনের শাস্তিস্থাপন জন্ত রিপুগণ যাহাতে সমভাবে থাকে এবং প্রবল হইতে না পারে, এই চেষ্টাই হয়, কিন্তু রিপুগণ হৃদমণীয়, তাহারী চেতনা (দ্রোপদী) হরণের চেষ্টা করে, ক্ষিত্যান্দির ধৃতি, ক্ষমা, শৌর্ধ্যাদি গুণ নষ্ট করিয়া তাহাদগকে উৎপীড়নের চেষ্টা করায়, এবং মন তাহা জানিতে পারিয়া তৎপ্রতিকার চেষ্টা না করায়, স্বীব ভগবানের শরণাপন্ন হইলে ভগবানের সহায়ে যোগবলে ক্রমে তাহারাইন্দ্ৰিয় জয় করত ক্ষিতি হইতে ফলে, জল হইতে তেজে, তেজঃ হইতে বায়ুতে, এবং বায়ু হইতে অগ্নিতে আপনা আপনি সংঘাত-বিলয় করত ইন্দ্রেরই লয় প্রাপ্ত

হইতে পারে। গীতাপ্রবন্ধের প্রথমভাগে অর্জুন কর্তৃক যে দুর্গাস্তোত্র আছে, তাহা সম্ভবতঃ প্রকৃষ্ট। ভাবের অসঙ্গতি প্রভৃতি পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে, এইরূপ ধারণা হওয়াই সম্ভব। এ বিষয়ের মীমাংসা এখানে অনাবশ্যক। সংক্ষেপে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, যে লেখনী ভগবদ্গীতা লিখিতে প্রবৃত্ত, সে লেখনী তৎপূর্ব্ব মুহূর্ত্তেই যে দুর্গাস্তোত্র লিখিবে, ইহা মনে করা যায় না। যাহাদের দুর্গাস্তোত্র লিখিবার প্রয়োজন, তাহারা অভীষ্ট সিদ্ধিলাভ, এইরূপ স্থানগুলিই বাছিয়া লইয়াছেন।

এই গীতার অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে, এবং শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যে ভিন্ন ভিন্ন নামে সম্বোধন করিয়াছেন, তাহারও অর্থাস্তর-সঙ্গতি আছে। যেখানে অর্জুন, কৃষ্ণ সম্বোধনে কোনও কথা বলিতেছেন, সেখানে জানিতে হইবে যে, জ্ঞানোদয় আকাজকা হইতেছে। শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, বলিলে, ঐশ্বর্য্যময় ব্রহ্মজ্ঞান উদয় হইতেছে, এবং অর্জুন বলিতেছেন বলিলে, চিন্তাশোধক জ্ঞানগিপাসা হইতেছে, বৃদ্ধিতে হইবে।

যাহারা এই রূপক গ্রাহ্য করিতে চাহেন না, তাহারা এই অংশটুকু এবং প্রথম অধ্যায় ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১০ শ্লোক পর্য্যন্তের অঙ্কবাদের পরস্থিত ব্যাখ্যা-টুকু ত্যাগ করিবেন। প্রকৃত গীতার উপদেশের সহিত ইহার সংশব নাই বলিলেও কোন ক্ষতি হয় না।



শ্রী প্রসাদদাস গোস্বামী ।

The Emerald Press, Works, Calcutta.





# শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ।

## প্রথম অধ্যায় ।

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ।

ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ ।

মামকাঃ পাণ্ডবাস্চৈব কিমকুর্বত সঞ্জয় ॥ ১ ॥

ধৃতরাষ্ট্র-উবাচ=ধৃতরাষ্ট্র, বলিয়াছিলেন । ২ ধর্মক্ষেত্রে=পুণ্যক্ষেত্রে, ৩ কুরুক্ষেত্রে ৪ সমবেতাঃ=একত্রিত, + ৫ যুযুৎসবঃ=যুদ্ধোচ্ছ, ৬ মামকাঃ=৭ পক্ষীয়গণ, ৮ পাণ্ডবাঃ+চ+এব=৩ পাণ্ডব, পক্ষীয়গণ; ৮ কিম+অকুর্বত=কি করিয়াছিল? ১ সঞ্জয় ॥ ১ ॥

• অনুবাদ । হে সঞ্জয়! ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেত ও যুযুৎসব পক্ষীয়গণ ও পাণ্ডবগণ কি করিয়াছিল?

ব্যাখ্যা । ধৃতরাষ্ট্র সন, রাষ্ট্র শব্দে রাজ্য; যিনি এই দেহ রাজ্য পরিচালনা করিয়া আছেন, তিনি মন (সূচনা) । সঞ্জয় দিব্য দৃষ্টি; সংঘম পরিচালনা করিতে পারিলে, এই দিব্য দৃষ্টি হয়; (পাতঞ্জল বিহুতি)

দৃষ্ট্বাতু পাণ্ডবানীকং ব্যুঢ়ং দুৰ্য্যোধনস্তদা ।

আচার্য্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ ॥ ২ ॥

সঙ্গম উবাচ=সঙ্গম বলিয়াছিলেন । ৬ দৃষ্ট্বা=দেখিয়া ; তু—(পাদপূরণে) ;  
৪ পাণ্ডব+অনীকং=পাণ্ডব সেনানীকে ; ৫ ব্যুঢ়ং—ব্যুহমধ্যে অবস্থিত ; ৩  
দুৰ্য্যোধনঃ, ১ তদা=তখন ; ৭ আচার্য্য+উপসঙ্গম্য=আচার্য্যসহ মিলিত  
হইয়া ; ২ রাজা=দুৰ্য্যোধন ; ৮ বচনম্+অব্রবীৎ=বাক্য বলিয়াছিলেন ॥ ২ ॥

পাদ)। মন এই দিব্য জ্ঞান পাইয়া দেখিতেছেন । কি দেখিতেছেন ?  
এই দেহরূপ ক্ষেত্রে (১৩ অধ্যায় দেখ)। যে একটা বিষম গণ্ডগোল  
হইতেছিল, তাহার কি হইল, তাহাই দেখিতেছেন । ধারণার্থক ধ্ব-ধাতু,  
হইতে ধর্ম্ম, এই দেহই সমস্ত পঞ্চতত্ত্ব, জ্ঞান ও কর্ম্মলিঙ্গ সমূহের আধার ;  
সমস্তই দেহকে অবলম্বন করিয়া আছে, স্তবরাং দেহ ধর্ম্মক্ষেত্র । আবার  
ইহাই কুরুক্ষেত্র ; কু ধাতু অর্থে করা, দেহ ক্রিয়ার ক্ষেত্র, সমগ্র কার্য্যই  
দেহের ; যে হেতু, দেহ মনেরও আধার হওয়ায়, মানসিক ক্রিয়াসমূহও  
দৈহিক ক্রিয়া বলিয়াই গণ্য । এই দেহক্ষেত্রে উভয় পক্ষ, পরস্পর  
বিরোধী হওয়ায় কুরুপ হইল, তাহাই মনের দিব্য দৃষ্টিতে জানা যাই-  
তেছে ॥ ১ ॥

রাজা দুৰ্য্যোধন, পাণ্ডব সেনাগণকে দ্রুহিত দেখিয়া, আচার্য্য সমীপে  
গিয়া বলিল ।—দুৰ্য্যোধন রাজা, প্রকৃত প্রস্তাবে মনই দেহ রাজ্যের  
কর্ত্তা হইলেও, কর্ম্মক্ষেত্রে, মানসিক বৃত্তি মধ্যে কামরূপ দৃষ্টিই সর্ব্ব  
কর্ম্মের নেতা । যাবদীয় ভোগাদির হেতুই কামনা । ইহা, শৌর্য্য  
ধৃত্যাদি গুণসমূহকে কোনও মতে পরাভূত করিতে না পারায়, এবং  
ঈশ্বর সাহায়ে প্রবল ও তাহাদের বিরোধী দেখিয়া, কৌটিল্যের আশ্রয়

পশ্চৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য্য মহতীং চমুং ।

ব্যাচাং দ্রুপদপুত্রেন তব শিষ্যেণ ধীমতা ॥ ৩ ॥

১১ পদ্ম+৮ এতাম্=দেখ এই ; ৭ পাণ্ডুপুত্রাণাম্=পাণ্ডবগণের ; ১ আচার্য্য=  
দ্রোণ ! ২ মহতীং=বিশাল ; ১০ চমুং=সেনাগণ ; ৬ ব্যাচাং=ব্যহিত ; ৫ দ্রুপদ-  
পুত্রেন = দ্রুপদপুত্র কর্তৃক ; ২ তব=তোমার ; ৪ শিষ্যেণ=শিষ্য ( কর্তৃক ) ; ৩ ধীমতা  
=বুদ্ধিমান ( কর্তৃক ) ॥ ৩ ॥

লইলেন। এই জেদ্ দ্রোণাচার্য্য, ( দ্রুণ—জৈক্কে ) ইনি উভয় পক্ষের  
গুরু ; এই দৃঢ়তার উপদেশে বা বলেই দুস্ত্রবৃদ্ধিগণ যেমন আপন আপন  
প্রতিজ্ঞা দৃঢ় রাখিয়াছে, নিবৃত্তি পক্ষও তদ্রূপ দৃঢ়রূপে ধর্ম্মাবলম্বন করত  
সহস্র বিঘ্ন অতিক্রম করিয়াও চিত্ত সংঘমে রত আছে। যদিও দ্রোণ  
সকলেরই গুরু এবং দৃঢ় অভ্যাসরূপ অর্জুন তাঁহার প্রিয় শিষ্য, তথাপি  
ইনি এখন কামাদির অবলম্বন স্বরূপ হইয়া পড়িয়াছেন। পঞ্চতন্ত্রাদি  
ইহাঁর মতে কার্য্য করিয়া যাইতেছেন মাত্র। অনেক সময়ে লোকে  
কুকার্য্যজনানিয়াও জেদের খাতিরে তাহা ত্যাগ করে না। দ্রোণ জানেন,  
যে যুধিষ্ঠিরাদির ধর্ম্ম পক্ষ, কিন্তু তিনি প্রবৃত্তি পক্ষ আশ্রয় করিছেন, নহিলে  
প্রবৃত্তি থাকে না। • এবং উহারাও কোটিল্য অবলম্বন করিল ॥ ২ ॥

হে গুরো ! আপনার শিষ্য ধীমান্ দ্রুপদ-পুত্র কর্তৃক ব্যহিত পাণ্ডব-  
গণের মহতী সেনানী দেখুন।—দ্রুপদ-পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন বৈরাগ্য। দ্রুপদ মনের  
ভীষণগতি। - চিত্তের যে প্রথরতা হইতে সকল বস্তুর পরিণামাদি স্পষ্ট  
বুদ্ধিতে পারা যায়, দ্রুপদ তাহাই। ধৃষ্টদ্যুম্ন ( ধৃষ্ট-লাঞ্ছিত, দ্যু-গতি )  
ঐরূপ বুদ্ধির পরিণাম-স্বরূপ বৈরাগ্যই নিবৃত্তি পক্ষের প্রধান অবলম্বন,  
সুতরাং সেনাপতি ॥ ৩ ॥

অত্র শূরা মহেষাশা ভীমার্জুনসমায়ুধি ।

যুযুধানোবিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ ॥ ৪ ॥

ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশীরাজশ্চবীৰ্য্যবান্ ।

পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ ॥ ৫ ॥

১ অত্র—ইহাতে ; ২ শূরাঃ—বীরগণ ; ৩ মহেষাশাঃ—মহাধনুর্ধর ; ৪ ভীমার্জুন-  
সমাঃ—ভীমার্জুন সদৃশ ; ৫ যুধি—যুদ্ধে ; ৬ যুযুধানঃ+বিরাটঃ+চ=সাত্যকি ও বিরাট ;  
৭ দ্রুপদঃ+চ=ও দ্রুপদ ; ৮ মহারথঃ—রথিশ্রেষ্ঠ ॥ ৪ ॥

১ ধৃষ্টকেতুঃ+২ চেকিতানঃ=ধৃষ্টকেতু, চেকিতান ; ৩ কাশীরাজঃ+৪ চ=ও কাশী-  
রাজ ; ৫ বীৰ্য্যবান্ ; ৬ পুরুজিৎ ; ৭ কুন্তিভোজঃ+৮ চ=ও ; ৯ শৈব্যঃ+১০ চ=ও ; ১১ নরপুঙ্গবঃ  
—নরশ্রেষ্ঠ ॥ ৫ ॥

এতৎ পক্ষে ভীমার্জুনস্বরূপ মহাধনুর্ধরগণ এবং যুযুধান, বিরাট ও  
মহারথ দ্রুপদ আছেন ।—নিবৃত্তি পক্ষে যাহারা আছেন, অগ্রে তাহাদের  
নামকরণ হইতেছে ; যাহাদের বলে চিত্ত দমন করিতে হইবে,  
তাহারা যে সকলেই চিরকাল থাকিবে এমন নহে, ক্রমে অল্পনেকেই  
বিলুপ্ত হইবে, তবে আপাততঃ তাহারা আবশ্যকীয় । অগ্রে ভীমার্জুন,  
বাণপুত্র ভীম বায়ুর ক্রিয়া অর্থাৎ এস্থলে প্রাণায়াম স্বরূপ, যাহা হঠযোগের  
প্রধান অঙ্গ ; এবং অর্জুন ( অর্জ-সংস্কারে ) সাত্বিক ও মিরোধ সংস্কার  
যে অভ্যাসসামর্থ্য অর্জুন সেই দৃঢ় অভ্যাস ; সাত্যকি, সরলমতি অর্থাৎ  
সত্য । ইনি চিরকালই দুঃখিত প্রভৃতির সঙ্গে বিবদমান ; বিরাট, ঐশ্বর্য্য  
বা সিদ্ধি, ইহা যোগলক্ষ, এবং আদৌ ইহা লক্ষ্যও থাকে । ॥ ৪ ॥

ধৃষ্টকেতু, চেকিতেন, বীৰ্য্যবান্ কাশীরাজ, পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ ও  
নরশ্রেষ্ঠ শৈব্য বিক্রান্ত যুদ্ধসম্মত, বীৰ্য্যবান উত্তমোজা ও স্তম্ভদ্রাহত

যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্তঃ উত্তমোজাশ্চ বীর্যবান্ ।

সৌভদ্রোদ্রোপদেয়াশ্চ সৰ্ব্বএব মহারথাঃ ॥ ৬ ॥

অস্মাকন্তু বিশিষ্টা যে তাম্রিবোধ দ্বিজোত্তম ।

নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমিতে ॥ ৭ ॥

ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিজ্ঞয়ঃ ।

অশ্বখামা বিকর্ণশ্চ সৌমদন্তির্জয়দ্রথঃ ॥ ৮ ॥

৩ যুধামন্যুঃ+১ চ; ২ বিক্রান্তঃ=বিক্রমশালী; ৩ উত্তমোজাঃ+৪ চ; ৫ বীর্যবান্;  
৬ সৌভদ্রঃ+৭ দ্রোপদেয়াঃ+৮ চ=হুভদ্রাপুত্র ও দ্রোপদীর পুত্রগণ; ১০ সৰ্ব্ব+এব  
=সকলেই; ১১ মহারথাঃ=রথীশ্রেষ্ঠ ॥ ৬ ॥

২ অস্মাকন্+তু=কিন্তু আমিদিগের; ৩ বিশিষ্টাঃ=শ্রেষ্ঠ; ৪ যে=যাহারা; ৫ তান্  
+নিবোধ=তাহাদিগকে অবগত হও; ৬ দ্বিজ+উত্তম=ব্রাহ্মণবর! ৭ নায়কাঃ=  
নেতা; ৮ মম=আমার; ৯ সৈন্যস্য=সৈন্যের; ১০ সংজ্ঞার্থং=নাম জানিবার জন্য;  
১১ তান্=তাহাদিগকে; ১২ ব্রবীমি=বলিতেছি; ১৩ তে=তোমাকে ॥ ৭ ॥

২ ভবান্-আপনি; ৩ ভীষ্মঃ+৪ চ; ৫ কর্ণঃ+৬ চ; ৭ কৃপঃ+৮ চ; ১ সমিতি-  
জ্ঞয়ঃ=সম্মিলিতজ্ঞী; ২ অশ্বখামা, ১১ বিকর্ণঃ+১০ চ, ১২ সৌমদন্তিঃ=সৌমদন্তপুত্র;  
+১৩ জয়দ্রথঃ ॥ ৮ ॥

অভিমন্যু, এবং দ্রোপদীতনয়গণ; ইহারা সকলেই ক্ষমতাবান্।—  
ইহারা চিত্ত স্থিরীকারক সাধন গম্ভ ॥ ৫—৬ ॥

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, যাহারা অস্বপক্ষে প্রধান এবং আমার সেনা নায়ক,  
আপনি জানিতে পারিবেন বলিয়া তাহাদেরও উল্লেখ করিতেছি, শ্রবণ  
ককুন ॥ ৭ ॥ ;

সম্মিলিতজ্ঞী আপনি, ভীষ্ম, কর্ণ, কৃপ, অশ্বখামী, বিকর্ণ, সৌমদন্তপুত্র  
ভূরিশ্রবা ও জয়দ্রথ আছেন ।

অন্যে চ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ ।

নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্বের যুদ্ধবিশারদাঃ ॥ ৯ ॥

অপর্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতং ।

পর্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতং ॥ ১০ ॥

৪ অন্ত্রে..অপরাপর; ৭ চ ৫ বহবঃ=বিস্তর; ৬ শূরাঃ+মদর্থে=শূর সকল আমার নিমিত্ত; ২ ত্যক্তজীবিতাঃ=জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন; ৩ নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ=নানাস্ত্রধারী; ৮ সর্বের=সকলেই; ৯ যুদ্ধ বিশারদাঃ=যুদ্ধে দক্ষ ॥ ৯ ॥

৫ অপর্যাপ্তং=প্রভূত ( আবশ্যকীয় অপেক্ষাও অধিক ); ৬ তৎ+২ অস্মাকং=সেই

ভীষ্ম; কর্ণ=(স্থচনা দেখ), ক্রপ-কৃপা, (দেবী ভাগবতাদিতে) ইহা বিঘ্ন স্বরূপে উক্ত। অনুকম্পা ব্যতিরেকে অল্প তামসিক হেতু প্রভৃতিতেও ক্রপার কার্য্য হয়, অথচ জানীরও কৃপা বিনষ্ট হয় না, চিত্তবৃত্তি দমিত হইয়া আসিলেও সিদ্ধগণ সর্বদাই কৃপালু থাকেন, তাঁহাদের চিত্ত অচল, স্মৃত্তরাং তখনও দয়াদি কর্ত্ত্বক অভিভূত না হইলেও তাঁহারা সর্ব জীবে দয়ালু; অশ্বখামা—সংসার-ভাব; (অশ্বখ=গীতা ১৫ অঃ) কামনা হইতেই ভোগ, বাহ্য উপভোগের জন্ত দৃঢ় সঙ্কল্প হয়, জীব তাহাই ভোগ করে, স্মৃত্তরাং অশ্বখামা দৃঢ় সঙ্কল্পরূপ দ্রোণের পুত্র; আরও, এই সর্বোপভোগই-নিকাম যোগ সাধনের বিঘ্ন; স্মৃত্তরাং যুধিষ্ঠিরাদির বিপদ-পক্ষাবলম্বী, ইনি অমর, নির্লিপ্ত ব্যক্তিকেও কর্ম্মফলরূপ এই সংসার বৃক্ষের ফল, সংসার-বর্শে ভোগ করিতে হয়; বিকর্ণ-ফল্যাণকর কার্য্যে অবিশ্বাস; ভূরিপ্রবা-বুখান সংস্কার; জয়দ্রথ-হুঃসাহস ॥ ৮ ॥

অত্যাশ্রয় বহু শূরগণ আমার নিমিত্ত জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই নানা অস্ত্রধারী ও যুদ্ধ বিশারদ ॥ ৯ ॥

আমাদিগের অসীম বল ভীষ্মাদি কর্ত্ত্বক রক্ষিত ও ইহাদের পর্যাপ্ত

অয়নেষু চ সর্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ ।

ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্ত ভবন্তঃ সর্বএব হি ॥ ১১ ॥

তস্তা সংজনয়ন্ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ ।

সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দদ্যৌ প্রতাপবান্ ॥ ১২ ॥

আমাদিগের, ৪ বলং=সেনানী ; ১ ভীষ্মাভিরক্ষিতং=ভীষ্মকর্তৃক রক্ষিত । ১১  
পর্যাপ্তং=যথেষ্ট ; ৭ তু+৯ ইদং+৬ এতেষাং=কিন্তু এই ইহাদিগের ; ১০ বলং ;  
৮ ভীষ্মাভিরক্ষিতং=ভীষ্ম কর্তৃক রক্ষিত ॥ ১০ ॥

৪ অয়নেষু=বৃহৎ প্রবেশ পক্ষে ; ৩ সর্বেষু=সকল ; ৫ যথাভাগং+অবস্থিতাঃ=বিভাগক্রমে অবস্থান করতঃ ; ৬ ভীষ্ম+এব+অভিরক্ষন্ত=ভীষ্মকেই রক্ষা করুন,  
১ ভবন্তঃ=আপনারা ; ২ সর্ব+এব হি=সকলেই ॥ ১১ ॥

২ তস্তা=তাহার ; ৪ সংজনয়ন্=জন্মাইয়া ; ৩ হর্ষং=আনন্দ ; ১ কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহ=ভীষ্ম ; ৬ সিংহনাদং ; ৭ বিনদ্য+৫ উচ্চৈঃ=উচ্চৈঃস্বরে নিনাদ করিয়া,  
৯ শঙ্খং, ১০ দদ্যৌ=শঙ্খনাদ করিয়াছিলেন ; ৮ প্রতাপবান্=প্রতাপযুক্ত, প্রবল ॥ ১২ ॥

বল ভীষ্মাদি কর্তৃক রক্ষিত ।—দুর্যোধনের সেনা ভীষ্মাদি কর্তৃক রক্ষিত, স্মৃতরাং অত্যন্ত প্রবল । ভেদজ্ঞান বিনাশ করা অত্যন্ত কঠিন, গাঢ় অভ্যাসের কুর্খা । পক্ষান্তরে বায়ুপুত্র ভীষ্ম অর্থাৎ প্রাণায়াম ; ইহা হঠযোগের প্রধান সাধন, এবং ব্রাহ্মণের নিত্যকর্ম মধ্যে গণ্য, স্মৃতরাং ভীষ্মাদি এ পক্ষের নেতা ; প্রাণায়াম ও অভ্যাসাদির দ্বারা দুর্জয় চিন্তাবৃত্তিও জেয় ॥ ১০ ॥

আপনারা সকলে বৃহৎপথে বিভাগক্রমে অবস্থিত হইয়া ভীষ্মকে রক্ষা করুন ॥ ১১ ॥

• কুরুপিতামহ ভীষ্ম তাহার হর্ষ জন্মাইয়া, মহা সিংহনাদ ও শঙ্খধ্বনি



ততঃ শঙ্খাশ্চ ভৈর্যাশ্চ পণবানকগোমুখাঃ ।

সহসৈবাত্যহন্ত সর্শব্দস্তমূলোহভবৎ ॥ ১৩ ॥

ততঃ শ্বেতৈর্হরৈর্যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ ।

মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্যতুঃ ॥ ১৪ ॥

পাঞ্চজন্ত্যং হৃষিকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ ।

পৌণ্ড্রং দধৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্ণা বৃকোদরঃ ॥ ১৫ ॥

১ ততঃ = তৎপরে ; ২ শংখাঃ + চ, ভৈর্যাঃ + চ, পণব + আনক, গোমুখাঃ = শংখ, ও ভেরী ও পণব, ও আনক ও গোমুখ (নামক বাদ্য, যন্ত্র) সকল ; ৩ সহসা + এব + অভ্যহন্তঃ = সহসা বাদিত হইয়াছিল ; ৪ সর্শব্দঃ + তুমলঃ + অভবৎ = সেই শব্দ তুমল হইয়াছিল ॥ ১৩ ॥

১ ততঃ ; ২ শ্বেতৈঃ + হরৈঃ + যুক্তে = শ্বেতাশ্রযুক্ত ; ৩ মহতিস্তন্দনে = স্থিতৌ = মহারথে অবস্থিত ; ৪ মাধবঃ পাণ্ডবঃ + চ + এব = মাধব এবং পাণ্ডব ; ৫ দিব্যৌ-শঙ্খৌ = দ্বিবিদ্য শঙ্খদ্বয়কে ; ৬ প্রদধ্যতুঃ = বাজাইয়া ছিলেন ॥ ১৪ ॥

২ পাঞ্চজন্ত্যং = পাঞ্চজন্ত্য নামক শংগকে ; ১ হৃষিকেশঃ = কৃষ্ণ + ৪ দেবদত্তং = করিলেন ।—ভেদজ্ঞান থাকিতে কামক্রোধাদি নিবৃত্তি নাই, ইহাই হর্ষের কারণ, এবং ঐ ভেদজ্ঞান কর্তৃক চাঞ্চল্যরূপ শঙ্খধ্বনি হইল ॥ ১২ ॥

তদনন্তর সহসা শঙ্খ, ভেরী, পণব, আনক গোমুখ, প্রভৃতি নিনাদিত হওয়ায় তুমল শব্দ উথিত হইল ।—চিন্তের চাঞ্চল্য হইয়া বেঁপখু স্বাসাদির দ্বারা সমগ্র শরীরে একটা বিষম গোলযোগ উপস্থিত হইল ॥ ১৩ ॥

তখন শ্বেতাশ্রযুক্ত মহারথস্থিত মাধব ও পাণ্ডব দিব্য শঙ্খদ্বয়ের ধ্বনি করিলেন ।—শ্বেত অর্থাৎ সাত্ত্বিক ভাবের অভ্যাংসে কূটস্থে চিন্তাপ্রতিষ্ঠিত হইলে স্তব্ধ সমভাবে বায়ু রেচিত হইয়া চিন্ত স্থির হইয়া আইসে ॥ ১৪ ॥

হৃষিকেশ পাঞ্চজন্ত্য, ধনঞ্জয় দেবদত্ত, ভীমকর্ণা বৃকোদর পৌণ্ড্র নামক

অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রোযুধিষ্ঠিরঃ ।

নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ ॥ ১৬ ॥

কাশ্যশ্চ পরমেধাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ ।

ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ ॥ ১৭ ॥

দেবদত্ত শংখকে ; ৩ ধনঞ্জয়ঃ ; ৮ পৌণ্ড্রঃ ; ৯ দ্রোণো - বাজাইয়া ছিলেন । ১৭ মহাশংখঃ ; ৫ ভীমকর্ণা - ৬ বৃকোদরঃ - ঘোর কৰ্ম্মকারী বৃকোদর ॥ ১৫ ॥

৪ অনন্তবিজয়ঃ ; ২ রাজা ; ১ কুন্তীপুত্রঃ + ৩ যুধিষ্ঠিরঃ ; ৫ নকুলঃ সহদেবঃ + ৮ ; ৬ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ - সুঘোষ ও মণিপুষ্পকনামক শংখদ্বয় ॥ ১৬ ॥

৩ কাশ্যঃ + ৮, ২ পরম + ইধাসঃ - ৩ পরমধামুকী কাশীরাজ ; ৫ শিখণ্ডী ; - ৪ চ মহারথঃ = ৩ রথিশ্রেষ্ঠ শিখণ্ডী ; ৬ ধৃষ্টদ্রোণঃ + বিরাটঃ + ৮ - ধৃষ্টদ্রোণ ও বিরাট ; ৮ সাত্যকিঃ + ৮ + ৭ অপরাজিতঃ - এবং অজ্ঞেয় সাত্যকি ; ৯ ভ্রমপদঃ + দ্রোণদেবঃ - ৮ মহাশঙ্খ, কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির অনন্ত বিজয়, এবং নকুল ও সহদেব সুঘোষ ও মণিপুষ্পক ধ্বনি করিলেন ।

দেহস্থ পঞ্চপ্রাণ পাঁচটি শঙ্খ ; প্রাণ ও অপান বায়ু অশ্বিনীকুমার রূপে উক্ত হইয়াছেন, ( বারমুহে অশ্বিনোৎপত্তি ) ; নকুল ও সহদেব জল ও পৃথিতত্ত্ব, প্রাণাপান ইহাদের শঙ্খ, এই দুই শঙ্খের শব্দ যুদ্ধক্ষেত্রে বা মেঘবৎ এবং বীণাবৎ বহুধর, রেচক পূরক জনিত শব্দ এবং আকাশের অনন্ত প্রণব ধ্বনি যাহা দীর্ঘ বর্ণাবৎ শ্রুত হয় । চিত্ত স্থির হইলে, একে একে উক্ত দীর্ঘ বর্ণাদির সমস্ত শব্দ স্বতঃ শুনিতে পাওয়া যায় । শ্রীকৃষ্ণের পাঞ্চজন্ত, অর্থাৎ সমগ্র শব্দের সমষ্টি রূপ দিব্য শব্দ ; প্রাণায়ামাদি দ্বারা চিত্ত স্থির হইলে, প্রথমেই এইরূপ শব্দ সকল স্বতঃ শুনিতে পাওয়া যায় ॥ ১৫ - ১৬ ॥

মহাধর্ম্মরূপ কাশীরাজ, মহাযোদ্ধা শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্রোণ, বিরাট, অজ্ঞেয়

‘ঋপদো দ্রোপদেয়াশ্চ সৰ্ব্বশঃ পৃথিবীপতে ।

সৌভদ্রশ্চমহাবাহুঃশঙ্খান্দধুঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৮ ॥

স ঘোষো ধার্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যাদারয়ৎ ।

নভশ্চ পৃথিবীক্ণেব তুমুলোভ্যানুদায়ন্ ॥ ১৯ ॥

অথ ব্যবস্থিতান্দৃষ্টা ধার্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ ।

প্রবৃভে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ ।

হৃষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে ॥ ২০ ॥

ঋপদ ও . দ্রোপদীর পুত্রগণ ; ১৪ সৰ্ব্বশঃ=সৰ্ব্বথা ; ১ পৃথিবীপতে=হে রাজন্ !

৩১ সৌভদ্রঃ+চ, ১০ মহাবাহুঃ=এবং মহাবল হস্তদ্বা-পুত্র ; ১৩ শংখান্+১৫ দধুঃ=শঙ্খানাদ করিয়াছিলেন ; ১২ পৃথক্ পৃথক্=ভিন্ন ভিন্ন ॥ ১৭-১৮ ॥

১ সঃ=সেই, ৩ ঘোষঃ=শব্দ ; +৬ ধার্তরাষ্ট্রাণাং=ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণের ; ৭ হৃদয়ানি-ব্যাদারয়ৎ=হৃদয় বিদীর্ণ করিয়াছিল ; ৮ নভঃ+চ, পৃথিবীং+চ+এব=এবং আকাশ ও পৃথিবীকে ; ২ তুমুলঃ+৫ অভ্যানুদায়ন্=তুমুল শব্দিত করিয়া ॥ ১৯ ॥

২ অথ=অনন্তর ; ১০ ব্যবস্থিতান্=অবস্থিত ; ১১ দৃষ্টা=দেখিয়া ; ১২ ধার্ত-

সাত্যকি, ঋপদ ও দ্রোপদীর পুত্রগণ, মহাবাহু স্তম্ভজানন্দন, প্রভৃতি সমস্ত ভূপালগণই পৃথক পৃথক শঙ্খধ্বনি করিয়াছিলেন।—(কাশ-বিকাশ প্রাপ্তি) যাহা হইতে জ্ঞানের বিকাশ হয় সেই কাশী । শিখণ্ডী (শি=তীক্ষ্ণ হ) যদ্বারা ভেদ জ্ঞানের তীক্ষ্ণ হ মন্দীভূত হয়, সেই বৈরাগ্য অভ্যাসদ্বারা ভেদ জ্ঞান বিনষ্ট হয় ॥ ১৭—১৮ ॥

সেই শব্দ আকাশ ও পৃথিবীতে তুমুল রূপে পতিধ্বনিত হইয়া ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণের হৃদয়বিদীর্ণ করিয়াছিল ॥ ১৯ ॥

২০ হে মহারাজ । অনন্তর কপিধ্বজ পাণ্ডব ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণকে সংগ্রামে

অৰ্জুন উবাচ ।

সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয়মেচ্চ্যুত ।

যাবদেতান্নিরীক্ষেহং যোদ্ধু কামানবস্থিতান্ ॥ ২১ ॥

কৈশ্মর্যা সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্ রণসমুদ্যমে ॥ ২২ ॥

যোৎস্যমানানবেক্ষেহং য এতেহত্র সমাগতাঃ ।

ধাৰ্ত্তরাষ্ট্রস্য দুৰ্ব্বন্ধেযুদ্ধে প্রিয়চিকীৰ্ষবঃ ॥ ২৩ ॥

রাষ্ট্রান্ = ধৃতরাষ্ট্র তনয়দিগকে ; ৪ কপিধ্বজঃ = অৰ্জুন, ৮ প্রবৃত্তে ৭ শত্রুসম্পাতে  
= অন্ত্রক্ষেপণে প্রবৃত্ত হইয়া ; ৬ ক্রমঃ + উদ্যম্য = ধনু উত্তোলন করতঃ ৫ পাণ্ডবঃ ;  
১২ হৃষিকেশং = কৃষ্ণকে ; ৩ তদা = তৎকালে ; ১৪ বাক্যঃ + ১৩ ইদং + ১৫ আহ =  
এই কথা বলিয়াছিলেন ; ১ মুহীপতে = হে রাজন ॥ ২০ ॥

১৩ সেনায়োঃ + ১২ উভয়োঃ + ১৪ মধ্যে = উভয় সৈন্তের মধ্যে ; ১৬ রথং স্থাপয়  
= রথ রাখুন ; ১৫ মে = আমার + ১ অচ্যুত = কৃষ্ণ ! ৯ যাবৎ, + ৭ এতান্ = এই  
সকলকে ; ১১ নিরীক্ষে + ১০ অহং = আমি দেখি ; ৮ যোদ্ধু কামান্ + অবস্থিতান্ =  
যুদ্ধার্থী হইয়া অবস্থিত ; ৪ কৈঃ + ৩ ময়া ৫ সহ = কাহাদিগের সহিত আমাকে ;  
৬ যোদ্ধব্যং = যুদ্ধ করিতে হইবে ; ২ অস্মিন + রণ সমুদ্যমে = এই যুদ্ধোদ্যমে ॥ ২১—২২ ॥

২ যোৎস্যমানান্ = যুদ্ধপ্রবৃত্তগণকে ; ৩ অবক্ষে + ১ অহং = আমি দেখি ; ৯ যে  
এতে = যাহারা এই ; ৮ অত্র = এই স্থানে ; ১০ সমাগতাঃ ; ৬ ধাৰ্ত্তরাষ্ট্রস্য ; ৫  
দুৰ্ব্বন্ধেঃ + ৪ যুদ্ধে ৭ প্রিয়চিকীৰ্ষবঃ = প্রিয়কাৰ্য্য করিতে ইচ্ছুক ॥ ২৩ ॥

অবস্থিত দেখিয়া ধনু উত্তোলন করত অন্ত্র ক্ষেপণপ্রবৃত্ত হইয়া হৃষিকেশকে  
বলিলেন, 'হে অচ্যুত ! উভয় সৈন্যের মধ্যস্থলে আমার রথ সংস্থাপন  
করুন, যাহাতে আমি যুদ্ধার্থে অবস্থিত ইহাদিগকে দেখিয়া জানিতে পারি,  
যে আমাকে কাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হইবে, এবং হৃষ্মতি ধাৰ্ত্তরাষ্ট্র-  
গণের হিতাকাঙ্ক্ষী যুদ্ধেচ্ছু হইয়া কাহারা যুদ্ধে সমাগত হইয়াছেন ?—'

সঞ্জয় উবাচ ।

এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত ।

সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমং ॥ ২৪ ॥

ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্বৈষাঞ্চ মহীক্ষিতাং ।

উবাচ পার্থ পঠ্যেতান্ সমবেতান্ কুরুনিতি ॥ ২৫ ॥

৪ এবমুক্তঃ+২ হৃষীকেশঃ+৩ গুড়াকেশেন=কৃষ্ণ অর্জুন কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইলে ;  
১ ভারত=ভবত বংশোদ্ভব ! ৬ সেনয়োঃ+৫ উভয়োঃ=উভয় সেনার ; ১১ মধ্যে ;  
১৩ স্থাপয়িত্বা=রাগিয়া, ১২ রথোত্তমং=রথপ্রাচীর ; ৮ ভীষ্ম দ্রোণ প্রমুখতঃ=ভীষ্ম  
দ্রোণ প্রভৃতি ; ৯ সর্বৈষাং+৭ চ=এবং সমগ্র ; ১০ মহীক্ষিতাং রাজাগণের ; ১৫ উবাচ+  
২ সিয়াচ্ছিলেন ; ১৬ পার্থ ! ২০ পশু=দেখ, +১৭ এতান্=এই সমগ্র ; ১৮ সমবেতান্=  
মিলিত ; ১৯ কুরুন, ১৪ ইতি=এই ॥ ২৪—২৫ ॥

যাহাকে যাহাকে এই ক্রিয়া যুদ্ধে বধ করিতে হইবে, তাহা একবার দর্শন  
হইতেছে । চিত্ত নিবৃত্ত হইলে কতকগুলি চিত্তবৃত্তি কিন্ধ হইবে তাহারই  
পর্যালোচনা অভ্যাসেরই কর্তব্য । মন যে যে দিকে যাইবে, সেই সেই  
দিক হইতেই ফিরাইতে হইবে, এই জন্তই ভীষ্মবধে অগ্রে শিখণ্ডীর  
প্রয়োজন ॥ ২০—২৩ ॥

হে ভারত ! হৃষীকেশ পার্থ কর্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া উভয়  
সেনামধ্যে ভীষ্মদ্রোণাদি সমগ্র মহীপালগণের সম্মুখে রথস্থাপন করত  
বলিলেন, হে অর্জুন ! এই সমবেত কুরুদিগকে দর্শন কর ।—যতদিন  
চিত্ত দমনের চেষ্টা না হয়, তত দিন সহজ বোধ হয়, কিন্তু যখন চাঞ্চল্য  
দমন করিতে চেষ্টা করা যায়, তখন একেবারে সকলগুলি মন সম্মুখে  
উপস্থিত হয় ॥ ২৪—২৫ ॥

তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃপিতৃনথপিতামহান্ ।

আচার্য্যান্ মাতুলান্ ভ্রাতৃন পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা ॥ ২৬

শ্বশুরান্ স্নহদশৈব সৈনয়োরুভয়োরপি ॥ ২৭ ॥

তান্ সমীক্ষ্য সর্কোন্তেয়ঃ সর্বান্ বন্ধুনবস্থিতান্ ।

কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিধীদন্নিদমব্রবীৎ ॥ ২৮ ॥

৩ তত্র = তথায় ; ১২ অপশ্যৎ = দেখিয়াছিলেন ; ১৮ স্থিতান্ = অবস্থিত ; ২ পার্থঃ ; ৭ পিতৃন = পিতৃস্থানীয়গণকে + ১ অথ = অনন্তর ; ৮ পিতামহান্ ; ৯ আচার্য্যান্, ১০ মাতুলান্, ১১ ভ্রাতৃন, ১২ পুত্রান্ ; ১৩ পৌত্রান্ ; ১৪ সখীন + ১৪ তথা = এবং সখা সকলকে ; ১৫ শ্বশুরান্ ; ১৭ স্নহদঃ + চ + এব = এবং স্নহদগণকে ; ৫ সৈনয়োঃ + ৪ উভয়োঃ + ৬ অপি = উভয় সেনারই ॥ ২৬—২৭ ॥

২ তান্ = তাহাদিগকে ; ৫ সমীক্ষ্য = দেখিয়া ; ১সঃ + সর্কোন্তেয়ঃ = সেই কুন্তীপুত্র , ৩ সর্বান্ , ৪ বন্ধুন + অবস্থিতান্ = সকল বন্ধুগণকে অবস্থিত ; ৭ কৃপয়া = কৃপা দ্বারা ; ৬ পরয়া = অত্যন্ত ; ৮ আবিষ্টঃ = বৃদ্ধ হইয়া ; ৯ বিধীদন্ + ইদং + অবব্রবীৎ = বিবল হইয়া ইহা বলিয়াছিলেন ॥ ২৮ ॥

পার্থু সেইখানে উভয় সেনারই পিতৃ, পিতামহ, গুরু, মাতুল, ভ্রাতা, পুত্রপৌত্রাদি, সখা, শ্বশুর ও স্নহদ প্রভৃতিকে অবস্থিত দেখিলেন ।— সমগ্র ইন্দ্রিয়াদি ও তৎকার্য্য কামক্রোধাদি প্রভৃতি সকলেই দেহের স্মৃতরাং পঞ্চতত্ত্বেরও স্বসম্পর্কীয় ॥ ২৬—২৭ ॥

• অর্জুন সেই সমস্ত বন্ধুবর্গকে অবস্থিত দেখিয়া অত্যন্ত কৃপাবিষ্ট ও বিবল হইয়া বলিলেন ।—প্রথমে শাস্তিলাভার্থ ইন্দ্রিয় দমনোত্তম হইয়া পরে ইন্দ্রিয় সমূহ দমনে দেহের ভোগাদি নাশ পর্যালোচনা করিয়াই তেজের হ্রাস হইয়া আসিল ; এই তেজকে ব্রহ্মকৃপায় জ্ঞান, ক্রিয়া ও ভক্ত্যাদি যোগে পুনর্জীবিত করত অভ্যাসের দৃঢ়তা রক্ষা করাই গীতার সার উপদেশ ॥ ২৮ ॥

অৰ্জুন উবাচ !

দৃষ্টে'মান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান্ ।

সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি ॥ ২৯ ॥

বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে ।

গাণ্ডীবং শ্রংসতে হস্তাত্ত্বক্চৈব পরিদহতে ॥ ৩০ ॥

নচ শক্ৰোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ ।

নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব ॥ ৩১ ॥

৬ দৃষ্টা = দেখিয়া + ২ ইমান্ = ইহাদিগকে ; ৫ স্বজনান্ = স্বজনগণকে ; ১ কৃষ্ণ !

৩ যুযুৎসূন্ = যুদ্ধার্থী, ৪ সমবস্থিতান্ ; ৮ সীদন্তি = অবসন্ন হইতেছে ; ৭ মম গাত্রাণি = আমার গাত্র সকল ; ৯ মুখং + চ পরিশুষ্যতি = মুখও বিশুদ্ধ হইতেছে ॥ ২৯ ॥

৪ বেপথুঃ + ৩ চ = এবং কম্প ; ২ শরীরে ; ১ মে = আমার ; ৫ রোমহর্ষঃ + চ = এবং রোমহর্ষ ; ৬ জায়তে = হইতেছে ; ৮ গাণ্ডীবং ৯ শ্রংসতে = নিপতিত হইতেছে ; ৭ হস্তাং = হস্ত হইতে ; ১০ ত্বক্ + চ + এব পরিদহতে = এবং ত্বক্ও পরিদহিত হইতেছে ॥ ৩০ ॥

৩ ন চ ৪ শক্ৰোমি + ২ অবস্থাতুং = থাকিতে পারিতেছি না ; ৫ ভ্রমতি + ইব = যেন বিভ্রান্ত হইতেছে ; ৬ চ ; ৭ মে মনঃ = আমার মন ; ৮ নিমিত্তানি চ = এবং লক্ষণ সকল ; ১০ পশ্যামি = দেখিতেছি ; ৮ বিপরীতানি = বিপরীত অর্থাৎ অমঙ্গল সূচক ; ১ কেশব ! ১৬ ন ; ১৫ চ ; ১৪ শ্রংসতে = মঙ্গল ; ১৭ অনুপশ্যামি = দেখিতেছি ; ১৩ হস্তা = বিনাশ করিয়া ; ১২ স্বজনং ১১ আহবে = যুদ্ধে ॥ ৩১ ॥

হে কৃষ্ণ ! যুদ্ধার্থ সমবস্থিত এই 'সমস্ত স্বজনবর্গকে দেখিয়া আমার শরীর অবসন্ন এবং মুখ শুষ্ক হইতেছে ।—প্রথমে অত্যন্ত কষ্টসাধ্য বোধ হয় । ক্রমে, অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা সহজ হইয়া আইসে ॥ ২৯ ॥

শরীরে কম্প, রোমহর্ষ, গাণ্ডীব হস্তস্থলিত ও গাত্রদাহ হইতেছে ।

ন চ শ্রেয়োহনুপশ্যামি হস্তা স্বজনমাহবে ।

নকাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ ।

কিংনো রাজ্যেন গোবিন্দ কিংভোগৈর্জীবিতেন বা ॥ ৩২ ॥

যে মামর্থেকাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ ।

তইমেহবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ ॥ ৩৩ ॥

৩ ন কাঙ্ক্ষে = আকাঙ্ক্ষা করি না ; ২ বিজয়ং = জয় ; ১ কৃষ্ণ ! ৫ ন চ ; ৪ রাজ্যং ; ৬ সুখানি চ = এবং সুখ ; ১০ কিং = কি প্রয়োজন ? ; ৯ নঃ + ৮ রাজ্যেন = আমাদিগের রাজ্যে ; ৭ গোবিন্দ ! ; ১২ কিং, ১১ ভোগৈঃ + জীবিতেন বা = ভোগ সমুদে অথবা জীবনে প্রয়োজন কি ? ॥ ৩২ ॥

২ য়েবাং + অর্থ = যাহাদিগের জন্ত ; ৪ কাঙ্ক্ষিতং = প্রার্থিত ; ১ নঃ = আমাদিগের + ৩ রাজ্যং, ভোগাঃ, সুখানি চ = রাজ্য, ভোগ এবং সুখ সকল ; ৫ তে + ইমে = তাহারা • এই ; ২০ অবস্থিতাঃ ; ১৬ যুদ্ধে ; ১৭ প্রাণান্ + ১৯ ত্যক্ত্বা ১৮ ধনানি চ = জীৱন এবং আমার চিত্ত ভ্রান্ত হইতেছে, আমি আর স্থির থাকিতে পারিতেছি না ; হে কেশব ! আমি দুর্নিমিত্ত সকল অবলোকন করিতেছি ।—দৃঢ়তার হ্রাসে যেহেতু চিত্ত ভ্রান্ত, শরীর অবসন্ন ও সঙ্কল্প বিচলিত হয়, সেই সমস্ত ঘটিতেছে ॥ ৩০—৩১ ॥

যুদ্ধে আত্মীয়গুণকে বধ করায় শ্রেয় দেখি না ; হে কৃষ্ণ ! আমি রাজ্য, সুখ ও বিজয় আকাঙ্ক্ষা করি না ॥ ৩২ ॥

হে গোবিন্দ ! আমাদের রাজ্য, ভোগ ও জীবনে প্রয়োজন কি ? যাহাদের জন্ত আমরা রাজ্য, ভোগ বা সুখ অভিলাষ করি, যুদ্ধক্ষেত্রে সেই সকল গুরু, পিতৃ, পিতামহ, পুত্র, পৌত্র, মাতুল, শ্বশুর, শ্যালক ও স্বসম্পর্কীগণ জীবন ও ধনের আশা বিসর্জন করত উপস্থিত হইয়াছেন ।—

প্রথমে, ইন্দ্রিয় দমন করত 'শান্তি সুখ লাভ করিব, জীবনযুক্ত হইব',



আচার্য্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ ।

মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা ॥ ৩৪ ॥

এতান্নহন্তুমিচ্ছামি ব্রতৌহপি মধুসূদন ।

অপি ত্রৈলোক্যরাজস্য হেতোঃ কিম্মুমহীকৃতে ॥ ৩৫ ॥

খন ভাগ করিয়া ; ৬ আচার্য্যাঃ, ৭ পিতরঃ ; ৮ পুত্রাঃ+তথা+এব চ = পুত্র সকল এবং ;  
৯ পিতামহাঃ ; ১০ মাতুলাঃ, ১১ শ্বশুরাঃ, ১২ পৌত্রাঃ ১৩ শ্যালাঃ ; ১৪ সম্বন্ধিনঃ+  
১৫ তথা=এবং স্বসম্পর্কীয়গণ ॥ ৩৩-৩৪ ॥

৪ এতান্=ইহাদিগকে ; ৬ ন ৫ হন্তঃ+৭ ইচ্ছামি=বধ করিতে ইচ্ছা করি না ;  
৩ ব্রতঃ+অপি=নিহত হইলেও ; ১ মধুসূদন ! ২ অপি ত্রৈলোক্য রাজ্যস্ত হেতোঃ =  
ত্রিলোকের রাজ্যের জন্তও ; ৮ কিং+মুমহীকৃতে = রাজ্য লাভ করা কোন্ হার । ॥ ৩৫

ইত্যাদি বাসনা যোগের প্রবর্তক হইয়া উঠে, ক্রমে, যখন দেখা যায়, যে ইন্দ্রিয়াদি দমন করা, তাহাদের ভোগবাসনা শূন্য হওয়া, প্রকৃত প্রস্তাবে আত্মার কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি জ্ঞান শূন্য হওয়াই সাধন ; তখন সহজেই বোধ হয়, যে যদি ইন্দ্রিয়াদির ভোগ না থাকে, তবে আর কি নিমিত্ত জীবন ধারণ ? যে শাস্তি সুখের জন্ত চিত্তদান করিব, নির্গুণ চিত্ত হইলে ঐ শাস্তি সুখ কে ভোগ করিবে? ॥ ৩৩—৩৪ ॥

হে মধুসূদন ! পার্থিব রাজ্য কি, ত্রিলোক্যাধিপতিত্বের নিমিত্ত ও ইহা-  
দিগের কর্তৃক নিহত হইয়াও ইহাদিগকে বধ করিতে ইচ্ছা করি না।—যোগ  
সাধন দ্বারা বৃত্তিরোধ না করিলে কি হইবে ? ইন্দ্রিয় ভোগ জন্ত দেহনাশ,  
শাস্তি সুখের অলাভ ও জীবনমুক্তি এবং কৈবল্য প্রাপ্তিতে বঞ্চিত হইব ?  
হুয় হউন, সংসার শুদ্ধ লোকের ত এই গতি হইতেছে ; সকলেই ত এই  
ইন্দ্রিয়-সুখ ভোগে রত থাকিয়া মুক্তি পথে বঞ্চিত আছে ॥ ৩৫ ॥

নিহত্য ধার্ত্তরাষ্ট্রাশ্বঃ কা শ্রীতি স্যাজ্জনর্দন ।

পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ ॥ ৩৬ ॥

তস্মান্নাহা বয়ং হস্তং ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ সবান্ধবান্ ।

স্বজনং হি কথং হত্বা স্তুখিনঃ স্যাম মাধব ॥ ৩৭ ॥

যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ ।

কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্ ॥ ৩৮ ॥

৩ নিহত্য=বিনাশ করিয়া ; ২ ধার্ত্তরাষ্ট্রান্+৪ নঃ ; ৫ কা=কি ৬ শ্রীতিঃ ;  
৭ ত্বাং+১ জনর্দন ! ১০ পাপং+৮ ব=কেবল পাপই ; ১২ আশ্রয়েৎ+১১ অস্মান্=  
ধামাদিগকে আশ্রয় করিবে ; ৯ হত্বা+৮ এতান্+আততায়িনঃ=এই আক্রমণকারি-  
গণকে বিনাশ করিলে ॥ ৩৬ ॥

২ তস্মাৎ=তজ্জন্ত+৭ ন+অর্হাঃ=উপযুক্ত হইতেছি না ; ৩ বয়ং=আমরা ;  
৪ হস্তং=বিনাশ করিতে ; ৫ ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ ; ৬ সবান্ধবান্=বন্ধুগণ সহ ; ৭ স্বজনং ;  
৮ হি=যেহেতু ; ১১ কথং=কিরাপে ; ১০ হত্বা=বিদাশ করিয়া ; ১২ স্তুখিনঃ,  
১৩ স্যামঃ=স্তুখী হইব ; ১ মাধব ! ॥ ৩৭ ॥

২ যদ্যপি+এতে=যদি ইহারা ; ৮ ন ; ৯ পশ্যন্তি=দেখে ; ৩ লোভ+উপহত  
৪ চেতসঃ=লোভ কর্তৃক ভ্রষ্টচিত্ত ; ৫ কুলক্ষয়কৃতং দোষং=কুলক্ষয় জনিত দোষ ; ৬ মিত্র-

হে জনর্দন ! ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে বধ করিয়া কোনও স্তুখই নাই, ইহারা  
মাততায়ী হইলে, ইহাদিগকে বধ করিলে পাপাশ্রয় করিবে ।—না হয় এই  
স্মৃতি হইতে চাঞ্চল্য ও শ্রোগ-শোকাদি হইবে, কিন্তু ঈশ্বরদত্ত এই ভোগ  
লাভ করিবার অধিকার কি ? তাহাতে অবশ্যই দোষ আছে ॥ ৩৬ ॥

সুতরাং আমরা সবান্ধব ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে বধ করিতে পারি না ; হে  
মাধব ! স্বজন বধ করিয়া কি রাপে স্তুখী হইব ? ৩৭ ॥

যদিও লোভান্বিত হইয়া, ইহারা কুলক্ষয় জনিত দোষ ও মিত্র-

কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্তিতুম্ ।

কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যন্তি জ্ঞানার্দন ॥ ৩৯ ॥

কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধৰ্ম্মাঃ সনাতনাঃ ।

ধৰ্ম্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধৰ্ম্মোহভিব্যভূত ॥ ৪০ ॥

অধৰ্ম্মাভিভবাং কৃষ্ণ প্রভৃষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ ।

স্ত্রীষু দুষ্টান্ন বাৰ্ষেয় জায়তে বর্গসঙ্করঃ ॥ ৪১ ॥

দ্রোহে ; ৫ চ ; ৭ পাতকং ; ১০ কথং = কেন ; ১৬ ন জ্ঞেয়ং ; ১২ অস্মাভিঃ = আমাদিগের  
দ্বারা ; ১৪ পাপাং + ১৩ অস্মাং + ১৫ নিবর্তিতুম্ = এই পাপ হইতে নিবৃত্ত হইতে ;  
১১ কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যন্তিঃ = কুলক্ষয় কৃত দোষ দর্শী ; ১ জনার্দন ! ॥ ৩৮-৩৯ ॥

১ কুলক্ষয়ে ; ৪ প্রণশ্যন্তি = বিনষ্ট হয় ; ৩ কুলধৰ্ম্মাঃ ২ সনাতনাঃ = সনাতন  
কুল ধৰ্ম্ম সকল ; ৬ ধৰ্ম্মে নষ্টে, = ধৰ্ম্ম নষ্ট হইলে ; ৯ কুলং, ৮ কৃৎস্নম্ = সমগ্র কুলকে ;  
৭ অধৰ্ম্মাঃ, + ১০ অভিভবতি = আচ্ছন্ন করে + ৫ উত ॥ ৪০ ॥

২ অধৰ্ম্মাভিভবাং = অধৰ্ম্মাভিভূত হইলে ; ১ কৃষ্ণ ! ৪ প্রভৃষ্যন্তি ৩ কুলস্ত্রিয়ঃ =  
কুলস্রীগণ দূষিতা হয় ; ৬ স্ত্রীষু দুষ্টান্ন = স্ত্রীগণ দুষ্টা হইলে ; ৫ বাৰ্ষেয় ! = হে  
বৃক্ষিবংশসম্ভূত হরি ! ৮ জায়তে ৭ বর্গসঙ্করঃ ॥ ৪১ ॥

দ্রোহ হেতুক পাতক দেখিতে না পায়, আমরা এই কুলক্ষয় জনিত দোষ  
দেখিয়াও কেন ইহা হইতে নিবৃত্ত হইব না ?

কাম ক্রোধাদিগণ, ইন্দ্রিয়ভোগ-লালসায় মুগ্ধ হইয়া, সংপ্রবৃত্তিলোপ  
করিতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরভক্ত ব্যক্তি, ঈশ্বরাদীন ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ, কেন  
বিনাশ করিবে ? ৩৮।৩৯ ॥

কুলক্ষয়ে সনাতন কুলধৰ্ম্ম বিনষ্ট হয়, ধৰ্ম্মনষ্ট হইলে, সমগ্রকুল  
অধৰ্ম্মাক্রান্ত হয় ; হে কৃষ্ণ ! অধৰ্ম্মাভিভূত হইলে কুলস্ত্রীসমূহ

সঙ্করোন্নরকার্যৈষ কুলদ্বানাং কুলস্ত চ ।

পতন্তি পিতরোহেমাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ ॥ ৪২ ॥

দোষৈরৈতৈঃ কুলদ্বানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ ।

উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ শাস্বতাঃ ॥ ৪৩ ॥

১ সঙ্করঃ = বর্ণসঙ্কর + ৪ নরকার্য + এব = নরকের নিমিত্তই ; ২ কুলদ্বানাং  
৩ কুলসা চ = কুলনষ্টকারীদিগের এবং কুলেরও ; ৮ পতন্তি = পতিত হয় ; ৬ পিতরঃ +  
৫ এমাং = ইহাদিগের পিতৃপুরুষগণ ; ৭ লুপ্তপিণ্ডঃ + উদক ক্রিয়াঃ = পিণ্ডহীন লুপ্ত  
হইয়া ॥ ৪২ ॥

৪ দোষৈঃ + ২ ঐতৈঃ — এই সমস্ত দোষ কর্তৃক ; ১ কুলদ্বানাং ; ৩ বর্ণসঙ্কর  
কারকৈঃ ; ৮ উৎসাদ্যন্তে = উৎসর হয় ; ৬ জাতি ধর্ম্মাঃ ; ৭ কুলধর্ম্মাঃ + ৫ শাস্বতাঃ  
= নিত্য ॥ ৪৩ ॥

দূষিতা, ও দূষিতা স্ত্রী হইতে বর্ণসঙ্কর হয়।—ইন্দ্রিয় ভোগাদি দেহধর্ম্ম,  
ঐ দেহধর্ম্ম বিনাশ করিলে, ইন্দ্রিয়ের প্রকৃতি বিকৃততাবাপন্ন হওয়া সম্ভব।  
ঐ ইন্দ্রিয়-বিকৃতি হইতে জ্ঞানের প্রত্যবায় অর্থাৎ ব্যাধি, প্রমাদ, ভ্রান্তি-  
দর্শনাদি হওয়া সম্ভব ॥ ৪০।৪১ ॥

বর্ণসঙ্কর, কুলদ্ব ও কুলদ্বদিগের নরকের নিমিত্ত হয় ; তাহাদের পিতৃ-  
লোকও পিণ্ডহীনভাবে পতিত হয়।—উক্ত প্রমাদাদি বিঘ্ন ঘটিলে,  
ঐহিক ইন্দ্রিয় সুখসম্ভোগাদি, শাস্তিসুখাদি, গুণমন কি, জ্ঞান চৈতন্য পর্য্যন্ত  
লুপ্ত হওয়ায়, ঐহিক পারত্রিক সমস্ত নষ্ট হইবে ॥ ৪২ ॥

কুলদ্বাতীদিগের এই বর্ণসঙ্কর দোষ হইতেই চিরকালের জন্য জাতিধর্ম্ম  
ও কুলধর্ম্ম বিলুপ্ত হয়। হে জনাৰ্দ্দন ! যে সকল মহুষ্যের কুলধর্ম্ম উৎসর  
হয়, আমি শুনিয়াছি, তাহাদের নিয়ত নরকে বাস হয়।—দেহধর্ম্ম বিনাশ

উৎসন্নকুলধৰ্ম্মাণাং মনুষ্যাণাং জনাৰ্দ্দন ।

নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রাম ॥ ৪৪ ॥

অহো বত মহৎপাপং কর্তুং ব্যবসিতা বয়ং ।

যদ্রাজ্য স্তখলোভেন হস্তং স্বজনমুদ্যতা ॥ ৪৫ ॥

যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ ।

ধাৰ্ত্তরাষ্ট্রা রণেহন্যস্তম্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ ॥ ৪৬ ॥

২ উৎসন্ন-কুলধৰ্ম্মাণাং মনুষ্যাণাং=যে সকল মনুষ্যের কুলধৰ্ম্ম নষ্ট হইয়াছে, তাহাদের ; ১ জনাৰ্দ্দন ! ৪ নরকে ; ৩ নিয়তং ; ৫ বাসঃ+ভবতি+ইতি+অনুশুশ্রাম =বাস হয় ইহা শুনিয়াছি ॥ ৪৪ ॥

১ অহো ! বত ; ৩ মহৎ পাপং কর্তুং ব্যবসিতাঃ=মহাপাপ করিতে মনস্থ করিয়াছি ; +২ বয়ং=আমরা ; ৪ যৎ+রাজ্য স্তখলোভেন=যেহেতু রাজ্য ও স্তখের লোভে ; ৬ হস্তং=বিনাশ করিতে ; ৫ স্বজনং+১ উদ্যতাঃ=উদ্যত হইয়াছি ॥ ৪৫ ॥

১ যদি ; ৫ মাম্+৪ অপ্রতীকারম্ + অশস্ত্রং=প্রতিবিধানে বিরত, এবং নিরস্ত্র আমাকে ; ২ শস্ত্রপাণয়ঃ=সশস্ত্র ; ৩ ধাৰ্ত্তরাষ্ট্রাঃ+৬ ক্লম হন্যঃ=যুদ্ধে বিনাশ করা শাস্ত্র ও যুক্তি বিবুদ্ধ ; নিকামকার্য্য করিবে, তাই বলিয়া একবারে ইন্দ্রিয়কাৰ্য্য লোপ হয়, এমন কথা কখনই নহে ; কিন্তু যোগাভ্যাস করিতে গিয়া পাছে দেহধৰ্ম্মের বিনাশ হয়, ইহাই প্রথম আশঙ্কা ॥ ৪৩-৪৪ ॥

হায় ! আমরা রাজ্য ও স্তখলোভে স্বজন ধ্বংস করিতে উদ্যত হইয়া কি মহাপাপই করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম ॥ ৪৫ ॥

যদি আমি অশস্ত্র ও প্রতিহিংসা পরিত্যাগ করিয়া শস্ত্রধারী ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ কর্তৃক রণে নিহত হই, তাহাও ভাল ।—

৩ ঐতিমপেক্ষা ইন্দ্রিয়-স্তখ ভোগ করত মৃত্যু ভাল ॥ ৪৬ ॥

সঞ্জয় উবাচ ।

এবমুক্ত্বার্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপা বিশং ।

বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ ॥ ৪৭ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং  
বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদগীতাসূপনিষৎস্থ ব্রহ্ম-  
বিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদে অর্জুনবিষাদ-  
যোগো নাম প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

করে ; ৭ তৎ + মে ক্ষেতরং ভবেৎ = তাহা আমার পক্ষে অধিকতর মঙ্গলকর  
হয় ॥ ৪৬ ॥

৩-এবং + উক্ত্বা = এইরূপ বলিয়া ; + ২ অর্জুনঃ ; ৪ সংখ্যে = যুদ্ধে ; ৫ রথ + উপস্থে  
+ উপা বিশং = রথোপরি উপবিষ্ট হইয়াছিলেন ; ৬ বিসৃজ্য = ত্যাগ করিয়া ; ৭ সশরং  
চাপং = শর সংযুক্ত ধনু ; ৮ শোকসংবিগ্ন মানসঃ = শোকাবল চিত্ত ॥ ৪৭ ॥

ইতি অর্জুনবিষাদযোগ নামক প্রথম অধ্যায় ।

অর্জুন যুদ্ধস্থলে এই বলিয়া, শোক সম্ভূত চিত্তে ধনুর্কাণ পরিত্যাগ  
করত রথপৃষ্ঠে উপবিষ্ট হইলেন ।—ভক্ত, সংশয়রূপ চিত্তবিক্ষেপক অন্ত-  
রায় কর্তৃক আর্জুন ও যোগানুষ্ঠানে বিঘ্ন দর্শনে হীনভেক হইয়া, ভগবানের  
আশ্রয় গ্রহণ করত ক্রিন্নাক্ষেত্র কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া এতদবস্থাপন্ন  
হইল । প্রথমে এইরূপ বিঘ্ন ও সন্দেহ সকল উপস্থিত হয় । ক্রমে  
ভগবৎপ্রসাদে ভক্তের মনে যথার্থ জ্ঞান উদ্ভিত হইতে থাকে, তাহাই  
ক্রমশঃ এই গীতায় বলিতেছেন ॥ ৪৭ ॥

ব্রহ্মজ্ঞানপ্রদ ভগবদগীতা নামক যোগশাস্ত্রের প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ।

## দ্বিতীয় অধ্যায় ।

সঞ্জয় উবাচ ।

তং তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণং ।

বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ ॥ ১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

কুতস্ত্রাকশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতং ।

অনার্যজুষ্টমশ্বর্গ্যমকীর্তিকুরমর্জ্জুন ॥ ২ ॥

৫ তং=তাঁহাকে ; ২ তথা=সেইরূপ ; ৩ কৃপয়া+আবিষ্ট+অশ্রুপূর্ণ+আকুল-  
লক্ষণং=কৃপায়ুক্ত, অশ্রুপূর্ণ, এবং আকুলিত নেত্র ; ৪ বিষীদন্তং=বিবাদকারীকে+  
৫ ইদং বাক্যম্+উবাচ=এই কথা বলিয়াছিলেন ; ১ মধুসূদন ॥ ১ ॥

২ কুতঃ=কোথা হইতে, +৩ ত্বা=তোমাকে ; ৭ কন্মলং=মোহ, +৫ ইদং=এই ;  
৪ বিষমে=সঙ্কট সময়ে ; ৮ সমুপস্থিতম্ ; ৬ অনার্যজুষ্টম্=আর্য্যগণের অসেবিত ;  
+অশ্বর্গ্যম্+অকীর্তিকরম্+১ অর্জ্জুন ॥ ২ ॥

মধুসূদন, তাদৃশ কৃপাবিশিষ্ট, অশ্রুপূর্ণাকুলিতনেত্র, বিষম অর্জ্জুনকে  
বলিলেন, হে অর্জ্জুন ! এই সঙ্কট সময়ে তোমার আর্য্যগণের অসেবিত,  
অশ্বর্গ হেতু, ও অকীর্তিকর মোহ ফিরুপে হইল ? তুমি ক্লীবভাবাপন্ন  
হইও না, ইহা তোমার অযোগ্য ; হে পরম্পদ ! এই সামান্য চিন্তা-দৌর্বল্য  
পরিভ্রাণে করত উখিত হও ।

ঈশ্বরনিষ্ঠ ব্যক্তি সংশয় ভাবাপন্ন হইলে, ভগবৎকৃপায় জ্ঞানের বিকাশ

মাত্রৈব্যং গচ্ছ কৌন্তেয় নৈতদ্ব্যুপপদ্যতে ।

ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্তে দ্বাভিষ্ঠ পরস্তপ ॥ ৩ ॥

অৰ্জুন উবাচ ।

কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুসূদন ।

ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজার্হাবরিসূদন ॥ ৪ ॥

৩ মা ২ ক্রৈব্যং, ৪ গচ্ছ=ক্রীবভান প্রাপ্ত হইও না ; ১ কৌন্তেয় ! ৭ ন=না, + ৫ এতৎ + ৬ ভয়ি=তোমাতে + ৮ উপপদ্যতে=উপযুক্ত হয় ; ১০ ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত, + ১১ উভিষ্ঠ=তুচ্ছ চিত্তের দুর্বলতাকে ত্যাগ করিয়া উঠ ; ৯ পরস্তপ ! =শত্রুতাপন ( অৰ্জুন ) ॥ ৩ ॥

৮ কথং=কি রূপে ; ৬ ভীষ্ম+৩ অহং ; ৪ সংখ্যে=যুদ্ধে ; ৭ দ্রোণম্+৮ ; ২ মধুসূদন ! ৯ ইষুভিঃ=শরদ্বারা ; ১০ প্রতিযোৎস্যামি=প্রতিযুদ্ধ করিব ; ৫ পূজার্হৌ=পূজনীয়দ্বয়কে, + ১ অবরিসূদন ! =শত্রুনাশক ( অৰ্জুন ! ) ॥ ৪ ॥

হওয়ায় বোধ হয়, যে প্রবৃত্তি রোধের চেষ্টা না করা সর্বপ্রকার অমঙ্গল হেতুক মোহনাত্মক, এবং ইহা পৌরুষহীনতার পরিচায়ক ; যে হেতু, পুরুষ-স্বরূপ ব্রহ্মময় হইতে পারা যাইবে না, অথচ সম্বন্ধে প্রধান ব্রহ্মপরাঙ্গণ ব্যক্তি ইঞ্জিয়াদি সুখভোগে রত থাকিয়া প্রাকৃতিক স্বভাবাপন্ন থাকিতেও ক্রেশ বোধ করিবে, স্মৃতিরূপ না সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক স্বভাবযুক্ত, না পুরুষ-স্বরূপে লীন হওয়ায়, ক্রীববৎ হইয়া থাকা অযোগ্য ; এভাবে পরিত্যাগ করত পুনর্বার দৃঢ়বীৰ্য্যহওয়া আবশ্যক ॥ ১-৩ ॥

অৰ্জুন কহিলেন, হে অরিহন্তা মধুসূদন ! আমি রণে পূজনীয় ভীষ্ম ও দ্রোণের সহিত কিরূপে অস্ত্র দ্বারা প্রতিযুদ্ধ করিব ? ৪ ॥



গুরুনহহাহি মহানুভাবান্ শ্রেয়োভোক্তুং ভৈক্ষ্যপীহলোকে ।  
 হত্বার্থকামাংস্ত গুরুনিহৈব ভূঞ্জীয় ভোগান্ রুধিরপ্রদিক্তান্ ॥৫॥  
 ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্মোগরীয়ো যদ্বা জয়েম যদিবা নোজয়েয়ুঃ ।  
 যানেবহস্তা ন জিজীবিষামস্তেহ বস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্তরাষ্ট্রাঃ ॥৬॥

৩ গুরুন্ + অহহা = গুরুগণকে বধ না করিয়া ; ১ হি = যেহেতু ; ২ মহানুভাবান্ ;  
 ৭ শ্রেয়ঃ + ৬ ভোক্তুং = ভোগ করা ; ৫ ভৈক্ষ্যং + অপি = ভিক্ষান্নও + ৪ ইহলোকে ;  
 ১০ হত্বা = বধ করিয়া, ১৩ অর্থকামান্ + ৮ তু ; ৯ গুরুন্ ; ১১ ইহ + এব =  
 ইহলোকেই ; ১৫ ভূঞ্জীয় = ভোগ করিতে হইবে ; ১৪ ভোগান্ ; ১২ রুধির  
 প্রদিক্তান্ = শোণিত লিপ্ত ॥ ৫ ॥

৬ ন, ৫ চ + ৪ এতৎ + ৭ বিদ্মঃ = জানি ; ২ কতর + ১ নঃ + ৩ গরীয়ঃ = কি  
 আমাদিগের পক্ষে শ্রেয়ঃ ; ৮ যৎ + বা, জয়েম = জয় করি ; যদি বা, নঃ + জয়েয়ুঃ =  
 আমাদিগকে জয় করে ; ৯ যান্ = যাহাদিগকে + এব হত্বা, ন জিজীবিষাম = বাচিতে ইচ্ছা  
 করি না ; + ১০ তে = তাহার + ১৩ অবস্থিতাঃ ; ১২ প্রমুখে ; ১১ ধার্তরাষ্ট্রাঃ ॥ ৬ ॥

মহানুভব গুরুদিগকে নিহত না করিয়া সংসারে, ভিক্ষান্ন ভোজনও  
 শ্রেয়ঃ, কিন্তু গুরুগণকে বধ করিলে ইহলোকেই রুধিরলিপ্ত অর্থ কাম  
 উপভোগ করিতে হইবে ।—

আর এক সমস্তা উপস্থিত, বাসনাদি পরিত্যাগ করা যোগের উদ্দেশ্য,  
 কিন্তু ইন্দ্রিয় দমন করিব, বাসনা ত্যাগ করিব; কৈবল্যপদে সংস্থিত হইব  
 ইত্যাদিও তা বাসনা। অতএব ঐ সমস্ত লাভও কামনালব্ধ ফল !  
 রুধির শব্দ কামার্থক রুধীত্ব হইতে । ইহ শব্দে এই দেহেই । রুধির  
 লিপ্ত অর্থ ও কাম উপভোগ করিতে হইবে, ইন্দ্রিয়দিগকে বিক্ষেপ শূন্য  
 করিয়াও কামনালব্ধ ফল ভোগ করিতে হইবে ॥ ৫ ॥

আমাদিগের জয় এবং পরাজয় এতদ্বয়ের মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ তাহা

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ

পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্মসংমূঢ়চেতাঃ ।

যচ্ছে যঃ স্যামিচ্ছিতং ক্রহিতম্বে

শিবদন্তেহং শাধিমাং ত্বাং প্রপন্নং ॥ ৭ ॥

১ কার্পণ্য দোষ + উপহত স্বভাবঃ ; ৪ পৃচ্ছামি = জিজ্ঞাসা করি ; ৩ ত্বাং = তোমাকে ;  
২ ধর্ম সংমূঢ় চেতাঃ = ধর্ম বিষয়ে মূঢ়মতি ; ৫ যৎ + শ্রেয়ঃ জ্ঞান + ৭ নিচ্ছিতং ;  
৮ ক্রহি + বল ; ৯ তৎ + মে = তাহা আমাকে ; ১১ শিব্যঃ + ১০ তে + ৯ অহং ; ১৪ শাধি  
= শিক্ষা দেও ; ১৩ মাং ; ১২ ত্বাং প্রপন্নং = তোমার শরণাগত(কে) ॥ ৭ ॥

জানি না ; যাহাঙ্গিগকে বধ করিয়া জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করি না,  
সেই ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণই সম্মুখে অবস্থিত ।—

চিন্ত সংশয়াদি বৃদ্ধ হইয়াছে, ইন্দ্রিয় রোধ করত যোগানুষ্ঠান শ্রেয়ঃ  
অথবা ইন্দ্রিয়াদি উপভোগই কর্তব্য? এ সকল যোগবিষয় প্রথমতঃ  
হয় ।—( পাতঞ্জল ১—৩০ ) ॥ ৬ ॥

কর্পণ্য দোষাভিভূত স্বভাব ও ধর্ম বিষয়ে কর্তব্যবিমূঢ় হইয়া তোমাকে  
জিজ্ঞাসা করিতেছি, আমি তোমার শরণাগত শিষ্য, যাহা শ্রেয়ঃ তাহা  
আমাকে নিশ্চয় করিয়া বল, এবং শিক্ষা দেও ।—

ইন্দ্রিয় স্বর্থবর্জনে ক্লেশপতা জন্মিতেছে, কি কর্তব্য স্থির হইতেছে না,  
অতএব হে কৃষ্ণ ! তোমার শরণাপন্ন এবং শাসনাধীনকে জ্ঞান দেও ।  
আদৌ ভক্তি না হইলে মুক্তিপথ দেখিতে পায় না, হরির কৃপা না হইলে  
অগ্ন্যধঃপাতিতাই থাকুক, আর দ্বারে দ্বারে জ্ঞান ভিক্ষা করিয়াই  
বেড়াও, শ্রান্তি ঘুচিবে না, সংপথ পাইবে না ; স্তত্রাং ভগবানৌ ন নির্ভর  
আবশ্যক ॥ ৭ ॥

নহি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাদ্যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিল্লিয়াণাম্ ।  
অবাপ্যভূমাবসপত্নমুদ্ধং রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যং ॥ ৮ ॥

সঞ্জয় উবাচ ।

এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং গুড়াকেশঃ পরস্তপঃ ।

ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বাতুষ্ণীং বভূবহ ॥ ৯ ॥

তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারতঃ ।

সেনায়োরুভয়োর্মধ্যে বিধীদন্তুমিত্যং বচঃ ॥ ১০ ॥

১০ ন ; হি ; প্রপশ্যামি—দেখিতেছি ; ৭ মম+১২ অপনুদ্যাৎ=অপনোদন করে ;  
১১ যৎ+১০ শোকং ; +৯ উচ্ছোষণং+৮ ইল্লিয়াণাং=ইল্লিয় শোষক ; ৬ অবাপ্য=  
পাইয়া ; ১ ভূমো+অসপত্নং+মুদ্ধং=পৃথিবীতে শিকটক ও সমৃদ্ধ ; ২ রাজ্যং ;  
৩ সুরাণাং+৫ অপি, ৮+৪ আধিপত্যং ॥ ৮ ॥

৪ এবং উক্ত্বা—এই বলিয়া ; ৩ হৃষীকেশঃ ; ২ গুড়াকেশঃ ১ পরস্তপঃ ৫ ন যোৎস্য  
=যুদ্ধ করিব না, ইতি গোবিন্দং উক্ত্বা, তুষ্ণীং=মৌনী ; ৬ বভূবহ=হইয়াছিল ॥ ৯ ॥

৪ তম্+৭ উবাচ ; ২ হৃষীকেশঃ ; ৫ প্রহসন্=ইব+যেন সহাস্যে ; ১ ভারতঃ  
৭ সেনায়োঃ+উভয়োঃ+মধ্যে বিধীদন্তং ; ৬ ইদং বচঃ=এই বাক্য ॥ ১০ ॥

পৃথিবীতে অদ্বিতীয় ঈশ্বর এবং সুরগণের অধিপতি হইলেনও, ইল্লিয়-  
শোষক-শোকাপনোদনকারী কিছুই দেখিতেছি না ॥ ৮ ॥

পরস্তপ পার্থ হৃষীকেশকে এই সমস্ত বলিয়া বলিলেন, ‘আমি যুদ্ধ  
করিব না’, এবং তুষ্ণী অবলম্বন করিলেন ॥ ৯ ॥

উভয় সেনামধ্যে বিষম অর্জুনকে হৃষীকেশ সহাস্ত্রে বলিলেন ।  
—ব্রহ্মরূপায় জ্ঞান হইতে আরম্ভ হইল ; সর্ব কর্ম পরিত্যাগ পূর্বক  
কেবল আত্মজ্ঞান-নিষ্ঠাতেই কৈবল্য হইতে পারে, কি অগ্নিহোত্রেদি বেদ-

শ্রীভগবানুবাচ ।

অশোচ্যান্নশোচন্তুঃ প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে ।

গতাস্থনগতাস্থশ্চ নান্নশোচন্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ১১ ॥

২ অশোচ্যান্ + অশোচঃ = শোকের অযোগ্যের জন্ত অশুশোচনা করিতেছ ;  
১ ভুং ; ৩ প্রজ্ঞাবাদান্ + চ ভাষসে = প্রজ্ঞাযুক্ত বাক্যও বলিতেছ ; ৫ গতাস্থন্ +  
অগতাস্থন্ + চ ন নান্নশোচন্তি ; ৪ পণ্ডিতাঃ ॥ ১১ ॥

বিহিত কৰ্ম্মের সহিত জ্ঞানানুষ্ঠান আবশ্যক ? কিরূপ কৰ্ম্ম কর্তব্য ?  
কৰ্ম্মত্যাগই বা কি রূপ ? যোগানুষ্ঠান কিরূপে করিতে হয় ? বৈরাগ্য কি  
রূপ ? আত্মসংযম কাহাকে বলে ? প্রকৃত জ্ঞানই বা কি ? ব্রহ্মজ্ঞানই  
বা কি রূপ ? রাজ্যযোগই বা কি ? যোগবিভূতিই বা কাহাকে বলে ?  
আত্মদর্শন কি ? এবং ভক্তি কাহাকে বলে ? পুরুষ ও প্রকৃতি এবং সম্বাদি-  
গুণ সমূহ কি ? ইত্যাদি জ্ঞান ক্রমশঃ হইতেছে ॥ ১০ ॥

অতঃপর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা অনাবশ্যক । কারণ, পরের উক্তি  
সমূহ ভগবদনুসঙ্গী জ্ঞানের বিকাশই হউক, বা ভগবানের উপদেশই  
হউক, তাহাতে যার আসে না ; সুতরাং অতঃপর শ্লোকের তাৎপর্য  
বুঝাইতেছি ।

শ্রীভগবানের উক্তি ;—যাহা শোকের অবিষয়, তুমি তজ্জন্ত শোক  
করিতেছ, অথচ জ্ঞানের কথাও বলিতেছ ! পণ্ডিতেরা গতাস্থ অথবা  
অগতাস্থ কাহারও জন্ত শোক করেন না ।

যাহা ঈগর্য্যছে তজ্জন্ত শোক বুধা, আর যাহা যার নাই, তজ্জন্ত শোক,  
হইতেই পারে না ॥ ১১ ॥

ন ত্বেবাহং জাতু নাশং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ ।

ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সৰ্বেষ বয়মতঃপরম্ ॥ ১২ ॥

দেহিনোহস্মিন্ যথা দেহে কোমারং যৌবনং জরা ।

তথা দেহান্তরপ্রাপ্তিধীরন্তত্র ন মুহ্যতি ॥ ১৩ ॥

৩ ন তু+এব+২ অহং; ১ জাতু=কদাচিৎ; ৪ ন+আসম্=হিলাম না;  
৫ ন ত্বং; ৬ ন+ইমে জনাধিপাঃ=এই রাজারাও নহেন; ১০ ন চ+এব ন ভবিষ্যামঃ  
=হইব না এমনও নহে; ৮ সৰ্বেষ; ৭ বয়ম্=আমরু; ৯ অতঃপরম্ ॥ ১২ ॥

২ দেহিনঃ+৩ অস্মিন্=দেহীদিগের এই; ১ যথা; ৪ দেহে; ৫ কোমারং যৌবনং  
জরা; ৬ তথা; ৭ দেহান্তর প্রাপ্তিঃ+৮ ধীরঃ+৯ তত্র=তাহাতে ১০ ন মুহ্যতি=  
মোহিত হন না ॥ ১৩ ॥

তুমি, আমি, এবং এই রাজারা যে কখনও হিলাম না, এবং পরে  
হইব না এমনও নহে; দেহী ব্যক্তির এই দেহেই যেমন কোমার, যৌবন,  
জরাদি হয়, দেহান্তর প্রাপ্তিও তদ্রূপ, স্তুরাং ধীর ব্যক্তি তাহাতে  
মুগ্ধ হন না।—আত্মা অবিনাশী, চিরকাল সর্বত্র সমভাবে বিরাজিত;  
দেহাভিমাত্র জীবের এই স্থলদেহ, সূক্ষ্ম দেহের অনুরূপ মাত্র, আত্মা এই  
স্থল ও সূক্ষ্ম দেহ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। স্থল বা সূক্ষ্ম দেহের স্পৃশ্য  
স্থানাদি আত্মাকে স্পর্শ করে না। এই স্থল দেহ, ইহার ইন্দ্রিয়াদি,  
শৈশব যৌবনাদি অবস্থা সমূহ, জন্ম-জরা-মৃত্যু, সমস্তই দেহাভিমাত্র  
জীবের; এই স্থল দেহের বিনাশ হইলেও, ঐ ইন্দ্রিয় ভোগাদির সংস্কার  
যায় না। পূৰ্ব্ব জন্মের সংস্কার ইহ জন্মে আছে, এই জন্মেই পাতঞ্জল  
 বলেন, “সংস্কার সাক্ষাৎ করণাৎ পূৰ্ব্বজাতিজ্ঞানম্”। এই সংস্কার কি? যে  
 কার্য্য কর, ক্রমে তাহা অভ্যাস পাইয়া বাইবে। স্বভাব একটি স্বতন্ত্র পদার্থ

মাত্রাপ্পর্শান্তুকোন্তের শীতোষ্ণস্বখদুঃখদাঃ ।

আগমাপায়িনোমিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্বভারত ॥ ১৪ ॥

২ মাত্রাপ্পর্শাঃ+তু=ইন্দ্রিয়গণের সহিত বিষয়ের সংস্পর্শ; ১ কোন্তের! ৩ শীত  
+উষ্ণ স্বখ-দুঃখদাঃ ৪ আগমা+আপায়িণঃ+অনিত্যাঃ=আইসে, যায়, এবং অনিত্য;  
৫ তাং তিতিক্ষস্ব=তাহা সহ্য কর; ৬ ভারত ॥ ১৪ ॥

নহে। পূর্বজন্মে যে সমস্ত কার্য অভ্যাস পাইয়া প্রকৃতিগত হইয়াছে, স্থূল শরীরের বিনাশ হইলেও সূক্ষ্ম শরীর অবলম্বন করত ইহজন্মে সেই সকল সংস্কার আসে। আবার ইহজন্মে বাহ্য অভ্যাস করিবে, ক্রমে তাহাও সংস্কারগত হইবে, পূর্বসংস্কারও যেমন অনুশ্রাসে যায় না, নূতন অভ্যাস করিতেও তেমনই আশ্রয় আবশ্যক। এক্ষণে, যদি ইন্দ্রিয়াদির কার্য সংস্কারগত হয়, এবং জন্ম জন্মান্তরে বার বার হইতেছে ও দেহের সঙ্গে লোপ পাইয়া পুনর্বার জন্মগ্রহণের সঙ্গে সূক্ষ্ম শরীর অবলম্বন করিয়া কর্মবশে নূতন দেহাধিকার করিতেছে, তবে এই সমস্তের জন্য শোক করা অজ্ঞের কার্য। আর এই দেহ বিনাশেই বা চিন্তা কি? দেহ ভোগ্যবস্তু, বাল্যকালে বালকের ভোগোপযোগী থাকে, যৌবনে সে দেহ গিয়া নূতন দেহ হয়, আবার বার্কক্যেও শ্রুবার দেহ থাকে না। কেবল ক্রমে ক্রমে দেহের পরিবর্তন হয়, এবং স্মৃতি থাকে। সেইরূপ, জন্মান্তরেও দেহ গিয়া বাসনার অনুরূপ দেহ হইবে। তবে স্মৃতির বিনাশ হয় এই প্রভেদ। এই স্মৃতি বিনষ্ট না হইলে, লোকে জন্ম জন্মান্তরের মায়ামোহে জড়িত হইয়া বিষম বিপদে পড়িত ॥ ১২—১৩ ॥

• হে কোন্তের! ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয় সংযোগই শীতোষ্ণ ও স্বখ দুঃখের হেতু, এ সকল অনিত্য, একবার হয়, আবার পরক্ষণেই যায়।

যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষম্পুরুষবত ।

সমদুঃখসুখং ধীরং সোহমৃতত্বায়কল্পতে ॥ ১৫ ॥

২ যং=যাহাকে; ৩ হি ন ব্যথয়ন্তি=কষ্ট দেয় না; +এতে=ইহারা;  
৪ পুরুষাং; ১ পুরুষবত=হে পুরুষবর! ৩ সম দুঃখ সুখং ধীরং; ৭ সঃ+অমৃতত্বায়  
কল্পতে=সে অমৃত স্বরূপে গণ্য ॥ ১৫ ॥

অতএব এ সকলে হর্ষ বিবাদাদি যেন না হয়।—শীতোষ্ণাদি সুখ দুঃখ-  
ভোগ, ইন্দ্রিয় কর্তৃক বাহ্য বিষয়ের জ্ঞান মাত্র। যে বধির, সে কর্কশ শব্দ  
অথবা অপ্রিয় বাক্যাদি শ্রবণ জ্ঞাত ক্লেশ ভোগ, বা প্রিয় প্রতিমধুর  
বাক্যাদি শ্রবণ জ্ঞাত সুখভোগ করে না, অন্ধব্যক্তিও সুন্দর অথবা  
কুৎসিত পদার্থ দর্শন জনিত সুখ দুঃখ ভোগ করে না। ঈশ্বরে ইন্দ্রিয়ের  
অনুভব শক্তির অভাবে বিষয় সংস্পর্শ বাটিল না; কিন্তু শ্রবণ শক্তি আছে,  
পার্শ্বে ঘড়ি বাজিল, সে শব্দ কর্ণে গেল, অথচ পর মুহূর্ত্তে, কয়টা বাজিল,  
অন্তমনস্ত থাকায় বলিতে পারিলাম না, সেখানে মন অত্র বিষয়ে নিযুক্ত  
থাকায় সে শব্দ গ্রহণ হইল না, কেহ গালি দিলেও হ্রস্বত অনিলাম না,  
তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, যে ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয় সংস্পর্শই সুখ  
দুঃখের হেতু, সুখদুঃখদায়ক বিষয়ের কোনও সার্থকতা নাই। চিন্তকে  
বিষয়াস্তরে নিবিষ্ট রাখিলে কোনও বিষয়ই সুখ দুঃখ দিতে পারে না ॥ ১৪ ॥

হে পুরুষপ্রবর! যে সুখ দুঃখে সমদর্শী ধীর পুরুষকে এই শীতোষ্ণাদি  
ব্যথিত না করে, তাহাকেই অমৃত বলিয়া বিবেচনা করা যায়।—আত্মাই  
দুঃখ সুখাদি বিকারস্পর্শশূন্য এবং অমর; আত্মজ্ঞান হইলে, অর্থাৎ আপ-  
নাকে আত্মা মাত্র বলিয়া জানিলে, ব্রহ্ম-স্বরূপে চিত্ত নিবিষ্ট থাকে, অত্র  
বিষয়ে স্নাক্ষষ্ট হয় না, সুতরাং বাহ্যিক শীতোষ্ণাদির অনুভব কেন  
হইবে? ১৫ ॥

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ ।

উভয়োরপিদৃষ্টোহন্তত্ত্বনয়োস্তুত্বদর্শিভিঃ ॥ ১৬ ॥

অবিনাশি তু তদ্বিক্ষি যেন সর্ব্বমিদং ততম্ ।

বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কৰ্ত্তুমর্হতি ॥ ১৭ ॥

অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ ।

অনাশিনোহপ্রমেয়স্য তস্মাদ্ব্যক্তস্য ভারত ॥ ১৮ ॥

৩ ন ; ১ অসতঃ=যাহার অস্তিত্ব নাই তাহার ; ৪ বিদ্যতে=থাকে ; ২ ভাবঃ =  
প্রতিভা ; ৭ ন+৬ অভাবঃ+৮ বিদ্যতে ; ৫ সতঃ=যেসং অর্থাৎ যে আছে তাহার ; ১১  
উভয়োঃ+অপি =উভয়েরই ; ১৩ দৃষ্টঃ+১২অন্তঃ ১০ অনয়োঃ=এই ; ৯ তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥ ১৬ ॥

৭ অবিনাশি, ৬ তু ৫ তৎ, +৮ বিক্ষি=জানিবে ; ১ যেন = যাহার দ্বারা ; ৩ সর্ব্বম্  
+২ ইদং ; ৪ ততং = বস্তু ; ১২ বিনাশং+১১ অব্যয়স্য+১০ অস্য ; ১৪ ন ; ৯ কশ্চিৎ  
- কেহই ; ১৩ কৰ্ত্তুং = করিতে ; ১৫ অর্হতি = যোগ্য হয় ॥ ১৭ ॥

৫ অন্তবন্তঃ = নশ্বর ; ৪ ইমেদেহাঃ = এই দেহ সকল ; ২ নিত্য, +৬ উক্তাঃ =  
কথিত আছে ; ৩ শরীরিণঃ = দেহীর ; ১ অনাশিনঃ+অপ্রমেয়স্য = অবিনাশি ও  
অনুপম ; ৮ তস্মাৎ + ব্যক্তস্য = অতএব বৃদ্ধ কর ; ৭ ভারত ! ॥ ১৮ ॥

অসতের সদ্ভাব এবং সতের অভাব হয় না, তত্ত্বদর্শিগণ এতদ্ব্যক্তির  
এই পরিণাম দর্শন করিয়াছেন ।—সংস্বরূপ আত্মা অবিনাশী, তাহার  
অভাব অসম্ভব, মায়িক জড়জগৎ অস্তিত্বশূন্য, কল্পনায় অবস্থিত মাত্র,  
জ্ঞানিগণই একথা জানেন । সুতরাং সংস্বরূপ ত্যাগ করিয়া অসংস্বরূপে  
নিবিষ্টচিত্ত হইন না ॥ ১৬ ॥

যৎকৰ্ত্ত্বক এই সমস্ত পরিব্যাপ্ত, তাঁহাকে অবিনাশী বলিয়া জানিবে,  
কেহই সেই অব্যয়ের বিনাশ করিতে সমর্থ নহে ॥ ১৭ ॥

এই ভঙ্গুর দেহ, অবিনাশী, অপ্রমেয়, ও নিত্য আত্মারই, অতএব হে



য এনং বেত্তি হস্তারং যশ্চৈনং মদ্যতে হতম্ ।

উভৌ তৌ ন বিজানীতো নাযং হস্তি নহন্ততে ॥ ১৯ ॥

ন জায়তে ত্রিয়তে বা কদাচি-

ন্নাযং ভুত্বা ভবিতাবানভুয়ঃ ।

অজোনিত্যঃ শাস্ততোহয়ং পুরাণো

ন হন্ততে হন্ত্যমানে শরীরে ॥ ২০ ॥

১ যঃ+এনং=যে ইহাকে ; ৩ বেত্তি=জানে ; ২ হস্তারং=বিনাশ কর্তা স্বরূপ ;  
৪ যঃ+চ+এনং ; ৬ মদ্যতে=মনে করে ; ৫ হতং ; ৮ উভৌ=উভয়েই ; ৭ তৌ  
=তাহারা ; ৯ ন বিজানীতো=জানে না ; ১১ ন+১০ অয়ং+১২ হস্তি=সে বধ  
করে না ; ১৩ ন হন্ততে=হত হয় না ॥ ১৯ ॥

৩ ন জায়তে ত্রিয়তে বা=জন্মে না অথবা মরে না ; ২ কদাচিৎ+৪ ন+১ অয়ং ;  
৫ ভুত্বা, ভবিতা বা ন ভুয়ঃ=উৎপন্ন হইয়া থাকে না, অথবা পুনরায় জন্মিবে না ;  
৭ অজঃ=জন্ম রহিত ; নিত্যঃ শাস্তঃ+৬ অয়ং ; ৮ পুরাণঃ ১১ ন হন্ততে ;  
১০ হন্ত্যমানে ৯ শরীরে=দেহ নষ্ট হইলে ॥ ২০ ॥

ভারত ! যুদ্ধ কর।—আত্মা অবিনাশী, অপরিচ্ছিন্ন, ইত্যাদি ; দেহ,  
ইন্দ্রিয়াদি সেই আত্মারই, ইন্দ্রিয় কর্তৃক বিষয় উপভোগে, স্বয়ং নির্লিপ্তভাবে  
থাকিলে, আত্মার কোনও ক্ষতি বৃদ্ধি নাই ॥ ১৮ ॥

এই আত্মাকে যে হস্তা, বা যে হত মনে করে, তাহারা কেহই  
আত্মাকে জানে না, ইনি হননও করেন না, হতও হন না। যেহেতু  
আত্মা নির্লিপ্ত; এবং অবিনশ্বর ॥ ১৯ ॥

আত্মা কখনও জন্মেন না, মরেন না, ইনি হন নাই, হইবেন না  
অথবা হইতেছেন না। নিরন্তর জন্ম রহিত, নিত্য, পুরাণ, এবং দেহ হত

বেদাবিনাশিনং মিত্যং য এনমজমব্যয়ম্ ।

কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হস্তি কম্ ॥ ২১ ॥

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহার্য নবানি গৃহ্ণাতি নরোহপরানি ।

তথা শরীরানি বিহার্য জীর্ণান্যন্তানি সংযাতি নবানি দেহী ॥ ২২ ॥

৬ বেদ = জানে + ৪ অবিনাশিনং নিত্যং ; ২ যঃ = যে + ৩ এনম্ + ৫ অজম্ + অব্যয়ম্ ;  
৮ কপং = কেন ; ৭ পুরুষঃ ; ১ পার্থ ! ২ কং ঘাতয়তি = কাহাকে বধ করাইবেন ;  
১১ হস্তি : ১০ কং = কাহাকে ॥ ২১ ॥

৪ বাসাংসি = বস্ত্র সকলকে ; ৬ জীর্ণানি ; ১ যথা ; ৫ বিহার = ত্যাগ করিয়া ;  
৭ নবানি ; ৮ গৃহ্ণাতি = গ্রহণ করে ; ২ নরঃ + ৬ অপরানি ; ৯ তথা ; ১২ শরীরানি ;  
১৩ বিহার্য ; ১১ জীর্ণানি + ১৪ অন্তানি ; ১৬ সংযাতি = গ্রহণ করে ; ১৫ নবানি ;  
১০ দেহী ॥ ২২ ॥

হইলেও বিনাশ শূন্য।—স্থূল কথা, কায়েন্দ্রিয়ের সহিত আত্মার কোন সম্বন্ধ নাই। তবে কে জন্মে এবং মরে, তাহা পরে (২২ শ্লোকে) বলিতেছেন ॥ ২০ ॥

যে ব্যক্তি এই শ্রুত্ব্য, জন্মরহিত অবিনাশী ও নিত্য আত্মাকে জানেন, হে পার্থ ! সেই পুরুষ কি জন্ম এবং কাহাকে বধ করিবেন বা করাইবেন ? —আত্মজ্ঞানী, আপনাকেও এই আত্মা মাত্র জানিয়া, ইচ্ছা অনিচ্ছা বিবর্তিত হন। তিনি সুখ-দুঃখ-ভোগে রত বা বিরত নহেন, প্রয়োজনা-ভাবে তিনি কাহাকেও বধ করেন না এবং সংস্কররহিত হইতে কৰ্ম্মফল তাহাকে স্পর্শ করে না। অপিচ সকলই এক আত্মার রূপান্তর মাত্র। স্ততরাং কে কাহাকে বধ করে ? ॥ ২১ ॥

মুখ্য যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অন্য নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে,

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ ।

ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥ ২৩ ॥

অচ্ছেদ্যোহয়মদাহ্যোহয়মক্লেদ্যোহিশোষ্য এব চ ।

নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাগুরচলোহয়ং সনাতনঃ ॥ ২৪ ॥

৩ ন+১ এনং=ইহাকে ; ৪ ছিন্দন্তি=ছেদন করে ; ২ শস্ত্রাণি ; ৭ ন+৫ এনং ;  
৮ দহতি ; ৬ পাবকঃ=অগ্নি ; ৯ ন+৮+১১ এনং, ১২ ক্লেদয়ন্তি=নষ্ট করে না+  
১০ আপঃ=জল ; ১৪ ন শোষয়তি=বিশুদ্ধ কর না ; ১৩ মারুতঃ=বায়ু ॥ ২৩ ॥

২ অচ্ছেদ্যঃ+১ অযং+৪ অদাহঃ+৩ অয়ং+৫ অক্লেদ্যঃ+অশোষ্যঃ+ ৬ এব চ ;  
৮ নিত্যঃ ; ৯ সর্বগতঃ ; ১০ স্থাগুঃ=বৃক্ষকাণ্ডবৎ নিপ্পল+ ১১ অচলঃ+ ৭ অয়ং ;  
১২ সনাতনঃ ॥ ২৪ ॥

দেহীও তদ্রূপ জীর্ণ দেহাদি পরিত্যাগ করত নূতন দেহে প্রবিষ্ট হয় ।  
—ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে যে, দেহ ভোগায়তন মাত্র । কৰ্ম্মফল-ভোগের  
অনুরূপ দেহ ধারণ করিতে হইবে ; যেমন বস্ত্র জীর্ণ হইলে, তাহা পরিধান  
করিলে আর চলে না বলিয়া, লোকে নূতন বস্ত্র পরিধান করে, তদ্রূপ, যখন  
এ দেহে আর সঞ্চিত কৰ্ম্মফলের ভোগ হইতে পারে না, তখনই নূতন দেহ  
ধারণ করিতে হয় । দেহী স্বপ্রয়োজনানুসারে এই দেহের পরিবর্তন করেন,  
আত্মা নহে ; কারণ, তিনি নির্লিপ্ত, তাঁহার প্রয়োজনাভাব ॥ ২২ ॥

এই আত্মাকে শস্ত্র নষ্ট করিতে পারে না, এবং বায়ু বিশুদ্ধ করিতে  
পারে না ॥ ২৩ ॥

ইনি অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য, এবং নিত্য, সর্বগত, সমভাবে  
স্থিত, অচল, ও অনাদি ॥ ২৪ ॥

অব্যক্তোহম্মমচিন্ত্যোহম্মমবিকার্যোহম্মমুচ্যতে ।

তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমহঁসি ॥ ২৫ ॥

অথচৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্থসেযুতম্ ।

তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈনং শোচিতুমহঁসি ॥ ২৬ ॥

জাতস্য হি ধ্রুবোমৃত্যুধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ ।

তস্মাদপরিহার্যোহর্থো ন ত্বং শোচিতুমহঁসি ॥ ২৭ ॥

২ অব্যক্তঃ+১ অয়ং+৪ অচিন্ত্যঃ+৩ অয়ং+৬ অবিকার্যঃ=নির্বিকার+৫ অয়ং  
+৭ উচ্যতে=কথিত হয়; ৮ তস্মাৎ=সেই হেতু+৯ এবং=এইরূপ; ১০  
বিদিত্বা=জানিয়া+১১ এনং; ১২ ন+অনুশোচিতুং+অহঁসি=অনুশোচনা করা  
অনুপযুক্ত ॥ ২৫ ॥

১ অথ, চ+এনং নিত্যজাতং; ৩ নিত্যং, ২ বা, ৫ মন্থসে=মনে কর; ৬ যুতং;  
৭ তথাপি ত্বং; ৮ মহাবাহো! ৯ ন+৮ এনং ১০ শোচিতুং+ ১১ অহঁসি ॥ ২৬ ॥

২ জাতস্ত; ১ হি; ৩ ধ্রুবঃ=নিশ্চয়+৩ মৃত্যুঃ+৪ ধ্রুবং; ৫ জন্ম ও মৃত্যু  
৬ চ; ৭ তস্মাৎ+১১ অপরিহার্যো, +অর্থো=বিষয়ে; ১২ ন ১০ ত্বং; ১৩ শোচিতুং  
+অহঁসি ॥ ২৭ ॥

ইনি অব্যক্ত ( বাহেল্লিয়ের অগ্রাহ ), অচিন্ত্য, এবং বিকার-বিরহিত  
বলিয়া উক্ত । • মৃতরাং, অস্বাক্ষকে এরূপ জানিয়া অনুশোচনা  
অকর্তব্য ।—॥ ২৫ ॥

আর যদি এই আত্মাকে নিত্যজাত এবং নিত্যমৃত ( অর্থাৎ দেহাদির  
সহিত বারংবার জাত এবং মৃত ) মনে কর, তাহা হইলেও, 'হে মহাবাহো !  
তোমার অনুশোচনা অকর্তব্য; যেহেতু জন্মিলে মৃত্যু নিশ্চয়, এবং মরিলেও  
জন্ম অপরিহার্য; তবে সেই অলজ্যনীর বিষয়ের জ্ঞান শোকের প্রয়োজন

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত ।

অব্যক্তনিধনাত্তেব তত্র কা পরিদেবনা ॥ ২৮ ॥

আশ্চর্য্যবৎপশ্চতি কশ্চিদেনমাশ্চর্য্যবদ্বদতি তথৈব চাত্মঃ ।

আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্তঃ শৃণোতি

শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ॥ ২৯ ॥

৩ অব্যক্ত+আদীনি=অলক্ষিতমূল; ২ ভূতানি=বস্তুমাত্র; ৪ ব্যক্তমধ্যানি;  
১ ভারত! ৫ অব্যক্ত নিধনানি+এব; ৬ তত্র=তাহাতে, ৮ কা ৭ পরিদেবনা=  
শোক কি? ॥ ২৮ ॥

২ আশ্চর্য্যবৎ পশ্চতি=আশ্চর্য্যের স্থায় দেখে; ১ কশ্চিৎ+এনং+৪ আশ্চর্য্যবৎ,  
+বদতি=বলে; ৩ তথা+এব চ+অন্তঃ; ৮ আশ্চর্য্যবৎ+৬চ+৭ এনং+৫ অন্তঃ ৯  
শৃণোতি=শুনিয়া থাকে; ১২ শ্রুত্বা+অপি—শুনিয়াও ১৫ এনং, ১৬ বেদ=জ্ঞানে;  
১৩ নঃ+১১ চ+১৪ এব; ১০ কঃ+চিৎ=সেইই ॥ ২৯ ॥

কি?—আত্মার ক্ষয়োদয় করনা করিলেও, দেহের অবশুস্তাবী জন্ম ও  
বিনাশের সঙ্গে যত্বপি আত্মারও জন্ম এবং বিনাশ হয়, তবে সে আত্মার  
স্বরূপ বিকারের জন্ত আর স্তূথ দুঃখ কি? ক্ষণভঙ্গুর দেহের সঙ্গে যদি স্বল্প  
কাল মধ্যে আত্মার বিনাশ হয়, তবে যাহাই ঘটুক না কেন, তাহাতে ক্ষতি  
বৃদ্ধি কি? তাহা হইলে ত পাপ পুণ্যাদি ক্রম্বক্ষল ভোগাদি কিছুই থাকে  
না ॥ ২৬—২৭ ॥

হে ভারত! ভূতগ্রাম প্রথমে অব্যক্ত থাকে, মধ্যে ব্যক্ত হয়, এবং  
পরে নিধনেও অব্যক্ত হয়, অতএব সে জন্ত আর শোক কি? ॥ ২৮ ॥

সেই আত্মাকে আশ্চর্য্যরূপে দর্শন করেন, কেহবা আশ্চর্য্যরূপে বর্ণনা  
করেন, কেহবা আশ্চর্য্য স্বরূপে শ্রবণ করেন, আবার কেহবা শুনিয়াও

দেহী নিত্যমুবধ্যোহ্মঃ দেহে সর্বশ্চ ভারত ।

তস্মাৎ সৰ্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমহসি ॥ ৩০ ॥

স্বধৰ্ম্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমহসি ।

ধৰ্ম্ম্যাঙ্কি যুদ্ধাচ্ছে যোহশ্চক্ৰজিয়স্য ন বিদ্যতে ॥ ৩১ ॥

৫ দেহী, ৬ নিত্যং + অবধ্যঃ + ৪ অস্মৎ ৩ দেহে ২ সর্বশ্চ ১ ভারত ! ৭ তস্মাৎ = তজ্জন্ত ;  
৯ সৰ্বাণি ভূতানি ; ১০ ন ৮ ত্বং = তুমি ১১ শোচিতুমহসি ॥ ৩০ ॥

১ স্বধৰ্ম্মং + অপি চ, + অবেষ্য = দৃষ্টি করিলেও ; ৩ ন ২ বিকম্পিতুং = কম্পিত  
হইতে + ৪ অহসি ; ৭ ধৰ্ম্ম্যাং + ৫ হি চ যুদ্ধাৎ + শ্রেয়ঃ + অশ্চক্ৰ ; ৬ ক্রিয়ন্ত ; ৯ ন  
বিদ্যতে = নাই ॥ ৩১ ॥

জানেন না।—যাঁহারা আত্মদর্শী, তাঁহারা পর্যন্ত আশ্চর্য্যাম্বিত হন,  
বর্ণনাকারী এবং তৎশ্রবণকারিগণের আশ্চর্য্য বোধ করা বিচিত্র নহে ;  
যাহারা মন্দভাগ্য তাহারা গুনিয়াও জানেন না ॥ ২৯ ॥

হে ভারত ! সকলর দেহে এই দেহী, অর্থাৎ দেহগত আত্মা, নিত্য  
ও অবিনাশী, অতএব ভূতগ্রামের জন্ত তোমার শোক করা অহুচিত।  
—পূর্বে যে আত্মার বিনাশের কথা বলা হইয়াছে, তাহা প্রকৃত নহে,  
কল্পনা মাত্র ॥ ৩০ ॥

স্বধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াও তোমার কম্পিত হওয়া উচিত নহে,  
কারণ, ক্রত্বিয়ের ধর্ম্মাযুক্ত হইতে আর কিছুই শ্রেয়ঃ নহে ।

স্বধর্ম্ম কি ? “কতাং ত্রায়তে ইতি ক্রত্বিয়ঃ” ; তাহাতে যুদ্ধাদির প্রয়োজন।  
ক্রত্বিয়ের ধর্ম্ম রাজধর্ম্ম । রাজ্যপালন, অরিদমন প্রভৃতি কৰ্ম্ম সঞ্চয় করত  
ক্রত্বিয় দেহধারণ করিয়াছে, তাহা না করিয়া ব্রাহ্মণ বা অন্ত কোন বর্ণের ধর্ম্ম  
পালন করিতে গেলে কৰ্ম্মক্ষয় হইবে না, অপিচ নূতন কৰ্ম্ম সঞ্চয় হইবে ।

যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্ ।

সুখিনঃ ক্রত্বিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্ ॥ ৩২ ॥

অথ চেত্বমিমং ধর্ম্যং সংগ্রামং ন কুরিষ্যসি ।

ততঃ স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিঞ্চ হিহ্না পাপমবাপ্স্যসি ॥ ৩৩ ॥

৪ যদৃচ্ছয়া—অবাচিত হইয়া ; ৫ চ+উপপন্নং=উপস্থিত ; ৬ স্বর্গদ্বারম্+২ অপাবৃতং=উদ্বাটিত, ৭ সুখিনঃ ক্রত্বিয়াঃ, ১ পার্থ ! ২ লভন্তে=লাভ হয় ; ৮ যুদ্ধং+৭ ইদৃশং=এরূপ যুদ্ধ ॥ ৩২ ॥

১ অথ, ২ চেৎ=যদি+৩ ত্বং+ইমং ; ৪ ধর্ম্মং সংগ্রামং, ৫ ন কুরিষ্যসি=না কর ; ৬ ততঃ স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিঞ্চ+৭, হিহ্না=পরিত্যাগ করিয়া, ৮ পাপং+অবাপ্স্যসি=পাপ-ব্রত হইবে ॥ ৩৩ ॥

এই শ্লোকে কর্তব্য নির্ণয় অর্থাৎ কর্ম্মক্ষয়ের উপায় নির্দেশ করিয়াছেন । কৃষ্ণ অর্জুনকে যুদ্ধে জ্ঞানি বধ করিতে বলিতেছেন ; অনেকের ইহা ভাল লাগে না । কিন্তু অর্জুন কি করিবে ? ক্রত্বিয় গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়া রাজ্য-পালন, দুষ্ট দমন, শত্রু নিধন ভিন্ন অন্য কোন কর্ম্ম করিবে ? ইহা করিতেই সে জন্মিয়াছে, নহিলে কর্ম্মক্ষয় হয় না । এ জন্মে না হয় পর জন্মেও তাহাই করিতে হইবে । একগুণকার ক্রত্বিয় গৃহে জন্মিলে বলা যাইত, যে চাষ করিয়া, না হয় দারবান হইয়া কর্ম্মক্ষয় করিবে । কিন্তু সে সময়ের ক্রত্বিয় যেক্রপ কর্ম্ম সঞ্চয় করিয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, সেইরূপ কার্য্য করাই তাহার ধর্ম্ম । অন্তরূপ অন্তর্ধান তাহার পক্ষে ‘পরধর্ম্ম ও ভয়াবহ’ ॥ ৩১ ॥

হে পার্থ ! উদ্বাটিত স্বর্গদ্বার যদৃচ্ছাক্রমে উপস্থিত হইয়াছে, যে ক্রত্বিয়দিগের ইদৃশ যুদ্ধ লাভ হয়, তাহারাই সুখী ॥ ৩২ ॥

আর যদি তুমি এই ধর্ম্মাযুদ্ধ না কর, তাহা হইলে স্বধর্ম্ম ও কীর্ত্তি-

অকীৰ্ত্তিঞ্চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেহব্যয়াম্ ।

সম্ভাবিতস্ত চাকীৰ্ত্তির্মরণাদতিরিচ্যতে ॥ ৩৪ ॥

ভয়াদ্রণাদুপরতং মংসন্তে হ্রাং মহারথাঃ ।

যেবাঞ্চ হ্রং বহুমতো ভূত্বা যাস্যসি লাঘবম্ ॥ ৩৫ ॥

৪ অকীৰ্ত্তিঃ+চ+অপি, ১ ভূতানি; ৫ কথয়িষ্যন্তি=বলিবে; ২ তে=তোমার+  
৩ অবয়াম্=অক্ষয়; ৪ সম্ভাবিতস্ত=মান্ত ব্যক্তির; ৫ চ=এবং; ৬ অকীৰ্ত্তিঃ,+মরণাৎ  
=মৃত্যু অপেক্ষা, অতিরিচ্যতে=অধিকতর হয় ॥ ৩৪ ॥

৩ ভয়াৎ+রণাৎ+উপরতং মংসন্তে=ভয়প্রযুক্ত যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত মনে  
করিবে; ২ হ্রাং=তোমাকে; মহারথাঃ ৬ যেবাং=বাহাদিগের (নিকট)+৪ চ, ৫ হ্রং  
=ভূমি; ৭ বহুমতোভূত্বা=গৌরবান্বিত হইয়া; ৮ যাস্যসি ৮ লাঘবং=হীন  
হইবে ॥ ৩৫ ॥

বিহীন হইয়া পাপগ্রস্ত হইবে; তোমার অক্ষয় অকীৰ্ত্তি সর্বভূতে ঘোষণা  
করিবে, উপযুক্ত অর্থুৎ সক্ষম ব্যক্তির অকীৰ্ত্তি মরণ অপেক্ষাও  
অধিক!—কর্মক্ষয়ের সুযোগ পাইয়াছ, তাহা করিয়া উত্তরোত্তর  
উন্নতির পথে অগ্রসর হও, বর্দ্ধিত হইবে; না হও, অবনতি হইবে;  
সমভাবে কখনই থাকিতে পারিবে না; সম্ভারের নিয়মই এই, যতদূর  
অগ্রসর হইয়াই ক্ষান্ত থাক না কেন, সেই স্থান হইতেই অধোগতির  
প্রারম্ভ হইবে। অতএব এক্ষণে বিরতি তোমার আবেগ্য, এবং  
অনিষ্টকর ॥ ৩৩-৩৪ ॥

মহারথগণ তোমাকে, ভয় প্রযুক্ত রণ-বিমুখ মনে করিবে, বাহা-  
দিগের নিকট মানিত ছিলে, তাহাদিগের নিকট তোমার লাঘব  
হইবে ॥ ৩৫ ॥



অবাচ্যবাদাংশচ বহুঋদিত্যন্তি তবাংহিতাঃ ।

নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং ততো দুঃখতরং নু কিম্ ॥ ৩৬ ॥

হতো বা প্রাপ্যসি স্বর্গং জিহ্বা বা<sup>১</sup> ভোক্যসে মহীম্ ।

তস্মাদুত্তিষ্ঠ কোন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৩৭ ॥

সুখদুঃখে সমে কৃহা লাভালাভো জয়াজয়ো ।

ততো যুদ্ধায় যুক্ত্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্যসি ॥ ৩৮ ॥

৩ অবাচ্য বাদান্+চ=অকথা বাক্যসকলও ; ৫ বহুন্ ৭ ঋদিত্যন্তি=বলিবে ; ৪ তব  
+ অহিতাঃ=তোমার শত্রুগণ ; ৩ নিন্দন্তঃ=নিন্দাকারী ; ১ তব, ২ সামর্থ্যং ; ৮ ততঃ  
=তাহা অপেক্ষা ; ১১ দুঃখতরং ; ১০ নু ; ৯ কিম্ ॥ ৩৬ ॥

১ হতঃ বা, ৩ প্রাপ্যসি=পাইবে ; ২ স্বর্গং, ৪ জিহ্বা বা, ৫ ভোক্যসে=ভোগ করিবে ;  
৬ মহীম্=পৃথিবী ; ৭ তস্মাৎ+১০ উত্তিষ্ঠ=উত্থানকর ; ৮ কোন্তেয় ৯ যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ  
=যুদ্ধের নিমিত্ত স্থির প্রতিজ্ঞ হইয়া ॥ ৩৭ ॥

১ সুখদুঃখে, ৪ সমে=সমান ; ৫ কৃহা=করিয়া ; ২ লাভালাভো ৩ জয়াজয়ো ;  
৬ ততঃ ৭ যুদ্ধায় যুক্ত্যস্ব=যুদ্ধের নিমিত্ত নিযুক্ত হও ; ৮ ন+চএবং ৯ পাপং+  
১১ অবাপ্যসি=একপে পাপগ্রস্ত হইবে না ॥ ৩৮ ॥

তোমার শত্রুগণ অনেক অকথা কথা বলিবে, ও তোমার 'সামর্থ্যের'  
নিন্দা করিবে ; ইহা অপেক্ষা দুঃখকর আর কি আছে ? ইহাতে লোকতঃও  
নিন্দাই হইবে ॥ ৩৬ ॥

হত হইলে স্বর্গভোগ করিবে, আর জয়ী হইলে পৃথিবী ভোগ করিবে,  
অতএব হে কোন্তেয় ! যুদ্ধ করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া উত্তীর্ণ হও ।—যুদ্ধে  
হত হইলেও কর্মক্ষয় হইবে, অধিকন্তু জয়ী হইলে রাজ্য ভোগও ঘটিবে ॥ ৩৭ ॥

(৮ বন্ধিমবাবু ৩৪—৩৭ শ্লোক প্রক্ষিপ্ত বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন ।)

সুখ দুঃখ, লাভালাভ, ও জয়াজয় সমজ্ঞান করত যুদ্ধে নিযুক্ত

এষা তেহ্ভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধৈর্যোগে ত্রিমাং শৃণু ।

বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কৰ্মবন্ধং প্রহাস্যসি ॥ ৩৯ ॥

নেহাভিক্রমনাশোহস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে ।

স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥ ৪০ ॥

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন ।

বহুশাখা হনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োহব্যবসায়িনাম্ ॥ ৪১ ॥

৩ এষা = ইহা ; ২ তে + ৫ অভিহিতা = তোমাকে বলা হইল ; ৪ সাংখ্যে ; ৮ বুদ্ধি-  
যোগে, ৭ তু + ৬ ইমাং ; ৯ শৃণু = শ্রবণ কর ; ১১ বুদ্ধ্যা ১২ যুক্তঃ + ১০ যয়া ; ১ পার্থ !  
১৩ কৰ্মবন্ধং প্রহাস্যসি = কৰ্মবন্ধনাশ করিতে পারিবে ॥ ৩৯ ॥

৩ ন + ১ ইহ + ২ অভিক্রম নাশঃ = প্রারম্ভের বিনাশ + ৪ অস্তি ; ৫ প্রত্যবায়ঃ = বিষ + ন  
বিদ্যতে ; ৭ স্বল্পং + অপ্যি + ৬ অস্ত ধন্বন্ত ; ৯ ত্রায়তে = ত্রাণ করে ; ৮ মহতঃ + ভয়াৎ ॥ ৪০ ॥

৩ ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ + একা + ২ ইহ = এই সংসারে ; ১ কুরুনন্দন ! ৭ বহুশাখা  
৫ হি + ৯ অনন্তাঃ + ৮ চ ; ৬ বুদ্ধয়ঃ + বুদ্ধি স্কল + ৪ অব্যবসায়িনাং ॥ ৪১ ॥

হও, তাহা হইলে তোমাকে পাপগ্রস্ত হইতে হইবে না—নির্লিপ্ত হইয়া  
কার্য্যকরিলে পাপ স্পর্শিবে না ॥ ৩৮ ॥

এই তোমাকে সাংখ্যযোগের কথা বলিলাম, অতঃপর য়ে বুদ্ধিযোগ-  
যুক্ত ব্যক্তি কৰ্মবন্ধ ছেদনক্ষম হয়, সেই বুদ্ধিযোগের কথা শ্রবণ কর ।

আত্মা স্বয়ং জ্ঞানের কথা বলিয়া, অতঃপর যদ্বারা কৰ্মক্ষয় হইয়া  
মোক্ষলাভ হইতে পারে, সেই কথা বলিতেছেন ॥ ৩৯ ॥

ইহার প্রারম্ভ নিষ্ফল হয় না, ইহাতে বিষয় ঘটে না, এবং ইহার স্বল্পমাত্রও  
মহাভয় হইতে পরিত্রাণ করে (গীতা ৬ অধ্যায়, ৪০ প্রভৃতি শ্লোক দ্রষ্টব্য) ॥ ৪০ ॥

হে কুরুনন্দন ! ঈশ্বরে অনিবিষ্ট নানা পথগামীগণের বুদ্ধি অনন্ত,  
ও বহু শাখা বিশিষ্টবৎ হইলেও, নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি একই ॥ ৪১ ॥

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ ।

বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদন্তীতি বাদিনঃ ॥ ৪২ ॥

কামাত্মনাং স্বর্গপরা জন্মকর্ষ্মফলপ্রদাম্ ।

ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রীতি ॥ ৪৩ ॥

ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্ ।

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥ ৪৪ ॥

৭ যাং+ইমাং পুষ্পিতাং=যে এই পুষ্পিত অর্থাৎ ফলপ্রদানোন্মুখ; ১০ বাচং=বাক্য; ১১ প্রবদন্তি=বলে+৬ অবিপশ্চিতঃ=মুচগণ; ২ বেদবাদরতাঃ=শাস্ত্রবাক্যাসু গামী; ১ পার্থ! ৩ নান্যৎ+অন্তি+ইতি বাদিনঃ=আর কিছু নাই এইরূপ উক্তিকারী, ৪ কাম+আত্মনাং=বাসনাপূর্ণ; ৫ স্বর্গপরাঃ=স্বর্গভোগেচ্ছ; ৬ জন্ম কর্ষ্মফলপ্রদাং ৭ ক্রিয়াবিশেষ বহুলাং, ভোগ+ঐশ্বর্য্য গতিং প্রীতি; ১৩ ভোগৈশ্বর্য্য প্রসক্তানাং; ১২ তয়া+অপহৃতচেতসাং ১৪ ব্যবসায়াত্মিকাবুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥৪২—৪৪ ॥

হে পার্থ! অবিবেকিঞ্চণ কামনাপূর্ণ, স্মৃতরাং স্মৃগাদিকেই পুরুষার্থ বোধ করত বেদোক্ত সকাম কর্ষ্মফলশ্রতিবাক্যে রত, ও উহা ভিন্ন আর কিছু নাই বলিয়া, ভোগৈশ্বর্য্য প্রাপ্তির সাধনভূত ক্রিয়া বিশেষের-সাধক, জন্মকর্ষ্মরূপ ফলপ্রদ ও পুষ্পিতবৎ আপাততঃ রমণীয়, যে-বাক্য বলিয়া থাকেন, তদ্বারা জ্ঞানাপহৃত চিন্ত, ভোগৈশ্বর্য্যাসক্ত ব্যক্তিগণের নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি সমাধিতে নিবিষ্ট হয় না।—বেদাদি শাস্ত্র সমূহ, জ্ঞান-শূন্য সকাম সংসারী লোকের দ্বারা, স্মৃতরাং তাহাতে স্বর্গাদি ফলপ্রদ বিষয়েরই উল্লেখ আছে; নিষ্কাম ব্রহ্মজ্ঞ তত্ত্বের নিকট সে সকল অকিঞ্চিং-কর। ডাদৃশ ব্যক্তি বেদাদিতে আত্মশূন্য এত নিয়ম-নিষেধাদির অতীত গীতার বেদাদিকে যে তুচ্ছ করিয়াছেন, তাহা চিন্তাশীল স্বাধীনচেতা

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিঃশ্রেণ্যো ভবাজ্জুন ।

নির্ঘন্থো নিত্যসঙ্ক্বে নির্যোগক্ষেম আস্ববান্ ॥ ৪৫ ॥

যাবানর্থ উদপানে সর্বতঃ সংপ্লুতৌদকে ।

তাবান্সর্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্ত বিজানতঃ ॥ ৪৬ ॥

৩ ত্রৈগুণ্যবিষয়াঃ—ত্রিগুণাত্মকবিষয়পূর্ণ ; ২ বেদাঃ=বেদ সকল ; ৩ নিঃশ্রেণ্যঃ—  
ত্রিগুণাতীত ৩ ভবঃ=হও + ২ অর্জুন । ৫ নির্ঘন্থঃ+নিত্যসঙ্ক্বে+নির্যোগক্ষেমঃ  
+আস্ববান্ ॥ ৪৫ ॥

৩ যাবান্+অর্থঃ=যে অভিপ্রায়ঃ (সিদ্ধ হয়) ; ২ উদপানে=জলপান সম্বন্ধে  
(তড়াগাদিতে) ১ সর্বতঃ সংপ্লুতৌদকে=মহাসমুদ্রে (জলপ্লাবনে) ; ৬ তাবান্=  
তদ্রূপই ; ৫ সর্বেষু বেদেষু ; ৪ ব্রাহ্মণস্ত বিজানতঃ=জ্ঞানী ব্রহ্মনিষ্ঠের ॥ ৪৬ ॥

ব্যক্তি মাত্রকেই স্বীকার করিতে হইবে, একস্থানে নয়, বহুস্থানেই এইরূপ  
আছে ॥ ৪২-৪৪ ॥

বেদাদি শাস্ত্র সমূহ, সম্বাদি গুণত্রয় বিষয়ক, (অর্থাৎ সকাম কৰ্ম্মফল  
প্রতিপাদক) হে অর্জুন ! তুমি ত্রিগুণাতীত, নীতোষণাদি দ্বন্দ্বজ্ঞানশূন্য,  
সব স্বরূপ ব্রহ্মে নিত্য অবস্থিত, অলক নন্দমাত্রে ৩ লকনস্ত বক্ষ্যাম যতশক্ত্য  
ও আশ্ববিৎ হও ॥ ৪৫ ॥

নানা ক্ষুদ্র জলাশয়ে জ্ঞান পানাদিতে যে কার্য্য সিদ্ধ হয়, একমাত্র  
সাগরবারিই যেমন ঐ সমস্ত কার্য্য সাধনক্ষম, তদ্রূপ একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানই  
বেদাদি সমগ্র শাস্ত্রার্থ ফলপ্রদ।—সমুদ্র-স্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞানের নিকট অপরা  
সমস্ত জ্ঞানই কুপ-তড়াগাদি ক্ষুদ্র জলাশয়বৎ । ব্রহ্মকে জানিলে, সকল জ্ঞান  
আপনা হইতেই হয় । ৬ বসিষবাবু এইরূপ অর্থ করেন, “সকল স্থান জলে  
প্রাক্তিত হইলে, উদপানে, অর্থাৎ ক্ষুদ্র জলাশয়ে যাবৎ প্রয়োজন, ব্রহ্মজ্ঞ-

কৰ্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন ।

মা কৰ্মফলহেতুর্ভূমী তে সন্ধোহিস্ত্বকৰ্মণি ॥ ৪৭ ॥

যোগস্থঃ কুরু কৰ্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয় ।

সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥ ৪৮ ॥

২ কৰ্মণি+এব+অধিকারঃ; ১ তে=তোমার; ৪ মা=না; ৩ ফলেষু কদাচন;  
৫ মা কৰ্মফলহেতুঃ+ভূঃ+২ মা ৬ তে ৮ সঙ্গঃ,+১০ অন্ত=ইউক; ৭ অকৰ্মণি=  
নিষ্কর্মে ॥ ৪৭ ॥

৪ যোগস্থঃ ৬ কুরু ৫ কৰ্মাণি ২ সঙ্গং ত্যক্ত্বা=আসক্তি ত্যাগ করিয়া; ১ ধনঞ্জয়!  
৩ সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমঃ+ভূত্বা=সিদ্ধি এবং অসিদ্ধিতে ভূত্বাভাবাপন্ন হইয়া; ৭ সমত্বং  
যোগ উচ্যতে=সাম্যভাবেকেই যোগ বলে ॥ ৪৮ ॥

ব্রহ্মনিষ্ঠের সমস্ত বেদে তাবৎ প্রয়োজন। বন্ধিমবাবুর এই অর্থ নিতান্ত  
সঙ্গত, এবং এতৎ সম্বন্ধে তাঁহার যুক্তি অখণ্ডনীয় ॥ ৪৬ ॥

তোমার কর্মেই অধিকার, কর্মফলে কখনই নহে, কর্মফলের  
নিমিত্ত কর্ম করিও না, “অথচ কর্মহীনও থাকিও না।—কর্ম করিতে  
হইবে, কিন্তু ফলাকাঙ্ক্ষা বিরহিত হইয়া। কর্ম পরিত্যাগ করিলে চিন্তা  
আসিবে, তাহাতে কর্ম সঞ্চয় হইবে, সুতরাং তাহা অনিষ্টকর ॥ ৪৭ ॥

সিদ্ধি অথবা অসিদ্ধি, উভয়ে সমভাবাপন্ন হওয়া রূপ সীমাকেই যোগ  
বলে। হে ধনঞ্জয়! উক্ত সাম্যরূপ যোগস্থ ও নিঃসঙ্গ হইয়া কর্ম কর।—  
সমস্ত কর্মই ফলাকাঙ্ক্ষা-শূন্য হইয়া করা কর্তব্য, ইহা সহজে হয়  
না, ক্রমশঃ বিচার ও অভ্যাস দ্বারা সুখদুঃখে অনাসক্তি সংস্কারগত  
হইলে, ফলাকাঙ্ক্ষা-বিবর্জিত কর্ম অভ্যস্ত হইবে; ইহাই সার যোগ,  
ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যোগ আর কিছুই নাই। ফলে আসক্তি পরিত্যাগ  
করত উদাসীনভাবে যদুচ্ছাগত কর্ম কর ॥ ৪৮ ॥

দূরেণ হবরং কৰ্ম্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয় !

বুদ্ধৌ শরণমস্থিচ্ছ কুপণাঃ ফলহেতবঃ ॥ ৪৯ ॥

বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে স্কৃতদুষ্কৃতে ।

তস্মাদ্যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কৰ্ম্মস্ব কৌশলম্ ॥ ৫০ ॥

কৰ্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ ।

জন্মবন্ধবিনিমুক্তা পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্ ॥ ৫১ ॥

৫ দূরেণ = বিস্তর; ২ হি + ৬ অবরং = হীন ৩ কৰ্ম্ম ৪ বুদ্ধিযোগাৎ + ১ ধনঞ্জয় !  
৭ বুদ্ধৌ শরণমস্থিচ্ছ = জ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ কর; ৮ কুপণাঃ = ফলা-  
কাঙ্ক্ষিণ দীনভাবীপন্ন হয় ॥ ৪৯ ॥

২ বুদ্ধিযুক্তঃ, + ৪ জহাতি = বিনাশ করে, + ১ ইহ, ৩ উভে স্কৃত দুষ্কৃতে = ভাল ও  
মন্দ উভয় কর্ম্মকে; তস্মাৎ = ইত্যাদি ॥ ৫০ ॥

৪ কৰ্ম্মজং ২ বুদ্ধিযুক্তাঃ + ১ হি ৫ ফলং ত্যক্ত্বা ৩ মনীষিণঃ; ৬ জন্মবন্ধবিনিমুক্তাঃ =  
জন্ম বন্ধ বিমুক্ত হইয়া; ৮ পদং = স্থান; ৯ গচ্ছন্তি + ১ অনাময়ং = নিষ্পাপ ॥ ৫১ ॥

বুদ্ধিযোগ অপেক্ষায় কৰ্ম্ম অনেক নিকৃষ্ট, কারণ, ফলাকাঙ্ক্ষিগণ দীন  
ভাবাপন্ন হয়, অতএব হে ধনঞ্জয় ! তুমি বুদ্ধিযোগেই ভগবচ্ছরণাপন্ন হও ।  
—এখান্নে কৰ্ম্ম অর্থে ফলাকাঙ্ক্ষা সমন্বিত কৰ্ম্ম ॥ ৪৯ ॥

বুদ্ধিযুক্ত শ্যক্তিই ইহ জগতে স্কৃত ও দুষ্কৃত উভয়কে পরিত্যাগ  
করেন, অতএব তুমি যোগমার্গ অবলম্বন কর, সকল কৰ্ম্ম মধ্যে যোগই  
কৌশলপ্রদ—যোগ কর্ম্মের কৌশল, কর্ম্ম করিব, অথচ তাহার ভালমন্দ ফলে  
বিচলিত হইব না ॥ ৫০ ॥

বুদ্ধিযোগ যুক্ত মনীষিগণ কর্ম্মফল ত্যাগ করত জন্মজরামরণাদি ক্লেশ  
বিমুক্ত হইয়া নির্বিশেষে পরমপদে গমন করেন ।—তাহাতে সঞ্চিত কর্ম্ম  
ক্ষয় হইল, অথচ কর্ম্ম সঞ্চয় হইল না ॥ ৫১ ॥

যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধিব্যতিক্রিয়াতি ।

তদা গন্তাসি নির্বেদং শ্রোতব্যান্ত শ্রুতন্ত চ ॥ ৫২ ॥

শ্রুতিবিশ্রুতিপন্নাত্তে যদা স্থাস্ত্যতি নিশ্চলা ।

সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি ॥ ৫৩ ॥

১ যদা তে=যখন তোমার; ৩ মোহকলিলং=মোহরূপ গহনকে; ২ বুদ্ধিঃ+  
৪ ব্যতিক্রিয়াতি=অতিক্রম করিবে; ৫ তদা, ১০ গন্তা+অসি=যাইবে; ৬ নির্বেদং=  
বৈরাগ্যভাব; ৭ শ্রোতব্যান্ত, ৮ শ্রুতন্ত ৭ চ ॥ ৫২ ॥

৩ শ্রুতিবিশ্রুতিপন্নাত্তে=শাস্ত্রাদিশ্রবণ জন্ত শিক্ষাপ্ত; ২ তে=তোমার; ১ যদা  
৭ স্থাস্ত্যতি=থাকিবে; ৪ নিশ্চলা; ৫ সমাধৌ+অচলা=সমাধিতে অচলা; ৬ বুদ্ধিঃ=  
৮ তদা, ৯ যোগম্+অবাপ্স্যসি=যোগ প্রাপ্ত হইবে ॥ ৫৩ ॥

এই বুদ্ধিযোগে যখন তোমার মোহময় ভুর্গম গহন অতিক্রান্ত হইবে,  
তখন তুমি শ্রুত ও শ্রোতব্য অর্থের প্রতি নির্বেদ যুক্ত হইবে ॥ ৫২ ॥

যখন তোমার শ্রুতাদি কর্তৃক বিক্ষিপ্ত বুদ্ধি বিষয়াস্তরে অনাকৃষ্ট  
ও সমাধিতে নিশ্চল থাকিবে, তখনই যুক্ত হইবে, অর্থাৎ যোগ সিদ্ধি  
হইবে।—এই পর্য্যন্ত যোগের সার জ্ঞানযোগের কথা হইল। সংসারে  
সংসারীরা অথচ নির্লিপ্ত থাকিয়া, যখন যে সকল কর্তব্য কার্য উপ-  
স্থিত হইবে, অনাসক্ত চিত্তে তাহা করিয়া যাইবে। বিপ্লবিত্তিকর অথবা  
আনন্দজনক কার্যে ইতর বিশেষ জ্ঞান করিবে না, কার্যের ফল বাহাই  
হউক, তাহাতে বিচলিত-চিত্ত হইবে না, এবং “আমি ইহা করিলাম,  
করিব” ইত্যাদি অভিমান ত্যাগ করিবে। কথা কয়েকটি শুনিতে অল্প,  
কিন্তু কার্যে কীর্ত্তি যার পর নাই কঠিন। ইহা হইলে পরম যোগ  
সাধন হইল। যাহার ভগবানে একান্ত ভক্তি নাই, তাহার পক্ষে অসাধ্য।  
ভক্ত ব্যক্তি যদি বিচার দ্বারা অভিলষিত সকল বস্তুর অনিত্যতা উপলব্ধি

অর্জুন উবাচ । ;

স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব ।

স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত্ত কিমাসীত ব্রজেত কিম্ ॥ ৫৪ ॥

. শ্রীভগবানুবাচ ।

প্রজহাতি যদা কামান্সর্বান পার্থ মনোগতান্ ।

আত্মন্যেবাজ্ঞান্য তুষ্ঠেঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥ ৫৫ ॥

৩ স্থিতপ্রজ্ঞস্য = স্থিরবুদ্ধি ( ব্যক্তির ) ; ৪ কা ভাষা = কি লক্ষণ ? ২ সমাধিস্থস্য = সমাহিত ব্যক্তির ; ১ কেশব ! ৫ স্থিতধীঃ = স্থিরবুদ্ধি ; ৬ কিং প্রভাষেত = কিরূপে কথা কহেন ; ৭ কিং + আসেত = কিরূপে অবস্থান করেন ; ৮ ব্রজেত = বিচরণ করেন ; ৯ কিং = কিরূপে ॥ ৫৪ ॥

১০ প্রজহাতি = ত্যাগ করে, ২ যদা ৩ কামান্, ৪ সর্বান ১ পার্থ ! ৫ মনোগতান্ ;

করত তাহাতে বীতস্পৃহ হন, ও এইরূপে নিয়ত বৈরাগ্য অভ্যাস করিতে থাকেন, তাহা হইলে ক্রমে তাহা সংস্কারগত হইয়া মহজ হইয়া জ্ঞানিবে। ইহাই জ্ঞানযোগের কার্য্য। এই কার্য্য ও ফলের কথা উল্লিখিত কয়েকটি শ্লোকে বলা লইল, এক্ষণে লক্ষণাদি বলিবেন। শাস্ত্র কর্তৃক বিক্ষিপ্ত চিত্ত বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, স্বর্গাদি ভোগ রূপ অনিত্য সুখকর বিষয়ের উল্লেখপূর্ণ অসার শাস্ত্র পাঠে চিত্ত উদ্ভ্রান্ত হয়, পরে যখন সার বিষয় বোধ হয়, তখন চিত্ত স্থির হইয়া আইসে, এবং লৌকিক শাস্ত্রে আস্থা থাকে না ॥ ১৩ ॥

অর্জুন কহিলেন, হে কেশব ! সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ কি ? স্থিরবুদ্ধি ব্যক্তি কিরূপে কথা কহেন, উপবেশন, বা গমন করেন ? ॥ ৫৪ ॥ ,

ভগবানু কহিলেন, হে পার্থ ! যখন লোকে মনোগত কামনা সকল



দুঃখেষু দুঃখিগমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ ।

বীতরাগভয়ক্ৰোধঃ স্থিতধীন্মুনিরুচ্যতে ॥ ৫৬ ॥

যঃ সৰ্ব্বজ্ঞানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্ ।

নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৭ ॥

যদা সংহরতে চাযং কুৰ্ম্মোঙ্গানীব সৰ্ব্বশঃ ।

ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৮ ॥

১ আয়নি এব+৭ আয়না=আপনাতেই আপনি ; ২ তুঃঃ ১১ স্থিতপ্রজ্ঞঃ+১০ তদা ;  
১২ উচ্যতে=উক্ত হয় ॥ ৫৫ ॥

১ দুঃখেষু+অনুদ্বিগমনাঃ, সুখেষু, বিগতস্পৃহঃ=ইচ্ছাশূন্য ; ২ বীতরাগভয়ক্ৰোধঃ=  
ইচ্ছা ভয় এবং কোপশূন্য ; স্থিতধীঃ+মুনি উচ্যতে ॥ ৫৬ ॥

১ যঃ সৰ্ব্বজ্ঞ, +অনভিস্নেহঃ=স্নেহশূন্য ; +২ তৎ তৎ, ৩ প্রাপ্য, ৩ শুভাশুভম্ ;  
৫ ন+অভিনন্দতি=আনন্দিত হন না ; ইত্যাদি ॥ ৫৭ ॥

১ যদা, ৭ সংহরতে ২ চ+৪ অয়ং ; ৩ কুৰ্ম্মঃ+অঙ্গানি+ইব ৬ সৰ্ব্বশঃ ৫ ইন্দ্রি-  
য়াণি+ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ+৮ তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৮ ॥

পরিত্যাগ করে ও আপনাতেই আপনি সন্তুষ্ট থাকে, তখনই তাঁহাকে  
স্থিতপ্রজ্ঞ বলা যায় ॥ ৫৫ ॥

দুঃখে অনুদ্বিগচ্ছিত, সুখে স্পৃহাশূন্য, বীতরাগ, নির্ভয় ও অক্ৰোধকেই  
স্থিতপ্রজ্ঞ মুনি বলা যায় ॥ ৫৬ ॥

যিনি সকল বিষয়ে স্নেহ মনতা শূন্য, শুভ বা অশুভ যথাপ্রাপ্ত বিষয়ে  
না আনন্দিত, না বিদেবযুক্ত হন, তাঁহারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা হইয়াছে ॥ ৫৭ ॥

কুৰ্ম্ম যেমন মুখ চরণাদি সঙ্কুচিত করিয়া থাকে, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়ের  
বিষয়ীভূত শব্দ, স্পর্শ, রূপাদি হইতে বাহ্যিক চিত্ত সংবৃত, তাঁহার প্রজ্ঞা  
প্রতিষ্ঠিতা হইয়াছে ॥ ৫৮ ॥

বিষয়া বিনিবৰ্ত্তন্তে নিরাহারস্ত দেহিনঃ ।

রসবৰ্জং রসোহপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবৰ্ত্ততে ॥ ৫৯ ॥

যততোহপি কৌন্তেয়, পুরুষস্ত বিপশ্চিতঃ ।

ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ ॥ ৬০ ॥

তানি সৰ্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ ।

বশে হি যন্তেইন্দ্রিয়াণি তস্ত প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬১ ॥

২ বিষয়াঃ, + ৪ বিনিবৰ্ত্তন্তে = নিবৃত্ত হয় ; ১ নিরাহারস্ত দেহিনঃ ; ৩ রসবৰ্জং = বিষয়রসভোগাভাবে ; ৬ রসঃ + অপি = বিষয়রসভোগেচ্ছাও ; ৫ অন্ত = উহার ( ব্রহ্ম-জ্ঞের ) ; ৭ পরং দৃষ্ট্বা = পরব্রহ্মকে জানিয়া ; নিবৰ্ত্ততে ॥ ৫৯ ॥ -

৩ যততঃ + ২ হি + ৪ অপি = যত্ন করিলেও ; ১ কৌন্তেয় ! ৬ পুরুষস্ত, ৫ বিপশ্চিতঃ = বিপরীতগামী ; ৮ ইন্দ্রিয়াণি, ৭ প্রমাথীনি = প্রমথনকারী ; ১১ হরন্তি ; ১০ প্রসভং = বলপূর্বক ; ৯ মনঃ ॥ ৬০ ॥

২ তানি সৰ্ব্বাণি সংযম্য = সেই সকলকে সংযত করিয়া ; ১ যুক্তঃ + ৩ আসীতঃ ; ৩ মৎপরঃ ; ৭ বশে ৫ হি ৬ যন্ত + ইন্দ্রিয়াণি ৮ তস্ত প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬১ ॥

নিরাহারী ব্যক্তির নিকট বিষয় নিবৃত্ত হয়, অর্থাৎ রোগাদি অন্ত ইন্দ্রিয়-কর্তৃক বিষয় গ্রহণ হয় না বটে, কিন্তু তাহাদিগের বিষয়-বাসনা নিবৃত্ত হয় না । ১. পরব্রহ্ম পরব্রহ্মের জ্ঞান হওয়ায়, স্থিতপ্রজ্ঞের ঐ বাসনাই নিবৃত্ত হয় ॥ ৫৯ ॥

হে কৌন্তেয় ! বিপরীতগামী পুরুষ, সুযত্ন হইলেও তাঁহার মনকে, প্রমথনকারী ইন্দ্রিয় সকল বলপূর্বক হরণ করে । ঐ মন ইন্দ্রিয় সংযম করত, যোগযুক্ত ও মৎপর হও, কারণ, বাহার ইন্দ্রিয়গণ শাসিত হইয়াছে, তাহারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬০-৬১ ॥

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষুপজায়তে ।

সঙ্গাৎসংজায়তেকাঃকামাৎক্রোধোহভিজায়তে ॥ ৬২ ॥

ক্রোধাস্তবতি সংমোহঃ সংমোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ ।

স্মৃতিভ্রংশাদ্বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥ ৬৩ ॥

রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্ত বিষয়ানিদ্ৰি়ৈশ্চরন্ ।

আত্মবশৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ ৬৪ ॥

২ ধ্যায়তঃ+১ বিষয়ান্=বিষয় ধ্যানকারীর, ৩ পুংসঃ=পুরুষের, ৫ সঙ্গঃ+৪ তেষু+  
৬ উপজায়তে ; ৮ সঙ্গাৎ ৯ সংজায়তে ৭ কামঃ ; ১১ কামাৎ ১০ ক্রোধঃ+১২ অভিজায়তে  
=জন্মে ; ১৪ ক্রোধাৎ+ভবতি ১৩ সংমোহঃ, ১৫ সংমোহাৎ ইত্যাদি স্পষ্ট ॥ ৬২-৬৩ ॥

৩ রাগদ্বেষবিমুক্তৈঃ+১ তু ; ৬ বিষয়ান্+৫ ইন্দ্రిয়ৈঃ, +৭ চরন্=উপভোগকরত ;  
৮ আত্মবশৈঃ, ২ বিধেয়াত্মা=বিজিতাত্মা ; ৮ প্রসাদম্+অধিগচ্ছতি=প্রসন্নতাপ্রাপ্ত  
হয় ॥ ৬৪ ॥

বিষয়-চিন্তারত পুরুষেরই বিষয় সঙ্গ হয়, ঐ সঙ্গ হইতেই অভিলাষ বা  
কামনা সজ্জাত হয়, এবং কামনা হইতেই ক্রোধ জন্মে । ক্রোধ হইতে  
মোহ, মোহ হইতে স্মৃতিভ্রম, স্মৃতিভ্রম হইতে বুদ্ধিনাশ এবং বুদ্ধিনাশ  
হইতেই বিনষ্ট হইতে হয় । -বিষয় চিন্তা হইতেই আসক্তি জন্মে, ক্রমে  
বাসনা উত্তরোত্তর জাত ও বর্দ্ধিত হয়, আর বাসনা বাধা প্রাপ্ত হইলেই  
ক্রোধ সজ্জাত হয় । ক্রোধ হইলে, জ্ঞানশূন্য হওয়ার, কার্য্যাকার্য্য বিচারশক্তি  
থাকে না, স্তত্রাং যথেষ্টাচার দ্বারা বিনাশ সমুপস্থিত হয় ॥ ৬২-৬৩ ॥

রাগ-দ্বেষ-বিনষ্ট বশী কৃতচিত্ত পুরুষ ইন্দ্ৰিয় দ্বারাই বিষয়ানুভব করত আত্ম-  
প্রসাদ লাভ করেন । -ইন্দ্ৰিয়াদির দ্বারাই বিধি উপভুক্ত হয়, অতঃ ঐ উপ-  
ভোগ কালে বিষয়ে প্রীতি বা বিরতি না থাকিলে প্রসন্নতা লাভ হইবে ॥ ৬৪ ॥

প্রসাদে সর্বদুঃখানাং হানিরশ্চোপজায়তে ।

প্রসন্নচেতসো হ্যাপ্ত বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে ॥ ৬৫ ॥

নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা ।

ন চাভাবয়তঃ শাস্তিরশান্তস্য কূতঃ স্তুত্বং ॥ ৬৬ ॥

ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোহনুবিধীয়তে ।

তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাস্তসি ॥ ৬৭ ॥

১ প্রসাদে ৩ সর্ব দুঃখানাং ৪ হানিঃ+২ অশ্চ+৫ উপজায়তে ৭ প্রসন্নচেতসঃ=প্রসন্ন চিত্তের, ৬ হি+৯ আপ্ত, ৮ বুদ্ধিঃ, ১০ পর্য্যবতিষ্ঠতে=স্থির হয় ॥ ৬৫ ॥

৩ নাস্তি ২ বুদ্ধিঃ+১ অযুক্তস্য ; ৪ ন চ+অযুক্তস্য ভাবনা, ৬ ন+চ+৫ অভাবয়তঃ=ভাবনাহীনের ; ৭ শাস্তিঃ+৮ অশান্তস্য ; ১০ কূতঃ=কোথায়, ৯ স্তুত্বং ॥ ৬৬ ॥

৩ ইন্দ্রিয়াণাং হি ২ চরতাং=বিষয়রত ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে ; ৪ যৎ=যাহার প্রতি ;

ঐ আত্মপ্রসাদ হইলে সর্ব দুঃখ নাশ করে এবং প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তির বুদ্ধি শীঘ্রই স্থির হয় ॥ ৬৫ ॥

যাহার চিত্ত সংযত নহে, তাহার বুদ্ধি অপ্রতিষ্ঠিত, এবং তাহার আত্মচিন্তা নাই, আত্মচিন্তাবিহীনের শান্তি অসম্ভব, এবং শান্তিবিহীন লোকের স্তুত্বও নাই ।

ভাবনা অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব ও পরব্রহ্মের চিন্তা, বিষয়চিন্তা নহে । বিষয়চিন্তা শাস্তি লাভের বিরোধী, কিন্তু যে ব্যক্তি বিচার দ্বারা আপনার সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ, এবং তাহার অনিত্যতা অনুভব না করে, সে বিষয়ের প্রতি কিরূপে বীতরাগ হইতে পারিবে ? সুতরাং সর্বদা বাহ্যিত ভোগের অসারতা প্রতিপন্ন করত ভগবানকেই নিজের জানিয়া তাহার শরণাগত হওয়া বুদ্ধিমানের কার্য । ইহাই শান্তি ও বৈরাগ্যের সাধন ॥ ৬৬ ॥

বিষয়রত ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে, মন যেটির অনুসরণ করে, সেইটির দ্বারা,ই,

তস্মাৎস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সৰ্ব্বশঃ ১

ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬৮ ॥

যা নিশা সৰ্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগৰ্তি সংযমী ।

যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মূনেঃ ॥ ৬৯ ॥

১ মনঃ+৫ অনুবিধীরতে=অনুধাবন করে, ১০ তৎ+অন্ত ১২ হরতি ১১ প্রজ্ঞাং

৮ বায়ুঃ+৭ নাবৎ=নৌকাকে+৯ ইব+৬ অন্তসি=জল মধ্যে ॥ ৬৭ ॥

২ তস্মাৎ+বস্ত ১ মহাবাহো ! ৩ নিগৃহীতানি, ৪ সৰ্ব্বশঃ ৫ ইন্দ্রিয়াণি,+  
৬ ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ=বিষয় হইতে,+৭ তন্তাদি ॥ ৬৮ ॥

১ যা ৩ নিশা ২ সৰ্ব্ব ভূতানাং ৪ তস্যাং=তাহাতে ; ৬ জাগৰ্তি ৫ সংযমী ;  
৭ বস্তাং=বাহাতে ; ৯ জাগ্রতি ৮ ভূতানি ; ১০ সা ১২ নিশা ১১ পশ্যতঃ+মূনেঃ  
=আন্তর্যমণী মূনির (পক্ষে) ॥ ৬৯ ॥

বায়ু কর্তৃক সমুদ্বেষিত তরণীবৎ, প্রজ্ঞা বিলুপ্ত হয় । অতএব হে  
মহাবাহো ! যাহার ইন্দ্রিয় সমস্ত সৰ্ব্বপ্রকারে বিষয়-বাশনা হইতে নিগৃহীত  
হইয়াছে, তাহারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ।—সকল ইন্দ্রিয় বশ করিয়াও, যদি  
একটি মাত্রকে প্রশ্রয় দেওয়া যায়, তাহা হইলে সেই একটিই সৰ্ব্বনাশ  
করে ॥ ৬৭-৬৮ ॥

যাহা সৰ্ব্ব ভূতের পক্ষে নিশা, সংযমী তাহাতে জাগ্রত থাকেন, এবং  
বাহাতে সৰ্ব্বভূত জাগ্রত, তাহাই সংযমী মূনির নিদ্রা রজনীবৎ ।—এই  
জীবন স্বপ্নবৎ মান্যর বিকার মাত্র, ধাঁহা জাগ্রতে করিতেছি বা দেখিতেছি,  
সমুদয়ই অনিত্য জ্ঞানোদয় হইলে এ সৰ্ব্ব স্বপ্নের স্মার বোধ হইবে ।  
সুতরাং এই সাংসারিক কার্য, লোকের বঁহা প্রিয়, আবশ্যক, এবং  
আগ্রহের বিষয় হইলেও, স্থিতপ্রজ্ঞের পক্ষে কিছুই নহে ; এবং যে পরম

আপূৰ্ণ্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং

সমুদ্ৰমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ ।

তদ্বৎ কামাংযং প্রবিশন্তি সর্বৈ

স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী ॥ ৭০ ॥

বিহায় কামান্ যঃ সর্বান্ পুমাংশ্চরতি নিম্পৃহঃ ।

নির্মমো মিরুহকারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥ ৭১ ॥

২ আপূৰ্ণ্যমাণম্ অচলপ্রতিষ্ঠং = বাহা নদ্যাदि দ্বারা পূরিত হইতেছে, এবং সমভাবে অবস্থিত, এতদূশ; ৩ সমুদ্ৰং+১ আপঃ = জল সকল; ৫ প্রবিশন্তি; ৬ যদ্বৎ; ৭ তদ্বৎ কামাঃ=বাসনা সকল; ৮ যং=বাহাতে; ১০ প্রবিশন্তি, ১১ সর্বৈ; ১১ স ইত্যদি ॥ ৭০ ॥

৬ বিহায়=ত্যাগ করত; ৭ কামান্ ১ যঃ ৮ সর্বান্ ৩ পুমান্+৭ চরতি= বিচরণ করেন; ২ নিম্পৃহঃ; নির্মমাদি; স ইত্যদি ॥ ৭১ ॥

জ্ঞান, অজ্ঞানোচ্ছন্ন লোকের নিকট অপ্রকাশিত, আত্মানন্দ উপভোগী, স্থিরচিত্ত সংযমী, সেই পরমানন্দ উপভোগে তৃপ্ত থাকেন ॥ ৬৯ ॥

অচলভাবে স্থিত, জলরাশিময় মহাসমুদ্রে, যেমন জল প্রবেশ করিয়া তাহাতে লীন হইয়া যায়, তজ্জগৎ বাহাতে কামনা সকল বিলীন হইয়া যায়, তিনিই শান্তি লাভ করেন; কামনাযুক্ত ব্যক্তি উক্ত শান্তিলাভে অসমর্থ ॥ ৭০ ॥

যে নিম্পৃহ পুরুষ সমগ্র বিষয়বাসনা পরিত্যাগ পূর্বক বিচরণ করেন, এবং অহংকার ও মমতা শূন্য, অর্থাৎ আমি ও আমার এতৎ জ্ঞান ব্যর্জিত, তিনিই শান্তিলাভ করেন ॥ ৭১ ॥

এষ ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমূহতি ।

স্থিৎসান্যামন্তকালেহপি ব্রহ্ম নির্বাণমুচ্ছতি ॥ ৭২ ॥

ইতি সাংখ্যযোগো নাম দ্বিতীয়ঃ অধ্যায়ঃ ।

২ এষ ব্রাহ্মী স্থিতিঃ=ইহাই ব্রহ্মনিষ্ঠা ; ১ পার্থ+৪ ন+৩ এনাম্+প্রাপ্য=ইহাকে পাইয়া ; ৫ বিমূহতি=বিমোহিত হয় ; ৮ স্থিৎ+৭ অন্ত্যাম্+৬ অন্তকালে+অপি=ইহাতে অন্তকালেও থাকিলে ; ৯ ব্রহ্মনির্বাণমুৎসৃচ্ছতি=ব্রহ্ম পদে নির্বাণ প্রাপ্ত হয় ॥ ৭২ ॥

ইতি সাংখ্যযোগ নামক দ্বিতীয় অধ্যায় ।

হে পার্থ ! ইহাই ব্রহ্মপদে স্থিতি, এতদবস্থাপন্ন লোক বিমোহিত হন না ; অন্তিম কালেও এইপদে অবস্থান করিতে পারিলে, ব্রহ্মপদে নির্বাণ-মুক্তি লাভ হয় ॥ ৭২ ॥

সাংখ্যযোগ নামক দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ।

## তৃতীয় অধ্যায় ।

অৰ্জুন উবাচ ।

জ্যায়সী চেৎ কৰ্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধিৰ্জনাদ্ননং ।

তৎ কিং কৰ্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব ॥ ১ ॥

ব্যামিশ্রেণৈব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীক মে ।

তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োহহমাপ্নুয়াম্ ॥ ২ ॥

৫ জ্যায়সী = শ্রেষ্ঠ ; ২ চেৎ = যদি, ৪ কৰ্ম্মণঃ = কৰ্ম্ম অপেক্ষা, + ৬ তে মতা = তোমার অভিপ্রায় হয়, ৩ বুদ্ধিঃ + ১ জনাদ্নন ! ৮ তৎ কিং = তবে কি জন্ত ; ১০ কৰ্ম্মণি ; ২ ঘোর = ভয়ঙ্কর, ১১ মাং ১২ নিয়োজয়সি ৭ কেশব ॥ ১ ॥

১ ব্যামিশ্রেণ + এব বাক্যেন = বিমিশ্র বাক্যে ; ৩ বুদ্ধিঃ, ৪ মোহয়সি + ইব = যেন বিমোহিত করিতেছ, ২ মে ৫ তৎ + একং ৭ বদ ৬ নিশ্চিত্য = ঠিক করিয়া, ৮ যেন ১০ শ্রেয়ঃ + ১১ অহং + ১২ আপ্নুয়াম্ = পাই ॥ ২ ॥

অৰ্জুন কহিলেন ;—হে জনাদ্নন ! যদি আপনার মতে কৰ্ম্ম হইতে বুদ্ধিবোগ শ্রেষ্ঠ হয়, তবে আমাকে ঘোর কৰ্ম্মে কেন নিযুক্ত করিতেছেন ? সংশয়জনক বিমিশ্র বাক্য দ্বারা আমারি বুদ্ধি বিভ্রান্ত হইতেছে, অতএব এরূপ একটি বিষয় নিশ্চয় করিয়া বলুন, যদ্বারা আমি শ্রেয়োলাভ করিতে পারি।—যদি জ্ঞানই কৰ্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠ হয়, তবে এই ভীষণ কৰ্ম্ম কুরিবার আবশ্যকতা কি ? জ্ঞানমার্গই অবলম্বন করি না কেন ? ॥ ১—২ ॥



## শ্রীভগবানুবাচ ।

লোকেহস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ ।

জ্ঞানযোগেন সাত্ব্যানাং কৰ্মযোগেন যোগিনাম্ ॥ ৩ ॥

ন কৰ্মণামনারম্ভান্নৈকৰ্ম্যং পুরুষোহশ্নুতে ।

ন চ সংন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥ ৪ ॥

নহি কশ্চিৎকণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকৰ্ম্মকৃৎ ।

কার্য্যতে হবশঃ কৰ্ম্ম সৰ্ব্বঃ প্রকৃতিজৈগুণৈঃ ॥ ৫ ॥

৩ লোকে+২ অস্মিন=ইহ লোকে, ৪ দ্বিবিধা নিষ্ঠা ৫ পুরা-পূর্বে ৭ প্রোক্তা  
৬ ময়া+১ অনঘ।=হে পাপ শূন্য ( অর্জুন ) ; ৮ জ্ঞান ইত্যাদি ॥ ৩ ॥

৩ ন ; ২ কৰ্ম্মণাম্+অনারম্ভাৎ+নৈকৰ্ম্ম্যং=কৰ্ম্মব্যতিরেকে, কৰ্ম্মহীনত্ব ১ পুরুষঃ+  
৩ অশ্নুতে=ভোগ করে ; নচ ইত্যাদি ॥ ৪ ॥

৬ 'ন' ১ হি ২ কশ্চিৎ ৪ কণং+অপি ; ৩ জাতু=কদাচিত্ ; ৭ তিষ্ঠতি=৫ অকৰ্ম্মকৃৎ ;

ভগবান্ কহিতেছেন ; হে অনঘ । আমি এই সংসারে দুই প্রকার  
নিষ্ঠার কথা বলিয়াছি ; জ্ঞানযোগে সাংখ্যাদিগের, এবং কৰ্ম্মযোগে  
যোগীদিগের । কৰ্ম্ম আরম্ভ না করিলে, লোকে নৈকৰ্ম্ম্য লাভ করিতে  
পারে না, এবং সম্যাসমাত্র দ্বারাই সিদ্ধি লাভ হয় না।—অর্থাৎ কৰ্ম্ম দ্বারা  
চিন্তা স্থির কর, যদি তাহা না করিয়া কৰ্ম্মে বিরত হও, তাহা হইলে তোমার  
সংস্কার, মনকে কৰ্ম্মের দিকে টানিবে এবং কৰ্ম্ম সঞ্চয় করাইবে, অর্থাৎ  
কৰ্ম্মকর হইবে না। সুতরাং নিকাম হইয়া কৰ্ম্ম করিতে অভ্যাস কর,  
তাহাতে প্রায়শঃ কৰ্ম্ম কয় হইয়া থাকে, এবং চিন্তা কৰ্ম্মে নিবৃত্ত থাকিলে  
বিক্ৰিষ্ট হইবে না, ক্রমে নিকাম কৰ্ম্মের অভ্যাসে শাস্তি হইবে ॥ ৩—৪ ॥

কেহ কখনও কণমাত্র কৰ্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না, যেহেতু

কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্ ।

ইন্দ্রিয়ার্থান্বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥ ৬ ॥

যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেহর্জুন ।

কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥ ৭ ॥

১২ কার্যতে ১০ হি+অবশঃ ১১ কর্ম ৮ সর্বঃ ৯ প্রকৃতিজৈঃ+ ৩৭ঃ=স্বাভাবিক গুণ সমূহ দ্বারা ॥ ৫ ॥

২ কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য ; ১ যঃ, ১০ আস্তে=থাকে ; ৩ মনসা স্মরন্ ; ৬ ইন্দ্রিয়ার্থান্বিমূঢ়াত্মা=বিষয় ভোগে আত্মবঞ্চনাকারী ; ৭ মিথ্যাচারঃ ৫ সঃ ৮ উচ্যতে ॥ ৬ ॥

৩ যঃ+২ তুঃ+৫ ইন্দ্রিয়াণি+৪ মনসা, ৬ নিয়ম্য=সংযত করিয়া ; ১০ আরভতে=

সকলেই ( সাস্বিকরাজসাদি ) স্বাভাবিক গুণের পরতন্ত্র হইয়া কর্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে ।—সকলেই কায়িক অথবা মানসিক কার্যে নিয়ত রত আছে, মন প্রসবশূন্য হইলে মানসিক কর্ম নিবৃত্ত হইয়া আসিবে বটে, কিন্তু দেহ থাকিতে কায়িক কর্ম ত্যাগ করিতে পার না ॥ ৫ ॥

মিনি কর্মেন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া মনে মনে স্মরণ করেন, সেই আত্মবঞ্চনাকারী ভোগবিরত ব্যক্তিকে, মিথ্যাচার বলা যায় ।—যদি বল, কোনও কার্য করিব না, স্থির হইয়া থাকিব, তাহা হইবে না । হস্ত, পদাদি সুখালম না করা কথঞ্চিৎ সাধ্যায়ত্ত বটে, কিন্তু মনস্থির হয় নাই, চিন্ত-বিক্ষেপ নিবারণ করিতে পারিবে না, মনে মনে নানী রূপ ভাবনা উদয় হইবে । একরূপ নিরুপ ব্যক্তিকে একপটাচারী বলা যায়, কারণ, সে আপনাকেও প্রবর্তনা করিতে চাই ॥ ৬ ॥

যিনি মনে মনে ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া, অনাসক্তভাবে কর্মেন্দ্রিয়গণকে কর্মযোগে নিবৃত্ত করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠতর ॥ ৭ ॥

নিয়তং কুরু কৰ্ম ত্বং কৰ্ম জ্যায়োহ্যকৰ্মণঃ ।

শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যৈদকৰ্মণঃ ॥ ৮ ॥

যজ্ঞার্থাং কৰ্মণোহনৃত্র লোকোহয়ং কৰ্মবন্ধনঃ ।

তদর্থং কৰ্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥ ৯ ॥

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্টা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ ।

অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেব বোহস্তিস্কটকামধুক্ ॥ ১০ ॥

আরম্ভ করেন+১ অর্জুন! ৮ কর্মেপ্রিয়ৈঃ; ২, কর্মযোগং+৭ অসক্তঃ; ১১ সং+  
বিশিষ্যতে=সেই শ্রেষ্ঠ হয় ॥ ৭ ॥

২ নিয়তং ৪ কুরু ৩ কৰ্ম, ১ ত্বং, ৭ কৰ্ম ৮ জ্যায়ঃ+৫ হি+৬ অ্যকৰ্মণঃ; ১১ শরীর  
যাত্রা+অপি চ, ১০ তে, ১২ ন প্রসিধ্যৈঃ=সিদ্ধ হইবে না+৯ অকৰ্মণঃ ॥ ৮ ॥

১ যজ্ঞার্থাং কৰ্মণঃ+অনৃত্র, ৩ লোকঃ+২ অয়ং ৪ কৰ্ম বন্ধনঃ; ৭ তদর্থং, কৰ্ম  
৫ কৌন্তেয়! ৬ মুক্ত সঙ্গঃ=নিঃসঙ্গ হইয়া; ৮ সমাচর=কর ॥ ৯ ॥

৩ সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্টা; ২ পুরা+৪ উবাচ, ১ প্রজাপতিঃ, ৫ অনেন প্রসবিষ্যধ্বম্=  
তুমি নিয়ত কৰ্ম কর, যেহেতু নৈকস্ম্যা হইতুে, কৰ্ম শ্রেষ্ঠ; এমন কি,  
কৰ্মহীন হইলে তোমার শরীরযাত্রা নির্বাহ ধ্ব্যাস্ত হইবে না।—সংস্কার  
বশে আহ্বাদিও ত করিতে হইবে, তবে কৰ্মত্যাগ হইল কি প্রকারে ?  
( যোগবার্শিষ্ঠে চূড়ালার উত্থাখ্যান দেখ ) ॥ ৮ ॥

যজ্ঞার্থ কৰ্ম ভিন্ন অন্ত্র কৰ্ম মাত্রই লোকের বন্ধনের'হেতু; অতএব  
তুমি নিষ্কাম হইয়া যজ্ঞার্থেই কৰ্ম কর।—যজ্ঞই বিমুঃ ইহা বেদবাক্য।  
যে কৰ্ম ভগবানের প্রীতির জন্য না কর, অর্থাৎ যাহার ফল তাঁহাতে অর্পণ  
না কর, তাহাই বন্ধনের হেতু। লোকের যজ্ঞাদি ক্রি তাহা গ্নে বলা  
যাইতেছে। ( ১৩ শ্লোকার্থ দেখ ) ॥ ৯ ॥

প্রজাপতি পূর্বে যজ্ঞসহ প্রজাসৃষ্টি করত বলিয়াছিলেন যে, তোমরা এই

দেবান্ ভাবয়তানৈন তে দেবা ভাবয়ন্ত বঃ ।

পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাস্প্যথ ॥ ১১ ॥

ইকান্ভোগান্ হি বোদেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ ।

তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুংক্তে স্তেন এব সঃ ॥ ১২ ॥

এতদ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হও ; + ৭ এবঃ = ইহা + ৬ বঃ = তোমাদের + ৯ অন্ত = হউক +  
৮ ইষ্টকামধুক = অভীষ্ট ফল দাতা ॥ ১০ ॥

২ দেবান্ ভাবয়ত = দেবগণকে সম্বন্ধিত কর + ১ অনেন ; ৩ তে দেবাঃ ৫ ভাবয়ন্ত  
৪ বঃ ; ৬ পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ ৮ শ্রেয়ঃ ৭ পরম্ + ৯ অবাপ্ সাথ = প্রাপ্ত হও ॥ ১১ ॥

৫ ইকান্ ভোগান্ ৪ হি ৩ বঃ + ২ দেবাঃ + ৬ দাস্যন্তে ; ১ যজ্ঞভাবিতাঃ = যজ্ঞদ্বারা  
সম্বন্ধিত ; ৮ তৈঃ + দত্তাঃ = তাহাদিগের দ্বারা প্রদত্ত + ১০ ন প্রদায় = না দিয়া + ৯ এভ্যঃ =  
ইহাষ্টিককে + ৭ বঃ + ১১ ভুংক্তে = ভোগ করে ; ১৩ স্তেনঃ + এব = চোরই ; ১২ সঃ ॥ ১২ ॥

যজ্ঞ দ্বারাই উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হও, ইহাই তোমাদের সর্বার্থ-সিদ্ধিপ্রদ  
হউক । ইহা দ্বারা দেবগণ বর্দ্ধিত হইয়া তোমাদিগকে সম্বন্ধিত করুন ।  
এইরূপে পরস্পর সম্বন্ধিত হইয়া পরম শ্রেয়োলাভ করিবে ॥ ১০-১১ ॥

যজ্ঞবর্দ্ধিত দেবগণ তোমাদিগকে অভিলষিত ভোগ্য বস্তু সকল দান  
করিবেন, তাহাদিগের দত্ত তাহাদিগকে না দিয়া ভোগ করায় চৌর্য্যবৃত্তি  
হয় । যজ্ঞাবশেষ-ভোক্তা সর্বপাপ হইতে মুক্ত হয়, যাহারা কেবল আত্ম-  
কারণে পাক করে, সেই পাপাত্মারা পাপভোগ করিয়া থাকে ।—সকলের  
যজ্ঞ সমান নহে, “আরম্ভযজ্ঞাঃ ক্ষত্রাঃ স্যুর্বিষজ্ঞা বিশঃস্বতা । পরিচার-  
যজ্ঞা শূদ্রাস্ত জপজ্ঞাস্ত ব্রাহ্মণাঃ” ( মৎস্বপুরাণ ১৭৮ অধ্যায় ) পশু  
হিংসা অধর্মযজ্ঞ (ঐ ১১৯ অ) শাস্তিপর্ব্ব মোক্ষ ধর্মের ২৩ অধ্যায়েও  
ব্রাহ্মণ্যাদি চতুর্কর্ণের বিভিন্ন যজ্ঞ উক্ত হইয়াছে । গরুড় পুরাণে (১১৫অ)

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সৰ্বকিঞ্চিষৈঃ ।

ভুঞ্জতে তে ত্বং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥ ১৩ ॥

অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পৰ্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ ।

যজ্ঞাদ্ভবতি পৰ্জ্জন্যোযজ্ঞঃ কৰ্মসমুদ্ভবঃ ॥ ১৪ ॥

কৰ্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষর সমুদ্ভবং ।

তস্মাৎ সৰ্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতং ॥ ১৫ ॥

১ যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তঃ=যজ্ঞাবশিষ্ট ভোজী হইয়া ; ৩ মুচ্যন্তে, ২ সৰ্বকিঞ্চিষৈঃ=সকল পাপ হইতে ; ২ ভুঞ্জতে, ৮ তে তু, + অং=পাপ ; ৫ পাপাঃ ৬ যে=যে পাপিগণ ; ৭ পচন্তি=পাক করে+৬ আত্মকারণাৎ ॥ ১৩ ॥

১ অন্নং+৩ ভবন্তি ২ ভূতানি ; ৫ পৰ্জ্জন্তাৎ=যেহ হইতে ; +৪ অন্ন ৩ সম্ভবঃ ; ৭ যজ্ঞাদি স্পষ্ট ॥ ১৪-১৫ ॥

অধ্যাপন ব্রহ্মযজ্ঞ, তর্পণ পিতৃযজ্ঞ, হোম দৈবযজ্ঞ, ভৌতিকযজ্ঞ বলি, এবং মানবযজ্ঞ অতিথিপূজন বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যজ্ঞ মাত্রই কৰ্ম, অতএব সকলে নিজ নিজ কৰ্ম করিয়া যাউক, যাহার যাহাতে অধিকার, তাহাই করা তাহার যজ্ঞ। এবং ইহাই সঙ্গত কথা। পূর্বেই বলা হইয়াছে, যে নিজ নিজ কৰ্ম না করাই বন্ধন। এবং স্বধর্ম পালনই সকলের পক্ষে কল্যাণকর। তবে সুখ দুঃখের আশা পরিত্যাগ করিয়া নির্লিপ্ত ভাবে করিতে হইবে। যে কার্য্য কর, যাহা কিছু উপভোগ কর, নির্লিপ্ত হইয়া করিবে, তাহাতে কোনও দোক জাগ্রিবে না, নচেৎ ইন্দ্রিয়ভোগমাত্র জন্ত যাহা করিবে, তাহা নিজেই জন্ত অপহরণস্বরূপ, এবং তাহাটুকু ক্ষতি হয় ॥১২-১৩॥

অন্ন হইতে ভূতপ্রাণ, ও পৰ্জ্জন্ত হইতে অন্ন সমুৎপন্ন ; ঐ পৰ্জ্জন্ত যজ্ঞ হইতে, এবং যজ্ঞ কৰ্ম হইতে সমুদ্ভব। কৰ্ম, ব্রহ্ম হইতে, এবং

এবং প্রবর্তিতং চক্রং নানুবর্তয়তীহ যঃ ।

অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামোমোঘং পার্শ্ব স জীবতি ॥ ১৬ ॥

৩ এবং প্রবর্তিতং চক্রং + অনুবর্তয়তি + ২ ইহ ১ যঃ ; ৩ অঘায়ুঃ + ইন্দ্রিয়ারামঃ, + ৭ মোমোঘং = বৃথা ; ৪ পার্শ্ব ! ৫ সঃ + ৮ জীবতি ॥ ১৬ ॥

ব্রহ্ম অক্ষর হইতে সমুদ্ভব ; স্মৃতরাং সর্ব-গত ব্রহ্ম নিত্য যজ্ঞেই প্রতিষ্ঠিত ।

—যজ্ঞ, অর্থাৎ পূর্বশ্লোকোক্ত ভিন্ন ভিন্ন অধিকার, এই কৰ্ম হইতেই হয় ; যাহার যেরূপ কৰ্ম, সেই সেইরূপ গতি প্রাপ্ত হইবে, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-শূদ্রাদি বা তির্যাক্ জাতি, সমস্তই কৰ্ম জ্ঞ হইয়া থাকে । অতএব কৰ্মই উক্ত অধিকার-ভেদের হেতু । এই অধিকার হইতে পৰ্জ্জন্ত, পৰ্জ্জন্ত হইতে অন্ন উৎপন্ন । অন্নশব্দে ভোগ, পৰ্জ্জন্ত শব্দে হেমন্তে অন্ন-সম্ভব ভূষাদি বর্ষণকারী ব্রহ্মসম্ভব মেঘশ্রেষ্ঠ ; অর্থাৎ পৰ্জ্জন্ত, অন্নাদি 'ভোগের উপায়ভূত প্রাকৃতিক নিয়ম ; সেই নিয়ম বলে ভোগ্য পদার্থাদি উৎপন্ন হইতেছে । যাহার যেরূপ অধিকার সে তদনুযায়ী ভোগ করিয়া থাকে, এবং ক্ষিত্যাদি ভূতগ্রাম সমস্তই ভোগ্যরূপে ম্ঠ । বাসনা হইতেই সংসার ও ভোগাদি ; এই বাসনা, কৰ্ম ও অধিকারজনিত প্রকৃতির অনুরূপই হইয়া থাকে । এই কৰ্ম, অক্ষর-সমুদ্ভব ব্রহ্ম হইতে অর্থাৎ নির্বিকার চিন্ময়ের ব্রহ্মাণ্ড সিংহাস্তাব হইতে উৎপন্ন, তিনিই ভিন্ন ভিন্ন রূপে নানা কৰ্মফল ভোগ করিতেছেন, কৰ্মমাত্রও তাঁহার, একই ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন ভিন্ন প্রবৃত্তি, কৰ্ম, অধিকার ও ভোগ হয়, ইহা চমৎকার রহস্য । তবে দেখা যাইতেছে যে, স্বধর্ম পালন রূপ যজ্ঞই ভগবানের অতিলম্বিত কার্য সম্পাদন, এবং তাহা ভিন্ন আর যজ্ঞ নাই । ইহাই প্রত্যক্ষ যজ্ঞ, অপর সমুৎপন্নই কল্পিত যজ্ঞ এবং অসার । কালিকা পুরাণেও এইরূপ উক্ত আছে ॥ ১৪-১৫ ॥

• যে ব্যক্তি এইরূপে প্রবর্তিত সংসারচক্রের অনুবর্তী না হয়, হে

যস্মাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ ।

আত্মন্তেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্যং ন বিদ্যতে ॥ ১৭ ॥

নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন ।

ন চাস্য সর্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ ॥ ১৮ ॥

২ যঃ+১ তু ৪ আত্মরতিঃ+এব ৭ স্তাৎ+৬ আত্মতৃপ্তঃ+৫ চ ৩ মানবঃ ; ৮ আত্মনি  
+এব চ ৯ সন্তুষ্টঃ+১০ তস্তাদি ॥ ১৭ ॥

৪ ন+এব ২ তস্ত, ৩ কৃতেন=অমুষ্ঠিত কর্ণে+৫ অর্থঃ=ফলাভিলাষ ; ৮+ন+  
৬ অকৃতেন,+১ ইহ, ৭ কশ্চন=কিছু নাত্র ; নচাদি ॥ ১৮ ॥

পার্শ্ব ! সেই ইন্দ্রিয়ভোগকারী পাপজীবন ব্যক্তি বৃথা জীবনধারণ করে ।—  
ইহাই সংসার চক্র ; এই রহস্তভেদে সমর্থ ব্যক্তি চিত্ত-স্থৈর্য্য সম্পাদন  
করত অনাসক্তভাবে উপস্থিতমত কার্য্য করিয়াই কালপ্রতীক্ষায় দিন  
যাপন করিয়া শাস্তিসুখ লাভ করিতে পারেন ; নচেৎ অজ্ঞানতাবশতঃ ইন্দ্রিয়-  
ভোগাদিতে লিপ্ত থাকিলে, অথবা কলিত পথে সুখ শাস্তি লাভাকাজ্জায়  
এই প্রত্যক্ষ ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া নানারূপ অবিধির অমুষ্ঠান করিলে,  
অনন্তকাল সংসারাবর্ত্তে অকারণ ভ্রান্ত হইতে হয় ; ভ্রান্ত ব্যক্তির  
জীবন বৃথা বলিয়া, পশু, চক্রাভুবর্ত্তী ভৃশজের ভাব এবং ব্যাপারাদি  
বলিতেছেন ; ॥ ১৬ ॥

কিন্তু যে মানব আত্মাতেই রত, আত্মাতেই তৃপ্ত, এবং আত্মাতেই  
তৃপ্ত, তাঁহার কোনও কার্য্যই নাই । তাঁহার ইহ সংসারে কোনও কার্য্যই  
করিবার বা না করিবার প্রয়োজন নাই, এবং কোনও কারণেই সর্বভূতের  
मध्ये কাহারও আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় না ॥ ১৭-১৮ ॥

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কৰ্ম্ম সমাচর ।

অসক্তোহ্যাচরনৃকৰ্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ ॥ ১৯ ॥

কৰ্ম্মণৈব হি সংসিক্কিমাহিতা জনকাদয়ঃ ।

লোকসংগ্রহমেবাপ্নি সংপশ্যন্ কৰ্ত্তুমহিসি ॥ ২০ ॥

যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরোজনঃ ।

স যৎপ্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে ॥ ২১ ॥

১ তস্মাৎ ইত্যাদি । সমাচর = কর ; ৪ অসক্তঃ = অনাসক্তভাবে + ২ হি + ৩ আচরন্ ;  
৫ কৰ্ম্ম ; ৭ পরম্ + আপ্নোতি = পরমপদ পায়, ৩ পুরুষঃ ॥ ১৯ ॥

৩ কৰ্ম্মণা + এব = কৰ্ম্ম দ্বারাই, ১ হি ; ৪ সংসিক্কিম্ + আহিতাঃ = সিক্কি লাভ  
করিয়াছেন ; ২ জনক + আদয়ঃ ; ৫ লোক ইত্যাদি ॥ ২০ ॥

২ যৎ + যৎ + আচরতি ; ১ শ্রেষ্ঠঃ + ৪ তৎ + তৎ + এব + ৩ ইতরোজনঃ, ৫ স  
ইত্যাদি ॥ ২১ ॥

অতএব তুমি অনাসক্ত হইয়া স্বধর্ম্মোচিত কৰ্ম্ম অমুষ্ঠান কর, কারণ,  
পুরুষ অনাসক্ত হইয়া কৰ্ম্মাচরণ করিলে পরমপদ প্রাপ্ত হয় ॥ ১৯ ॥

জনকাদি জীবন্ত সাক্ষ্য ব্যক্তিগণ কৰ্ম্ম দ্বারাই সিক্কি লাভ করিয়া-  
ছিলেন ; অতএব অন্ততঃ লোকসংগ্রহ জন্তও কৰ্ম্মামুষ্ঠান কর ।—জ্ঞানী  
ব্যক্তির নিকট স্বর্জনও অমুষ্ঠানেরই আবশ্যকতা নাই, সমাধির অমুষ্ঠানও  
বন্ধন, ( অষ্টাবক্রে ১ অ, ১৪ শ্লোঃ ) জনকাদি রাজ্য পালন করিয়াও  
মোক্ষ লাভ করিয়াছিলেন । বীতরাগ মনুষ্যেরও, লোকের জন্ত কৰ্ম্ম  
করা আবশ্যক । কেবল নিজ কৰ্ম্মক্ষয় নহে, অপরের জন্ত উদাহরণ  
স্বরূপ হওয়াও মহতের কার্য্য । যেহেতু ॥ ২০ ॥

• শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ যাহা যাহা করেন, ইতর ব্যক্তিগণও তাহাই করিয়া



ন মে পার্থাস্তি কৰ্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন ।

নানবাগ্নমবাগ্নব্যং বৰ্ত্ত এব চ কৰ্ম্মণি ॥ ২২ ॥

যদি হ্যহং ন বৰ্ত্তেয়ং জাতুকৰ্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ ।

মম বৰ্ত্তানুবৰ্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সৰ্ব্বশঃ ॥ ২৩ ॥

৬ ন ২ মে, ১ পার্থ! + ৭ অস্তি, ৫ কৰ্তব্যং, ৩ ত্রিষু লোকেষু = ত্রিলোকে; ৪ কিঞ্চন = কিছুমান; ৮ ন নাই, + অনবাগ্নং + অবাগ্নব্যং = অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তব্য, ১১ বৰ্ত্তে + এব = রত আছি; ১০ চ, ৯ কৰ্ম্মণি = কৰ্ম্মে ॥ ২২ ॥

১ যদি; হি + অহং, ৫ ন বৰ্ত্তেয়ং = না প্রবৃত্ত থাকি, ২ জাতু; ৪ কৰ্ম্মণি; +

থাকে, শ্রেষ্ঠব্যক্তির বাহা প্রামাণ্য, সাধারণ লোকে তদনুবর্তীই হয়।—এ কথার যথার্থ্য সকলেই অনুভব করেন, সকলেরই কার্য ও অধিকার ভিন্ন ভিন্ন হইলেও অজ্ঞানাবৃত মানব সকল বিষয়েই শ্রেষ্ঠের অনুকরণ করিতে উৎসুক। প্রজা রাজার, পুত্র পিতার, ভৃত্য প্রভুর, সৰ্ব্বতো-ভাবে অনুকরণ জ্ঞান লাগানিত; অনুকরণপ্রিয়তা অজ্ঞান মানবের স্বভাবসিদ্ধ ধৰ্ম্ম। যদি মহানুভবগণ সকল বিষয়ে বিরাগী হইয়া অলস-ভাবে সাধারণ সমক্ষে অবস্থান করেন, তবে সকলে তাঁহাদের অনুকরণ করিলে সংসারের কি ভয়ানক শোচনীয় অবস্থা হয়! অতএব সংসারে সন্ন্যাসীবাং আচরণ প্রদর্শন করা জ্ঞানীর কার্য্য নহে, এবং এরূপ আচরণ-কারী লোক কখনই অনুকরণীয় নহে। স্বয়ং চৈতন্যদেব পরে ইহা বুঝিয়া নিত্যানন্দ প্রভুকে সংসারী করেন। উদাহরণ স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং কি বলিতেছেন দেখ ॥ ২১ ॥

হে পার্থ! ত্রিলোক মধ্যে আমার কোন কৰ্ম্মই করিবার আবশ্যকতা নাই, যেহেতু আমার অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তব্য কিছুই নাই, তথাপি আমি কৰ্ম্ম

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুৰ্ঘ্যাং কৰ্ম চেষদহম্ ।

সঙ্করস্য চ কৰ্ত্তা স্যানুপহন্তামিমাঃ প্রজাঃ ॥ ২৪ ॥

সক্তাঃ কৰ্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুৰ্ব্বন্তি ভারত ।

কুৰ্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীৰ্ষুলোকসংগ্রহম্ ॥ ২৫ ॥

৩ অতল্লিতঃ = নিরলসভাবে ; ৯ মম বস্তুমুত্তমস্তে = আমার পথানুসারী হয়, ৭ মনুষ্যাঃ  
৬ পার্থ ! ৮ সৰ্বশঃ ; ১৫ উৎসীদেয়ুঃ = উৎসন্ন হইবে, + ১৪ ইমে লোকাঃ + ১২ ন,  
১৩ কুৰ্ঘ্যাং ১১ কৰ্ম, ১০ চেৎ = ইতি + অহং ; ১৭ সঙ্করস্ত = বর্ণ সঙ্করের ; ১৬ চ,  
১৮ কৰ্ত্তাস্যাম্ + ২০ উপহন্তাম্ = বিনাশ করিব + ১৯ ইমাঃ প্রজাঃ = এই সমস্ত  
লোক ॥ ২৩-২৪ ॥

৪ সক্তাঃ = আসক্ত হইয়া ; ৩ কৰ্মণি + ২ অবিদ্বাংসঃ + ৫ যথা কুৰ্ব্বন্তি ; ১ ভারত !  
১১ কুৰ্ঘ্যাং + ৮ বিদ্বান্, + ১০ তথা, + ৯ অসক্তঃ = অনাসক্ত হইয়া + ৭ চিকীৰ্ষুঃ = করিতে  
ইচ্ছুক হইয়া, + ৬ লোক সংগ্রহম্ ॥ ২৫ ॥

করিয়া থাকি । হে পার্থ ! যদি আমি নিরলস হইয়া কৰ্ম্মানুষ্ঠান না করি,  
তবে লোকে সৰ্ব্বপ্রকারে আমারই অনুসরণ করিবে ; আমি কৰ্ম্ম না  
করিলে, এই সমস্ত লোক কৰ্ম্ম না করায়, ধৰ্ম্মলোপ হেতু উৎসন্ন, এবং  
আমার জন্ত বর্নসঙ্করত্ব ও মলিনত্ব প্রাপ্ত হইবে।—এতদ্বারা বুঝা  
ধাইতেছে যে, বাহ্যরাং সংসারে সন্ন্যাসী সাজিয়া বেড়ান তাঁহারা কতদূর  
অসার । প্রায়ই দেখা যায় যে, বাহারা শ্রম করিতে ভীত, অথবা গৃহে  
কোনও কষ্ট পাইয়া তাহা সহ করিতে অক্ষম, তাহারা ই সন্ন্যাসী সাজিয়াছে,  
তাহাদের উদাহরণও মনষ্টকর । অনেকে এইরূপ লোককেই সাধু জানিয়া  
তদনুসরণে প্রমত্ত । প্রকৃত জ্ঞানীরা কি করেন দেখ ॥ ২২-২৪ ॥

.. হে ভারত ! কৰ্ম্মাসক্ত অজ্ঞান ব্যক্তিরা যেরূপ কৰ্ম্মাচরণ করিয়া

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কৰ্ম্যসঙ্গিনাম্ ।

যোজয়েৎ সৰ্ব্বকৰ্ম্মাণি বিদ্বান্যুক্তঃ সমাচরন্ ॥ ২৬ ॥

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কৰ্ম্মাণি সৰ্ব্বশঃ ।

অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কৰ্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥ ২৭ ॥

৪ ন ৩ বুদ্ধিভেদং ৫ জনয়েৎ + ২ অজ্ঞানাং ১ কৰ্ম্যসঙ্গিনাম্ ; ১০ যোজয়েৎ =  
নিযুক্ত করিবে ; ৮ সৰ্ব্বকৰ্ম্মাণি ৭ বিদ্বান্, ৬ যুক্তঃ = যোগস্থ ; ৯ সমাচরন্ = অনুষ্ঠান  
করিয়া ॥ ২৬ ॥

২ প্রকৃতেঃ = স্বভাবের ; ৫ ক্রিয়মাণানি = কৃত ; ৩ গুণৈঃ, ৬ কৰ্ম্মাণি, ৪ সৰ্ব্বশঃ,  
১ অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা : ৮ কৰ্ত্তা + ৭ অহং, + ৯ ইতি = ইহা, ১০ মন্যতে = মনে করে ;

থাকে, লোক-সংগ্রহাভিলাষী হইয়া, অনাসক্ত জ্ঞানীলোকেরাও তদনুরূপ  
কার্য্যই করেন।—জ্ঞানী ব্যক্তিও বাহ্যব্যাপারে ঠিক সংসারীর ত্রায়  
সাংসারিক কার্য্য করেন, তবে তাহাতে আসক্ত হন না, এইমাত্র  
প্রভেদ ॥ ২৫ ॥

কৰ্ম্মাসক্ত অজ্ঞদিগের বুদ্ধিভ্রংশ করা উচিত নহে, স্বয়ং কৰ্ম্মানুষ্ঠান  
করত তাহাদিগকে কৰ্ম্মে প্রবৃত্ত রাখাই কৰ্ত্তব্য ।

তাহাদিগের ধারণার উপযোগী সংকৰ্ম্ম করিলে, তাঁহার তদনুরূপ  
করিয়া উন্নত হইতে পারে, নচেৎ বিপরীত ফল হয়। এই জন্ত জ্ঞানিগণ  
অনাসক্ত-চিত্ত হইয়াও পূর্ণ সংসারিবৎ বিচরণ করেন। তবে তাঁহারা  
কাহারও অনিষ্ট বা কোন দন্দকৰ্ম্ম্য কখনই করেন না। সহদাহরণ  
দেওয়াই তাঁহাদের উদ্দেশ্য ॥ ২৬ ॥

প্রাকৃতিক গুণসমূহ কৰ্ত্তৃক কৃত কৰ্ম্ম সকলকে অহঙ্কারবিমূঢ়চিত্ত  
ব্যক্তি সৰ্ব্বপ্রকারে আপনার কার্য্য বলিয়া মনে করে। কিন্তু হে

তত্ত্ববিভু মহাবাহো গুণকর্মবিভাগয়োঃ ।

গুণা গুণেষু বর্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে ॥ ২৮ ॥

প্রকৃতে গুণসংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্মসু ।

তানকৃৎস্নবিদো মন্দানকৃৎস্নবিশ্ন বিচালয়েৎ ॥ ২৯ ॥

১৪ তত্ত্ববিৎ+১১ তুঃ ১২ মহাবাহো ! ১৩ গুণকর্ম বিভাগয়োঃ, ১৫ গুণা ইত্যাদি, মত্বা = মনে করিয়া ॥ ২৭০২৮ ॥

১ প্রকৃতেঃ+গুণসংমূঢ়া=প্রাকৃতিক গুণসমূহের বিষয়ে অজ্ঞগণ; ৩ সজ্জন্তে= আসক্ত হয়; ২ গুণকর্মসু=গুণের কর্মে; ৫ তান্+অকৃৎস্নবিদঃ+মন্দান্=সেই সকল অজ্ঞ স্তম্ভ-মন্দাদিগকে; ৪ কৃৎস্নবিৎ=সকল বিষয়জ্ঞ ব্যক্তি+৬ ন বিচালয়েৎ= বিচালিত করিবে না ॥ ২৯ ॥

মহাবাহো ! গুণ ও কর্মের বিভাগতত্ত্ববিৎ জ্ঞানী ব্যক্তি ইন্দ্রিয়াদিকেই বিষয়ভোক্তা জানিয়া তাহাতে আসক্ত হন না।—সাধারণ লোকে জ্ঞানী ও অজ্ঞানীকে একই প্রকার কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে দেখিলেও, তাহাদের মধ্যে প্রভেদ এই যে, একজন স্মৃতিমানী ও আসক্ত, অপর ব্যক্তি অনাসক্ত ও আয়ততত্ত্বজ্ঞ। স্মৃধু পুরুষকে এই জ্ঞানী কার্য্যদ্বারা সহজে চিনিতে পারা যায় না। \* আত্মাভিমানী আপনাকে কর্ত্তা মনে করে, জ্ঞানী ব্যক্তি প্রাকৃতিক গুণসমূহের কার্য্য জানিয়া অনাসক্ত থাকেন ॥ ২৭-২৮ ॥

সম্বাদি, প্রাকৃতিক গুণ দ্বারা সংমূঢ়চিত্ত ব্যক্তিগণ, ইন্দ্রিয়কার্য্যে আসক্ত হইয়া থাকে, সেই স্বল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণকে, বিচালিত করা জ্ঞানীর উচিত নহে।—অজ্ঞের পরিস্কার বোধশক্তি না থাকিলে, সে জানে যে, সেই কর্ত্তা, স্বত্ব হ্রস্ব ভাহাকেই ভোগ করিতে হয়, স্মৃতির সে সর্বভেদদর্শী সাদৃশ্য বাক্যের সম্যক্ অর্থবোধে অক্ষম; তাহাদিগকে জ্ঞানের নিগূঢ় উপদেশ দিলে কোন লাভ নাই, বরং বিপরীত ফলই ঘটবার সম্ভাবনা ॥ ২৯ ॥

ময়ি সৰ্ব্বাণি কৰ্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা ।

নিরাশীর্নির্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ॥ ৩০ ॥

যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ ।

শ্রদ্ধাবন্তোহনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেহপি কৰ্ম্মভিঃ ॥ ৩১ ॥

যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্ ।

সৰ্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ ॥ ৩২ ॥

৩ ময়ি=আমাতে; ২ সৰ্ব্বাণি কৰ্ম্মাণি; ৪ সংন্যসা=সমর্পণ করত+১ অধ্যাত্মচেতসা;  
৫ নিরাশীঃ+নির্মমঃ=আশা ও মমত্বশূন্য; +৭ ভূত্বা=হইয়া; ৮ যুধ্যস্ব=যুদ্ধ কর, ৬  
বিগতজ্বরঃ ॥ ৩০ ॥

১ যে=বাহারা, ৪ মে=আমার; ৬ মতং+৫ ইদং; ৭ নিত্যং+অনুতিষ্ঠন্তি=সৰ্ব্বদা  
অনুষ্ঠান করে; ৩ মানবাঃ; ২ শ্রদ্ধাবন্তঃ+অনসূয়ন্তঃ=শ্রদ্ধাযুক্ত ও অসূয়াশূন্য+  
৩ মুচ্যন্তে ৮ তে+অপি কৰ্ম্মভিঃ ॥ ৩১ ॥

২ যে, ১ তু+৩ এতৎ, +অভ্যসূয়ন্তঃ=ঈর্ষাকারী+৫ ন+অনুতিষ্ঠন্তি, ৪ মে মতং;  
৭ সৰ্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়ান্+৬ তান্; ১০ বিদ্ধি=জানিবে, ৯ নষ্টান্+অচেতসঃ ॥ ৩২ ॥

অধ্যাত্মজ্ঞানে আমাতে সমস্ত কৰ্ম্ম অর্পণ করত, মঙ্গলেচ্ছা ও মমত্ব-  
শূন্য হইয়া নির্বিকার চিন্তে যুদ্ধ কর।—আমি কৰ্ত্তা নহি, সমস্তই ভগবানের  
ইচ্ছা, তিনিই করিতেছেন, এইরূপ জ্ঞান মনে আগ্রহক রাখিয়া স্বকর্ম্ম  
সাধন কর ॥ ৩০ ॥

যে সকল মনুষ্য শ্রদ্ধাবান্ ও অসূয়াশূন্য হইয়া আমার এই মতানুযায়ী  
কার্যের নিত্য অনুষ্ঠান করে, তাহারাও কৰ্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হয়। কিন্তু  
বাহারা অসূয়া-পরবশ হইয়া আমার মতানুযায়ী কার্য না করে, সেই সকল  
সৰ্ব্বজ্ঞান-বিমূঢ় অজ্ঞদিগকে নষ্টপ্রায় জানিবে ॥ ৩১-৩২ ॥

সদৃশং চেষ্টতে স্বম্যাঃ প্রকৃতেজ্ঞানবানপি ।

প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥ ৩৩ ॥

ইন্দ্রিয়স্যেन्द्रিয়স্যার্থে রাগদ্বেষো ব্যবস্থিতৌ ।

তয়ো ন বশমাগচ্ছেত্তৌ হ্যস্য পরিপস্থিনৌ ॥ ৩৪ ॥

৩ সদৃশং = অমুরূপ ; ৪ চেষ্টতে ; ২ স্বম্যাঃ প্রকৃতেঃ = নিজ স্বভাবের ; ১ জ্ঞানবান +  
বানপি ; ৬ প্রকৃতিং যান্তি, ৫ ভূতানি, ৭ নিগ্রহঃ = ইত্যাদি ॥ ৩৩ ॥

২ ইন্দ্রিয়স্য + ১ ইন্দ্রিয়স্য, + অর্থে = বিষয়ে ; ৩ রাগদ্বেষো ব্যবস্থিতৌ ; ৪ তয়োঃ =  
গাহাদের, + ৬ ন ৫ বশং + ৭ আগচ্ছেৎ + ২ তৌ চ হি, + ১০ অত পরিপস্থিনৌ = ইহার  
প্রতিপক্ষ ॥ ৩৪ ॥

জ্ঞানবান ব্যক্তিও স্ব-স্বভাবানুরূপ কার্য্যকারী ; সকলেই স্ব-স্বভাবানু-  
বর্তী, অতএব নিষেধাদি করার ফল কি ?—অনেকে জানিয়া শুনিয়াও  
বিপরীত কার্য্য করে । \* কেন ? যাহার শরীরে রাজসিকাদি যে গুণ প্রকল,  
তাহার সেইরূপ প্রকৃতি, সে অবশ্য ইহাও সেইরূপ কার্য্য করিবে । তুমি  
তাহাকে প্রকৃত পথ দেখাইলে কি হইবে ? ॥ ৩৩ ॥

ইন্দ্রিয়ভোগ্য, বিষয়াদিতে ইন্দ্রিয়াদির অমুরাগ বা বিরাগ আছে,  
অতএব ঐ রাগদ্বেষাদির বশীভূত হওয়া উচিত নহে, কারণ উহার  
শত্রুত্বং ।—ইন্দ্রিয়মাত্রেয়ই বিষয়-বিশেষে অমুরাগ অথবা বিবেক আছে ।  
কোন বস্তু প্রিয় কোনটি অপ্রিয়, কিন্তু ঐ প্রিয়াপ্রিয়তা কবহার ? আমার  
না-ইন্দ্রিয়ের, যে ইন্দ্রিয়ের বশবর্তী তাহার নিজের ; যে ইন্দ্রিয়বশ নহে,  
তাহার ইন্দ্রিয়ের ॥ ৩৪ ॥

শ্রেয়ান্‌স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মো'ন্বনুষ্ঠিতাৎ ।

স্বধর্মো নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ ॥ ৩৫ ॥

অর্জুন উবাচ !

অথ কেন প্রযুক্তোহয়ং পাপং চরতি পুরুষঃ ।

অনিচ্ছন্নপি বাঞ্চের্য বলাদিব নিয়োজিতঃ ॥ ৩৬ ॥

৫ শ্রেয়ান্ ৪ স্বধর্মঃ+৩ বিগুণঃ ২ পরধর্মো'ন্ব=পরধর্ম অপেক্ষা ; ১ হু+অনুষ্ঠিতাৎ=স্বন্দররূপে অনুষ্ঠিত ; ৬ স্বধর্মো ইত্যাদি ॥ ৩৫ ॥

২ অথ ৩ কেন প্রযুক্তঃ=কাহার দ্বারা নিয়োজিত হইয়া+৩ অয়ং ; ৮ পাপং+চরতি ; ৪ পুরুষঃ ; ৫ অনিচ্ছন্ন+অপি=অনিচ্ছুক থাকিলেও ; ১ বাঞ্চের্য!=বাক্কুল সম্বৃত ! ৭ বলাৎ+ইব নিয়োজিতঃ=যেন বলপূর্বক নিয়োজিত হইয়া ॥ ৩৬ ॥

স্বধর্ম সর্বাদ্‌সুন্দর না হইলেও সম্পূর্ণরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম হইতে শ্রেষ্ঠ ; স্বধর্মো নিধনও ভাল, কিন্তু পরধর্ম ভয়ানক ।

একগে দেখা যাইতেছে যে, নির্লিপ্ত ভাবে নিজ কর্ম করিয়া যাওয়াই প্রধান সাধন । তাহাই উপসংহারে বলিতেছেন যে, যদি এই স্বধর্ম পালনে সম্যক্রূপে নির্লিপ্ত না হওয়া যায়, অথবা অঙ্গহীন হয়, তাহাও অবিধি কার্য্য করা অপেক্ষা ভাল । কারণ, তাহাতে দ্বিগুণ কর্ম সঞ্চয় হয় না । অপিচ অপরের কার্য্য করার বিশেষ দোষ আছে, তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে ॥ ৩৫ ॥

অর্জুন কহিলেন ; হে বৃষ্ণিবংশসম্বৃত ! পুরুষ ইচ্ছা না করিলেও যেন কেহ তাহাকে বলপূর্বক পাপাচরণ করায় ; ঐ পাপের প্রবর্তক কে ? ॥ ৩৬ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ ।

মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্যোনমিহ বৈরিণম্ ॥ ৩৭ ॥

ধূমেনাত্রিয়তে বহ্নির্যথা দর্শো মলেন চ ।

যথোল্লেনার্বতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্ ॥ ৩৮ ॥

৪ কামঃ+১ এষঃ, ৮ ক্রোধঃ+১ এষঃ; ২,৬ রজোগুণ সমুদ্ভবঃ; ৩,৭ মহাশনঃ+মহাপাপ্মা, ১০ বিদ্ধি+১০ এনম্+১ ইহ, ১১ বৈরিণম্ ॥ ৩৭ ॥

৩ ধূমেন, +৫ আবৃত্তে=আবৃত হয়; ২ বহ্নিঃ+১ যথা, +৪ আদর্শঃ=দর্পণ+মলেন চ; ৬ যথা+৮ উল্লেন=জরায়ু দ্বারা+আবৃত্তঃ+৭ গর্ভঃ+৯ তথা; ১১ তেন+১০ ইদম্+১২ আবৃতম্ ॥ ৩৮ ॥

ভগবান্ কহিলেন, ইহারা রজোগুণ-সমুদ্ভব কাম ও ক্রোধ, ইহ জগতে ইহাদিগকে মহাভোগী ও মহাপাপযুক্ত বৈরী স্বরূপ জানিবে।—বাসনা স্বয়ং, সংসারের সৰ্ব্ব ভোগেই নিয়ত আকৃষ্ট করে, এবং উহা প্রতিহত হইলে, ক্রোধ উৎপাদন করত একেবারে জ্ঞানের বিলোপ করে ॥ ৩৭ ॥

যেমন ধূম দ্বারা আদর্শ, এবং জরায়ু দ্বারা গর্ভ আবৃত হয়, তদ্রূপ কাম দ্বারা জ্ঞান আচ্ছন্ন থাকে।—জীব মাত্রই সর্বদর্শী, সর্বজ্ঞ; জীবের এই প্রকাশশীল জ্ঞান, বাসনা-জনিত চাঞ্চল্য দ্বারা নিয়ত আচ্ছন্ন থাকে, চিত্ত বাসনা-শূন্য ও স্থির হইলেই মেঘযুক্ত সূর্য্যের ত্রায় সেই জ্ঞান পূর্ণবিকাশিত হইবে। তখন আদর্শে প্রতিবিম্বিত যথার্থ তত্ত্ব আপত্তিই জানিতে পারিবে ॥ ৩৮ ॥



আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো ন্তিত্যবৈরিণা ।

কামরূপেণ কৌন্তেয় ছুস্পুরেগানলেন চ ॥ ৩৯ ॥

ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানযুচ্যতে ।

এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্ ॥ ৪০ ॥

তস্মাত্ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্বভ ।

পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্ ॥ ৪১ ॥

১ আবৃতং ২ জ্ঞানং+৩ এতেন, ৭ জ্ঞানিনঃ+নিত্যবৈরিণা ; ৮ কামরূপেণ ;  
১ কৌন্তেয় ! ৪ ছুস্পুরেণ+৬ অনলেন, ৫ চ ॥ ৩৯ ॥

১ ইন্দ্রিয়াণি, মনঃ+বুদ্ধিঃ+অন্ত,+অধিষ্ঠানং=স্থান,+উচ্যতে ; ৩ এতৈঃ,+  
৬ বিমোহয়তি=বিমুগ্ধ করে+২ এবং,+৪ জ্ঞানম্+আবৃত্য=জ্ঞানকে আচ্ছাদিত  
করিয়া ; ৫ দেহিনং ॥ ৪০ ॥

২ তস্মাৎ+ত্বম্+৪ ইন্দ্রিয়াণি+৩ আদৌ, ৫ নিয়ম্য=সংযত করিয়া ; ১ ভরতর্বভ !  
৭ পাপ্মানং=পাপকে, ৮ প্রজহি=বিনাশ কর ; হি+৬ এনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনং ॥ ৪১ ॥

"হে কৌন্তেয় ! এই অপূরণীয়, অনিবার্য অনলতুল্য, জ্ঞানিগণের নিত্য  
শত্রু, কাম কর্তৃক জ্ঞান আচ্ছন্ন থাকে ॥ ৩৯ ॥

ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে কামের অধিষ্ঠানভূত বলা যায় ; এবং এই  
সকলের দ্বারাই উহা জ্ঞানকে আবৃত করত দেহীকে মোহিত করে ।—  
দর্শন, শ্রবণ, মননাদি দ্বারা কাম সজ্জাত হয় ; ঐ কাম, ইন্দ্রিয়াদি  
ভোগেচ্ছা দ্বারা জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করে ॥ ৪০ ॥

অতএব হে ভরতর্বভ ! তুমি অগ্রে ইন্দ্রিয় সমূহকে সংযত করত এই  
জ্ঞান-বিজ্ঞান-বিনাশক কামরূপ পাপকে বিনাশ কর ।—ইন্দ্রিয় সমূহ  
বাসনার অধিষ্ঠানভূত, অগ্রে যে উপায়ে ইহারা সংযত হয় তাহা কর, ইন্দ্রিয়

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুর্নিদ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ ।

মনসস্ত পরা বুদ্ধির্যোবুদ্ধেঃ পরতস্ত সঃ ॥ ৪২ ॥

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধাঃ সংসৃত্ত্যাত্মানমাত্মনা ।

জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্ ॥ ৪৩ ॥

ইতি কর্মযোগো নাম তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

১ ইন্দ্রিয়াণি, পরাণি + আহুঃ = শ্রেষ্ঠ স্বরূপে উক্ত ; ৩ ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং = ইন্দ্রিয় হইতে শ্রেষ্ঠ, ২ মনঃ ; ৬ মনসঃ = মন অপেক্ষা + ৫ তু, ৭ পরা, ৪ বুদ্ধিঃ + যঃ + ১০ বুদ্ধেঃ + ১১ পরতঃ + ৮ তু + ১২ সঃ ॥ ৪২ ॥

\* ৩ এবং ৫ = ইরূপে, ২ বুদ্ধেঃ + পরং = বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠকে, ৪ বুদ্ধা = বুঝিয়া, ৬ সংসৃত্ত্য = সংযত করিয়া ; + ৫ আত্মানম্ + আত্মনা = আপনাকে আপনি ; ৯ জহি = নাশ কর ; ৮ শত্রুং ১ মহাবাহো ! ৭ কামরূপং দুরাসদম্ = কামস্বরূপ দুরাত্মাকে ॥ ৪৩ ॥

ইতি কর্মযোগ নামক তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ।

প্রবল থাকিলে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া নূতন কর্ম সঞ্চয় হইবে, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ কর, দেহিবে—বাসনাও গিয়াছে, এবং অপরোক্ষ জ্ঞানের বিকাশ হইয়াছে ॥৪১॥

ইন্দ্রিয় সমূহ শ্রেষ্ঠ বলিয়া উক্ত, এ সকল হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, এবং বুদ্ধি হইতেও সেই পরমাত্মা শ্রেষ্ঠ ।—মন, সকল বাহ্যেন্দ্রিয়ের কর্তা, বুদ্ধি মনের নিয়ন্তা এবং নিশ্চয়াত্মিকা, আত্মা পরাংপর ॥ ৪২ ॥

হে মহাবাহো ! এইরূপে বুদ্ধি হইতেও পরতর আত্মাকে জানিয়া, এবং আত্মাতেই চিত্ত সংযত করত, কামরূপ দুর্নিবার্য শত্রুকে বিনাশ কর ।—যদি বুদ্ধি হইতেও শ্রেষ্ঠ পরাৎপরের প্রীতি চিত্ত ধাবিত হয়, তাহা হইলে তুচ্ছতম ইন্দ্রিয়বশ কেন হইবে ? তখন সহজেই আত্মসংযম ও বাসনার ক্রাশ করা যাইবে ॥ ৩৩ ॥

• ইতি কর্মযোগ নামক তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ।

# চতুর্থ অধ্যায়।

## শ্রীভগবানুবাচ ।

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্ ।

বিবস্বান্মনবে প্রাহ মনুরিক্ষাকবেহত্রবীৎ ॥ ১ ॥

এবং পরম্পরা প্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ । - - -

স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ ॥ ২ ॥

১ ইমং=এই ; ৫ বিবস্বতে=স্বর্ধাকে ; ৩ যোগং, ৬ প্রোক্তবান্=বলিয়াছ+  
৪ অহঃ+২ অব্যয়ং ; ৭ বিবস্বান্ ইত্যাদি ॥ ১ ॥

২ ৩ এবং=এইরূপে, পরম্পরা প্রাপ্তং+ইমং : ২ রাজর্ষয়ঃ,+৪ বিদুঃ=জানিয়াছিলেন ;  
৫ সঃ=তাহা+৬ কালেন+৭ ইহ, ৮ মহতা, ৬ যোগঃ+১০ নষ্টঃ, ১ পরন্তপ ! ॥ ২ ॥

ভগবান্ কহিলেন, এই অব্যয় যোগ আমি বিবস্বান্কে বলিয়াছিলাম, বিবস্বান্ মনুকে এবং মনু ইক্ষ্বাকুকে বলিয়াছিলেন। এইরূপে পরম্পরাগত হইয়া রাজর্ষিগণ ইহা জানিয়াছিলেন ; হে পরন্তপ ! দীর্ঘকাল ক্রমে ঐ যোগ বিলুপ্ত হইয়াছে, তুমি আমার ভক্ত ও সখা, এবং টীহা অতি স্নন্দর নিগূঢ় তত্ত্ব, এজন্ত এই পুরাণ্ডন যোগ তোমাকে বলিলাম।

এই বুদ্ধিযোগ-ভগবান্ প্রথমে বলিয়াছিলেন, তিনি কাহাকেও কথা কহিয়া নলেন না, ভক্তের চিত্ত স্থির হইলে জ্ঞান-স্বৰূপ স্বতঃ বিকাশ প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মভাবে জ্ঞান মাত্র ছিল, ক্রমশঃ বিষয়ে আসক্তি হওয়ায়

স এবায়ং ময়া তেহন্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ ।  
তক্তোহসি মে সখা চেতি রহস্যং হোঁতদুত্তমম্ ॥ ৩ ॥

অর্জুন উবাচ ।

অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ ।  
কথমেতদ্বিজামীয়াং স্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি ॥ ৪ ॥

\* ১ সঃ+৮+অয়ং=সেই এই, ৫ ময়া=মৎকর্ভুক, ৪ তে=তোমাকে+অন্য  
৩ যোগঃ, ৬ প্রোক্তঃ=জলা হইল ; ২ পুরাতনঃ ৯ ভক্তঃ+১১ অসি, ৮ মে=আমার  
১০ সখা, ১৪ চ+১২ ইতি, ১৬ রহস্যং—নিগূঢ় বিষয়, ৭ হি+১৩ এতৎ+১৫ উত্তমম্ ॥ ৩ ॥  
২ অপরং=পশ্চাৎ, ১ ভবতঃ+জন্ম=আপনার জন্ম ; ৫ পরং=অগ্রে, ৪ জন্ম,  
৩ বিবস্বতঃ ; ৮ কথং=কিরূপে+৬ এতৎ, +৯ বিজামীয়াং=জানিব, ৭ হং+আদৌ  
প্রোক্তবান্=তুমি অগ্রে বলিয়াছ, +ইতি=ইহা ॥ ৪ ॥

জ্ঞান আবৃত হইয়া আসিয়াছে । জীব মায়া-মোহাচ্ছন্ন হইয়া ব্রহ্মভাব  
হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অহঙ্কারকে আশ্রয় করত ক্রমে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন  
করে । পরাভুক্তি দ্বারাই সেই মোহ দূর হয় ॥ ১—২৩ ॥

\* অর্জুন বলিলেন ;—অগ্রে বিবস্বানের, এবং পরে তোমার জন্ম হয়,  
তবে যে তুমিই পূর্বে বলিয়াছিষ্টে, তাহা কি প্রকারে জানিব ?—  
বর্তমান মন্বন্তরের মনু বিবস্বানের পুত্র, তাহার জ্ঞান তোমা হইতে  
কিরূপে লভ্যব ? মোহাচ্ছন্ন জীবের স্থিতি বিলোপাতির মীমাংসা  
হইতেছে ॥ ৪ ॥

## শ্রীভগবানুবাচ ।

বহুনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন ।

তান্যহং বেদ সৰ্ব্বাণি ন ত্বং বেথ পরস্তপ ॥ ৫ ॥

অজোহপি সন্মব্যয়ান্মা ভূতানামীশ্বরোহপি সন্ ।

প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সন্তবাম্যাত্মমায়য়া ॥ ৬ ॥

৪ বহুনি, ২ মে, ৬ ব্যতীতানি=বিগত হইয়াছে, ৫ জন্মানি; ৩ তব চ, + ১ অর্জুন !  
৯ তানি=সেই সকলকে + ৮ অহং, ১১ বেদ=জানি, ১০ সৰ্ব্বাণি, ১৩ ন ১২ ত্বং,  
১৪ বেথ=জান, ৭ পরস্তপ ! ॥ ৫ ॥

২ অজঃ=জন্ম রহিত, + অপি, ৩ সন্ + ১ অব্যয় + আত্মা; ৪ ভূতানাং + ঈশ্বরঃ +  
অপি সন্=ভূতগ্রামের প্রভু হইয়াও; ৬ প্রকৃতিং, ৫ স্বাং=নিজের + ৭ অধিষ্ঠায়;  
৯ সন্তবামি=জন্মগ্রহণ করি + ৮ আত্মমায়য়া ॥ ৬ ॥

ভগবানু বলিলেন; হে অর্জুন! আমার এবং তোমার বহু-জন্ম অতীত হইয়াছে, সে সমস্ত আমি জানি, কিন্তু তুমি জান'না।—জীবের জন্ম-মৃত্যু কতবার হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই, জন্মান্তরের স্মৃতি বিলুপ্ত হওয়ায় লোকে পূর্বপূর্ব জীবনের সাংসারিক মোহ বন্ধনাদি হইতে নিষ্কৃতি পায়। নচেৎ মায়ামুক্ত জীবের বড়ই বিপদ হইত। কিন্তু যে মোহমুক্ত, তাহার সে বিপদের আশঙ্কা নাই, সুতরাং জ্ঞানোদয় হইলে জন্মান্তরের অপরোক্ষ জ্ঞান জন্মে। অজ্ঞানাচ্ছন্ন জীব, অগ্রপশ্চাদ্ভ্রমের অভাবে, তাহা দেখিতে পায় না, কিন্তু চিত্ত স্থির হইলেই দিব্যজ্ঞান জন্মে ॥ ৫ ॥

‘আমি জন্ম ও ক্রয়’ রহিত, এবং ভূতগ্রামের ঈশ্বর হইয়াও স্বমায়্য-প্রভাবে স্ব-স্বরূপাপ্রকৃতি অবলম্বন করত জন্ম গ্রহণ করি ॥ ৬ ॥

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত ।

অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥ ৭ ॥

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃত্যম্ ।

ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সন্তুয়ামি যুগে যুগে ॥ ৮ ॥

৩ যদা যদা = যে যে সময়ে ; ২ হি ; ৪ ধর্মস্যাগ্লানিঃ + ৭ ভবতি ; ১ ভারত ! ৬ অভ্যু-  
ত্থানম্ + ৫ অধর্মস্য, ৮ তদা + ১০ আত্মানং সৃজামি + ৯ অহম্ ॥ ৭ ॥

২ পরিত্রাণায় ১ সাধুনাং, ৪ বিনাশায় ৫ চ ৩ দুষ্কৃত্যং, ৬ ধর্মসংস্থাপনার্থায় = ধর্ম  
সংস্থাপিত করিবার জন্য, ৮ সন্তুয়ামি, ৭ যুগে যুগে ॥ ৮ ॥

• হে ভারত ! যে যে সময়ে ধর্মের হানি ও অধর্মের প্রাদুর্ভাব হয়, সেই  
সেই সময়েই আমি জ্ঞাতস্বজন করি।—ভ্রান্ত জীব সংসারাবর্তে পড়িয়া  
কালশ্রোতে বারংবার বিপথগামী হইয়া থাকে ; ক্রমে পাপ-শ্রোত  
বদ্ধিত হইলে, ঈশ্বর-নররূপে আবির্ভূত হইয়া সে শ্রোত পুনরায় ফিরিতে  
থাকে। ভগবান্ ত সর্বভূতে বিরাজিত, তাঁহার ব্যক্তি-বিশেষে  
আবির্ভাব কিরূপে সম্ভব ? জীব মাত্রই তাঁহার স্রবতার, তবে প্রত্যেকের  
কার্য্য বিভিন্নরূপ। যিনি ধর্ম সংস্থাপনার্থ ভগবদ্ভাবে পূর্ণ হইয়া আবির্ভূত  
হন, তিনিই ভগবানের অবতার। শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণাবতার, যেহেতু তাঁহার কার্য্য  
সর্বতোভাবে ভগবানের কার্য্যের অনুরূপ, কোম স্থানে ক্রটি বা ভ্রম নাই।  
জ্ঞানের পোষণ ও অজ্ঞানের দমন-পূর্ব্বাপর শ্রীকৃষ্ণের কার্য্য, ইহাই তাঁহার  
অবতারত্বের সার্থকতা, নচেৎ ইচ্ছাময়ের অংশভূত জীব মাত্রই অল্প বিস্তর  
কর্ম্ম লইয়া অবতীর্ণ হয়, ও কর্ম্ম শেষ করিয়া চলিয়া যায় ॥ ৭ ॥

সাধুদিগের পরিত্রাণ, দুষ্কৃত বিনাশ, ও ধর্ম সংস্থাপন করিবার নিমিত্ত  
যুগে যুগে জন্ম গ্রহণ করি।—যুগে যুগে অর্থাৎ কালে কালে, এখানে,  
একটা সামাজিক বিপ্লব হইতে অল্প বিপ্লব পর্য্যন্ত একযুগ ॥ ৮ ॥

জন্ম কৰ্ম্মচ মে দিব্যমেবং যো বেতি তদ্বতঃ ।

তাত্ত্বা দেহং পুনর্জন্মনৈতি মামেতি সোহর্জুন ॥ ৯ ॥

বীতরাগভয়ক্রোধা মনুষ্যা মানুপার্শ্রিতাঃ ।

বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ ॥ ১০ ॥

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্ ।

মম বন্ধুর্নুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥ ১১ ॥

৫ জন্ম, ৭ কৰ্ম্ম ৬ চ ২ মে, ৪ দিব্যং = অলৌকিক + ৩ এবং = এইরূপ, ৮ যঃ + ১০ বেতি = যে জানে ; ৯ তদ্বতঃ, ১০ তাত্ত্বা = ত্যাগ করত, ১২ দেহং = ১৪ পুনর্জন্ম, ন + এতি = পায় না, মাং + এতি = আমাকে পায় ; ১১ সঃ + ১২ অর্জুন ! ॥ ৯ ॥

২ বীতরাগভয়ক্রোধাঃ - ইচ্ছা ভয় ক্রোধহীন ব্যক্তিগণ ; + মনুষ্যাঃ মানুপার্শ্রিতাঃ ; ১ বহবঃ = বিস্তর + ৩ জ্ঞানতপসা পূতাঃ = জ্ঞানাজ্ঞ দ্বারা পবিত্র, + মদ্ভাবমাগতাঃ = আমার স্বভাব প্রাপ্ত হয় ॥ ১০ ॥

১ যে = বাহারা, ৩ যথা = যেভাবে, ২ মাং = আমাকে, ৪ প্রপদ্যন্তে = ভজনা করে ; ৬ তান্ + তথা + এব ভজামি = তাহাদিগকে সেইরূপেই অভ্যর্থন করি ; + ৫ অহং ; ৭ মম ইত্যাদি ( ৩য় অঃ, ২৩ শ্লোক দেখ ) ॥ ১১ ॥

হে-অর্জুন । আমার এই দিব্য জন্ম ও কৰ্ম্ম যে ব্যক্তি যথার্থতঃ জানেন, তিনি দেহত্যাগ করত পুনরায় জন্ম গ্রহণ করেন না, এবং আমাকে প্রাপ্ত হন।—এই প্রাকৃতিক রহস্য যিনি প্রত্যক্ষ করেন, অর্থাৎ দিব্য-জ্ঞানে বুঝিতে পারেন, তাঁহাকে আর জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে কেন ? তিনি পূর্ণ জ্ঞানী ও প্রত্যক্ষদর্শী ॥ ৯ ॥

অন্তেকেই জ্ঞান যোগে ইচ্ছা ভয় ও ক্রোধ বর্জিত এবং যৎপরায়ণ হইয়া, পবিত্র ও মদ্ভাবাপন্ন হন ॥ ১০ ॥

হে পার্থ ! বাহারা আমাকে যেভাবে ভজনা করে, আমি তাহাদিগকে

কাজ্জতঃ কৰ্ম্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ ।

ক্ষিপ্ৰং হি মানুষে লোকে সিদ্ধিৰ্ভবতি কৰ্ম্মজা ॥ ১২ ॥

চাতুৰ্বৰ্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকৰ্ম্মবিভাগশঃ ।

তস্য কৰ্ত্তারমপি মাং বিদ্যাকৰ্ত্তারমব্যয়ম্ ॥ ১৩ ॥

২ কাজ্জতঃ=আকাজ্জিকারীর, ১ কৰ্ম্মণাং সিদ্ধিং; ৫ যজন্তঃ=অর্চনাকারীর; ৩ ইহ, দেবতাঃ; ৮ ক্ষিপ্ৰং=সত্ত্বর; ৬ হি, ৭ মানুষে লোকে; ১০ সিদ্ধিঃ=ভবতি, ৯ কৰ্ম্মজা ॥১২॥

৩ চাতুৰ্বৰ্ণ্যং, ১ ময়া সৃষ্টং, ২ গুণকৰ্ম্মবিভাগশঃ=গুণ ও কৰ্ম্মের বিভাগ ক্রমে; তস্য কৰ্ত্তারং+অপি মাং ৭ বিদ্যা+৬ অকৰ্ত্তারং+অব্যয়ং ॥ ১৩ ॥

তদ্ব্যপেক্ষেই কৃপা করি; কারুণ, মনুষ্যাগণ সর্ব প্রকারে আমারই অনুসরণ করে।—সংসারে ভোগ, মোক্ষাদি বাহ্য চাহ, তাহাই পাইবে। বিশ্ব বন্ধাগের সকলই তাহারই মূর্ত্তি, স্তবরাং ধন, মান, পরিজনাদিও তাহাতেই প্রতিষ্ঠিত। এতৎ প্রার্থীর নিকট তিনি সেই মূর্ত্তিতেই আবির্ভূত থাকেন। “যাদৃশী ভাবনা যন্ত সিদ্ধিৰ্ভবতি তাদৃশী ॥ ১১ ॥”

ইহলোকে মনুষ্যোব্দা কৰ্ম্মফলাকাজ্জ। করিয়া দেবতাদিগকে যজ্ঞ করে; কারণ, নরগণের, ফলাকাজ্জযুক্ত কৰ্ম্ম অনুষ্ঠানে, সত্ত্বয়েই সিদ্ধি লাভ হয়।—মায়াময় সংসারে ধর্ম্মার্থকাম-জনিত মায়িকভোগ বা স্বর্গমুখাদি অন্তঃসংসাধ্য ফল আকাজ্জা কর, সহজেই পাইবে, সংসার চক্রের গতিই এই; সমস্তই কাসনার ঘনীভূত অবস্থা; যাহার বেক্রপ বাসনা, সে অনুরূপ ভোগ নিজেই সৃষ্টি করে, ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম; স্তবরাং ভগবানই তাহার কৰ্ত্তা। নিৰ্লিপ্ত মোক্ষার্থী মুক্ত হইবে, ভোগার্থী মায়াবশে অজ্ঞান হইয়া সংসারে বদ্ধ থাকিবে। তবে কেহই চিরকালের জন্য বিনষ্ট হইবে না। ॥ ১২ ॥

গুণ ও কৰ্ম্মের বিভাগক্রমে আমি চতুৰ্বৰ্ণ্যের সৃষ্টি করিয়াছি,



ন মাং কৰ্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কৰ্ম্মফলে স্পৃহা ।

ইতি মাং যোহভিজানাতি কৰ্ম্মভিন্ন স বদ্যতে ॥ ১৪ ॥

এবং জ্ঞাত্ব কৃতং কৰ্ম্ম পূৰ্ব্বেৱপি মুমুক্শুভিঃ ।

কুরু কৰ্ম্মৈব তস্মাদ্বং পূৰ্ব্বেঃ পূৰ্ব্বতরং কৃতম্ ॥ ১৫ ॥

২ ন ১ মাং কৰ্ম্মাণি, ৩ লিম্পন্তি=স্পর্শ করে; ৬ ন, ৫ মে, ৪ কৰ্ম্মফলে ৭ স্পৃহা ;  
২ ইতি ৮ মাং, ১০ যঃ+অভিজানাতি=যে জানে; ১২ কৰ্ম্মভিঃ+ন, ১১ সঃ,+  
১৩ বদ্যতে=আবদ্ধ হয় ॥ ১৪ ॥

৪ এবং জ্ঞাত্ব=ইহা জানিয়া; ৬ কৃতং ৫ কৰ্ম্ম, ১ পূৰ্ব্বেঃ+৩ অপি; ২ মুমুক্শুভিঃ,  
১০ কুরু, ৯ কৰ্ম্ম+এব, ৭ তস্মাৎ+৮ ত্বং ১১ পূৰ্ব্বেঃ ইত্যাদি ॥ ১৫ ॥

আমি উহার কৰ্ত্তা হইলেও আমাকে নিষ্ক্রিয় বলিয়া জানিবে।—  
ব্রাহ্মণাদি চতুর্ভুজ, সত্ত্ব, দত্তরজঃ, রজস্তমঃ, ও তমোগুণের প্রাধান্ত  
হেতুতাত; এবং তদনুযায়ী নিকাম সাংস্কিক অথবা রাজসিকাদি কৰ্ম্মের  
পার্থক্য হেতু বিভিন্নরূপে পরিচিত, নচেৎ প্রকৃত প্রস্তাবে বর্ণগত প্রভেদ  
নাই, পূৰ্বেই বলা হইয়াছে। ইহাদের স্রষ্টা ও নিয়ন্তা ত্রিগুণাতীত,  
নির্লিপ্ত। এই চতুর্ভুজাদি সৃষ্টির জন্ত ভগবান্ কৰ্ম্মবদ্ধ নহেন। তাঁহার  
ভাগবতী-মায়া-প্রভাবে সমস্ত হইতেছে মাত্র ॥ ১৩ ॥

কৰ্ম্ম আমাকে লিপ্ত করিতে পারে না এবং আমার কৰ্ম্মফলেও স্পৃহা  
নাই, যে আমাকে এৰণবধ জানে, সে কৰ্ম্ম দ্বারা বদ্ধ হয় না।—এই গূঢ়  
ভাব বাহার সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম হয়, সে নিকাম কৰ্ম্ম কিরূপ তাহা জানে,  
জ্ঞতরাং তদ্রূপ অনুষ্ঠানে বদ্ধ হয় না ॥ ১৪ ॥

মুমুক্শু পুরাণ পুরুষেরা এইরূপ জানিয়াই যথোক্ত নিকাম কৰ্ম্ম করিয়া-  
হিলেন; অতএব তুমিও কৰ্ম্মানুষ্ঠান কর।—সকলকেই নিজ নিজ

কিং কৰ্ম কিমকৰ্ম্মেতি কবয়োহপ্যত্র মোহিতাঃ ।

তত্তে কৰ্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্ঞজ্ঞাত্বা মোক্ষাসেহশুভাৎ ॥ ১৬ ॥

কৰ্ম্মণো ইপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যং চ বিকৰ্ম্মণঃ ।

অকৰ্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহীনা কৰ্ম্মণো গতিঃ ॥ ১৭ ॥

কৰ্ম্মণ্যকৰ্ম্ম যঃ পশ্যেদকৰ্ম্মণি চ কৰ্ম্ম যঃ ।

স বুদ্ধিমান্ননুমোষ্যেযু স যুক্তঃ কুৎসকৰ্ম্মকুৎ ॥ ১৮ ॥

অত্র কবয়ঃ অপি=এবিষয়ে মনীষিগণও ; অন্তভাং মোক্ষাসে=অমঙ্গল হইতে নিস্তার পাইবে ॥ ১৬ ॥

কৰ্ম্মণঃ=কর্তব্যকৰ্ম্মের, সম্বন্ধে ; বোদ্ধব্যং=জানা আবশ্যক ; বিকৰ্ম্মণঃ বোদ্ধব্যং=অথবা কৰ্ম্ম সম্বন্ধে জানা আবশ্যক ; অকৰ্ম্মণঃ=কৰ্ম্মহীনতা সম্বন্ধে ; কৰ্ম্মণঃ গতিঃ গহীনা=কৰ্ম্মের গতি দুজের ॥ ১৭ ॥

২ কৰ্ম্মণি + অকৰ্ম্ম = কৰ্ম্মেতে কৰ্ম্মশূন্যতা ; ১ যঃ ৬ পশ্যেৎ = দেখে + ৪ অকৰ্ম্মণি

অধিকার ও গুণানুসারে কৰ্ম্ম করিতে হইবে । আমিও কৰ্ম্ম করিতেছি, জন্ম গ্রহণ করিতেছি । অতএব নির্লিপ্ত হইয়া কৰ্ম্ম কর । এক্ষণে কিরূপ কৰ্ম্ম কর্তব্য, তাহা নির্দেশ করিতেছেন ॥ ১৫ ॥

কি কৰ্ম্ম কর্তব্য ও কি কৰ্ম্ম অকর্তব্য, এবিষয়ে বিজ্ঞগণও ভ্রান্ত হইয়া থাকেন, অতএব যাহা জানিয়া অন্তত হইতে মুক্ত হইতে পার, তোল্লাকে সেই কৰ্ম্মের বিষয় বলিব ॥ ১৬ ॥

প্রকৃত কর্তব্য কৰ্ম্মের, ভ্রান্তিবশতঃ নিপরীতানুষ্ঠিত কৰ্ম্মের, এবং কৰ্ম্মহীনতার ভাব ও ফলাদির মৰ্ম্মজ্ঞান আবশ্যিক, কারণ কৰ্ম্মের গতি অত্যন্ত দুজের ॥ ১৭ ॥

যিনি অনুষ্ঠিত কৰ্ম্মও কৰ্ম্মহীনতা, এবং কৰ্ম্ম অনুষ্ঠিত না হইলেও

যস্য সর্বৈ সমারম্ভাঃ কামসংকল্পবর্জিতাঃ ।

জ্ঞানায়িতককর্মাণং তমাহঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ॥ ১৯ ॥

তাত্ত্ব। কৰ্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তে। নিরাশ্রয়ঃ ।

কৰ্মণ্যভিপ্রবৃত্তোহপি নৈব কিঞ্চিৎকরোতি সঃ ॥ ২০ ॥

৫ কৰ্ম ৩ বঃ ৭ সঃ+২ বুদ্ভিমান্ ৮ মনুষ্যেষ্ ১০ সঃ+১২ বুভুঃ ১১ কৃৎস কৰ্মকৃৎ  
=সৰ্বকৰ্মকারী ॥ ১৮ ॥

১ যস্যাদি ; ৪ জ্ঞানায়িতককর্মাণং ৩ তর্+৬ আহঃ=বলিয়াছেন ; ৫ পণ্ডিতঃ  
২ বুধাঃ=জ্ঞানিগণ ! , ১০ তাত্ত্ব।=তাগ করত, ৯ কৰ্মফল+আসঙ্গং  
=কৰ্মফলে আসক্তি ; ৮ নিত্যতৃপ্তঃ নিরাশ্রয়ঃ ১১ কৰ্মণি+অভিপ্রবৃত্তঃ+  
অপি=কৰ্মেপ্রবৃত্ত হইলেও ; ১৪ ন+১৩ এব ১২ কিঞ্চিৎ, ১৫ করোতি ;  
৭ সঃ ॥ ১৯-২০ ॥

তাহাতে কৰ্ম দৰ্শন কারন, মনুষ্যমধ্যে তিনিই বুদ্ভিমান্ এবং তিনি  
সমগ্র কৰ্ম করিলেও যোগী।—বাসনাবিঘ্নহিত কৰ্মই সৰ্বশ্রেষ্ঠ, এবং  
তাহার ফলভোগ না থাকায় তাহা অননুষ্ঠিতবৎ, অথচ কৰ্মহীনাবস্থাতেও  
বাসনা মাত্রই কৰ্মফলপ্রদ, ইহা যিনি প্রত্যক্ষ করেন, তিনিই কৰ্মশূন্য  
এবং যোগী ॥ ১৮ ॥

বাহ্যর সমস্ত কৰ্মারম্ভ বাসনা-বর্জিত, বুধগণ সেই জ্ঞানরূপ বহি-  
ষ্কার কৰ্ম-দগ্ধকারীকেই পণ্ডিত বলিয়াছেন। তিনি কৰ্মফলাসঙ্গ পরি-  
তাগ করত, নিত্যতৃপ্ত ও অবলম্বন-বিহীন হইয়া, কৰ্মরত হইলেও কিছুই  
করেন না।—যেহেতু তিনি মনে মনে কোনরূপ বিষয়-চিন্তা অবলম্বন  
করিয়া থাকেন না ॥ ১৯-২০ ॥

নিরাশীৰ্ষতচিত্তাত্মা তাত্ত্বসৰ্বপরিগ্রহঃ ।

শারীরং কেবলং কৰ্ম কুৰ্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥ ২১ ॥

যদৃচ্ছালাভসম্ভবো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ ।

সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে ॥ ২২ ॥

গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ ।

যজ্ঞায়াচরতঃ কৰ্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে ॥ ২৩ ॥

•নিরাশীঃ—আশাবিহীন, কিল্বিষং ন আপ্নোতি=পাপগ্রস্ত হয় না ॥ ২১ ॥

যদৃচ্ছাদি অনুবাদ দ্রষ্টব্য ॥ ২২-২৩ ॥

“মঙ্গলেচ্ছা-বিহীন, সংযত” চিত্ত, সৰ্ব-বিষয়াদি-পরিগ্রহত্যাগী ব্যক্তি, কেবল মাত্র শারীরিক কৰ্ম করিয়া দোষগ্রস্ত হইবে না।—দেহ থাকিতে দৈহিক কৰ্ম অত্যঙ্গ্য; অপিচ, তাহা কৰ্মক্ষয়ের উপায় মাত্র, তাহাতে মনকে কলুষিত হইতে না দিলেই দোষ স্পর্শে না ॥ ২১ ॥

যদৃচ্ছাগত পদার্থ লাভে সম্ভষ্ট, শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বভাব-বিহীন, শূদ্রতা-শূন্ত, সিদ্ধি এবং অসিদ্ধিতে সমদৃষ্টিযুক্ত ব্যক্তি কার্য করিয়াও তাহাতে বদ্ধ হইবে না ॥ ২২ ॥

•বিষয়-সঙ্গনিবর্জিত, সৰ্ববন্ধনমুক্ত, জ্ঞানাবস্থিতচিত্ত ব্যক্তির যজ্ঞের নিমিত্ত অনুষ্ঠিত কৰ্ম সমস্ত বিলয় প্রাপ্ত হয়।—পূর্বে বলিয়াছেন, কর্তব্য, কৰ্ম মাত্রই যজ্ঞ; তাহাও অনাসক্তভাবে করিতে হইবে। এক্ষণে কত প্রকার যজ্ঞ বা সংকৰ্ম অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তাহা বলিতেছেন ॥ ২৩ ॥

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবিঃ ব্রহ্মায়ৌ ব্রহ্মণা হৃতম্ ।

ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকৰ্ম সমাধিনা ॥ ২৪ ॥

দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্যুপাসতে ।

ব্রহ্মায়াবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি ॥ ২৫ ॥

শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়ানাং সংযমায়িষু জুহ্বতি ।

শব্দাদীন্নিষয়ানন্য ইন্দ্রিয়ায়িষু জুহ্বতি ॥ ২৬ ॥

ব্রহ্ম + অর্পণং = ব্রহ্মই অর্পণ, ব্রহ্ম হবিঃ = ব্রহ্মই যজ্ঞঘৃত, + ব্রহ্ম + অয়ৌ = ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে, ব্রহ্মণাহৃতং ; তেন ব্রহ্মৈব গন্তব্যং, ইত্যাদি ॥ ২৭ ॥

৩ দৈবং + এব + ১ অপরে, ৪ যজ্ঞং ; ২ যোগিনঃ ৫ পর্যুপাসতে ; ৬ + ব্রহ্ম + অয়ৌ + ৬ অপরে, ৮ যজ্ঞং ৭ যজ্ঞেন + এব, ১০ উপজুহ্বতি = আহুতি দেন, ১৩ শ্রোত্রাদীনী + ইন্দ্রিয়ানি = শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়গণকে + ১১ অস্ত্রে = অপরে, ১২ সংযম + অয়িষু = সংযমরূপ অগ্নিতে ; ১৪ জুহ্বতি = হোম করে ; ১৬ শব্দাদীন্ বিষয়ান্ + ১৫ অস্ত্রে ; ১৭ ইন্দ্রিয়ায়িষু জুহ্বতি ॥ ২৫-২৬ ॥

\* ব্রহ্ম হবিঃ, ব্রহ্মায়িতে ব্রহ্ম-কর্তৃক অর্পণদ্বারা ব্রহ্মকৰ্ম সমাধিদ্বারা গন্তব্য পদও ব্রহ্ম ।—যিনি কর্তা, কৰ্ম, ক্রিয়াদি সমস্তই ব্রহ্মময় জানিয়া, ব্রহ্মের জন্যই ব্রহ্মময় কৰ্মের অনুষ্ঠান করেন, অর্থাৎ নিজের কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি শূন্য হইয়া ভগবানকেই কর্তা ও ভোক্তা জ্ঞানে নির্লিপ্ত ভাবে সৰ্ব-কৰ্মানুষ্ঠান করেন, তিনি ব্রহ্ম-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত ॥ ২৪ ॥

অপর যোগিগণ দৈব যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, অপর কেহ কেহ দৈব দ্বারাই ব্রহ্মায়িতে হোম-যজ্ঞ করেন । অন্য কেহ শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়সমূহকে সংযমরূপ অগ্নিতে হোম করেন, কেহ বা শব্দাদি বিষয়সমূহকে ইন্দ্রিয়ায়িতে হোম করেন ।—কেহ অভীষ্ট দেবদিগের প্রীত্যর্থ কৰ্ম করেন, কেহ বা সমস্ত কৰ্মফল ভগবানে অর্পণ করেন ; অথবা কেহ সংযম দ্বারা

সৰ্ব্বাণীন্দ্রিয়কৰ্ম্মাণি প্রাণকৰ্ম্মাণি চাপরে ।

আত্মসংযমযোগায়ৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে ॥ ২৭ ॥

দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাপরে ।

স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥ ২৮ ॥

অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেহপানং তথাপরে ।

প্রাণাপানগতী রুদ্ধা প্রাণায়াম পরায়ণাঃ ।

অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি ॥ ২৯ ॥

২ সৰ্ব্বাণি+ইন্দ্রিয় কৰ্ম্মাণি প্রাণ কৰ্ম্মাণি চ + ১ অপরে ৪ আত্মসংযম যোগায়ৌ,  
৫ জুহ্বতি, ৬ জ্ঞানদীপিতে = জ্ঞান কর্তৃক আলিত ॥ ২৭ ॥

৩ দ্রব্যযজ্ঞাদি, ১ উপরে ৪ স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ, ২ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ = ধৃতব্রত  
যতিগণ ॥ ২৮ ॥

৪ অপানে = শুদ্ধাঙ্কিত অপানবায়ুতে ; ৭ জুহ্বতি, ৫ প্রাণং = হৃদিস্থিত প্রাণবায়ুকে ;  
৬ প্রাণে + অপানং, ১ তথা + অপরে, ৩ প্রাণাপানগতী রুদ্ধা ; ২ প্রাণায়ামপরায়ণাঃ .  
৮ অপরে ইত্যাদি ॥ ২৯ ॥

অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদিকে তদুপভোগ্য বিষয়াদি হইতে সংযত করিয়া প্রত্যাহার  
রূপ ক্রিয়ায়জ্ঞ করেন ॥ ২৫-২৬ ॥

অপর কেহ সমগ্র ইন্দ্রিয়কর্ম্ম ও প্রাণকর্ম্মকে জ্ঞান দ্বারা প্রআলিত  
আত্মসংযম-রূপ প্রাপ্তিতে হবন করেন ।—অর্থাৎ জ্ঞান-প্রভাবে সমস্ত ইন্দ্রিয়াদি  
সংযম করেন ॥ ২৭ ॥

সংশিতব্রতযতিগণ দ্রব্যযজ্ঞ, তপোযজ্ঞ, যোগযজ্ঞ, স্বাধ্যায়রূপ জ্ঞানযজ্ঞ,  
প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন যজ্ঞানুষ্ঠানকারী ।—নিকৃষ্ট পুঙ্খ-হোমাদি, উপস্যা, যোগ,  
স্বাধ্যায় প্রভৃতি অনুষ্ঠান দ্বারাও সিদ্ধিলাভ হইতে পারে ॥ ২৮ ॥

অপর কেহ প্রাণায়াম পরায়ণ হইয়া প্রাণ ও অপান বায়ুর গতিরোধ

সর্ব্বোহপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ ।

যজ্ঞশিষ্টায়তভুজো যাস্তি ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥ ৩০ ॥

নাযং লোকেহ স্ত্যযজ্ঞস্য কুতোহন্যঃ কুরুসত্তম ॥ ৩১ ॥

২ সর্ব্বো + অপি + ১ এতে, ৩ যজ্ঞবিদঃ, + যজ্ঞক্ষয়িত কল্মষাঃ = এবং যজ্ঞ দ্বারা কী-  
পাপ; ৪ যজ্ঞশিষ্ট + অমৃত ভুজঃ = যজ্ঞাবশেষ অমৃত ভোজী ( ইহীরা ) + ৫ যাস্তি ; ৬ ব্রহ্ম  
৭ সনাতনং ॥ ৩০ ॥

৪ ন, + ৩ অয়ং লোকঃ = ইহ লোক + ৫ অস্তি + ২ অবজ্ঞস্য ৭ কুতঃ = কোথায় ?  
৬ অন্তঃ ১ কুরুসত্তম ॥ ৩১ ॥

করত প্রাণ বায়ুকে অপান বায়ুতে এবং অপান বায়ুকে প্রাণবায়ুতে হোম করেন, অপর কেহ নিয়মিতাহার ইহীরা প্রাণ-বায়ুতেই পঞ্চপ্রাণের হ্রদন করেন।—প্রাণায়াম-দ্বারা বায়ুর সাম্যভাব ইহীরা চিত্ত স্থির হয়। ইহা অষ্টাঙ্গ যোগের অঙ্গ-বিশেষ। পূর্ব্বোক্ত সাধনগুলির শ্রেষ্ঠত্ব অনুসারে ক্রমে পর পর নির্দেশ করিয়া গেলেন। অধিকারী-ভেদে সকলগুলিই চিত্ত স্থিরীকরণোপায় (পাতঞ্জলে প্রক্রিয়া দেখ) ॥ ২৯ ॥

ইহীরা সকলেই যজ্ঞবিৎ, যজ্ঞদ্বারা দোষশূন্য, এবং যজ্ঞাবশিষ্ট অমৃতভোজী ইহীরা, সনাতন ব্রহ্মপদই প্রাপ্ত হন।—শ্রুতি, অধিকার ও শক্তি অনুসারে উক্ত জ্ঞান, ভক্তি ও ক্রিয়াদি অনুষ্ঠানসমূহের মধ্যে যে পথ ইচ্ছা অবলম্বন করিতে পার ॥ ৩০ ॥

কিন্তু হে কুরুসত্তম (অর্জুন) ! যজ্ঞবিহীন ব্যক্তির, অতুলোকের কথা কি, ইহলোকও নাই।—কিছু মাত্র না করার অনেক দোষ ॥ ৩১ ॥

এবং বহুবিধা-যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে ।

কৰ্ম্মজ্ঞান্বিক্তি তান্ সৰ্ব্বানং জ্ঞান্ বিমোক্ষ্যসে ॥ ৩২ ॥

শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্যজ্ঞানজ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ ।

সৰ্বং কৰ্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥ ৩৩ ॥

তদ্বিক্তি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া ।

উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ ৩৪ ॥

১ এবং বহুবিধাযজ্ঞাঃ, + ৩ বিততাঃ = বিহিত ; ২ ব্রহ্মণঃ + মুখে ; ৩ কৰ্ম্মজ্ঞান্বিক্তি = কৰ্ম্মজ্ঞান্বিক্তি ; ৪ তান্ সৰ্ব্বান্, ৫ এবং জ্ঞান্ বিমোক্ষ্যসে ॥ ৩২ ॥

৬ শ্রেয়ান্ ৭ দ্রব্যময়াদ্যজ্ঞানজ্ঞানযজ্ঞঃ ; ১ পরন্তপ ! ২ সৰ্বং কৰ্ম্ম + ৩ অখিলং = সমগ্র কৰ্ম্ম ; ২ পার্থ ! ৪ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥ ৩৩ ॥

—১ তৎ + ৩ বিক্তি ২ প্রণিপাতেনাদি ; ৪ উপদেক্ষ্যন্তি = উপদেশ দিবেন ; ৫ তে ; ৬ জ্ঞানং ৭ জ্ঞানিনঃ ৮ তত্ত্ব দর্শিনঃ ॥ ৩৪ ॥

এই সকল বহুবিধ যজ্ঞ ব্রহ্মমুখে প্রকাশিত, এবং ঐ সকলকে কৰ্ম্মজ্ঞ বলিয়া জানিয়া মোক্ষলাভ কর।—উক্ত সকল ক্রিয়াতেই কৰ্ম্মানুষ্ঠান আছে, এবং এ সকলের সাধনাদি জ্ঞান দ্বারা জানা যায়। ভুক্তিবলে, প্রথমে স্বতঃ জ্ঞান অভ্যুদিত হয়। ক্রমে, যোগ হইতে যোগের জ্ঞান হইয়া থাকে ॥ ৩২ ॥

‘হে পরন্তপ ! দ্রব্যময় যজ্ঞ হইতে জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ ; কারণ, হে পার্থ ! সমস্ত কৰ্ম্মই জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হয়—পূর্বে বলা গিয়াছে যে, সকল প্রকার ক্রিয়াযোগ অপেক্ষা প্রথমোক্ত জ্ঞানযোগই সৰ্ব্ব শ্রেষ্ঠ, কারণ, তাহাই চরম ফল ॥ ৩৩ ॥

অতএব সেবা, প্রণিপাত, ও প্রশ্ন দ্বারা সেই জ্ঞানযোগ অবগত হও,



যজ্ঞজ্ঞাহা ন পুনশ্চোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব ।

যেন ভূতান্শেষেণ দ্রক্ষ্যন্ত্যত্নত্থো ময়ি ॥ ৩৫ ॥

অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সৰ্বেভ্যঃ পাপকৃতমঃ ।

সৰ্বং জ্ঞানপ্রবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি ॥ ৩৬ ॥

২ যৎ+জ্ঞাহা, ৬ ন ৩ পুনঃ+৫ মোহং,+৪ এবং=এইরূপ, ৭ যাস্যসি,  
১ পাণ্ডব! ৮ যেন ভূতানি+১০ অশেষেণ দ্রক্ষ্যসি=২+আত্মনি  
+অথময়ি ॥ ৩৫ ॥

৪ অপি ১ চেৎ,+৬ অসি=হও; ৩ পাপেভ্যঃ ২ সৰ্বেভ্যঃ=সকল পাপী হইতে,  
৫ পাপকৃতং+তমঃ=পাপিশ্রেষ্ঠ; ৭ সৰ্বং, জ্ঞানপ্রবেন=জ্ঞানতরী-দ্বারা,+এব; বৃজিনঃ  
=অনারাসে, সন্তরিষ্যসি=পার হইবে ॥ ৩৬ ॥

তৎসদর্শী জ্ঞানিগণ তোমাকে জ্ঞানোপদেশ দিবেন।—স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ  
পূর্বে বলা হইয়াছে, সেইরূপ কাম-রাগ-বিবর্জিত সাধুর সাক্ষাৎ পাণ্ড,  
জ্ঞানের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি অল্পগ্রহঁ করিয়া বলিতে পারেন।  
জ্ঞানী গুরু, ভগবৎ-পরায়ণ বিগুহ্য়চিত্তের নিকট স্বতঃ আগত হন। অজ্ঞানী  
কলকামীর সদৃশ লাত অসম্ভব ॥ ৩৪ ॥

হে পাণ্ডব! জ্ঞানলাভ করিলে, পুনরায় এ প্রকার মোহযুক্ত হইবে  
না, এবং তদ্বারা অশেষ ভূতগ্রামকে তোমারি—অর্থাৎ আত্মাস্বরূপ এবং  
আমাত্যেই অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিত দেখিবে ॥ ৩৫ ॥

যদি তুমি সকল পাপী হইতেও নিতান্ত পাপাচারী হও, তথাপি সৰ্ব  
পাপ হইতে জ্ঞানতরী আশ্রয়ে উত্তীর্ণ হইবে।—জ্ঞানোদয়ে সমস্ত ব্রহ্মময়  
হইলে, পাপ পুণ্য নিছক থাকে না ॥ ৩৬ ॥

যথৈখাংসি সমীক্কাহ্মির্ভস্মসাৎ কুরুতেহর্জুন ।

জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥ ৩৭ ॥

নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যাতে ।

তৎস্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি ॥ ৩৮ ॥

শ্রদ্ধাবান্ভভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ ।

জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৩৯ ॥

২ যথা, +৪ এখাংসি=কাঠ সকলকে; ৩ সমিদ্ধঃ+অগ্নিঃ+৫ ভস্মসাৎ কুরুতে  
+১ অর্জুন! ৭ জ্ঞানাগ্নিঃ ইত্যাদি ৭৬ তথা ॥ ৩৭ ॥

৩ ন, ১ হি, ৩ জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রং=জ্ঞানের স্থায় বিশুদ্ধ, +২ ইহ, ৫ বিদ্যাতে, ৯ তৎ  
৭ স্বয়ং ৬ যোগ সংসিদ্ধঃ, ৮ কালেন, +১০ আত্মনি বিন্দতি=আপনাতেই জানিতে পারে ॥ ৩৮ ॥

২ শ্রদ্ধাবান্+৪ ভভতে ৩ জ্ঞানং ১ তৎপরঃ=ভগবৎপরায়ণ, সংযতেন্দ্রিয়ঃ;  
৫ জ্ঞানং লব্ধ্বা, ৭ পরাঃশান্তিঃ+৬ অচিরেণ, +৮ অধিগচ্ছতি=প্রাপ্ত হয় ॥ ৩৯ ॥

হে অর্জুন! যে রূপ সম্যক প্রজ্জলিত অগ্নি, ক্রাঠকে ভস্মসাৎ করে,  
তদ্রূপ, জ্ঞানাগ্নিও কর্মমুদ্রাকে ভস্মসাৎ করে ॥ ৩৭ ॥

সম্ভারে জ্ঞানের সদৃশ পবিত্র কিছুই নাই, যোগসিদ্ধব্যক্তি যথাকালে  
আপনিইষ্ট জ্ঞান লাভ করিয়া থাকে।—ইতি পূর্বে বলিয়াছেন, জ্ঞানীর  
সেবা দ্বারা অবগত হও, কিন্তু জ্ঞানী কোথায় পাইবে? সকলের ভাঞ্জে  
ঘটে না, তবে কি কেহ মুক্ত হইবে না? প্রথমে জ্ঞানী কোথা হইতে  
আসিল? ভগবানের সার্বনা কর, একান্ত তৎপরায়ণ হও, জ্ঞান স্বতঃ  
বিকাশ প্রাপ্ত হইতে থাকিবে; তাহাই শ্রবণেও বলিতেছেন, ফলতঃ অজ্ঞানতঃ  
অযোগ্য পাত্রকে গুরুপদে বরণ করত অর্থ পণ্ডা নীত হইও না ॥ ৩৮ ॥

তদেকনিষ্ঠ, সংযতেন্দ্রিয়, শ্রদ্ধাবান্ধ্যক্তিই জ্ঞান লাভ করে, এবং জ্ঞান-  
লাভ করত অচিরে পরম শান্তিলাভ করে ॥ ৩৯ ॥

অজ্ঞশ্চাশ্রদধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি ।

নাযং লোকোহস্মিন পরো ন স্নুখং সংশয়াত্মনঃ ॥ ৪০ ॥

যোগসংন্যস্তকর্মাণং জ্ঞানসংচ্ছিন্ন সংশয়ম্ ।

আত্মবস্তুং ন কর্মাণি নিবধন্তি ধনঞ্জয় ॥ ৪১ ॥

তস্মাদজ্ঞানসমুতং হৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ ।

ছিত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত ॥ ৪২ ॥

ইতি জ্ঞানবিভাগ যোগো নাম চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

১ অজ্ঞশ্চ+অশ্রদ্ধধানশ্চ ইত্যাদি ॥ ৪০ ॥

২ যোগ ইত্যাদি, ৩ আত্মবস্তুং; ৪ ন, ৫ কর্মাণি, ৬ নিবধন্তি=বদ্ধ করে, ১ ধনঞ্জয়! ॥ ৪১ ॥

২ তস্মাৎ+৫ অজ্ঞানসমুতং, ৬ হৎস্থং; ৮ জ্ঞানাসিনা=জ্ঞান খড়্গের দ্বারা+  
৯ আত্মনঃ, ১০ ছিত্বা+৩ এনং ৭ সংশয়ং; ১০ যোগম্+স্মাতিষ্ঠ=যোগাবস্থিত হও  
+১১ উত্তিষ্ঠ; ১ ভারত! ॥ ৪২ ॥

ইতি চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ।

কিন্তু যে ব্যক্তি, অজ্ঞ, অশ্রদ্ধাবিহীন ও সংশয়যুক্ত, সে বিনাশ প্রাপ্ত হয়; সংশয়যুক্ত মানবের স্নুখ, ইহকাল এবং পরকালে, কোথাও নাই।—সকল বিষয়েই, সন্দিগ্ধচিত্ত, ইত্যন্ততঃ জ্ঞানান্বেষণে ধাবিত ব্যক্তির কিছুই হয় না। মনে মনে সন্তোষ অবলম্বন করত ব্রহ্ম-পরায়ণ হইলে, অংশই শুভ হইবে, সন্দেহ নাই ॥ ৪০ ॥

হে ধনঞ্জয়! যোগপ্রভাবে ঈশ্বরে সমর্পিতকর্মা, জ্ঞান-প্রভাবে ছিন্নসংশয়, এবং আত্মস্বরূপে অবস্থিত ব্যক্তিকে কর্ম আবদ্ধ করে না ॥ ৪১ ॥

অতএব হে ভারত! প্রথিত হও, জ্ঞানব্রহ্ম দ্বারা হৃদয়স্থিত অজ্ঞানসমুত এই সংশয়কে ছিন্ন করত যোগানুষ্ঠান কর ॥ ৪২ ॥

ইতি জ্ঞানকর্ম্মত্বাসাযোগ নামক চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ।

## পঞ্চম অধ্যায় ।

সন্ন্যাসং কৰ্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগঞ্চ শংসসি ।

যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রহ্ম হুনিশ্চিতম্ ॥ ১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

সন্ন্যাসং কৰ্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবৃত্তৌ ।

তুয়োস্তকৰ্ম্মসন্ন্যাসাৎ কৰ্ম্মযোগো বিশিষ্যতে ॥ ২ ॥

২ সন্ন্যাসং ; ৩ কৰ্ম্মণাং, ১ কৃষ্ণ ! ৪ পুনঃ+যোগঃ+চ ৫ শংসসি=বলিতেছ ;  
১ ৪৭+৯ শ্রেয়ঃ, +৬ এতয়োঃ=ইহাদের মধ্যে+৮ একং ১০ তৎ+মে ১২ ব্রহ্ম  
১১ হুনিশ্চিতং ॥ ১ ॥

১ সন্ন্যাসঃ কৰ্ম্মযোগঃ+চ, ৩ নিঃশ্রেয়সকরৌ+২ উভৌ=উভয়ের মধ্যে কেহ  
কাহারও অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে ; ৫ তয়োঃ—তাহাদের মধ্যে+৮ তু ৬ কৰ্ম্ম ইত্যাদি ॥ ২ ॥

অৰ্জুন কহিলেন ;—হে কৃষ্ণ! পুনৰ্বার সন্ন্যাসযোগ ও কৰ্ম্মযোগের  
কথা বলিলে, অতএব উভয়ের মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠ তাহা নিশ্চয় করিয়া  
বলি।—কৰ্ম্মত্যাগ করত যোগাদির অমুষ্ঠান, ও নিলিপ্ত ভাবে কৰ্ম্ম করত,  
কৰ্ম্মকর করার কথা বলার পুনৰ্বার সংশয়যুক্ত হইতেছেন ॥ ১ ॥

• ভগবান্‌বলিতেছেন ;—সন্ন্যাস ও কৰ্ম্মযোগ উভয়ই সমান হইলেও  
কৰ্ম্মসন্ন্যাস অপেক্ষা কৰ্ম্মযোগ ভাল ॥ ২ ॥

জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন' কাঙ্ক্ষতি ।

নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো স্ত্বখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৩ ॥

সাত্ব্যযোগো পৃথখালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ ।

একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতেফলম্ ॥ ৪ ॥

যৎসাত্ব্যঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্ব্যোগৈরপিগম্যতে ।

একং সাত্ব্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ৫ ॥

৩ জ্ঞেয়ঃ ২ সং+নিত্যসন্ন্যাসী, ১ যঃ ইত্যাদি; ৬ নির্দ্বন্দ্বঃ=শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বভাব  
শূন্ত; + ৪ হি, ৫ মহাবাহো! ৮ স্ত্বখং ৭ বন্ধাৎ, ৯ প্রমুচ্যতে=মুক্ত হয় ॥ ৩ ॥

২ সাংখ্য যোগো পৃথক্, + ১ বালাঃ=বালকেরা, ৩ প্রবদন্তি=বলে, ন পণ্ডিতাঃ;  
৪ একম্+অপি, + ৬ আস্থিতঃ=অবস্থিত হইলে, ৫ সম্যক্+৭ উভয়োঃ, + ৯ বিন্দতে=  
অবগত হয়, ৮ ফলং ॥ ৪ ॥

২ যৎ, ১ সাংখ্যঃ, ৪ প্রাপ্যতে ৩ স্থানং ৬ তৎ+৫ যোগৈঃ+অপি ৭ গম্যতে  
১০ একং ৯ সাংখ্যং+৮ যোগং+৮ ৮ যঃ ১১ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ৫ ॥

যিনি বিদ্বৈষ ও আকাঙ্ক্ষাশূন্ত, তাঁহাকেই নিত্য সন্ন্যাসী বলিয়া জ্ঞানিবে,  
যেহেতু, হে মহাবাহো! দ্বন্দ্বভাব-বিরহিত ব্যক্তিই সহজে মুক্ত হন।—  
রাগদ্বৈষাদি শূন্ত ব্যক্তি, কর্ম্মাচরণ করিলেও তাহাতে আসক্তি নু থাকায়,  
সন্ন্যাসী ও মুক্ত, শীতোষ্ণ, স্ত্বচ্ছঃখাদি দ্বন্দ্ব ভাব ॥ ৩ ॥

জ্ঞান ও যোগকে পণ্ডিতেরা পৃথক্ বলেন না, পরন্তু আলকেরাই পৃথক্  
বলে; যেহেতু উভয়ের মধ্যে একটিরও সন্নিহিত করিতে পারিলে  
উভয়ের ফলই লাভ করা যায় ॥ ৪ ॥

সাংখ্যযোগেও যে স্থান লাভ হয়, ক্রিয়াযোগেও সেই পদই প্রাপ্তি হয়;  
অর্জুন এবং এতদ্ব্যয়কে যিনি একই দর্শন করেন, তিনিই তত্ত্বদর্শী।—যোগ-  
বিশিষ্টে বিশেষরূপে ব্যাখ্যাত আছে ॥ ৫ ॥

সম্যাসস্ত মহাবাহো! দুঃখমাণ্ডু মযোগতঃ ।

যোগযুক্তো মুনিব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৬ ॥

যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ ।

সর্বভুতাত্মভূতাত্মা কুর্বন্নপি ন লিপ্যতে ॥ ৭ ॥

নৈবকিঞ্চিকরোমীতি যুক্তো মন্ত্রেত তদ্বিৎ ।

পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিহ্মন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্ ॥ ৮ ॥

প্রলপনিসৃজন্ গৃহ্নন্ নিম্নম্মিমষম্মপি ।

ইন্দ্রিয়াশীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্তন্ত ইতি ধারয়ন্ ॥ ৯ ॥

৪ সম্যাসঃ+১ তু ২ মহাবাহো! ৫ দুঃখং+আণ্ডু=দুঃখ পাইবার জগুই হয়,+  
৬ যোগতঃ=যোগ ব্যক্তিরকে; ৭ যোগযুক্তঃ+মুনিঃ+ব্রহ্ম, ৭ ন চিরেণ=অচিরে  
+৯ অধিগচ্ছতি=জ্ঞাত হয় ॥ ৬ ॥

যোগযুক্তঃ ইত্যাদি, কুর্বন্+অপি=করিয়াও ॥ ৭ ॥

৬ ন+এব ৫ কিঞ্চিৎ, ৭ করোমি+ইতি=আমি করি এই রূপ, ২ যুক্তঃ+৮ মন্ত্রেত  
=মনে করে; ১ তদ্বিৎ; ৩ পশ্যন্ ইত্যাদি, ৪ ইন্দ্রিয়াণি+ইন্দ্রিয়ার্থেষু=ইন্দ্রিয় সকল  
তত্ত্ব-বিষয়ে, ইত্যাদি ॥ ৮-৯ ॥

কিন্তু হে মহাবাহো! যোগব্যক্তিরকে যে সম্যাস, তাহা দুঃখেরই হেতু  
হয়, যোগানুষ্ঠানকারী মুনি অচিরেই ব্রহ্মলাভ করেন ।

চিত্ত-বিক্ষেপী শূন্য না হইলে কর্মভাগ্য কারণ, সুখদুঃখাদিবিকারহেতু  
কর্মহীনতাজনিত দুঃখ অতিরিক্ত হয় ॥ ৬ ॥

তদ্বানৈ যুক্তচিত্ত, বিশুদ্ধ, জিতেন্দ্রিয়, জিতাত্মা, অস্ববৎ সর্বভুতদর্শী  
ব্যক্তি, কর্ম করিয়াও তাহাতে লিপ্ত হন না ॥ ৭ ॥

তদ্বদর্শী ভগবদগত-চিত্ত ব্যক্তি দর্শন প্রবণ স্পর্শ ভ্রাণ আহার

ব্রহ্মণ্যাধায় কৰ্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা কৰোতি যঃ ।

লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাস্তসা ॥ ১০ ॥

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিদ্রি়ৈরপি ।

যোগিনঃ কৰ্ম্ম কুৰ্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বা অশুদ্ধয়ে ॥ ১১ ॥

৩ ব্রহ্মণি+আধায়=ব্রহ্মে অর্পণ করিয়া, ২ কৰ্ম্মাণি, ৪ সঙ্গং ত্যক্ত্বা কৰোতি= আসক্তি শূন্য হইয়া করে; ১ যঃ; ১০ লিপ্যতে, ৯ ন ৫ সং+৮ পাপেন, ৭ পদ্ম পত্রং+ ইব; +৬ আস্তসা=জলদ্বারা ॥ ১০ ॥

৪ কায়েন ইত্যাদি; ১ যোগিনঃ ৫ কৰ্ম্ম কুৰ্ব্বন্তি, ৩ সঙ্গং ত্যক্ত্বা+২ আশুদ্ধয়ে ॥ ১১ ॥

গমন, নিদ্রা, শ্বাস-প্রশ্বাসাদি ত্যাগ ও গ্রহণ, প্রলাপ, নিমেষ ও উন্মেষ করিয়াও, আমি কিছু করিতেছি না, মনে করেন; তাঁহার একরূপ ধারণা থাকে, যে ইন্দ্রিয়সমূহ তত্ত্বং বিষয়াদিতে নিবিষ্ট মাত্র ॥ ৮-৯ ॥

১০ যিনি নির্লিপ্ত ভাবে ব্রহ্মে ফলার্পণ করত কৰ্ম্মাহুষ্ঠান করেন, জল দ্বারা অস্পৃষ্ট পদ্মপত্রবৎ তিনি পাপে লিপ্ত হন না ॥ ১০ ॥

যোগীগণ কেবল আশুদ্ধির জন্তই নিঃসঙ্গভাবে, কায়মনোবুদ্ধিতে, ইন্দ্রিয়মাত্র দ্বারাই কার্য্য করেন।—প্রারব্ধ কৰ্ম্মের ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে, যতদিন তাহা না শেষ হইবে ততদিন নিস্তার নাই। সেই জন্তই যোগসিদ্ধ সাধুপুরুষেরা সংসারে লোকবৎ চলাচল করিয়া, এবং মনে মনে নিঃসঙ্গ থাকিয়া নূতন কৰ্ম্মাহুষ্ঠানে প্রবৃত্ত থাকিয়া, কাল-প্রতীক্ষার অবস্থান করেন। বাসনাজাত কৰ্ম্মই বিপদের মূল, অতএব অশ্রেয় সংসার নিবারণ না করিয়া কৰ্ম্মত্যাগ করা অনর্থ মূলক। কৰ্ম্মকর আশুদ্ধি ১১ ॥

যুক্তঃ কৰ্মফলং ত্যক্তঃ<sup>১</sup> শাস্তিমাংগোতি<sup>২</sup> নৈষ্ঠিকীম্ ।

অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সন্তো<sup>৩</sup> নিবধ্যতে ॥ ১২ ॥

সৰ্বকৰ্ম্মাণি মনস্মৈ সম্যগোন্তে<sup>৪</sup> সূখং বশী<sup>৫</sup> ।

নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুৰ্ব্বন্ন কারয়ন্ ॥ ১৩ ॥

ন কৰ্ত্ত্ব্যং<sup>৬</sup> ন কৰ্ম্মাণি লোকস্ত<sup>৭</sup> সৃজতি<sup>৮</sup> প্রভুঃ ।

ন কৰ্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্ত<sup>৯</sup> প্রবৰ্ত্ততে ॥ ১৪ ॥

১ যুক্তাদি, ২ শাস্তিম্ + আগোতি, ৩ নৈষ্ঠিকীং = পরম ; ৪ অযুক্তঃ ইত্যাদি ॥ ১২ ॥

৫ সৰ্ব কৰ্ম্মাণি মনসা সম্যগ্ = সকল কৰ্ম্ম মনে মনে ত্যাগ করিয়া + ৬ আন্তে = থাকেন ; ৭ সূখং = সুখে ; ৮ বশী = আয়ত্তবশকারী ; ৯ নবাদি ॥ ১৩ ॥

১৩ ইত্যাদি, ২ লোকস্ত ; ৩ সৃজতি, ৪ প্রভুঃ ; ৫ ন কৰ্ম্মফল সংযোগং ; ৬ স্বভাবঃ + ৭ তু, ৮ প্রবৰ্ত্ততে = প্রবৃত্ত হয় ॥ ১৪ ॥

যুক্তচিত্ত ব্যক্তি কৰ্ম্মফল ত্যাগ করত পরমা শাস্তি লাভ করেন, কিন্তু যোগবিহীন ব্যক্তি, বাসনা-জনিত কৰ্ম্মফলে আসক্ত থাকায়, বদ্ধই থাকে ॥ ১২ ॥

ইন্দ্রিয়বশকারী ব্যক্তি, সমস্ত কৰ্ম্মই মনে মনে ত্যাগ করত সুখে অবস্থান করেন, নবদ্বারযুক্ত শরীরে দেহী কিছু করেন না এবং অন্তদ্বারাও করান না।—ইন্দ্রিয়-নিগ্রহকারী আয়ত্তবশ তত্ত্বতঃ জানেন, যে দেহী বদ্ধ, তিনি নির্লিপ্ত, সূতরাং কৰ্ত্তা বা ভোক্তা নহেন ॥ ১৩ ॥

ঈশ্বর জীবের কৰ্ত্ত্ব্য, কৰ্ম্ম বা ফলসংযোগ হয়, করেন না, স্বভাবই ঐ সকলে প্রবৃত্ত করে।—সম্বাদি গুণ প্রধান নর, স্বীয় প্রকৃতিবশে কার্য করে, আত্মা তাহাতে লিপ্ত হন না ॥ ১৪ ॥



নাদন্তে কশ্চচিৎপাপং ন চৈব স্কৃতং বিভূঃ ।

অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহন্তি জন্তবঃ ॥ ১৫ ॥

জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ ।

তেষামাদিত্যবজ্জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্ ॥ ১৬ ॥

তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎ পরায়ণাঃ ।

গচ্ছন্ত্যপুনর্যুক্তিং জ্ঞাননিধূতকল্মষাঃ ॥ ১৭ ॥

৩ ন আদন্তে=জন না ; ২ কশ্চচিৎ পাপং=কাহারও পাপ, ৪ ন চ+এব স্কৃতং ;  
১ বিভূঃ=ঈশ্বর, ৬ অজ্ঞানেন+আবৃতং, ৫ জ্ঞানং ৭ তেন ; ৮ মুহন্তি=মোহিত হয়,  
৯ জন্তবঃ=জীব সকল ॥ ১৫ ॥

৪ জ্ঞানেন, ১ তু ৫ তৎ+অজ্ঞানং, ২ যেষাং=বাহাদের ৬ নাশিতং+৩ আত্মনঃ,  
৭ তেষাং+আদিত্যবৎ ইত্যাদি ॥ ১৬ ॥

১ তদ্বুদ্ধয়ঃ ইত্যাদি, ২ গচ্ছন্তি+৩ অপুনর্যুক্তিং=পুনরাগমন করে না, ৪ জ্ঞান  
নিধূতকল্মষাঃ=জ্ঞান দ্বারা ধোঁত পাপ ॥ ১৭ ॥

ঈশ্বর কাহারও পাপ বা স্কৃত গ্রহণ করেন না, অজ্ঞানাবৃত হওয়াতেই

সীব মুগ্ধ হয় ॥ ১৫ ॥

আত্মজ্ঞান দ্বারা বাহাদের সেই অজ্ঞান বিনষ্ট হইয়াছে, স্বর্ঘ্য কর্তৃক  
প্রকাশিত দেশবৎ তাহাদের জ্ঞান বাচিতি প্রকাশিত হয় ॥ ১৬ ॥

তদগতবুদ্ধি, তদগতাত্মা, তন্নিষ্ঠ, তৎপরায়ণ, জ্ঞানবিধোঁত-পাপ ব্যাক্তি  
কখন আর সংসারে পুনরাগমন করেন না।—আত্মজ্ঞানী, কৰ্ম ও  
তৎফলভোগ শূন্য হওয়ায়, জীবমুক্ত, তাহার আর পুনর্জন্ম কেন  
হইবে ? ॥ ১৭ ॥

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি ।

শুনি চৈব স্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥ ১৮ ॥

ইহৈব ঈর্জিতঃ স্বর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ ।

নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ ॥ ১৯ ॥

ন প্রহযোৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজোৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্ ।

স্থিরবুদ্ধিরসংযুতো ব্রহ্মবিদ ব্রহ্মণি স্থিতঃ ॥ ২০ ॥

২ বিদ্যাদি, ৩ শুনি = কুকুরে, চ + এব, স্বপাকে = চণ্ডালে ; চ ; ১ পণ্ডিতাঃ ৪ সম-  
দর্শিনঃ ॥ ১৮ ॥

৫ ইহ + এব ৪ ঈর্জিতঃ, ৬ স্বর্গঃ + ১ যেষাং = যাহাদের ; ৩ সাম্যেস্থিতং ২ মনঃ  
৯ নির্দোষং ৮ হি, ১০ সমং ১১ ব্রহ্ম, ১২ তস্মাদ + ১৩ ব্রহ্মণি, ১৪ তে  
১৫ স্থিতাঃ ॥ ১৯ ॥

৩ ন প্রহযোৎ = হুট হন না, ২ প্রিয়ং প্রাপ্য, ৬ ন + উদ্বিজোৎ = উদ্বিগ্ন হন না,  
৫ প্রাপ্য = পাইয়া, ৪ চ + অপ্রিয়ং ১ স্থির বুদ্ধি ইত্যাদি ॥ ২০ ॥

(এতদূশ) পণ্ডিতগণের দৃষ্টিতে, বিদ্যাবিনয়সম্পন্নব্রাহ্মণ ও চণ্ডাল, গো,  
হস্তী অথবা কুকুর সকলই সমান।—সকলই ব্রহ্মময়, সুতরাং এ সকলের  
মধ্যে প্রভেদ নাই ॥ ১৮ ॥

যাহাদিগের মন সাম্যভাবাপন্ন, তাহারা ইহলোকেই স্বর্গ জয় করিয়া-  
ছেন, নির্দোষ ব্যক্তি ব্রহ্মভাবাপন্ন, সুতরাং তিনি ব্রহ্ম-স্বরূপে  
অবস্থিত ॥ ১৯ ॥

ব্রহ্মবিশং ব্রহ্মপদে অবস্থিত, স্থিরবুদ্ধি, অসংযুক্তবৃত্তি, প্রিয়বস্ত্ৰ লাইয়া  
হুট অথবা অপ্রিয়ে উদ্বিগ্ন হন না ॥ ২০ ॥

বাহ্যস্পর্শেষসক্তাত্মা বিন্দিত্যত্মনি যৎসুখম্ ।

স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে ॥ ২১ ॥

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখবোদয় এব তে ।

আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুদ্ধঃ ॥ ২২ ॥

শক্লোতীহৈর যঃ সোঢ়ুং প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ ।

কামক্ৰোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ ॥ ২৩ ॥

১ বাহ্যস্পর্শেষু অসক্তাত্মা = স্পর্শাদি বাহ্য বিষয়ে অনাসক্তচিত্ত ব্যক্তি, ৩ বিন্দতি = জানিতে পারেন, + ২ আত্মনি যৎসুখং, ৪ সঃ + ব্রহ্মযোগ যুক্তাত্মা ৬ সুখং + ৫ অক্ষয়ং ; + ৭ অশ্নুতে = উপভোগ করেন ॥ ২১ ॥

২ যে হি সংস্পর্শজাঃ + ভোগাঃ = ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয় সংস্পর্শ-জনিত যে সকল ভোগ, + ৫ দুঃখ বোদয়ঃ = দুঃখজনক + ৬ এব ৩ তে ; ৪ আদ্যন্তবন্তঃ = আদি ও অন্ত যুক্ত ; ১ কৌন্তেয় ! ৯ ন ৮ তে ১০ রমতে ৭ বুদ্ধঃ ॥ ২২ ॥

৬ শক্লোতি = পারে, + ২ ইহ + এব ; ১ যঃ, ৩ সোঢ়ুং = সহ করিতে, ৩ প্রাক্ শরীর-বিমোক্ষণাৎ = দেহত্যাগের পূর্বে ; ৪ কাম ক্রোধোদ্ভবং বেগং, ৭ সঃ + যুক্তঃ সঃ + ৯ সুখী, ৮ নরঃ ॥ ২৩ ॥

বাহ্য বিষয়ে অনাসক্তচিত্ত ব্যক্তি আত্মাতেই পরমানন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন, সেই ব্রহ্মযোগযুক্ত ব্যক্তি অক্ষয় সুখভোগ করেন ॥ ২১ ॥

বিষয়-সংস্পর্শ-জনিত ভোগমাত্রই দুঃখের হেতু ; কৌন্তেয় ! পণ্ডিতগণ সেই উৎপত্তি-বিনাশীল ভোগস্থলে রত হন না ।—সুখ ও দুঃখ পরস্পর এমন ভাবে সম্বন্ধ যে, সুখের অবসানে দুঃখ, এবং দুঃখাবসানে সুখ, প্রাকৃতিক নিয়মেই হয় এবং পার্থিব সুখদুঃখাদি কিছুই স্থায়ী নহে ; সুতরাং পরিণামদর্শী জ্ঞানিগণ তাহাতে হতবুদ্ধ ॥ ২২ ॥

যিনি মৃত্যুকাল পর্যন্ত এই সংসারেই কামক্রোধাদি-জনিত উদ্বেগ

যোহন্তঃস্থখোহন্তরারামস্তথাস্তজ্যোতিরেব যঃ ।

স যোগী ব্রহ্ম নির্বাণং ব্রহ্মভূতোহধিগচ্ছতি ॥ ২৪ ॥

লভন্তে ব্রহ্ম নির্বাণমুন্ময়ঃ ক্লীণকল্মষাঃ ।

ছিন্নবৈধা যতাত্মানঃ সর্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ২৫ ॥

কামক্রোধবিমুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্ ।

অভিতো ব্রহ্মনির্বাণং বর্ততে বিদিতাত্মনাম্ ॥ ২৬ ॥

১ যঃ+অন্তঃস্থখঃ ইত্যাদি ; ২ যুঃ+৪ যোগী, ৫ ব্রহ্ম নির্বাণম্, ৩ ব্রহ্মভূতঃ,  
+৬ অধিগচ্ছতি=প্রাপ্ত হয় ॥ ২৪ ॥

৫ লভন্তে=লাভ করেন, ৪ ব্রহ্ম নির্বাণম্+৩ ঋষয়ঃ, ১ ক্লীণ কল্মষাঃ=পাপ হীন ;  
২ ছিন্ন বৈধা=বিধাশূন্যাদি ॥ ২৫ ॥

১ কাম ক্রোধ বিমুক্তাণাং ; ৪ যতীনাং, ২ যতচেতসাং=সংযতচিত্ত ( গণের ) ;  
৩ অভিতঃ=উভয় লোকে+৬ ব্রহ্মনির্বাণম্+বর্ততে; ৩ বিদিতাত্মনাম্ ॥ ২৬ ॥

সহ্য করিতে সমর্থ, তিনিই যোগী এবং মনুষ্য মধ্যে তিনিই  
সুখী । ঐদাসীজ্ঞতেই শান্তি, এবং শান্তিতেই সুখ ॥ ২৩ ॥

যাঁহার অন্তরে সুখ, অন্তরে আনন্দ, ও অন্তরে জ্যোতিঃ আছে, সেই  
ব্রহ্মময় যোগী ব্রহ্মেই নির্বাণ-মুক্তি লাভ করিয় থাকেন ।—বাহ্যবিষয়াদি-  
জনিত আনন্দাদি ধ্বিনর্ধর, স্তরাত্মক হুঃখজনক । আত্মানন্দ-জনিত আন্তরিক  
সুখ, শান্তি এবং জ্ঞানজ্যোতিঃ অনন্তকাল স্থায়ী. এবং মন্ত্রির  
স্বরূপ ॥ ২৪ ॥

কলুষ-শূন্য, দ্বিধাশূন্য, সংযতাত্মা, সর্বভূত-হিতরত, স্বাধিগণ, ব্রহ্মপদেই  
নির্বাণ-মুক্তি লাভ করেন ॥ ২৫ ॥

কামক্রোধাদি বিমুক্ত, সংযত চিত্ত, শাস্ত্রজ্ঞান-সম্পন্ন যতিগণের ইহ

স্পর্শানুকৃষ্টা বহির্বাহ্যাংশচক্ষুশ্চৈবাস্তরে ক্রবোঃ ।

প্রাণাপানৌ সর্মো কৃষ্টা নাসাত্যস্তরচারিণৌ ॥ ২৭ ॥

যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিমুনির্মোক্ষপরায়ণঃ ।

বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এষ সঃ ॥ ২৮ ॥

৮ স্পর্শান্=স্পর্শাদিকে ; ১০ কৃষ্টা=করিয়া ; ১১ বহিঃ=বাহিরে ; + ৭ বাহান্=বাহ্য বিষয় সকলকে ; + ১১ চক্ষুঃ + চ + এব ; + ১৩ অন্তরে = মধ্যে, ১২ ক্রবোঃ = ক্রবয়ের ১৫ প্রাণাপানৌ সর্মো কৃষ্টা ; ১৫ নাসাত্যস্তরচারিণৌ = নাসার মধ্যে বিচরণকারী ২ যতেন্দ্রিয়মনঃ + বুদ্ধিঃ = ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি সংযমকারী ; + ৫ মুনিঃ ; + ৪ মোক্ষ পরায়ণঃ ; + ৩ বিগত + ইচ্ছা ভয় ক্রোধঃ ; + ১ যঃ, ৬ সদা ; ১৮ মুক্তঃ + ১৭ এ ১৩ সঃ = সেই মুক্ত ॥ ২৭-২৮ ॥

ও পরকালেই নির্বাণ মুক্তি হয় ।—তাহারা ইহকালেই জীবমুক্ত, স্ততরাং দেহাবসানে পুনর্জন্ম হয় না ॥ ২৬ ॥

আর যে সংযতেন্দ্রিয়, মোক্ষপরায়ণ ইচ্ছা-ভয়-ক্রোধশূন্য মুনি, স্পর্শাদি বাহ্য-ইন্দ্রিয়-কার্য্য পরিত্যাগ ও চক্ষুদ্বয়কে ক্রমধ্যে স্থাপন করত নাসা-স্তরচারী প্রাণাপান বায়ুদ্বয়কে সমভাবে রক্ষা করেন, তিনিও মুক্ত হন ।—প্রথমে সাংখ্য যোগের কথা বলিয়া, পরে প্রাণায়ামাদি অষ্টাঙ্গ যোগেও চিত্ত স্থির হইতে পারে" বলিলেন । প্রাণায়ামকালে, ক্রমের মধ্যে দৃষ্টি স্থাপন করত চিত্তকে বাহ্য বিষয় হইতে নিবৃত্ত রাখিয়া প্রাণাপানের গতি নাসাত্যস্তর "পর্য্যন্ত সঞ্চারী অর্থাৎ ক্রমে প্রায় বোধ করত প্রাণায়াম করিলে ক্রমশঃ চিত্ত স্থির হইয়া মুক্তিলাভ হয় । অষ্টাঙ্গ যোগের বিষয় পরে বলিতেছেন ॥ ২৭-২৮ ॥

ভোক্তারং যুক্ততপসাং সৰ্বলোকমহেশ্বরম্ ।

স্বহৃদং সৰ্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শাস্তিমুচ্ছতি ॥ ২৯ ॥

ইতি কৰ্মসংহাস'যোগো নাম পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

২ ভোক্তারং, ১ যুক্ত তপসাং, ৩ সৰ্বলোক মহেশ্বরং ; ৫ স্বহৃদং, ৪ সৰ্ব ভূতানাং ;  
+ ৭ জ্ঞাত্বা = জানিয়া ; ৬ মাং = আমাকে . ৮ শাস্তিমুচ্ছতি = শাস্তি লাভ করে ॥ ২৯ ॥

ইতি পঞ্চম অধ্যায় ।

যজ্ঞ ও তপঃফল ভোক্তা, সৰ্বলোক মহেশ্বর, সৰ্বভূতের স্বহৃদ-স্বরূপ আমাকে জানিয়া শাস্তিলাভ করে ।—ভগবানকে জানিলে মুক্তি হয় । তাঁহাকে কিরূপ জানিবে ? সকল যজ্ঞ ও তপস্তার ভোক্তা, সকলের ঐশ্বৰ্য্য ও সকলের বন্ধু বলিয়া জানিবে । পরম ভক্তকে তিনি দিব্য জ্ঞান দেন , তাহাই মুক্তি-প্রদ, এবং এই সাধনই সহজ সাধন ॥ ২৯ ॥

ইতি পঞ্চম অধ্যায় ।

## ষষ্ঠ অধ্যায় ।

### শ্রীভগবানুবাচ ।

অনাশ্রিতঃ কৰ্ম্মফলং কাৰ্য্যং কৰ্ম্ম কৰোতি যঃ ।

স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরয়িন্চাক্রিয়ঃ ॥ ১ ॥

যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুৰ্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব ।

নহ্যসন্ন্যস্তসঙ্কল্পো যোগী ভবতি কশ্চন ॥ ২ ॥

৩ অনাশ্রিতঃ, ২ কৰ্ম্মফলং, ৪ কাৰ্য্যং কৰ্ম্ম, কৰোতি=কর্তব্য কৰ্ম্ম করে; ১ যঃ, ৫ স ইত্যাদি, ন নিরয়িঃ+ন চ+অক্রিয়ঃ ॥ ১ ॥

২ যং সন্ন্যাসং+ইতি প্রাহঃ=যাহাকে সন্ন্যাস বলে; +৪ যোগং, ৩ তং ৫ বিদ্ধি=জানিবে, ১ পাণ্ডব! ৮ ন হি,+৬ অসংকল্প সঙ্কল্পঃ=সংকল্প ত্যাগ বিহীন+২ যোগী ভবতি; ৭ কশ্চন=কেহই ॥ ২ ॥

যিনি কৰ্ম্মফলে আকাঙ্ক্ষা-শূন্য হইয়া কর্তব্য কৰ্ম্মের অন্তর্ধান করেন, তিনিই সন্ন্যাসী, এবং যোগী; নিরয়ি অর্থাৎ ক্রিয়াবিহীনকে একপ বলা যায় না।—অর্থান্তর—তিনি নিরয়ি বা অক্রিয় নহেন। স্থূলকথা—কলা-কাঙ্ক্ষা রহিত হইবে। কৰ্ম্মান্তর্ধানকারীই প্রকৃত সন্ন্যাসী এবং যোগী ॥ ১ ॥

হে পাণ্ডব! যাহাকে সন্ন্যাস বলে, তাহাকেই যোগ বলা যায়; বাসনা পরিত্যাগ না করিতে পারিলে, কেহই যোগী হইতে পারে না ॥ ২ ॥

আরুৰুক্ষোয়ু নৈর্যোগং কৰ্ম কারণমুচ্যতে ।

যোগারুঢ়স্ত তস্মৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥ ৩ ॥

যদা হি নেদ্রিয়ার্থেষু ন কৰ্মস্বনুসজ্জতে ।

সৰ্ব্বসঙ্কল্পসম্যাসী যোগারুঢ়স্তদোচ্যতে ॥ ৪ ॥

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ ।

আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুৰাত্মনঃ ॥ ৫ ॥

২ আরুৰুক্ষোঃ+মুনেঃ+১ যোগং=যোগারোহণেচ্ছা যুনির; ৪ কৰ্ম, ৩ কারণম্= (যোগারোহণের) হেতু; +৫ উচ্যতে=কথিত হয়; ৬ যোগারুঢ়স্ত তস্ত+৮এব, ৭ শমঃ ৯ কারণম্+উচ্যতে ॥ ৩ ॥

২ যদা=যৎকালে, ১ হি, ৩ ন+ইন্দ্রিয়ার্থেষু ন কৰ্মস্ব+অনুসজ্জতে=ইন্দ্রিয় বিষয়ে, অর্থবা কৰ্মে আসক্ত হয় না; ৪ সৰ্ব সংকল্প সম্যাসী=সকলবাসনাত্যাগী, যোগারুঢ়ঃ, ৪ তদা=তৎকালে, ৭ উচ্যতে ॥ ৪ ॥

২ উদ্ধরেৎ+১ আত্মনা+আত্মানাং, ৪ ন+৩ আত্মানং+৫ অবসাদয়েৎ=আপনাকে অবসন্ন করিবে না; ৭ আত্মা+এব, ৬ হি+ ৮ আত্মনঃ বন্ধুঃ+আত্মা এক; ১০ রিপুঃ+৯ আত্মনঃ ॥ ৫ ॥

যোগারোহণেচ্ছা-ব্যক্তির, কৰ্মই যোগারোহণের কারণ (অর্থাৎ তত্ত্বপার-ভূত), যোগারুঢ় ব্যক্তির শান্তি (অর্থাৎ নিবৃত্তিই) ফল স্বরূপে উক্ত হয়।— যতক্ষণ না জ্ঞান দ্বারা পরমাশান্তি লাভ হয়, ততক্ষণ প্রারব্ধ কৰ্মক্ষয়ের জন্য কৰ্ম করিতে হইবে, পরে নিরুদ্ভিগ্ধ চিত্তে অবস্থান করাই সাধুযোগ্য কার্য্য ॥ ৩ ॥

যখন ইন্দ্রিয়ার্থভূত বিষয়াদিতে, এবং কৰ্মে আর আসক্তি থাকে না, তখনই সৰ্ববাসনাত্যাগী যোগারুঢ় হওয়া যায়।—মনে মনে বিষয়ে আসক্তি থাকিতে কৰ্মত্যাগী হইলে বাসনা-শূন্য যোগী হয় না ॥ ৪ ॥

আপনাকে আপনিই উদ্ধার করিবে, কখন আপনাকে অবসন্ন করিবে



বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ ।  
 অনাত্মনস্ত শত্রুস্বে বর্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ ॥ ৬ ॥  
 জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ ।  
 শীতোষ্ণঃস্থখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ ॥ ৭ ॥  
 জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ।  
 যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোক্‌শ্চাকাঞ্চনঃ ॥ ৮ ॥

১ বন্ধুঃ+৭ আত্মা+৮ আত্মনঃ=আপনার, +৫ তস্য=তাহার, ১ যেন=যৎকর্তৃক, +  
 ৩ আত্মা+৬ এব+২ অত্মনা, ৪ জিতঃ; ১১ অনাত্মনঃ+১০ তু, ১৩ শত্রুস্বে বর্তেত=  
 শত্রুরূপে অবস্থান করে; +১২ আত্মা+এব শত্রুবৎ ॥ ৬ ॥

১ জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য, ৩ পরমাত্মা, সমাহিতঃ ২ শীতোষ্ণাদি ॥ ৭ ॥

১ জ্ঞানাদি; ৪ যুক্তঃ+ইতি+উচ্যতে; ৩ যোগী; ২ সমলোক্‌শ্চ+অশ্চ কাঞ্চন=লোভি,  
 প্রসন্ন এবং কাঞ্চনে সমভাবযুক্ত ॥ ৮ ॥

না; আপনিই আপনাকে বন্ধু, আপনিই আপনার রিপু।—আপনিই  
 কর্তব্যবলে আপনাকে উন্নত অথবা অবনত করা যায়। তাহা পরে  
 বলিতেছেন ॥ ৫ ॥

যিনি আপনাকে আপনি জয় করিয়াছেন, তিনিই আপনার বন্ধু;  
 যিনি রিপু-স্বরূপ আপনাকে জয় করিতে পারেন নাই তিনিই আপনার  
 শত্রু।—ইন্দ্রিয়সমূহকে বশীভূত করার আত্মীয় হয়, ইন্দ্রিয়গণকে বশ না  
 করিয়া যথেষ্টাচারী হইতে দিলে আপনার শত্রুতা করা হয় ॥ ৬ ॥

জিতাত্মা প্রশান্তচিত্ত ব্যক্তি, শীত, গ্রীষ্ম, স্থখ, দুঃখ এবং মান ও  
 অপমান সকল অবস্থাতেই পরমাত্মাতে সমাধিযুক্ত থাকেন ॥ ৭ ॥

জ্ঞান বিজ্ঞান তৃপ্ত, কূটস্থ স্বরূপে অবস্থিত, জিতেন্দ্রিয় যোগী ব্যক্তি লোভি,

স্বহৃদ্বিত্রায়ুদাসীনোমধ্যস্থোদ্যেব্যবন্ধুঃ ।

সাধুষুপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে ॥ ৯ ॥

যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মনং রহসি স্থিতঃ ।

একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ ॥ ১০ ॥

১ স্বহৃৎ + মিত্র + অরি + উদাসীনঃ = স্বভাবজাত বন্ধু, পরস্পর উপকারিতা গুণে মিত্র ও শত্রুর প্রতি ইতর-বিশেষ-শূন্য ; + ৩ মধ্যস্থঃ = তুল্য, + ২ দ্যেব্যবন্ধুঃ = শত্রু ও মিত্রে ; ৪ সাধু ইত্যাদি, বিশিষ্যতে = শ্রেষ্ঠ হয় ॥ ৯ ॥

১ যোগী, ৫ যুঞ্জীত = যোগযুক্ত করিবে ; ৪ সততং + আত্মনং, ২ রহসি স্থিতঃ = নির্জনে থাকিয়া ; ৩ একাকী ইত্যাদি ॥ ১০ ॥

প্রস্তর ও স্ববর্ণে সমদৃষ্টি এবং যুক্ত বলিয়া কথিত হন । কূট = স্বর্ণকারাদির “নাই” বাহাতে রাখিয়া অলঙ্কারাদি গাঁঠিত হয়, অতঃ কূট সমভাবে থাকে । তদ্রূপ ব্রহ্ম হইতেও তুচ্ছ-গ্রাম উৎপন্ন হইলেও, তিনি নির্বিকার অতএব কূটস্থ চৈতন্য ॥ ৮ ॥

স্বহৃৎ, মিত্র, অরির প্রতি উদাসীন, শত্রু ও বন্ধুর পক্ষে মধ্যস্থ স্বরূপ, সাধু এবং পাপীর প্রতি সমতাবাপন্ন ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ ॥ ৯ ॥

যোগীশক্তি, সর্বদা একান্তে অবস্থিত, নিঃসঙ্গ, সংযত চিত্ত, সংযতাত্মা, মঙ্গলোচ্ছা-বিহীন ও পরিগ্রহ-শূন্য হইয়া যোগাস্থান করিবেন ।—অগ্রে জ্ঞানের কথা বলিয়া, পরে যোগ-সাধনাদির কথা বলিতেছেন । অগ্রে যম, ও নিয়ম ; অহিংসাদি দ্বারা কায়মন সংযত করণ শৌচাদি নিয়মাস্থান করিবে । যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি : এই অষ্টাঙ্গ যোগকে হঠযোগ বলে ॥ ১০ ॥

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ ।

নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চেলাজিনকুশোত্তরম্ ॥ ১১ ॥

তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃৎস্না যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ ।

উপবিষ্টাসনে যুগ্ম্যাভোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে ॥ ১২ ॥

সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরং ।

সংপ্ৰেক্ষ্য নাস্মিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্ ॥ ১৩ ॥

৫ শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য=বিশুদ্ধ স্থানে রাখিয়া; ৩ স্থিরম্+৪ আসনম্ +২ আত্মনঃ; ১ ন+অতি+উচ্ছ্রিতং=অধিক উন্নত নহে, ন+অতি নীচং; চেল+অজিন কুশ +উত্তরম্; ৬ তত্র+৮ একাগ্রং ৭ মনঃ ৯ কৃৎস্না; ১০ যতচিত্ত+ইন্দ্রিয় ক্রিয়ঃ= ইন্দ্রিয়কার্য ও মন সংযত করত, ১২ উপবিষ্টা+১১ আসনে, ১৫ যুগ্ম্যাৎ+ ১৪ যোগং+১৩ আত্ম বিশুদ্ধয়ে ॥ ১১-১২ ॥

৫ সমং কায়ঃশিরঃ+গ্রীবং, ৭ ধারয়ন্+৬ অচলং ৩ স্থিরঃ, ১০ সংপ্ৰেক্ষ্য=দেখিয়া, ৯ নাস্মিকা+অগ্রং ৮ স্বং ১২ দিশঃ+৮+অনবলোকয়ন্=কোন দিক না দেখিয়া;

বিশুদ্ধ, নাত্যুচ্ছ্রিত, নাতিনীচ প্রদেশে কুশাসনোপরি চক্ষু, এবং তত্ক্ষণেই চেলাংশুক স্থাপন করত আত্মস্থির্যের নিমিত্ত আসন করিবে।—যে স্থানে চিত্তের চাঞ্চল্য না হয়, এমন স্থলে উল্লিখিত প্রকার আসন বিত্তান্ত করত আসন বদ্ধ হইবে ॥ ১১ ॥

উক্ত আসনে উপবিষ্ট, চিত্ত ও ইন্দ্রিয় সমূহকে সংযত করত একাগ্র মনে আত্ম-বিশুদ্ধির যোগানুষ্ঠান করিবে ॥ ১২ ॥

দেহ, মস্তক, গ্রীবা সর্ধান এবং অচল রাখিয়া, অনন্ত দৃষ্টিতে স্বীয় নাসাগ্র অবলোকন করত স্থির থাকিবে ॥ ১৩ ॥

প্রশান্তায়া বিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতে হিতঃ ।

মনঃসংযম্য মচ্ছিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ ॥ ১৪ ॥

যুক্তম্বেবং সদাশ্রানং যোগী মিয়তমানসঃ ।

শান্তিং নির্বাণপর্যমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি ॥ ১৫ ॥

নাত্যগ্নতন্তু যোগোহস্তি ন চৈকান্তমনস্ততঃ ।

ন চাতিশ্রমশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জুন ॥ ১৬ ॥

১ প্রশান্তায়া ইত্যাদি=শান্তচিত্ত, ভীতিশূন্য, ব্রহ্মচর্য্য ও নিয়ম পালনকারী, ১২ মনঃসংযম্য=চিত্ত সংযত করিয়া, ১৩° মচ্ছিত্তঃ+৪ যুক্তঃ+ ১৪ আসীত=ধাকিবে ; ২ মৎপরঃ ॥ ১৩-১৪ ॥

৫ যুক্তন+৪ এবং=এই রূপে যোগ করিয়া ; ৩ সদা+আশ্রানং ২ যোগী ১ নিয়ত মানসঃ=সংযত চিত্ত ; ৩° শান্তিং ইত্যাদি ॥ ১৫ ॥

৩ ন,+অতি+অগ্নতঃ+২ তু=অত্যন্ত ভোজনকারী, ৮ যোগঃ+অস্তি, ৪ ন চ+একান্তঃ+অনস্ততঃ ৫ ন চ,+অতি শ্রমশীলস্য=অত্যন্ত নিদ্রাশায়ী, ৭ জাগ্রতঃ+৬ ন+এব চ ১ অর্জুন ! ॥ ১৬ ॥

শান্তচিত্ত, ভীতিবিহীন, ব্রহ্মচর্য্য ব্রতাবলম্বী, মদগতচিত্ত যোগী, চিত্ত সংযত করত, মৎপরায়ণ হইয়া অবস্থান করেন ॥ ১৪ ॥

নিয়তচিত্ত যোগী সর্বদা উক্তপ্রকারে সংযত হইয়া আত্মাকে সমাহিত করিলে, মৎস্বরূপে অবস্থানকারী মহানির্বাণরূপ, শান্তি ও ব্রহ্মপদলাভ করেন ॥ ১৫ ॥

হে অর্জুন ! অত্যন্ত অধিক আহার বা অন্নাহারে, এবং অতিনিদ্রা বা অনিদ্রায় যোগ হয় না ।—অষ্টাদশ যোগ সাধনকারী ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন কর্ত্তা নির্ভীত আরাধ্য, এবং আহার নিদ্রাদি সম্বন্ধে নিয়ম না পালন কর্ত্তা একান্ত অনিষ্টকর । ভক্তি ও জ্ঞানযোগ সাধন অন্নাহার সাধ্য ॥ ১৬ ॥

যুক্তাহারবিহারস্ত যুক্তচেষ্টস্য কর্মসু ।

যুক্তস্বপ্নাববোধস্ত যোগে ভবতি দুঃখহা ॥ ১৭ ॥

যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবর্তিষ্ঠতে ।

নিম্পৃহঃ সর্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যাচ্যতে তদা ॥ ১৮ ॥

যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা ।

যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাঙ্গনঃ ॥ ১৯ ॥

১ যুক্ত+আহার বিহারস্ত=নিয়মিতাহার বিহারকারীর; ৩ যুক্তচেষ্টস্ত ২ কর্মসু=কর্মে নিয়মিত রত; ৪ যুক্ত স্বপ্ন+অববোধস্ত=নিয়মিত নিদ্রাগামী এবং জাগরণকারীর; ৫ যোগঃ+৭ ভবতি+৬ দুঃখহা ॥ ১৭ ॥

১ যদা বিনিয়তং চিত্তং+আত্মনি+এব,+অবতিষ্ঠতে=থাকে; ৪ নিম্পৃহঃ, ৩ সর্বকামেভ্যঃ+৫ যুক্তঃ+ইতি+উচ্যতে ২ তদা ॥ ১৮ ॥

১ যথা ৩ দীপঃ+২ নিবাতস্থঃ,+৪ ন+ইঙ্গতে=কল্পিত হয় না; ৫ সা+ ১১ উপমান্বতা; ১০ যোগিনঃ+৯ যতচিত্তস্ত, ৮ যুঞ্জতঃ+৭ যোগঃ+৬ আঙ্গনঃ=আঙ্গযোগশারীর ॥ ১৯ ॥

নিয়মিত আহার, বিহার, চেষ্টা, কার্য্য, নিদ্রা, ও জাগরণকারী ব্যক্তিরই যোগ দুঃখান্নোদন করে।—নচেৎ নানারূপ ক্লেশ হইতে পারে। এখানে যোগ অর্থে হঠযোগ ॥ ১৭ ॥

যখন চিত্ত সংযত ও আত্মাতেই অবস্থিত এবং সর্বকামনায় স্পৃহাশূন্য হয়, তখন যোগাবস্থি বলা যায় ॥ ১৮ ॥

আত্মযুক্ত, সংযত চিত্ত, যোগাবস্থিত যোগীর উপমা নিবাতস্থ নিম্পৃহ প্রদীপ ॥ ১৯ ॥

যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া ।

যত্র চৈবান্নানীজ্ঞানং পশ্চান্নানি তুষ্যতি ॥ ২০ ॥

স্বধর্মাত্যন্তিকং যত্তদ্বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্ ।

বেত্তি যত্র ন চৈবন্ময়ং স্থিতশ্চলতি তদ্বতঃ ॥ ২১ ॥

যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ ।

যস্মিন্স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥ ২২ ॥

তং বিদ্বাদ্ভূষণসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্ ।

স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোহনির্ব্বিগ্নচেতসা ॥ ২৩ ॥

৪ যত্র+উপরমতে=বাহাতে উপরত হয়; ৩ চিত্তং ২ নিরুদ্ধং ১ যোগ সেবয়া,  
৫ যত্র চ+এব, +৭ আনান্নানী+৬ আনান্নানী ৮ পশ্চান্ন=দেখিয়া+আনান্ন তুষ্যতি, ১১ স্বধর্ম  
+১০ অত্যন্তিকং, ৯ যৎ+তৎ+বুদ্ধিগ্রাহ্যং, +অতীন্দ্রিয়ং=ইন্দ্রিয়াতীত; ১২ বেত্তি=  
জানে, ১৩ যত্র, ১৬ ন+চ+এব, +১৪ অয়ং স্থিতঃ=এ স্থির ব্যক্তি, ১৭ চলতি=বিচলিত  
হয়, ১৫ তদ্বতঃ, ১৮ যং-লব্ধ্বা চ+অপরং লাভং ২২ মন্যতে ২১ ন+২০ অধিকং  
১৯ ততঃ, ২২ যস্মিন্ স্থিতঃ+২৩ ন ২৪ দুঃখেন ২৩ গুরুণা+২৫ অপি, ২৭ বিচাল্যতে=  
বিচলিত হয়; ২৮ তং, ৩০ বিদ্বাদ্ভূষণসংযোগবিয়োগং=দুঃখ ইত্যাদি-দুঃখসংস্পর্শ দ্বারা যোগ  
বলিয়া; ৩১ সঃ+৩৩ নিশ্চয়েন যোক্তব্যঃ+৩২ যোগঃ, +অনির্ব্বিগ্ন চেতসা=নির্ব্বোধ-শূন্য  
চিত্তে ॥ ২০-২৩ ॥

যোগে নিরুদ্ধচিত্তে যে অবস্থায় বিরাম লাভ করে, সে অবস্থায় আপনাতে  
আত্মাকে দর্শন করিয়া আপনা আপনি ভুট্ট হওয়া যায়, বাহাতে ইন্দ্রিয়াতীত  
বুদ্ধি মাত্রের গ্রাহ্য, নিত্য স্বখানুভব করা যায়, এবং বাহাতে অবস্থিত  
হইলে আত্মস্বরূপ হইতে বিচলিত হইতে হয় না, যে অবস্থায় লাভ করিতে,  
পারিলে ভ্রমশূন্য অপর লাভ অধিক বলিয়া গ্রাহ্য হয় না, বাহাতে অবস্থিত  
হইলে গুরুতর দুঃখেও বিচলিত হইতে হয় না, সেই দুঃখ-সংস্পর্শ-বিহীন

সংকল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্তা সর্বানশেষতঃ ।

মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমস্ততঃ ॥ ২৪ ॥

শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্ব দ্ব্য ধৃতিগৃহীতয়া ।

আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥ ২৫ ॥

যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্ ।

ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ ॥ ২৬ ॥

২ সংকল্প প্রভবান্ কামান্ = সংকল্প জনিত বাসনা সমূহকে, + ৪ ত্যক্তা = ত্যাগ করিয়া, ১ সর্বান্, + ৩ অশেষতঃ = সর্ব প্রকারে, ৫ মনসা + এব + ইন্দ্রিয়গ্রামং = মনে মনে ইন্দ্রিয় সমূহকে, ৬ বিনিয়ম্য = সংযত করিয়া, ৭ সমস্ততঃ = সকল বিষয় হইতে, ১০ শনৈঃ শনৈঃ + উপরমেৎ = ক্রমে ক্রমে উপরত হইবে, + ৯ বুদ্ধ্যা, ৮ ধৃতি গৃহীতয়া, ১২ আত্মসংস্থং, ১১ মনঃ ১৩ কৃত্বা ১৫ ন্, ১৪ কিঞ্চিৎ + অপি ১৬ চিন্তয়েৎ ॥ ২৪-২৫ ॥

৩ যতঃ + যতঃ + নিশ্চলতঃ = যে যে দিকে যায়, ২ মনঃ + ১ চঞ্চলম্ + অস্থিরম্ ; ৫, ততঃ + ততঃ + নিয়ম্য = সেই সেই দিক হইতে সংযত করিয়া, + ৪ এতৎ + ৬ আত্মনি + এব, বশং নয়েৎ = বশে আনিবে ॥ ২৬ ॥

অবস্থাকে যোগ বলিয়া জানিবে ; নির্বেদ-শূন্য চিত্তে সেই যোগই অবশ্য অনুষ্ঠান করিবে ।—চিত্তের যে প্রশান্ত অবস্থা পরম সুখকর, উল্লিখিত সেই অবস্থাই যোগ ; এবং তাহাই অনুর্য। সেই অনুর্যানের উপায় নিম্নে লিখিতেছেন । 'সকলই সর্বত্র এই সাধন করিতে পারেন' ॥ ২০—২৩ ॥

সর্ব বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়সমূহকে মনে মনে সংযত করত সর্বপ্রকারে সমগ্র মানসিক বাসনা পরিত্যগ করত বুদ্ধি ও ধৃতি সহকারে, ক্রমে ক্রমে উপরত হইবে, এবং চিত্তকে আত্মস্থ করত অপর কিছুই চিন্তা করিবে না ॥ ২৪—২৫ ॥

অস্থির এবং চঞ্চল মন যে যে বিষয়ে ধাবিত হয়, সেই সেই বিষয়

প্রশান্তমনসং.হৃদেণ যোগিনং সুখমুৎকম্ম ।

উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্ ॥ ২৭ ॥

যুঞ্জন্মৈবং সদাশ্রানং যোগী বিগতকল্মষঃ ।

সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে ॥ ২৮ ॥

সর্বভূতস্বমাত্মানং সর্বভূতানি চাশ্রয়ি ।

ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ ॥ ২৯ ॥

২ প্রশান্ত মনসং ১ হি+এনং ৫ যোগিনং ৭ সুখং+৬ উত্তমং, ৮ উপৈতি=প্রাপ্ত  
হয়, ৩ শান্তরজসং ৪ ব্রহ্মভূতং, +অকল্মষং ॥ ২৭ ॥

১ যুঞ্জন্+৫ এবং ৪ সদা+৩ আশ্রানং ২ যোগী ১ বিগত কল্মষঃ=পাপ শূন্য,  
৭ সুখেন ইত্যাদি ॥ ২৮ ॥

১ ৪ সর্বভূতস্বং+৩ আশ্রানং, ৫ সর্বভূতানি চ+আশ্রয়ি ৬ ঈক্ষতে=দেখে,  
২ যোগযুক্তাত্মা, ১ সর্বত্র সমদর্শনঃ=সর্বভূতে সমদর্শী ॥ ২৯ ॥

হইতেই ঐ মনকে আকর্ষণ করত আত্মাতে স্থির রাখিয়া বশীভূত করা  
কর্তব্য ।—ইহাই যোগ সাধনের সার উপদেশ, অভিযাস ও বৈরাগ্য দ্বারা  
চিন্তাবৃত্তিরোধ করিতে হয় ( পাতঞ্জল ১ম পাদ ) ॥ ২৬ ॥

এই প্রকারে প্রশান্ত-চিত্ত, ব্রহ্মপদস্থিত, কলুষশূন্য, রজোগুণাতিশ্রান্ত  
যোগীর পরম সুখভাজ হইয় ॥ ২৭ ॥

যোগী ঐ রূপে সর্বদা আত্মযুক্ত থাকিলে, নিষ্পাপ হইয়া অনায়াসে  
ব্রহ্ম-স্বরূপাত্মভব-রূপ-পরম স্বর্গভোগ করেন ॥ ২৮ ॥

সর্বত্র সমদর্শী যোগী আপনাকে সর্বভূতস্ব এবং সর্বভূতকে আত্মস্ব  
দর্শন করেন ।—নিষ্ঠ অত্মস্বরূপ ব্রহ্মস্বয়ং, তিনি ভিন্ন কিছুই নাই, যেহেতু  
সকলই সেই সর্বভূতস্বয়ের অংশ ॥ ২৯ ॥



যো মাং পশ্চতি সৰ্বত্র সৰ্বং চ ময়ি পশ্চতি ।

তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্চতি ॥ ৩০ ॥

সৰ্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকহৃদাশ্চিতং ।

সৰ্বথা বর্তমানোহপি স যোগী ময়ি বর্ততে ॥ ৩১ ॥

আত্মোপম্যেন সৰ্বত্র সমং পশ্চতি যোহর্জুন ।

সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ ॥ ৩২ ॥

১ যঃ+৩ মাং পশ্চতি, ২ সৰ্বত্র, ৫ সৰ্বং+৪ চ ৬ ময়ি ৭ পশ্চতি, ৯ তন্ত+৮ অহং  
১০ ন ইত্যাদি ॥ ৩০ ॥

৩ সৰ্বভূতস্থিতং ১ যঃ+৪ মাং ৫ ভজতি+২ একহৃৎ+আশ্চিতং ৭ সৰ্বথা বর্তমানঃ  
+অপি, ৬ সঃ+যোগী ৮ ময়ি বর্ততে ॥ ৩১ ॥

৫ আত্মোপম্যেন=আপনার সহিত তুলনায়; ৪ সৰ্বত্র ৬ সমং পশ্চতি=সমভাবে  
দেখে, ২ যঃ+১ অর্জুন ৩ সুখং বা যদি বা দুঃখং, ৭ সঃ+৯ যোগী, ১০ পরমঃ,  
+১০ মতঃ=মুনিগণের অভিমত ॥ ৩২ ॥

যিনি আমাকে সৰ্বত্র এবং সমগ্র আমাতেই দেখেন, আমি তাঁহাকে  
নষ্ট করি না, কারণ, তিনিও আমাকে নষ্ট করেন না।—সৰ্বভূতে সৰ্বদা  
ভগবানকে দেখিলে, ভগবান্ সম্বন্ধে ভ্রান্তি হয় না এবং স্বাপনাকে  
নিদ্ভ্য তৎস্বরূপেই অবস্থিত দেখা যায় ॥ ৩০ ॥

যে সমভাবাপন্ন যোগী আমাকে সৰ্বভূতে অবস্থিত একমাত্র স্বরূপে  
ভজনা করেন, তিনি সৰ্ব বিষয়ে বর্তমান থাকিলেও আমাতেই অবস্থিত  
থাকেন।—ব্যষ্টিভাবাপন্ন ভূতগ্রাম সমস্ত ব্রহ্মায় জানিলে, সংসারকাণ্ডে  
রত থাকিয়াও বিদ্য বিশেষে চিত্ত আকৃষ্ট হয় না, সুতরাং বাসনা-বিক্ষেপাদি-  
শূন্য এবং সেই ব্রহ্ম-স্বরূপই নিবিষ্ট থাকে ॥ ৩১ ॥

হে অর্জুন! সুখ অথবা দুঃখ, সকল অবস্থাতেই যিনি আত্মতুল্যমান

অৰ্জুন উবাচ ।

যোহুয়ং যোগস্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন ।

এতস্যাং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্ ॥ ৩৩ ॥

চঞ্চলং হি মনঃ কুষ্ম প্রমাথি বলবদৃঢ়ম্ ।

তস্যাং নিগ্রহং মন্তে বায়োরিব হৃদ্বক্ষরম্ ॥ ৩৪ ॥

৪ বঃ+অয়ং যোগঃ=এই যে যোগ,+২ স্বয়া ৫ প্রোক্তঃ ৩ সাম্যেন, ১ মধুসূদন !  
৮ এতস্যাং+৬ অহং ১১ ন পশ্যামি, ৭ চঞ্চলত্বাৎ ১০ স্থিতিং ৯ স্থিরাম্ ॥ ৩৩ ॥

৪ চঞ্চলং ১ হি ৩ মনঃ ২ কুষ্ম ! ৫ প্রমাথি বলবৎ+দৃঢ়ং=চিন্তাপ্রমথনকারী, প্রবল  
ও দৃঢ় ; ৮ ভস্ম+৬ অহং ৯ নিগ্রহং ১১ মন্তে ৭ বায়োঃ+ইব, ১০ হৃদ্বক্ষরং ॥ ৩৪ ॥

সকলকে সমান দেখেন, তিনিই পরম যোগী বলিয়া উক্ত ।—সকল কার্যে  
সর্বদা যদি এই কথা মনে থাকে, তাহা হইলে আর কোন দোষ ঘটে  
না । যেরূপ ব্যবহার আমি অপরের প্রতি করি, সেইরূপ অপরে আমার  
প্রতি করিলে আমি সন্তুষ্ট হই কি না, ইহা বিবেচনা করিয়া সকল কার্য  
করা অবশ্যক ॥ ৩২ ॥

অৰ্জুন কহিলেন ; হে মধুসূদন ! আপনি এই যে সাম্য-রূপ যোগে  
কথা কহিলেন, আমি চিন্তাচঞ্চল্য হেতু তাহাতে সৈধ্য অবলম্বন করিতে  
পারিতেছি না । যেহেতু, হে কুষ্ম ! চিন্তা চঞ্চল, দেহেন্দ্রিয় প্রমথনকারী,  
বলবান্ ও দৃঢ়, স্তবরাং বায়ুনিরোধের শ্রায় চিন্তের নিরোধও অত্যন্ত দৃঢ়  
বোধ হইতেছে ।—বাসনা ও বিক্ষেপ-সংস্কারযুক্ত মন, উক্ত বাসনাদি-হেতু  
বলবান্ ও দৃঢ় ; কোনও মতে স্বভাবতঃ চঞ্চল চিন্তাকে স্থির রাখা যায় না ।  
প্রতি সকলকেই এই কথা বলিতে শুনায়, কিন্তু তাহার উত্তরে  
ভগবান্ বাহা বলিলেন, তাহাই সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় । সর্বদা সকল বিষয়ের

শ্রীভগবানুবাচ ।

অসংশয়ং মহাবাহো! মনো দুর্নিগ্রহং চলম্ ।

অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে ॥ ৩৫ ॥

অসংযতান্না যোগো দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ ।

বশ্যান্না তু যততা শক্যোহবাণ্ডু মুপায়তঃ ॥ ৩৬ ॥

৩ অসংশয়ং=নিশ্চয় ; ১ মহাবাহো ! ২ মনঃ, + ৪ দুর্নিগ্রহং চলং=দুর্দমনীয় ও চঞ্চল, ১ অভ্যাসেন = তু, ৬ কৌন্তেয় ! ৭ বৈরাগ্যেন, ৮ চ=এবং, ১০ গৃহ্যতে=শাস্ত করা যায় ॥ ৩৫ ॥

১ অসংযতান্না ইত্যাদি, ৪ বশ্যান্না=আত্মবশকারীরা ; ২ তু, ৩ যততা=যত্নকারী কর্তৃক, ১ শকাঃ+৬ অবাণ্ডু+৫ উপায়তঃ ॥ ৩৬ ॥

অসারতা অনুভব করত চিত্তকে তত্তদ্বিষয় হইতে নিবৃত্ত রাখিতে রাখিতে, ক্রমে অভ্যাস হইয়া যাইবে ॥ ৩৩-৩৪ ॥

ভগবান্ বলিলেন, হে মহাবাহো ! চঞ্চল মনের নিগ্রহ দেওয়া, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু হে কৌন্তেয় ! অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা উহাকে নিগৃহীত করা যায় । আমার মতে আত্মসংযমহীন ব্যক্তির যোগ হয় না । কিন্তু যত্নপূর্বক আত্মবশকারী, কৌশলে উহা লাভ করিতে পারেন ।—চিত্ত স্থির করিবার জন্য যত্নকে অভ্যাস বলে, আর বিষয়বিভূক্ত ব্যক্তির বশীকারের নাম বৈরাগ্য ; যে দিকে চিত্ত ধাবিত হইবে, তাহার অসারতা দেখিয়া সে বিষয়ে অনুরাগপূত্র হওয়ারূপ বৈরাগ্য, এবং এই উপায়ে ক্রমাগত চিত্তকে নিবৃত্ত রাখির চেষ্টারূপ অভ্যাস-যোগে ক্রমে ক্রমে চিত্ত শান্ত হইয়া আইসে । তাহাই পরমসাধন ॥ ৩৫-৩৬ ॥

অৰ্জুন উবাচ ।

অযতিঃ শ্রদ্ধায়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ ।

অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি ॥ ৩৭ ॥

কচ্চিম্নোভয়বিভ্রষ্টশিচ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি ।

অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি ॥ ৩৮ ॥

এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্তুমহস্যশেষতঃ ।

দ্বন্দ্ব্যঃ সংশয়স্তাস্মা ছেত্তা নহ্যপপত্যতে ॥ ৩৯ ॥

৩২ অযতিঃ ইত্যাদি, ৪ অপ্রাপ্য ৩ যোগ সংসিদ্ধিং ৫ কাং গতিং ১, কৃষ্ণ !  
৩ গচ্ছতি = প্রাপ্ত হয় ॥ ৩৭ ॥

২ কচ্চিৎ + ন, + ৫ উভয় বিভ্রষ্টঃ ; + ৭ ছিন্নাভ্রঃ + ইব নশ্যতি = ছিন্ন মেঘের স্থায়  
বিনষ্ট হইবে, + ৪ অপ্রতিষ্ঠঃ = প্রতিষ্ঠা লাভে অসমর্থ হইয়া, + ১ মহাবাহো !, ৬ বিমূঢ়ঃ +  
৩ ব্রহ্মণঃ পথি ॥ ৩৮ ॥

৩ এতৎ + ২ মে ৪ সংশয়ং ১ কৃষ্ণ ! ৬ ছেত্তুং + অহসি = ছিন্ন করিতে যোগ্য হও ;  
+ ৫ অশেষতঃ = বিশেষরূপে ; ১০ দ্বন্দ্ব্যঃ = তুমি ভিন্ন ; ৮ ঞঃশয়স্ত + ৭ অস্ত ৯ ছেত্তা,  
১১ ন হি উপপদ্যতে = কাহাকেও দেখি না ॥ ৩৯ ॥

অৰ্জুন কহিলেন ; হে কৃষ্ণ ! শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়াও যোগ হইতে  
বিচলিত চিত্ত অব্যতান্বা ব্যক্তি, যোগে সিদ্ধি লাভ করিতে না  
পারিলে তাহার কি গতি হয় ? ॥ ৩৭ ॥

হে মহাবাহো ! তাহা হইলে কি ব্রহ্মপথ-বিমূঢ় ও অপ্রতিষ্ঠ হইয়া  
স্বর্ণ এবং মোক্ষ ছই দিক দ্বারাইয়া ছিন্ন মেঘের স্থায় বিনষ্ট চরিতে  
হইবে ? ॥ ৩৮ ॥

হে কৃষ্ণ ! আমার এই সংশয় তুমিই ছেদন করিতে সমর্থ, তুমি  
ভিন্ন আর কেহ এই সন্দেহ ভঞ্জন করিতে পারে, এমন বোধ হয় না ॥ ৩৯ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

পার্শ্ব নৈবেহ নামূত্র বিনাশস্তস্য বিদ্বতে ।

নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদুর্গতিং উাত গচ্ছতি ॥ ৪০ ॥

প্রাপ্য পুণ্যকৃত্তাল্লোকানুযিত্বা শাশ্বতীং সমাঃ ।

শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোহভিজায়তে ॥ ৪১ ॥

অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্ ।

এতন্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্ ॥ ৪২ ॥

১ পার্শ্ব! + ২ ন + এব + ইহ ন + অমূত্র = না ইহ লোকে, না পরলোকে, ৩ বিনাশঃ + ৩ তস্ত ৫ বিদ্যতে; ১০ ন ৭ হি ৯ কল্যাণকৃৎ = শুভানুষ্ঠানকারী; ৮ কঃ + চিং + ১১ দুর্গতিং ৬ তাত! ১২ গচ্ছতি ॥ ৪০ ॥

৩ প্রাপ্য, ২ পুণ্যকৃত্তাম্ + লোকান্, + ৫ উযিত্বা = বাস করিয়া, ৪ শাশ্বতীঃ সমাঃ = বহুকাল; ৬ শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে, ১ যোগভ্রষ্টঃ, + ৭ অভিজায়তে = জন্মে; ৮ অথবা ১০ যোগিনাম্ + এব কুলে ভবতি, ৯ ধীমতাং, ১৪ এতৎ + ১১ হি ১৬ দুর্লভতরং, ১৫ লোকে, ১৩ জন্ম, ১২ যৎ + ইদৃশং ॥ ৪১-৪২ ॥

ভগবানু কহিলেন;—হে পার্শ্ব! ইহলোকে ও পরলোকে, তাহার কখনও বিনাশ হয় না, কারণ বৎস! শুভানুষ্ঠানকারী কখনই দুর্গতি লাভ করে না। যোগভ্রষ্ট ব্যক্তিগণ, পুণ্যবান্ লোকের যোগ্য স্থান লাভ করত বহুকাল তথায় অবস্থিতি করিয়া, বিশুদ্ধ ধনবান্ লোকের গৃহে জন্ম গ্রহণ করেন, অথবা ধীমান্ যোগীদিগের কুলে তাঁহাদের জন্ম হয়, যেহেতু ইদৃশ জন্ম সংসার মধ্যে অত্যন্ত দুর্লভ।—সংসারে কিছুই যায় না, এলু মূর্তি ছাড়িলে অস্ত্র মূর্তিতে অবস্থান করে। তবে এত দুর্লভ মনুষ্য-অনুষ্ঠান একেবারে নষ্ট হইবে? কখনই না। এ জন্মে যে কিছু অগ্রসর

তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌৰ্ণদেহিকম্ ।

যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিক্তৌ কুরুনন্দন ॥ ৪৩ ॥

পূৰ্ণাভ্যাসেন তেনৈব ক্রিয়তে হবশোহপি সঃ ।

জিজ্ঞাস্বরপি যোগুস্ত শব্দব্রহ্মাতিবর্ততে ॥ ৪৪ ॥

প্রযত্নাদ্যতমানস্ত যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ ।

অনেকজন্মসংসিক্তস্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ৪৫ ॥

১ তত্র তং ৩ বুদ্ধি সংযোগং লভতে, ২ পৌৰ্ণদেহিকং ৮ যততে, ৬ চ ৫ ততঃ, +  
৭ ভূয়ঃ সংসিক্তৌ = পুনরায় সিদ্ধির জন্তু; ৪ কুরুনন্দন ! ॥ ৪৩ ॥

৩ পূৰ্ণাভ্যাসেন, ২ তেন + এব ৫ ক্রিয়তে ৪ হি + অবশঃ + অপি, ১ সঃ ৭ জিজ্ঞাসুঃ  
+ অপি ৬ যোগুস্ত, ৯ শব্দব্রহ্ম + আতিবর্ততে = বেদাদিকেও অতিক্রম করে ॥ ৪৪ ॥

১ প্রযত্নাৎ + যতমানঃ + তু, ৩ যোগী, ২ সংশুদ্ধ কিল্বিষঃ = পাপমুক্ত + ৪ অনেক জন্ম  
সংসিক্তঃ + ততঃ + ৬ যাতি ৫ পরাং গতিং ॥ ৪৫ ॥

হইবে, পর জন্মের জন্তু সে টুকু সংগৃহীত থাকিবে এবং তাহার পর হইতে  
উন্নতি করিবার উপযুক্ত স্থানেই জন্ম হইবে ॥ ৪০—৪২ ॥

হে কুরুনন্দন ! তথায় পূৰ্ণ জন্মের বুদ্ধি-যোগ প্রাপ্ত হইয়া পুনর্বার  
সিদ্ধির জন্তু যত্ন করিয়া থাকেন ॥ ৪৩ ॥

তিনি অবশ হইয়াও, অর্থাৎ চেষ্টাদি ব্যভিচারকেই, পূৰ্ণাভ্যাসবশতঃ  
যোগ বিষয়ে জিজ্ঞাসু হন, এবং বেদাদি-জনিত জ্ঞান অতিক্রম করেন ॥ ৪৪ ॥

যত্নপূৰ্ণক অমুষ্ঠানকারী, পাপমুক্ত যোগী, অনেক জন্মে সিদ্ধ হইয়াও  
পরমাগতি লাভ করেন,—অর্থাৎ এরূপ যোগে প্রবৃত্ত হইলে, ক্রমে  
উত্তরোত্তর অধিক যত্নে যোগামুষ্ঠিত হইয়া, অন্ততঃ বহু জন্মান্তরেও মুক্তি  
লাভ হয় । ইহার অমুষ্ঠান ব্যর্থ হইবার নহে, পূৰ্ণজন্মের ভাব সংস্কার  
গত থাকে এবং ক্রমে উন্নতি হইয়া চরমে পরমাগতি হয় ॥ ৪৫ ॥

তপস্বিভ্যোহধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোহপি মতোহধিকঃ ।

কর্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্যোগী ভবার্জুন ॥ ৪৬ ॥

যোগিনামপি সর্বেষাং মদগতেনাস্তরাত্মনা ।

শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥ ৪৭ ॥

ইত্যভ্যাসযোগো নাম ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।

২ তপস্বিভ্যঃ+অধিকঃ+১ যোগী, ৩ জ্ঞানিভ্যঃ+অপি ৫ মতঃ+৪ অধিকঃ,  
৭ কর্মিভ্যঃ+৮+অধিকঃ+৬ যোগী ৯ তস্মাৎ+যোগী ভব+৮ অর্জুন ! ॥ ৪৬ ॥

২ যোগিনাম্+অপি ১ সর্বেষাং ৫ মদগতেন+অস্তরাত্মনা ৪ শ্রদ্ধাবান্ ৭ ভজতে  
৩ যঃ+৬ মাং ৮ সঃ+১০ মে ৯ যুক্ততমঃ+১১ মতঃ ॥ ৪৭ ॥

ইতি ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ

তপস্বী, জ্ঞানী এবং কর্মী, সকল অপেক্ষাই যোগী শ্রেষ্ঠ । অতএব  
হে অর্জুন ! তুমি যোগী হও ।—কঠোর কৃচ্ছ্র, চাঁজায়ণাদি রূপ তপস্বী,  
শাস্ত্রাদিমাত্র অধ্যয়ন-জনিত জ্ঞান ও পুণ্য, যজ্ঞ, যাজ্ঞন, হোমাদি কর্ম  
সকল অপেক্ষা চিত্ত স্থির করত ব্রহ্ম-নিষ্ঠারূপ যোগই শ্রেষ্ঠ ; অতএব  
এই যোগমার্গ অবশ্যই করাই শ্রেয়ঃ । গীতায় যোগ, জ্ঞান, কর্মাদি বিভিন্ন  
স্থানে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হওয়ায় ভ্রান্তি জন্মে ॥ ৪৬ ॥

যিনি শ্রদ্ধাবান্ ও মদগতাত্মা হইয়া আমাকেই ভজনা করেন, আমার  
মতে যোগীদিগের মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ ।

সকল বিষয় হইতেই চিত্ত আকর্ষণপূর্বক আত্মবশ-করণের চেষ্টা  
নিয়ত করাই সর্বোৎকৃষ্ট সাধন । সেই একান্ত ভগবদমুরক্তি  
পাফা, ও কর্তব্য কার্য্য অনাহুত হইয়া করা আবশ্যক ॥ ৪৭ ॥

ইতি অভ্যাসযোগ নামক ষষ্ঠাধ্যায়ঃ ।

## সপ্তম অধ্যায় ।

### শ্রীভগবানুবাচ ।

মর্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ ।-

অসংশয়ং সমগ্রং মাং যশ্চা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু ॥ ১ ॥

জ্ঞানং তেহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ ।

যজ্জাত্বা নেহ ভূয়োহি যজ্জাতব্যমবশিষ্যতে ॥ ২ ॥

৩ ময়ি=আমাতে+আসক্তমনাঃ, ১ পার্থ ! ৪ যোগং যুঞ্জন্+৩ মদাশ্রয়ঃ, ৭ অসংশয়ং  
৬ সমগ্রং মাং ৫ যশা, ৮ জ্ঞাস্যসি, তৎ শৃণু=তাহা শ্রবণ কর ॥ ১ ॥

৪ জ্ঞানং, ২ তে+১ অহং, ৩ সবিজ্ঞানং+ইদং, ৬ বক্ষ্যামি+৫ অশেষতঃ=বিশেষরূপে  
বলিব : ৭ যদ+জাত্বা, ৯ ন+৮ ইহী, ভূয়ঃ+অন্তঃ+জাতব্যং+১০ অবশিষ্যতে ॥ ২ ॥

ভগবানু বলিলেন, হে পার্থ ! আমাতে আসক্তাচিত্ত হইয়া আমার  
আশ্রয় গ্রহণ করত যোগানুষ্ঠান করিলে, যেৰূপে নিন্দেহে আমাকে লক্ষ্য  
জ্ঞানিতে পারিবে, তাহা শ্রবণ কর ।—ভক্তিযোগ আধন করিয়া কিরূপে  
ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে, তাহা বলিতেছেন ॥ ১ ॥

আমি তোমাকে এই বিজ্ঞানের সহিত জ্ঞানের কথা বিশেষ করিয়া  
বলিব ; এই জ্ঞান জন্মিলে ইহ সংসারে আর কিছুই জন্মিতে বাকি  
থাকে না । ইহা করিলে জ্ঞান নহে । বিজ্ঞানের হিত জ্ঞান, ইহাই  
সংসারের সৰ্ব্ব শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান ॥ ২ ॥



মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্যততি সিদ্ধয়ে ।

যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তদ্বৃত্তঃ ॥ ৩ ॥

ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ ।

অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরক্ষণ ॥ ৪ ॥

অপরেয়মিতস্তথাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্ ।

জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥ ৫ ॥

১ মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিৎ, + ৩ যততি = যত্ন করে, ২ সিদ্ধয়ে = সিদ্ধি লাভের জন্য ;  
৩ যততাং ইত্যাদি, ৬ বেত্তি = জানে, ৫ তদ্বৃত্তঃ ॥ ৩ ॥

১ ভূমিঃ, + আপঃ = জল, + অনলঃ + বায়ুঃ, ২\* — আকাশ, মনঃ, + বুদ্ধিঃ + এবচ,  
অহঙ্কারঃ + ২ ইতি + ইয়ং মে, ৪ ভিন্নাঃ = বিভক্ত, ৫ প্রকৃতিঃ, + ৩ অষ্টধাঃ =  
অষ্টপ্রকারে ॥ ৪ ॥

৩ অপরাং + ২ ইয়ং + ৪ ইতঃ + তুঃ + অন্তাং ৭ প্রকৃতিং বিদ্ধি, ৫ মে পরাং,  
৬ জীবভূতাং ১ মহাবাহৌ ! ৮ যন্মা + ইদং ১০ ধার্য্যতে ৯ জগৎ ॥ ৫ ॥

সহস্র সহস্র মনুষ্যের মধ্যে অল্প লোকেই সিদ্ধির নিমিত্ত যত্ন করে  
এবং সিদ্ধির নিমিত্ত যত্নকারিগণের মধ্যেও অতি অল্প লোকেই ব্রহ্ম-  
তত্ত্বজ্ঞ হইতে পারে।—প্রারব্ধ ফলে, নানারূপ প্রত্যাবায় হেতু সকলের  
সমান চেষ্টা বা ফল লাভ হয় না ॥ ৩ ॥

ক্ষিতি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার, এই অষ্ট  
প্রকারে আমার প্রকৃতি বিভক্ত। হে মহাবাহো ! এ সকল হইতে বিভিন্ন,  
জীবভূতা, আমার যে পরমা প্রকৃতি আছে, তাহারই দ্বারা জগৎ সংসার  
চলিতেছে—ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূত সৎসারাত্মক মন, নিশ্চরাত্মক বুদ্ধি, ও  
অহঙ্কার সমস্তই অর্জবৃত্তিতে উপরত আত্মারই প্রকৃতি মাত্র, বৈদ্যা  
পরিষ্কাররূপে ব্যাখ্যাত আছে। অর্থাৎ আমি এই সকল রূপে প্রত্যক্ষ ॥৪-৫ ॥

এতদ্বোনীনি ভূতানি সৰ্ব্বাণীতু্যপধানুয়ঃ ।

অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥ ৬ ॥

মন্তঃ পরতরং নাগুৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয় ।

ময়ি সৰ্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ॥ ৭ ॥

রসোহ্‌হমপ্স কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশিসূর্য্যয়োঃ ।

প্রণবঃ সৰ্ব্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু ॥ ৮ ॥

১ এতৎ+৪ যোনীনি, ৩ ভূতানি ২ সৰ্ব্বাণি, +৫ ইতি+উপধায়=ইহা জানিবে ;  
৬ অহং ইত্যাদি ॥ ৬ ॥

২ মন্তঃ পরতরং=আমি হুতাত্ত্ব শ্রেষ্ঠতর ; ৪ ন+৩ অগুৎ, ৫ কিঞ্চিৎ+অস্তি,  
১ ধনঞ্জয় ! ২ ময়ি ৮ সূৰ্য্যং+ইদং, ১০ প্রোতং=প্রোথিত ; ৬ সূত্রে মণিগণাঃ+ইব ॥ ৭ ॥

৩ রসঃ, +২ অহং, +অপ্স=জলে, ১ কৌন্তেয় ! ৫ প্রভা+অস্মি, ৪ শশিসূর্য্যয়োঃ,  
৭ প্রণবঃ=ওঁকার, ৬ সৰ্ব্ববেদেষু ২ শব্দঃ, ৮ খে=আকাশে, ১১ পৌরুষং, ১০ নৃষু=  
মনুষ্যে ॥ ৮ ॥

ইহাকে সৰ্ব্বভূতের উৎপত্তি স্থল বলিয়া জানিবে ; এবং আমিই সমস্ত  
জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের হেতু ।—ভাগবতে বর্ণিত মহারাসের অর্থ  
এই ; এই আটটি শ্রীকৃষ্ণের অষ্টসখী, এবং শ্রীরাধা মূলা প্রকৃতি । সৰ্ব্বাদি  
গুণত্রয়ে ত্রিভঙ্গ মূর্তি ভগবান্ বিশ্ববন্দাবনে, ইহাদের সহিত নিত্য রাস-  
লীলায় রত জ্বাছেন । তিনি সকলের সঙ্গেই ক্তমান । এই রাসলীলা  
যিনি দিব্য-চক্ষে নিয়ত প্রত্যক্ষ করেন, অর্থাৎ যিনি সৰ্ব্বত্র ভগবান্‌কে  
দেখেন, তিনিই মুক্ত ॥ ৬ ॥

হে ধনঞ্জয় ! আমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই, বজ্রপেমালা মধো  
নিহিত সূত্রে মণিগণ আবদ্ধ, তদ্রূপ আমাতেই এই বিশ্বপ্রোত ॥ ৭ ॥

হেকৌন্তেয় ! আমি জলের গুণ রস-স্বরূপ, চন্দ্র ও সূর্যের জ্যোতিঃ-

পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাং চ তেজশ্চান্মি বিভাবসৌ ।

জীবনং সৰ্বভূতেষু তপশ্চান্মি তপস্বিষ্ ॥ ৯ ॥

বীজং মাং সৰ্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্ ।

বুদ্ধিবুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্ ॥ ১০ ॥

বলং বলবতামস্মি কামরাগবিবর্জিতম্ ।

ধৰ্ম্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোহস্মি ভরতৰ্বভ ॥ ১১ ॥

যে চৈন সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাস্চ যে ।

মত্ত এবৈতি তান্নিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি ॥ ১২ ॥

২ পুণ্যঃ+গন্ধঃ ১ পৃথিব্যাং+চ, ৫ তেজঃ+৪ চ+অস্মি, ৩ বিভাবসৌ-অগ্নিতে ;

৮ জীবনং ৭ সৰ্বভূতেষু ১১ তপঃ+১০ চ+১২ অস্মি ৯ তপস্বিষ্ ॥ ৯ ॥

৪ বীজং ২ মাং সৰ্বভূতানাং ৫ বিদ্ধি, ১ পার্থ ! ৩ সনাতনং, ৮ বুদ্ধিঃ+৭ বুদ্ধিমতাঃ  
+১১ অস্মি, ১০ তেজঃ+৯ তেজস্বিনাং+৬ অহম্ ॥ ১০ ॥

৪ বলং ২ বলবতাং+৫ অস্মি, ৩ কাম রাগ বিবর্জিতং ৭ ধৰ্ম্ম+অবিরুদ্ধঃ+৬ ভূতেষু  
৮ কামঃ+ অস্মি, ১ ভরতৰ্বভ ॥ ১১ ॥

১ যে ইত্যাদি, ৩ মত্তঃ+এব+ইতি-আমি হইতেই ; ২ তান্ ৪ বিদ্ধি ৭ ন ৬ তু+  
৫ অহং ৮ তেষু, তে ময়ি ॥ ১২ ॥

স্বরূপ, বেদ-সমূহের মধ্যে শ্রুণব-স্বরূপ, আকাশের শব্দগুণ-স্বরূপ, এবং  
মহুবোয় পৌরুষ-স্বরূপ। পৃথিবীতে পুণ্যগন্ধস্বরূপ, অগ্নিতে তেজঃ-  
স্বরূপ, সৰ্বভূতের জীবন-স্বরূপ, এবং তপস্বীর তপস্তা-স্বরূপ ॥ ৯-১২ ॥

হে পার্থ ! আমাকে সৰ্বভূতের সনাতন বীজ-স্বরূপ জানিবে ;  
আমিই বুদ্ধিমানের বুদ্ধি, এবং তৈজস্বিগণের তেজঃ ! আমি বলবানের  
বাসনা ও অমুরাগ-বর্জিত বল-স্বরূপ, এবং হে ভরতৰ্বভ ! জীবের ধৰ্ম্মা-  
নুযায়ী বাসনা-স্বরূপও আমি ॥ ১০-১১ ॥

ত্রিভিগুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্বমিদং জগৎ ।

মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্ ॥ ১৩ ॥

দৈবী হেবা গুণময়ী মম মায়ী দুর্ভায়া ।

মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ ১৪ ॥

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ ।

মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আস্বরং ভাবমাত্রিতাঃ ॥ ১৫ ॥

২ ত্রিভিঃ+গুণময়ৈঃ+ভাবৈঃ+১ এভিঃ=এই ত্রিগুণময় ভাবকর্তৃক, ৩ সর্বং+৩ ইদং ৬ জগৎ, ৫ মোহিতং ৯ ন+অভিজানাতি, ৮ মাং+৭ এভ্যঃ পরম্+অব্যয়ং=এ সকল অগ্নেয়্য শ্রেষ্ঠ ও অব্যয় ॥ ১৩ ॥

৬ দৈবী, ২ হি+১ এবা ৪ গুণময়ী, ৩ মম, ৭ মায়ী, ৫ দুর্ভায়া=দুঃস্মরণীয়, ৯ মাং+এব ৮ যে, ১০ প্রপদ্যন্তে=শরণাগত হয়, ১৩ মায়াং+১২ এতাং ১৪ তরন্তি, ১১ তে=তাঁহারা ॥ ১৪ ॥

৫ ন ৪ মাং ২ দুষ্কৃতিনো+মূঢ়াঃ ৬ প্রপদ্যন্তে, ৩ নরাধমাঃ, ১৫ মায়াদি ॥ ১৫ ॥

সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক ভাব সমূহও আমা হইতেই উৎপন্ন জানিকে; কিন্তু অর্ধম তাহাদের অধীন নহি, তাহারা ই আমাতে বর্তমান ॥ ১২ ॥

সাত্ত্বিকাদি ত্রিগুণময় ভাব কর্তৃক মোহিত সমস্ত জগৎ পরম অবীয় স্বরূপ আমাকে এই মুকল হইতে পরতর বলিয়া জানিতে পারে না।—ভাগবতী মায়ার মুগ্ধ জীব ত্রিগুণাতীত আত্মার স্বরূপ-বিজ্ঞানে অসমর্থ। মায়ামুগ্ধ বিশ্ব ত্রিগুণাত্মক, ব্রহ্ম গুণাতীত ॥ ১৩ ॥

এই ত্রিগুণময়ী ভাবই আমার দুঃস্মরণীয়া দৈবী মায়ী, বাহারা আমাকে প্রাপ্ত হয়, তাহারা এই মায়ী অতিক্রম করে ॥ ১৪ ॥

মুগ্ধ কর্তৃক অপহৃতজ্ঞান, আস্থিরিক ভাবাধার, দুঃস্মরণকারী মূঢ় নরাধমেরা আমাকে প্রাপ্ত হয় না ॥ ১৫ ॥

চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ স্মৃতিনোহর্জুন ।

আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥ ১৬ ॥

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্নিশিষ্যতে ।

প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোহত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥ ১৭ ॥

উদারাঃ সর্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্ত্বৈব মে মতম্ ।

আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্ ॥ ১৮ ॥

৪ চতুর্বিধাঃ+৮ ভজন্তে ৭ মাং ৬ জনাঃ ৫ স্মৃতিনঃ+২ অর্জুন ! ৩ আর্তঃ  
ইত্যাদি, ১ ভরতর্ষভ ! ॥ ১৬ ॥

১ তেষাং = তাহাদের মধ্যে, ৩ জ্ঞানী, ২ নিত্যযুক্তাঃ+একভক্তিঃ, +৪ বিশিষ্যতে =  
শ্রেষ্ঠ; ৮ প্রিয়ঃ+৫ হি, ৭ জ্ঞানিনঃ+অত্যর্থং=জ্ঞানীগণের অত্যন্ত, +৬ অহং ৯ সঃ+৮  
মম প্রিয়ঃ ॥ ১৭ ॥

৩ উদারাঃ ২ সর্বো+এব+১ এতে, ৪ জ্ঞানী ইত্যাদি, ৮ আস্থিতঃ ৬ সঃ+৫ হি  
৭ যুক্তাত্মা মাম্+এব+অনুত্তমাং+গতিম্ ॥ ১৮ ॥

হে ভরতর্ষভ অর্জুন ! স্মৃতিশালী লোকে পীড়িত, জিজ্ঞাসু, অর্থাভি-  
লাষী, এবং জ্ঞানী এই চারি প্রকার অবস্থাগত হইয়া আমাকে ভজনা করে ।  
—বাঁহাদের স্মৃতি থাকে, তাঁহারা ঈশ্বরানুগ্রহে ব্রহ্মপরায়ণ হন ; ক্লেশাদি  
সেই ব্রহ্মনিষ্ঠার কারণভূত হইয়া থাকে । বাঁহারা আর্ত হইয়া ঈশ্বরের আশ্রয়  
প্রার্থনা করেন, তাঁহাদের সেই ক্লেশকেও সুপথের প্রবেশক বলিয়া ঈশ্বরের  
অনুগ্রহ স্বরূপ জানিতে হইবে । তদ্রূপ কেহ তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া, কেহ বা  
কাম্য বস্তুর প্রার্থনায়, আর কেহ বা জ্ঞানযোগ তাঁহার শরণাপন্ন হন ॥ ১৬ ॥

তাঁহাদের সকলের মধ্যে, একনিষ্ঠ ভক্ত, জ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ ; কারণ, আমি  
জ্ঞানীগণের, এবং তাঁহারা আমার, অত্যন্ত প্রিয় ॥ ১৭ ॥

ঐ চতুর্বিধ ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ, কিন্তু তন্মধ্যে জ্ঞানীই আমার মতে আত্মার

বহুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্মাং প্রপদ্যতে ।

বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুহৃৎপ্রভঃ ॥ ১৯ ॥

কামৈস্তৈস্তৈহ তজ্জামাঃ প্রপদ্যন্তে হ্যদেবতাঃ ।

তং তং নিয়মমাঙ্গায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ॥ ২০ ॥

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চিতুমিচ্ছতি ।

তস্ত তস্তাচনাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্ ॥ ২১ ॥

৫ কামৈঃ + ৪ তৈঃ + তৈঃ + ৩ হৃৎজানাঃ ২ প্রপদ্যন্তে + ৮ অস্তদেবতাঃ, ৭ তং তং নিয়মং + আঙ্গায়, ২ প্রকৃত্যা ৩ নিয়তাঃ ১ স্বয়া ॥ ২০ ॥

১ যঃ + যঃ + ৪ যাম্ + যাম্ + তনুং ২ ভক্তঃ, ৩ শ্রদ্ধয়া + ৫ অর্চিতুম্ + ইচ্ছতি = শ্রদ্ধা সহকারে পূজা করিতে ইচ্ছা করে, ৭ তস্ত তস্ত + ৯ অচনাং শ্রদ্ধাং ৮ তাং + এব স্বরূপ, যেহেতু তিনি মদেকচিত্ত হইয়া, অত্যন্তমগতিস্বরূপ আমাকেই আশ্রয় করেন ॥ ১৮ ॥

বহুজন্মান্তে, সমস্তই বাসুদেব' এই জ্ঞান লাভ করত যে জ্ঞানী আমাকে' প্রাপ্ত হন, এতাদৃশ মহাত্মা জগতে সুহৃৎপ্রভ ॥ ১৯ ॥

বিভিন্ন কামনা হেতু হৃৎজান হইয়া যাহারা নিজ প্রকৃতির অনুযায়ী অস্তদেবতার ভজনা করেন, সেই বিভিন্ন দেবতার আরাধনা-রূপ নিয়মানুষ্ঠান-কারী ভক্তগণ যে যে রূপ দেবতার অর্চনা করেন, তাঁহাদিগের সেই সেই দেবারাধনা-বিষয়ক শ্রদ্ধাকে আমিই দৃঢ় করিয়া থাকি ।—সকলই ব্রহ্মময়, জীব ভ্রান্তি বশতঃ অতঃ দেবারাধনা করিলে তাহা সেই পরব্রহ্মেরই উপাসনা হয়, কিন্তু তাহারা যে ভাবে প্রার্থনা করে, সেই প্রার্থনা সেই ভাবে পূর্ণ হয় । তাঁহাকে যে, যে ভাবে ডাকে, সে সেই ভাবেই পায় । ধর্ম্ম-

স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্ত্যাদান্নাধনমীহতে ।

লভতে চ ততঃ কামান্ময়েব বিহিতান্ হিতান্ ॥ ২২ ॥

অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ব্যবসায়মেধসাম্ ।

দেবান্দেবযজ্ঞো যান্তি মন্তুক্তা যান্তি মামপি ॥ ২৩ ॥

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ ।

পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুভবম্ ॥ ২৪ ॥

১০ বিদধামি+৬ অহং; ১১ সঃ ইত্যাদি ১৫ লভতে ১২ চ ততঃ ১৪ কামান্ ১৩ ময়া ইত্যাদি ॥ ২১-২২ ॥

৬ অন্তবৎ=স্বল্পস্থায়ী, +১ তু ৫ ফলং ২ তেষাং ৩ তদ্ব্যবসায়মেধসাম্= অল্পমতিগণের ৯ দেবান্, ৮ দেবযজ্ঞঃ=দেবার্চকেরা, +১০ যান্তি ১১ মন্তুক্তাঃ+১৩ যান্তি ১২ মাম্+অপি ॥ ২৩ ॥

৫ অব্যক্তং, ৭ ব্যক্তিম্+আপন্নং, মন্যন্তে=রূপসম্পন্ন মনে করে, ৬ মাম্+ ৮ অবুদ্ধয়ঃ ৩ পরং ভাবম্+অজানন্তঃ+১ মম+২ অব্যয়ম্+অনুভবম্ ॥ ২৪ ॥

খাঁর ধর্ম, ধনার্থীর ধন পুত্রার্থীর পুত্র ইত্যাদিও তাঁহারই ভাবান্তর মাত্র ।  
তবে সে সকল স্থায়ী ভাব নহে ॥ ২০-২১ ॥

সেই শ্রদ্ধাবলে উক্ত ব্যক্তি তদানুধনাতে আমারই নিয়মানুসারী  
শুভফল লাভ করিয়া থাকে ॥ ২২ ॥

কিন্তু সেই অল্পবুদ্ধি জীবগণের লব্ধ ফল অস্থায়ী; কারণ, দেবার্ধনা-  
কারিগণ দেবতাকে এবং মন্তুক্তগণ আমাকেই প্রাপ্ত হন।—অবিনাশী  
ভগবদনুসরণ না করিয়া আত্মকৃত্ত্ব পর্যন্ত অস্ত্র যে কোনও বিনশ্বর মায়িক  
বিষয়ানুসরণ করিবে, গতিও তদ্রূপই হইবে। সমস্ত লোকমণ্ডলই লোপ-  
প্রাপ্তি অর্জন করিতে পারেন না; এবং তাহার কল বিনশ্বর ॥ ২৩ ॥

সেই বুদ্ধিহীন জনগণ অব্যক্তস্বরূপ আমাকে ব্যক্ত বলিয়াই জানে,

নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ ।

• যুদোহয়ং নাভিজানাতি লোকো মায়াক্রমব্যয়ম্ ॥ ২৫ ॥

বেদাহং সমতীতানি বর্তমানানি চার্জুন ।

ভবিষ্যানি চ ভূতানি মাং তু বেদ ন কশ্চন ॥ ২৬ ॥

ইচ্ছাষ্মেষসমুত্থেন হৃদ্ব মোহেন ভারত ।

সর্বভূতানি সংমোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ ॥ ২৭ ॥

৪ ন+১ অহং ৫ প্রকাশঃ ৬ সর্বস্য ৭ যোগমায়া সমাবৃতঃ, ৮ যুদঃ+৯ অহং ১১ ন+  
অভিজানাতি, ১২ লোকঃ+১৩ মাং+১৪ অজ্ঞং+অব্যয়ম্ ॥ ২৫ ॥

• ১ বেদ=জানি, +২ অহং ৩ সমতীতানি, ৪ বর্তমানানি ৫ চ+১ অর্জুন!  
ভবিষ্যানি ৬ চ ৭ ভূতানি ৮ মাং+৯ তু ১০ বেদ ১১ ন ১২ কশ্চন ॥ ২৬ ॥

• ১ ইচ্ছাদি, ২ ভারত! ৩ সর্বভূতানি ৪ সংমোহং, ৫ সর্গে=সৃষ্টিতে, ৬ যান্তি,  
৭ পরন্তপ! ॥ ২৭ ॥

যেহেতু আমার পরমোৎকৃষ্ট অব্যয় ভাব জানে না।—ব্রহ্মস্বরূপ না জানাতেই  
তঁহার রূপ কল্পনা করিয়া থাকে, ফলতঃ তিনি অরূপ অব্যয় ॥ ২৪ ॥

আমি যোগমায়া সমাচ্ছন্ন হইয়া লোকের নিকট প্রকাশিত। এই  
বিমূঢ় জগৎ জন্মরহিত এবং অব্যয় স্বরূপ আমাকে জানে না।—  
সংসার, সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের যোগস্বরূপ মায়াচ্ছন্ন, স্তুতরাং মায়াতীত নিরঞ্জন  
জ্ঞান সকলের হীন না। তিনি অনুগ্রহ করিয়া একান্ত ভক্তের নিকটই  
প্রকাশিত হন ॥ ২৫ ॥

• হে অর্জুন! আমি অতীত, বর্তমান, ও ভবিষ্যৎ এবং সমগ্র ভূতগ্রাম  
অবিগত আছি, কিন্তু আমাকে কেহই অনগত নহে ॥ ২৬ ॥

• হে ভারত কুদৌৰ্ভব! সৃষ্ট সংসারে, ইচ্ছা-দেব সজ্জাত হৃদ্ব ভাব-  
জনিত মোহ কর্তৃক সর্বভূতই মুগ্ধ থাকে ॥ ২৭ ॥



যেষামন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্মণাম্ ।

তে হৃদমোহনির্মুক্তা

ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥ ২৮ ॥

জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যৈ ।

তে ব্রহ্ম তদ্বিছুঃকুৎস-

মধ্যাত্মং কর্ম চাখিলম্ ॥ ২৯ ॥

১, যেসাম্+ ৫ অন্তগতং ৪ পাপং ৩ জনানাং, ২ পুণ্যকর্মণাং, ৬ তে হৃদমোহ  
নির্মুক্তাঃ+ ৯ ভজন্তে চ মাং ৭ দৃঢ় ব্রতাঃ ॥ ২৮ ॥

২ জরাদি, ১ যৈ, ৩ তে ৫ ব্রহ্ম ৪ তৎ+ ৮ বিছুঃ ৭ কুৎসং+ অধ্যাত্মকর্ম ৬ চ+  
অখিলং ॥ ২৯ ॥

“যে পুণ্য কর্মশীল জনগণের পাপের অবসান হইয়াছে, তাহারা ই  
উক্ত হৃদভাবজনিত, মোহমুক্ত ও দৃঢ়ব্রত হইয়া আমাকেই ভজনা  
করে ॥ ২৮ ॥

জরা মরণাদি হইতে মুক্তি লাভ করিবার জন্য আমার আশ্রয় গ্রহণ-  
কারী যত্নশীল ব্যক্তিগণ সেই পরব্রহ্মকে জানিতে পারে, এবং সমগ্র  
অধ্যাত্ম জ্ঞান, ও কর্ম সমূহও জানিতে পারে ।

ভক্ত ভগবদ্ভক্যকম্পাতেই স্বতঃ মোক্ষের উপায়ভূত পরম জ্ঞান লাভ  
করেন ৭ “ব্রহ্মজ্ঞান কে দিবে” ৭ এই ছন্দিত্তা বাহাদেক মনে হয়, তাহারা  
ভাবেন না যে, উহা আর কে দিতে পারে ৭ তবে তদেকনিষ্ঠার  
প্রয়োজন ; তাহা হইলেই স্বতঃ জ্ঞান পরিস্ফুট হইবে ॥ ২৯ ॥

সাধিত্বতাধিদৈবং মাং সাধিয়জ্ঞং চ যে বিদ্বঃ ।  
প্রয়াণকালেহপি চ মাং তে বিদ্বয়ুজ্ঞচেতসঃ ॥ ৩০ ॥

ইতি বিজ্ঞানযোগোক্তাং সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

২ স+অধিত্ব+অধিদৈবং=অধিত্বতাধি সহিত ; ৪ মাং, ৩ স+অধিয়জ্ঞং  
=অধিয়জ্ঞের সহিত ; ৮, ১ যে, ৫ বিদ্বঃ=জানে, ৮ প্রয়াণ কালে+অপি চ মাং ৩ তে  
৯ বিদ্বঃ+৭ যুক্তচেতসঃ ॥ ৩০ ॥

ইতি সপ্তম অধ্যায় ।

অধিত্বত, অধিদৈব, ও অধিয়জ্ঞের সহিত আমাকে যাহারা জানেন,  
সেই যুক্তচিত্তগণ মৃত্যুকালেও আমাকে জানিয়া থাকেন।—অধিত্বত,  
অধিদৈব, ও অধিয়জ্ঞের ব্যাখ্যা অষ্টম অধ্যায়ে ইচ্ছা হইয়াছে (৩-৪ শ্লোক) ।  
সংস্কারগত জ্ঞান মৃত্যুকালেও লুপ্ত হয় না ॥ ৩০ ॥

ইতি বিজ্ঞানযোগোক্তাং সপ্তম অধ্যায় ।

## অষ্টম অধ্যায়।

অৰ্জুন উবাচ ।

কিং তদব্রহ্ম কিমধ্যাত্মং কিং কৰ্ম পুরুষোত্তম ।  
 অধিভূতং চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যতে ॥ ১ ॥  
 অধিযজ্ঞঃ কথং কোহত্র দেহেহস্মিন্মধুসূদন ।  
 প্রগাণকালে চ কথং জ্ঞেয়োহস্মি নিয়তাত্মভিঃ ॥ ২ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং স্বভাবোহধ্যাত্মমুচ্যতে ।  
 ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কৰ্মসংজ্ঞিতঃ ॥ ৩ ॥

১ হে পুরুষোত্তম মধুসূদন । ২, কিং + তৎ + ব্রহ্ম — ইত্যাহি ॥ ১-২ ॥  
 ৩ ভূতভাব + উদ্ভবকরঃ + বিসর্গঃ = জীবভাবের উৎপত্তি-জনক স্রষ্টাণ ॥ ৩ ॥

‘অৰ্জুন কহিলেন, হে পুরুষোত্তম ! ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম, কৰ্ম, অধিভূত এবং অধিদৈব কাহাকে বলে ? হে মধুসূদন । এই দেহে অধিযজ্ঞই বা কিরূপ এবং কে ? নিয়তাত্মগণ আসন্নকালে কিরূপে তোমাকে জানিতে পারেন ? ॥ ১-২ ॥

ভগবানু কহিলেন ;—পরব্রহ্ম অক্ষর-স্বরূপ, উক্ত পরব্রহ্মের প্রকৃতি-স্বরূপকে অধ্যাত্ম বলা যায়, এবং ভূতগ্রামের উৎপত্তি ও সঞ্চারকর ক্রিয়াকে কৰ্ম বলা যায় ।—পরব্রহ্ম অক্ষর, যেহেতু তাঁহার বিনাশ নাই ।

অধিভূতং কুরো ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্ ।

অধিযজ্ঞোহহম্বেবাত্র দেহে দেহভূতাং বর ॥ ৪ ॥

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্তা কলোবরম্ ।

যঃ প্রয়াতি স মন্ত্রাং য়াতি নাস্ত্রাৎ সংশয়ঃ ॥ ৫ ॥

১ দেহভূতাং + বর ! = হে দেহধারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ! ॥ ৪ ॥

১ অন্তকালে চ মাম্ + এব, স্মরন্, ৩ মুক্তা = ত্যাগ করিয়া, ২ কলোবরং ৪ যঃ ইত্যাদি,  
৬ নাস্ত্রি + ৫ অত্র সংশয়ঃ ॥ ৫ ॥

যিনি মায়াষ্টি গুণাভীত উত্তম পুরুষ এবং কুর ও কুরের হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া উক্ত, তাঁহারই ব্রহ্মভাব অক্ষর ও কূটস্থ চৈতন্য-স্বরূপ। ঐ পর-ব্রহ্মের যে প্রকৃতি, অর্থাৎ এই পরিদৃশ্যমান ভাব সমূহ, তাহাই অধ্যাত্ম বলিয়া উক্ত। উৎপত্তি-স্থিতি-হেতুর চেষ্টারূপ কাৰ্য্যাদি, কৰ্ম্ম-স্বরূপে উক্ত। কৰ্ম্মানুরূপ ফলভোগের জগৎ জীবের দেহ ধারণ, স্মৃতির কৰ্ম্মই জীবভাবের প্রণোদক ॥ ৩ ॥

হে দেহিশ্রেষ্ঠ ! কুরভাব অধিভূত, পুরুষ অধিদৈব, এবং দেহীর দেহে আমিই অধিযজ্ঞ।—ভূতগ্রাম বিনশ্বর, স্মৃতরাং কুর ভূতাদিষ্ঠিতুংব। দেহরূপ পুরে শয়নকারী বহিঃপ্রাণ্যর্গভ নামক পুরুষকে অধিদৈব, এবং ভগবান্নের যে ভাব স্মরণ জ্ঞান দ্বারা পৃথক সংজ্ঞা প্রাপ্ত ও কৰ্ম্মীয় হয়, তাহাই অধিযজ্ঞ ॥ ৪ ॥

অন্তকালে আমাকেই স্মরণ করত যিনি দেহত্যাগ করিয়া যান, তিনি আমারই ভাব প্রাপ্ত হন, তাহাতে সন্দেহ নাই।—আসন্ন সিংহের ভগ-বচ্ছিত্তাহেতু ব্রহ্মভাবাপন্ন থাকিলে, ব্রহ্মপদেই অবস্থিতি-স্বরূপ মুক্তি লাভ হয় ॥ ৫ ॥

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্ ।

তং তমেবৈতি কোন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥ ৬ ॥

তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ ।

ময্যর্পিতমনোবুদ্ধিস্মাদ্ভৈষ্যস্যসংশয়ম্ ॥ ৭ ॥

৩ যং যং বা + অপি ৫ স্মরন্ ৪ ভাবং ৭ ত্যজন্তি + ২ অন্তে, ৬ কলেবরং, ৮ তং তং + এব + এতি = তাহা তাহাই প্রাপ্ত হয় ; ১ কোন্তেয় ! ৮ 'সদা তদ্ভাব ভাবিতঃ' = সর্বদা সেই চিন্তাকারী ॥ ৬ ॥

১ ভগ্নাদাদি, মাম্ + অনুস্মর ; মাম্ + এব + এষ্যসি = পাইবে ॥ ৭ ॥

( তাহার হেতু দেখাইতেছেন )—মৃত্যুকালে যে যে ভাব চিন্তা করত কলেবর ত্যাগ করে, হে কোন্তেয় ! সর্বদা সেই ভাব ভাবনাকারী ব্যক্তি, সেই সেই অবস্থাই প্রাপ্ত হয় ।—পূর্বে বলা হইয়াছে, যে, সর্বদা বাহা চিন্তা করিবে, স্মারককালে চিত্ত অবশ হইলে, সংস্কার বশে সেই চিন্তা ও ভাব উদয় হওয়ায়, জন্মান্তরেও তদনুরূপ অবস্থা হয় । তখন ভগ্নবস্তাবযুক্ত হইলে, ব্রহ্মভাবাপন্ন হওয়ায়, আর জন্ম হয় না ॥ ৬ ॥

অতএব সর্বদা আমাকেই স্মরণ কর, এবং যুক্তও কর ; আমাতে মন ও বুদ্ধি অর্পণ করিলে, নিঃসন্দেহ আমাকেই পাইবে ।—ভিন্ন সংস্কারাপন্ন চিত্ত, অন্তে বিবশাবস্থায় যখনই ব্রহ্ম চিন্তা করিতে পারে না । নিরত তদ্বিস্তারিত সেই ব্রহ্মপদে চিত্ত সংলগ্ন থাকি সংস্কারগত হইলে, মৃত্যুকালে যখন চিত্ত অবশ হইবে, তখন ব্রহ্মচিন্তা আপনা হইতে উদ্ভূত হইবে, নচেৎ তৎকালে চেষ্টা করা যায় না ॥ ৭ ॥

অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্ধগামিনা ।

পরমং পুরুষং দিব্যং য়াতি পার্থানুচিস্তয়ন্ ॥ ৮ ॥

কবিং পুরাণমনুশাসিত্যরমণোরণীয়ং সমনুস্মরেদ্যঃ ।

সর্বস্য ধাতারমচিহ্নকপমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥ ৯ ॥

প্রয়াণকালে মনসাহচলেন ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব

ক্রবোধ্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্

স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যং ॥ ১০ ॥

২ অভ্যাস যোগ যুক্তেন, ৪ চেতসা ৩ ন + অন্ধগামিনা = অন্ধগামী চিত্তে, ৭ পরমং পুরুষং ৬ দিব্যং ৮ য়াতি, ১০ পার্থ! + ৫ অনুচিস্তয়ন্ ॥ ৮ ॥

১১ কবিং ইত্যাদি, ১২ অণোঃ + অণীয়ং = অণু অপেক্ষা স্মরণকে, ১৬ সমনুস্মরেৎ + ১ যঃ, ১৩ সর্বস্তাদি, ১৫ আদিত্যবর্ণং, ১৪ তমসঃ পরস্তাৎ = মালীন মনোবুদ্ধির অগম্য হেতুক, ২ প্রয়াণ-কালে = যুদ্ধা সময়ে, ৪ মনসা হি অচলেন, ৫ ভক্ত্যা যুক্তঃ + ৬ যোগ-বলেন চ + এব; ৮ ক্রবোধ্মধ্যে প্রাণং + ১০ আবেশ্য, ৯ সম্যক্, ১৭ সঃ + তং পরং, ১৯ পুরুষং + ২০ উপৈতি = প্রাপ্ত হয়, ১৮ দিব্যং ॥ ৯-১০ ॥

হে পার্থ! অভ্যাস যোগযুক্ত ও অন্ধগামী চিত্ত দ্বারা নিরুত কিস্তা করত দিব্য পরম পুরুষাত্মগমন হয় ॥ ৮ ॥

কবি (সর্বজ্ঞ), পুরাণ (অনাদি), বিশ্ব শাসনকারী, স্বপ্ন হইতেও স্মরণতম, সকলের বাতা, অচিন্ত্যরূপ, তমঃ পারে ব্যবস্থান-হেতু স্বর্ষ্যসম ভাষ্যরূপে যিনি অচল ভক্তি ও যোগবল সম্পন্ন চিত্তে, ক্র-বোধ্মে প্রাণ সন্নিবেশ করত অন্তকালে স্মরণ করেন, তিনি সেই দিব্য পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হন ॥ ৯-১০ ॥

যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি বিশন্তি যদ্যতনো বীতরাগাঃ ।

যদিচ্ছন্তা ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি

তন্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে ॥ ১১ ॥

সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুদ্ধা চ ।

যুদ্ধাধায়ত্ননঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্ ॥ ১২ ॥

ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্মামনুষ্মরন্ ।

যঃ প্রয়াতি ত্যজন্দেহং

স যাতি পরমাং গতিম্ ॥ ১৩ ॥

২ যৎ+অক্ষরং, ১ বেদবিদঃ+৩ বদন্তি, ৭ বিশন্তি=প্রবেশ করে, ৩ যৎ+৫ যতনঃ+৪ বীতরাগাঃ ৮ যদিচ্ছন্তা, ১১ তৎ+২ তে ১০ পদং, ১০ সংগ্রহেণ=সংক্ষেপে, ১৩ প্রবক্ষ্যে=বলিতেছি ॥ ১১ ॥

\* ২ সর্ব্বদ্বারাণি, ৩ যুদ্ধা+৫ আধায়, +৪ আত্ননঃ প্রাণম্+৭ আস্থিতঃ+৬ যোগধারণাং ৮ ওমিত্যদি, ব্যাহরন্=বলিয়া, ১ যঃ ১১ প্রয়াতি, ১০ ত্যজন্ ২ দেহং ১২ সং+১৪ যাতি ১৩ পরমাং গতিং ॥ ১২-১৩ ॥

বেদভগণ যে অক্ষরের বিষয় বলেন, বীতরাগ যতিগণ যাহাতে নিবিষ্ট হন, যে পদ কামনায় লোকে ব্রহ্মচর্য্য করে, সংক্ষেপে এই পদের কথা তোমাকে বলিব ॥ ১১ ॥

সর্ব্বদ্বার সংযত, ও মনকে হৃদয়ে নিরুদ্ধ করত মস্তকে নিজ প্রাণকে ধারণ করিয়া যোগ ধারণা অবলম্বন পূর্ব্বক, এবং “ও ” এই একমাত্র অক্ষর উচ্চারণ ও আমাকে স্মরণ করত যিনি দেহ ত্যাগ করিয়া যান, তিনিই পরমা গতি লাভ করেন ॥ ১২-১৩ ॥

অনন্তচেতাঃ সততং যৌ মাং স্মরতি নিত্যশঃ ।

তস্যাং হং স্মরতীঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ ॥ ১৪ ॥

মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়শাশ্বতম্ ।

নাশ্নু বন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥ ১৫ ॥

আত্মক্কাভুবনালোকাঃ পুনরাবর্তিনৌহর্জুন ।

মামুপেত্য তু কোন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ১৬ ॥

সহস্রযুগপর্যন্তমহর্ষদ্ ব্রহ্মণো বিদুঃ ।

রাত্রিঃ যুগসহস্রান্তাঃ তেহোরাত্রবিদো জনাঃ ॥ ১৭ ॥

অনন্তচেতাঃ ৩ সততং ২ যঃ + ৫ মাং ৭ স্মরতি ৬ নিত্যশঃ ৯ তন্ত্ৰ + ৮ অং  
: ১১ স্মরতীঃ ১ পার্থ ১০ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ ॥ ১৪ ॥

৫ মাম্ + উপেত্য = আমাকে পাইয়া, ৮ পুনর্জন্ম ৭ দুঃখালয়ম্ + ৬ শাশ্বতম্ =  
অনিতা, ৯ ন + আশ্নু বন্তি = প্রাপ্ত হন না, ১০ মহাত্মানঃ ২ সংসিদ্ধিং ১ পরমাং,  
৩ গতাঃ ॥ ১৫-১৬ ॥

সহস্রাদি, তে জনাঃ অহোরাত্রবিদাঃ ॥ ১৭ ॥

হে পার্থ ! যিনি অনন্তচিত্ত হইয়া আমাকে নিত্য স্মরণ করেন, সেই  
নিত্যযুক্ত যোগীর পক্ষে আমি স্মরতী ॥ ১৪ ॥

পরমা-সিদ্ধি-প্রাপ্ত মহাত্মাগণ আমাকে পাইয়া আর দুঃখের আলয়  
স্বরূপ অনিত্য পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন না ॥ ১৫ ॥

হে অর্জুন ! ভুবন হইতে ব্রহ্ম পর্যন্ত জীবগণ পুনঃ পুনঃ আবর্তিত  
হইতেছে, কিন্তু আমাকে প্রাপ্ত হইলে, আর পুনর্জন্ম থাকে নী ॥ ১৬ ॥

সহস্রযুগ পর্যন্ত ব্রহ্মার দিবস স্বরূপে জেয়, রাত্রিও ঐরূপ এক সহস্র  
যুগে জ্ঞানিলে ঐকৃত অহোরাত্র জানা হয় ॥ ১৭ ॥



অব্যক্তাভ্যক্তয়ঃ সর্বৈঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে ।

রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥ ১৮ ॥

ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে ।

রাত্র্যাগমেহবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে ॥ ১৯ ॥

পরন্তু স্মাতু ভাবোহন্তোহিব্যক্তোব্যক্তাং সনাতনঃ ।

যঃ স সর্বেষু ভূতেষু নশ্যৎস্ব ন বিনশ্যতি ॥ ২০ ॥

১ অব্যক্তাদি, ৩ প্রভবন্তি = প্রাভূত হয় ; + ২ অহঃ + আগমে, ৪ রাত্রি + আগমে,  
৩ প্রলীয়ন্তে = লয় প্রাপ্ত হয়, ৫ তত্রাদি = সেই অ-ভুক্ত স্থান-পই ॥ ১৮ ॥

২ ভূতগ্রামঃ, ১ সঃ + এব + অয়ং, ৩ ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে ৫ রাত্র্যাগমে + অবশঃ,  
৪ পার্থ ! ৭ প্রভবন্তি, + ৬ অহরাগমে ॥ ১৯ ॥

৮ ৭ গয়ঃ + ৫ তত্রাদি + ৪ ভূ, ১১ ভাবঃ + ৮ অন্তঃ + ১০ অব্যক্তঃ + ৬ ব্যক্তাং ৯ সনাতনঃ,  
১ যঃ, ৩ সঃ + ২ সর্বেষাদি ॥ ২০ ॥

ঐক্লপ দিবসাগমে সকলেই অব্যক্ত হইতে ব্যক্তভাবে চেষ্টাশীল হয়, এবং  
ঐক্লপ রাত্রিকালে সেই অব্যক্ত ভাবেই লীন হয় ॥ ১৮ ॥

হে পার্থ ! এই রূপে সেই ভূতগ্রাম পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণান্তে বিলম্ব প্রাপ্ত  
হয়, তাহার উক্তরূপ রাত্রে অবশ এবং দিবসে সজ্জাত হইয়া থাকে ।—ইহাই  
মহন্তরান্তে মহাপ্রলয় ॥ ১৯ ॥

ঐ ব্যক্ত ভাব হইতে "পৃথক্" এবং অনাদি অপর এক অব্যক্ত ভাব  
আছে, তাহা সর্ব জীব বিনষ্ট হইলেও নষ্ট হয় না ॥ ২০ ॥

অব্যক্তোহঙ্কর ইত্যুক্তস্তমাহঃ পরমাং গতিম্ ।

যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমমম ॥ ২১ ॥

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভুক্ত্যা লভ্যস্তনশ্চয়া ।

যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্বমিদিং ততম্ ॥ ২২ ॥

যত্র কালে হনাবৃত্তিমাবৃত্তিং চৈব যোগিনঃ ।

প্রয়াতা যাস্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ ॥ ২৩ ॥

১ অব্যক্তঃ+অঙ্করঃ+ইতি+উক্তঃ+২ তম্+৩ আহঃ ৩ পরমাংগতিং, ৫ যং প্রাপ্য  
ন নিবর্তন্তে তৎ=যাহাকে পাইলে আর প্রত্যাবৃত্ত হইতে হয় না তাহা ; +৮ ধাম,  
৯ পরমং ১০ মম ॥ ২১ ॥

৪ পুরুষঃ, ৩ সঃ, + পরঃ=শ্রেষ্ঠ, ১ পার্থ ! ৬ ভক্ত্যালভাঃ+৭ ভু+অনশ্চয়া, ২ যস্তমিদিং,  
ততং=ব্যাপ্ত ॥ ২২ ॥

২ যত্র কৌলেক, +৫ অনাবৃত্তিং+আবৃত্তিং+৮+এব ৪ যোগিনঃ, ৩ প্রয়াতাঃ+  
৬ যাস্তি তং কালং বক্ষ্যামি, ১ ভরতর্ষভ ! ॥ ২৩ ॥

সেই অব্যক্তই অঙ্কর, এবং তাহাই পরমাগতি স্বরূপে উক্ত ; যাহা  
প্রাপ্ত হইলে আর সংসারে পুনরাগমন করিতে হয় না, তাহাই আমার  
পরম ধাম ॥ ২১ ॥

হে পার্থ ! সমগ্র ভূতগ্রাম যাহার অন্তঃস্থ, এবং যিনি সর্বব্যাপী, সেই  
পরম পুরুষকে অনিন্যভক্তি দ্বারাই লাভ করা যায়, (উপায়ান্তর দ্বারা হয়  
না) — ইহা সার কথ্য ; ভক্তি না হইলে, জ্ঞানচক্ষু কিছুতেই প্রস্ফুটিত হয়  
না । অপর যাহা কিছু কর, বহুদূরে গিয়া পড়িবে ; তত্ত্ব হও, ভগবানে সমস্ত  
নির্ভর কর ; দিব্য জ্ঞান, দৃঢ় বিশ্বাস, হৈম্য, সরলতা ইত্যাদি স্বভাব হইবে ॥ ২২ ॥

হে ভরত ! যেকালে যোগিগণ মরিলে পুনর্জন্ম হয়, এবং যেকালে  
হয় না, সেই সকল কালের বিষয় বলিতেছি ॥ ২৩ ॥

অগ্নিজ্যোতিরহঃ শুক্লঃ সন্মাসা উত্তরায়ণম্ ।

তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তিঃ ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ ॥ ২৪ ॥

ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ সন্মাসা দক্ষিণায়নম্ ।

তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ততে ॥ ২৫ ॥

শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাস্বতে মতে ।

একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ততে পুনঃ ॥ ২৬ ॥

নৈতে, স্ততী পার্থ জানন্ যোগী মুহুতি কশ্চন ।

তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবাজ্জুন ॥ ২৭ ॥

২ অগ্ন্যাদি, ৪ গচ্ছন্তি, ৩ ব্রহ্ম, ১ ব্রহ্মবিদঃ + জনাঃ ॥ ২৪ ॥

২ ধূমঃ ইত্যাদি ১ যোগী, ৩ প্রাপ্য নিবর্ততে ॥ ২৫ ॥

৪ শুক্লকৃষ্ণে গতীহিঃ ১ এতে, ৩ জগতঃ ২ শাস্বতে মতে, ৫ এ-য়া, ৭ যাতি +  
৬ অনাবৃত্তিঃ + ৮ সন্মাসা, + ১০ আবর্ততে ২ পুনঃ ॥ ২৬ ॥

৩ ন, + ২ এতে স্ততী = এই গতি, ১ পার্থ ! ৪ জানন্ ৬ যোগী, ৭ মুহুতি = মোহিত  
হয়, ৮ কশ্চন = কেহ কেহ, ৯ তস্মাৎ ইত্যাদি, ৮ অজ্জুন ! ॥ ২৭ ॥

ব্রহ্মজগণ অগ্নি, জ্যোতিঃ, অহঃ, শুক্ল ও উত্তরায়ণ সন্মাসে বিগত হইয়া  
ব্রহ্মানুগমিন করিয়া থাকেন ॥ ২৪ ॥

যোগী ব্যক্তি ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণ, এবং দক্ষিণায়ন সন্মাসে চান্দ্রমসজ্যোতিঃ  
প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় প্রত্যাবৃত্ত হন ।—যে যোগীর ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় নাই,  
তিনি পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করেন ॥ ২৫ ॥

জগতের অনাদি কাল হইতেই এই শুক্লা ও কৃষ্ণা-রূপ উভয়বিধ গতি  
হইতেছে ; একপ্রকার গতি দ্বারা অনাবৃত্তি, এবং অপর প্রকারে পুনরা-  
বৃত্তি হয় ॥ ২৬ ॥

বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃস্ব চৈব  
জ্ঞানেষু যৎপুণ্যফলং ঐশ্বর্যমিচ্ছাম ।  
অভ্যোতি তৎসর্বমিদং বিদিত্বা  
যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্যম্ ॥ ২৮ ॥

ইত্যঙ্করব্রহ্মযোগো নাম অষ্টমোহধ্যায়ঃ ।

১ বেদেষু—ইত্যাদি, প্রতিষ্টং=লিখিত আছে, ৫ অভ্যোতি=প্রাপ্ত হয়, ৪ তৎসর্বং, ৩-৩ ইদং বিদিত্বা=ইহা জানিয়া, ২ যোগী, ৭ পরং স্থানং+উপৈতি, ৬ চ+আদ্যং ॥ ২৮ ॥

ইতি অষ্টম অধ্যায় ।

হে পার্থ ! এই উভয়বিধ পথ না জানিয়া কোন কোন যোগী মুক্ত হইল, অতিএব অর্জুন ! সর্বদা যোগযুক্ত হও ॥ ২৭ ॥

বেদে, যজ্ঞে, তপস্যায় ও দানে, যে পুণ্যফল নির্দিষ্ট হইয়াছে, যোগী ব্যক্তি এই জ্ঞানসহকারে সেই সমস্তই লাভ করেন, এবং সর্বমূলীভূত পরম পদ প্রাপ্ত হন । কোন কোন গ্রন্থে “অভ্যোতি” পাঠ দেখা যায়, অর্থাৎ “অতিক্রম করে”, কিন্তু গীতায় পূর্বোপর সামঞ্জস্য রাখিয়া অর্থ করিলে, “অভ্যোতি” অধিকতর সঙ্গত পাঠ মনে হয় ॥ ২৮ ॥

ইতি তারুকরব্রহ্মযোগ নামক অষ্টম অধ্যায়

# নবম অধ্যায় ।

## ঐতিহ্যবানুবাচ ।

ইদন্ত তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে ।

জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্জাত্না মোক্ষ্যসেহশুভাৎ ॥ ১ ॥

রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্ ।

প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্যং সুস্থখং কৰ্ত্তুমব্যয়ম্ ॥ ২ ॥

৩ ইদং+তু-১ তে=তোমাকে, ২ গুহ্যতমং ৩ প্রবক্ষ্যামি,+৪ অনসূয়বে=  
অনুসারবিহীনকে, ৫ জ্ঞানং ৬ বিজ্ঞান সহিতং, ৭ যজ্জাত্না=বাহা জানিয়া,  
মোক্ষ্যসে+৮ শুভাৎ ॥ ১, ॥

বিজ্ঞান সহিত জ্ঞানের এই গুহ্যতম কথা তোমাকে বলিব, তুমি  
অনুসার-রহিত, ইহা জানিলে, অশুভ হইতে মুক্ত হইবে। একান্ত ভক্তি  
দ্বারা এই পরম জ্ঞানলাভ করা যায়; ইহা বিজ্ঞান সহিত, অর্থাৎ কল্পিত  
নহে, ভগবৎ-বিষেবীর এ জ্ঞান জন্মে না ॥ ১ ॥

সকল বিজ্ঞান শ্রেষ্ঠ, গুহ্যতম, পবিত্র, এই উত্তম, প্রত্যক্ষ জ্ঞানপ্রদ,  
ধর্ম্মানুযায়ী জ্ঞান, সুখসাধ্য এবং অব্যয়। সুখসাধ্য-যেহেতু কিছু  
ক্ষত্রিয়াদিবিষয় কষ্টসাধ্য নহে ॥ ২ ॥

অশ্রদ্ধধানাঃ পুরুষা ধর্মস্থাস্য পরন্তপ ।

অপ্রাপ্য মাং নিবর্তন্তে মৃত্যুঃ সংসার বন্ধনি ॥ ৩ ॥

ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা ।

মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহন্তে স্ববস্থিতঃ ॥ ৪ ॥

ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মো যোগমৈশ্বরম্ ।

ভূতভূম চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥ ৫ ॥

৪ অশ্রদ্ধধানাঃ = অশ্রদ্ধাধীন, পুরুষাঃ + ৩ ধর্মস্থ + ২ স্য, ১ পরন্তপ । ৬ অপ্রাপ্য  
৫ মাং, ১৮ নিবর্তন্তে, ৭ মৃত্যুঃ সংসার বন্ধনি = মৃত্যু ও সংসার পৃথক পরিভ্রমণ করে ॥ ৩ ॥

২ ময়া, ৪ ততং = পুরিধাশ্রিত, + ৩ ইদং সর্বং জগৎ + ১ অব্যক্তমূর্তিনা, ৫ মৎস্থানি =  
আমাতে স্থিত, ইত্যাদি ॥ ৪ ॥

১ ন চ ইত্যর্থে ; ২ ভূতভূম = জীবগণের ভরণ পোষণ কর্তা ; + ৫ নুচ ভূতস্থঃ +  
৬ মম + আত্মা, ৩ ভূতভাবনঃ = জীবের বর্ধক ॥ ৫ ॥

হে পরন্তপ ! এই ধর্মে অশ্রদ্ধাকারী পুরুষেরা আমাকে না পাইয়া  
মৃত্যু ও সংসার পৃথক নিয়ত ভ্রমণ করে ॥ ৩ ॥

আমি অব্যক্তরূপে সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া আছি, সর্বভূত আমাতেই  
অবস্থিত, আমিই সকলে স্থিত-স্থিতি ॥ ৪ ॥

আমার ঐশ্বরিক যোগ দেখে যে, এই সমস্ত ভূতগ্রামও আমাতে স্থিত  
নহে, আমি ভূতসমূহের বর্ধক ও পালক হইলেও, তৎসমূহে স্থাবস্থিত  
নহি।—এক হইতে সমস্ত উৎপন্ন, একে সকলই স্থিত, তিনি সর্বময়, সর্ব-  
কর্তা অথচ নির্গুণ, ও সকলের কর্তাদি নহেন. ইহাই ঐশ্বরিক  
যোগ ॥ ৫ ॥

যথাকাশস্থিতোনিত্যং বায়ুঃ সর্বত্রগোমহান্ ।

তথা সৰ্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্ব্যপধায় ॥ ৬ ॥

সর্বভূতানি কোন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাং ।

কল্পক্ষেপে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিশ্বজাম্যহম্ ॥ ৭ ॥

প্রকৃতিং স্বামবক্ভ্য বিশ্বজামি পুনঃ পুনঃ ।

ভূতগ্রামিমং কুৎস্রমবশং প্রকৃতের্বশাং ॥ ৮ ॥

১ যথা + ৫ আকাশস্থিতঃ + ৪ নিত্যং ৩ বায়ুঃ ২ সর্বত্রগঃ + মহান্ ; ৬ তথা ইত্যাদি ॥ ৬ ॥

৩ সর্বভূতানি, ১ কোন্তেয় ! ৫ প্রকৃতিং যান্তি ৬ মামিকাং = মন্তাবপ্রাপ্ত হয় ; ২ কল্পক্ষেপে, ৩ পুনঃ + ৪ তানি, ৭ কল্পাদৌ = কল্পারম্ভে ১০ বিশ্বজামি + ৮ অহং ॥ ৭ ॥

৬ প্রকৃতিং, ৭ কুৎস্রমবশং = অধিষ্ঠান করিয়া, ৮ বিশ্বজামি, ৯ পুনঃ পুনঃ, ১০ ভূতগ্রামং + ৩ ইমং কুৎস্রমং = এই সমস্ত জীবাদিকে, + ২ অবশং, ১ প্রকৃতেঃ + বশাং ॥ ৮ ॥

সর্বত্রগামী সুবিস্তৃত বায়ুরাশি যে ভাবে নিয়ত আকাশে অবস্থিত, ভূত সমূহও তদ্রূপে আমাতে অবস্থিত, ইহা ধারণা করিবে। বায়ু ও আকাশ-বিভিন্ন পদার্থ, অথচ বায়ু আকাশস্থ ॥ ৬ ॥

হে কোন্তেয় ! কল্পান্তে সর্বভূত মৎপ্রকৃতি প্রাপ্ত হয়, এবং পুনরায় কল্পারম্ভে আমি তাহাদিগকে সৃজন করি ॥ ৭ ॥

আমি স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করত, প্রকৃতি-বশে অবশ সমগ্র ভূতগ্রামকে পুনঃ পুনঃ সৃজন করি। জীব, প্রকৃতিবশে অবশ হইয়া বারংবার জন্মগ্রহণ করে, অর্থাৎ কুর্শ্ব ও বাসনাভিজনিত ভোগ এবং অহরূপ দেহ ধারণে জীবের অর্ন্তধা করিবার শক্তি নাই। তাহা স্বতঃই হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥

ন চ মাং তানি কৰ্ম্মাণি নিবৰ্দ্ধন্তি ধনঞ্জয় ।  
 . উদাসীনবদাসীনমসক্তস্তেষু কৰ্ম্মস্ব ॥ ৯ ॥  
 ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূর্যতে সচরাচরম্ ।  
 হেতুনানেন কোন্তেষ জগদ্বিপরিবৰ্ত্ততে ॥ ১০ ॥  
 অবজানন্তি মাং মুঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্ ।  
 পরং ভাবমজানন্তৌ মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥ ১১ ॥

৭ নচ, ৫ মাং ৬ তানি কৰ্ম্মাণি, ৬ নিবৰ্দ্ধন্তি, ১ ধনঞ্জয় ! ৯ উদাসীনবৎ+আসীনং,+  
 ৩ অসক্তম্=অনাসক্তকে ; +২ তেষু কৰ্ম্মস্ব ॥ ৯ ॥

২ ময়া+অধ্যক্ষেণ, ১ প্রকৃতিঃ, ৪ সূর্যতে=প্রসব করে ; ৩ সচরাচরং=স্থাবর  
 জঙ্গমাঙ্গি সমগ্র বিশ্ব ; ৭ হেতুনা+৬ অনেন=এইজন্য ; ৫ কোন্তেষ ! ৮ জগৎ+  
 বিপরিবৰ্ত্ততে=বারংবার সত্ত্বত হয় ॥ ১০ ॥

১০ অবজানন্তি=অবজ্ঞা করে, ৯ মাং ৫ মুঢ়াঃ+৮ মানুষীং তনুৎ+আশ্রিতম্ ;

হে ধনঞ্জয় ! ঐ সকল কৰ্ম্মে অনাসক্ত, উদাসীনবৎ অবস্থিত আমাকে  
 সেই সকল কৰ্ম্ম আবদ্ধ করিতে পারে না।—আসক্তজীব কৰ্ম্মবশে দোহ-  
 ধারণ করে, কিন্তু আমি অনাসক্ত বলিয়া আবদ্ধ হই না ॥ ৯ ॥

আমাকর্তৃকই প্রকৃতি চরাচর-সহ সমগ্র বিশ্ব প্রসব করে ; হে  
 কোন্তেষ ! এই হেতুতেই জগতের বারংবার উৎপত্তি-প্রলয়াদি হইয়া  
 থাকে ॥ ১০ ॥

আমার সৰ্ব্বভূত-মহেশ্বর মহৎভাব অপরিজ্ঞাত হইয়া, মানুষী দেহধাত্রী  
 জ্ঞানে, মুঢ়গণ আমাকে অবজ্ঞা করে।—জীব অজ্ঞানতা বশতঃ নির্লিপ্ত  
 আমাকে মনুষ্য মনে করে ॥ ১১ ॥



মোঘাশা মোঘকর্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ ।  
 রাক্ষসীমাসুরীং চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ ॥১২॥  
 মহাত্মানস্ত মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাত্মিতাঃ ।  
 ভজন্ত্যনন্তমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্ ॥ ১৩ ॥  
 সততং কীর্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ ।  
 নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥ ১৪ ॥

১ পরং ভাবং+অজানন্তঃ ২ মম ভূতমহেশ্বরম্, ৩ মোঘাশাদি, ৩ প্রকৃতিং ২ মোহিনীং,  
 ৪ শ্রিতাঃ=আশ্রয় করিয়া ॥ ১১-১২ ॥

৫ মহাত্মানঃ+২ তু ৩ মাং ১ পার্থ! ৩ দৈবীং প্রকৃতিম্+৪ আশ্রিতাঃ, ১০ ভজন্তি  
 +১১ অনন্তমনসঃ+৮ জ্ঞাত্বা, ৭ ভূতাদিম্+অব্যয়ম্ ॥ ১৩ ॥

৪ সততং কীর্তয়ন্তঃ+৩ মাং, ৫ যতন্তঃ+৮ এবং যত্নসহকারে, ১ দৃঢ়ব্রতাঃ,  
 ৮ নমস্যন্তঃ+৮ ৭ মাং ৩ ভক্ত্যা ২ নিত্য যুক্তাঃ+৯ উপাসতে ॥ ১৪ ॥

মোহকারিণী রাক্ষসী ও আসুরী-প্রকৃতি-যুক্ত, অজান ব্যক্তিগণের  
 আশা, কর্ম, ও জ্ঞান সকলই ব্যর্থ।—রাজসিক ও তামসিক রাক্ষসী ও  
 আসুরী প্রকৃতি; ইহারা জীবকে মোহাচ্ছন্ন করে ॥ ১২ ॥

কিন্তু হে পার্শ্ব! অনন্তচিত্ত, দৈবী প্রকৃতিযুক্ত ঋত্যাগণ, আমাকে  
 ভূতগ্রামের আদি, ও অব্যয় স্বরূপ জানিয়া ভজনা করেন।—প্রকাশাত্মক  
 সাক্ষীকী দৈবী প্রকৃতিযুক্ত মহাত্মা জ্ঞানচক্ষে সমস্ত দেখিয়া, আমাকেই  
 ভজনা করেন ॥ ১৩ ॥

সর্বদা আমার বিষয় কীর্তনকারী, দৃঢ় নিয়মস্থ হইয়া যত্নকারী, এবং  
 ভক্তিপূর্বক নমস্কারকারী নিত্যযুক্তগণ আমারই উপাসনা করেন ॥ ১৪ ॥

জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্তে যজন্তো মামুপাসতে ।

একত্বেন পৃথক্তে ন বহুধা বিশ্বতোমুখম্ ॥ ১৫ ॥

অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্নগ্ধাহমহমৌষধম্ ।

মন্ত্রোহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হতম্ ॥ ১৬ ॥

পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ ।

বেদ্যং পবিত্রমোকশম্ ঋক্ সাম যজুরেব চ ॥ ১৭ ॥

গতিৰ্ভর্তা প্রভুঃ সৃক্ষী নিবাসঃ শরণং সূহৃৎ ।

প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্ ॥ ১৮ ॥

তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্ম্যৎসৃজামি চ ।\*

স্মৃতং চেব স্মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জুন ॥ ১৯ ॥

১ জ্ঞানযজ্ঞেন : ৪ চ + অপি + ৩ অস্তে ২ যজন্তঃ + ৬ আম্ + উপাসতে, একত্বেনাদি ॥ ১৫ ॥

স্বধা = পিতৃার্থ প্রাক্কানি; আজ্যং = হোম-যুতাদি; নিধানং = লগ্নস্থান; তপামি = দৃষ্টাপ দান করি; বর্ষং = সৃষ্টিকারী ॥ ১৬-১৯ ॥

অপরাে জ্ঞানযজ্ঞ দ্বারা একত্ব বা বিভিন্নত্ব হেতু বহুরূপ এবং বিশ্বস্থখ আমারই উপাসনা করেন ॥ ১৫ ॥

আমি ক্রতু, আমি যজ্ঞ, আমি স্বধা, আমি ঐষধ, আমি মন্ত্র, আমি আজ্য, আমি স্নগ্ধ, আমি হত ।—ক্রতু, = শ্রুতিবিহিত অগ্নিষ্টোমাদি; যজ্ঞ, = পঞ্চতপাদি; স্বধা, আজ্য, = হোমার্থ যত : অর্থাৎ যজ্ঞোপকরণ ও যজ্ঞাদি এবং ভোক্তা সমস্তই আমি ॥ ১৬ ॥

আমি জগতের পিতা, মাতা, ধাতা, পিতামহ, বেদ (জ্যে), পবিত্র ঐকায়-স্বরূপ, ঋক্, সাম, ও যজুর্বেদ । গতি, ভর্তা (পালনকর্তা), প্রভু,

ত্রেবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা  
 যজ্ঞৈরিক্ত্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে ॥  
 তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোক-  
 মশ্নন্তি দিব্যান্দিবি দেবভোগান্ ॥ ২০ ॥  
 তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং  
 ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যালোকং বিশন্তি ।  
 এবং ত্রয়ীধর্মমনুপ্রপন্না  
 গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥ ২১ ॥

২ ত্রেবিদ্যাঃ = ত্রেবিদজ্ঞগণ, + ৪ মাং ১ সোমপাঃ = সোমরসপায়ী  
 নিপাপ ব্যক্তিগণ, + ৩ যজ্ঞৈঃ + ৫ ইহা ৬ স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে; ৭ তে পুণ্যং, + ৮ আসাদ্য =  
 প্রাপ্ত হইয়া, ৯ সুরেন্দ্র লোকং, + ১০ অশ্নন্তি = ভোগ করে; ১১ দিব্যান্দিবি + ১০ দিবি =  
 স্বর্গে; ১২ দেবভোগান্ ॥ ২০ ॥

৩ তে তং ৪ ভুক্ত্বা, ৫ স্বর্গলোকং ৬ বিশালং, ৭ ক্ষীণে ইত্যাদি; ত্রয়ীধর্মং +  
 অনুপ্রপন্নাঃ = বেদোক্ত ধর্মাবলম্বিগণ ॥ ২১ ॥

সাক্ষী (দ্রষ্টা-স্বরূপ), ভোগস্থান, রক্ষক, সুরূপ, স্রষ্টা, সংহর্তা, আধার, লয়স্থান,  
 বীজ (হেতু), ও অব্যয়; হে অর্জুন! আমিই উত্তাপূ দিই ও বৃষ্টি করিয়া  
 থাকি, নিগ্রহ ও উৎসর্গ করি, আমি অমৃত এবং মৃত্যু, সৎ এবং অসৎ ॥ ১৭-১৯ ॥

বেদত্রয়-বিহিত কক্ষীকুষ্ঠানকারিগণ, পাপকয়ের জন্ত আমাকেই যজ্ঞাদি  
 দ্বারা অর্চনা করত সোমপায়ী হইয়া স্বর্গাদি প্রার্থনা করে; তাহারা  
 পুণ্য সঞ্চয় করিয়া স্বর্গে ইন্দ্রাদি দেবলোকে দেব ভোগ করিয়া থাকে।—  
 আনন্দেই ভজনা করিলেও স্বর্গভোগাদি কামনা থাকায় তাহাই ভোগ  
 করিয়া থাকে ॥ ২০ ॥

তাহারা সেই বিশাল স্বর্গলোক ভোগ করত পুণ্যকর্মফল ক্ষয় হইলে

অনন্তাশ্চন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে ।

তেবাং নিত্যাক্রিয়ুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥ ২২ ॥

যেহপ্যন্তদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়াস্থিতাঃ ।

তেহপি মামেব কোন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ২৩ ॥

২ অনন্তঃ+চিস্তয়ন্তঃ+৩ মাং ১ যে জনাঃ, ৪ পর্য্যুপাসতে=উপাসনা করে, ৫ তেবাং ইত্যাদি; ৬ অহং ॥ ২২ ॥

১ যে+৩ অপি ২ অন্তদেবতা ভক্তাঃ+৫ যজন্তে ৪ শ্রদ্ধয়াস্থিতাঃ, ৭ তে+অপি ২ মাম্+এব, ৬ কোন্তেয় ! ১ঃ যজন্তি+৮ অবিধিপূর্ব্বকং ॥ ২৩ ॥

পূনরায় মর্ত্যলোকে প্রবেশ করে; এইরূপে বেদোক্ত ধর্ম্মাদি অবলম্বন-  
কারিগণ পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করত বাঞ্ছিত ফলই লাভ করে।—বেদোক্ত  
কাম্য কর্ম্মের ফলে, সুখ, স্বর্গ, ঐশ্বর্য্যাদি ভোগ হয়, এবং ভোগাবসানে  
পুনর্বার জন্ম হয় ॥ ২১ ॥

যাহারা অনন্তচিন্তে আমাকেই চিন্তা করত ভজন্য নর, সেই  
নিত্যযুক্তদিগের যোগক্ষেম, আমিই বহন করি।—ভগবদেকনিষ্ঠা-রূপ  
ঐগাহুষ্ঠানকারিগণই নিত্যযুক্ত, তাহাদের যোগ অর্থাৎ ঐ কার্য্যে আসক্তি,  
ঐকান্তিকতা প্রভৃতি, ও ক্ষেম অর্থাৎ কল্যাণ, বিঘ্ন নিবারণাদি  
ভগবানই করেন ॥ ২২ ॥

যে অন্তদেবতা-ভক্তগণ শ্রদ্ধা-পূর্ব্বক যজনা করে, সে কোন্তেয় !  
তাহারাও অবিধিপূর্ব্বক আমারই উপাসনা করে।—সমস্তই ব্রহ্মময়,  
স্রাস্তিবশে নানা রূপ মূর্ত্তির অর্চনার সেই ব্রহ্মেরই অর্চনা হয় বটে, কিন্তু ঐ  
অর্চনা বিধিপূর্ব্বক নহে। সুখ, ঐশ্বর্য্যাদির কামনা ও রূপ, ধন, যশঃ,  
শ্রদ্ধাভক্তি প্রার্থনা করিলে, ব্রহ্মপদ কর্ম্ম করিয়া পাওয়া যাইবে ? স্তম্ভরাং  
এ উপাসনা অবিধি ॥ ২৩ ॥

অহং হি সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ ।

ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে ॥ ২৪ ॥

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃণ্যন্তি পিতৃব্রতাঃ ।

ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্যাজিনোহপি মাম্ ॥ ২৫ ॥

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি ।

তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতান্ননঃ ॥ ২৬ ॥

২ অহং ১ হি, ৩ সর্বকর্তৃদ্বি; ৭ ন ৪ তু, ৬ মাং, + ৮ অভিজানন্তি, = জানে, ৫ তত্ত্বেন,  
+ ৯ ততঃ, + ১১ চ্যবন্তি = বিচ্যুত হয়; ১০ তে ॥ ২৪ ॥

২ যান্তি ১ দেবব্রতাঃ + দেবান্ ৪ পিতৃণ্ + যান্তি ৩ পিতৃব্রতাঃ; ৬ ভূতানি যান্তি,  
৫ ভূতেজ্যাঃ = ভূত পূজকগণ, + ৮ যান্তি, ৭ মদ্যাজিনঃ + অপি ৮ আমার অর্চনাকারি-  
গণও; মাম্ ॥ ২৫ ॥

২ পত্রং, পুষ্পং, ফলং, তোয়ং = জল, ১ যঃ + মে, ৩ ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি = ভক্তি  
সহকারে দেয়; ৬ তৎ + ৪ অহং, ৭ ভক্ত্যুপহৃতম্ + অশ্নামি = ভক্তিপূর্বক প্রদত্ত (দ্রব্য)  
আহার (গ্রহণ) করি; ৫ প্রযতান্ননঃ = সংযতান্নর ॥ ২৬ ॥

আমিই সর্বযজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু, আমাকে দ্ব্যর্থরূপে জানে না  
বলিয়াই পুনরাবর্তিত হইয়া থাকে।—তিনি সর্বময় হইলেও তাঁহার বিভিন্ন  
ভাবে অর্চনায় ভোগাবুসানে পুনর্জন্ম হয় ॥ ২৪ ॥

দেবার্চনাকারিগণ দেবলোকেই গমন করে, পিতৃর্চনাকারিগণ  
পিতৃলোকেই গমন করে, এবং ভূভার্ককগণ ভূতলোকেই প্রাপ্ত হয়, আর আমার  
উপাসকগণ আমাকেই প্রাপ্ত হন ॥ ২৫ ॥

যে আমাকে ভক্তিপূর্বক পত্র, পুষ্প, ফল ও বারি দান করে, যত্নবান্নর  
ভক্তিপ্রদত্ত সেই সমস্ত আমি গ্রহণ করি ॥ ২৬ ॥

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদ্যসি<sup>১</sup> যৎ ।

• যতপস্যসি কোন্তেয় তৎকুরুষ মদর্পণম্ ॥ ২৭ ॥

শুভাশুভফলৈবেবং মোক্ষ্যসে কৰ্মবন্ধনৈঃ ।

সন্ন্যাসযোগযুক্তান্না বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি ॥ ২৮ ॥

সমোহং সৰ্বভূতেষু ন মে হেযোস্তি ন প্রিয়ঃ ।

যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ॥ ২৯ ॥

২ যদাদি, জুহোষি=হোমকর; ১ কোন্তেয়! ৩ তৎ, ৫ কুরুষ=কর, ৪ মদর্পণ  
=আমাকে অর্পণ ॥ ২৭ ॥

৩ শুভাশুভ ফলৈঃ+১ এবং ৫ মোক্ষ্যসে, ৪ কর্মবন্ধনৈঃ ২ সন্ন্যাসযোগযুক্তান্না :  
বিমুক্তঃ+মাম্+উপৈষ্যসি=মুক্ত হইয়া আমাকে পাইবে ॥ ২৮ ॥

৩ সমঃ+১ অহং, ২ সৰ্বভূতেষু, ৫ ন মে, ৬ হেযোস্তি; ৭ ন প্রিয়ঃ, ১০ যে  
১২ ভজন্তি, ১৩ তু ১১ মাং ভক্ত্যা, ১৪ ময়ি, ১৩ তে ১৫ তেষু ১৬ চ+অপি  
+১৫ অহং ॥ ২৯ ॥

হে কোন্তেয়! যে কর্ম্য করিবে, বাহা ভোজন করিবে, যে আহুতি  
দিবে, বাহা দান করিবে, এবং যে তপস্তা করিবে, তৎসমুদয়ই আমাতে  
অর্পণ করিবে।—সমস্ত কর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ কর, তাহা হইলে, তাহার ফল  
ভোগ করিবে না ॥ ২৭ ॥

এইরূপে শুভাশুভ-ফলরূপ কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত, ও সন্ন্যাস  
যোগযুক্তান্না হইয়া বিমুক্তভাবে আমাকেই প্রাপ্ত হইবে ॥ ২৮ ॥

আমি সৰ্বভূতেই সমান, আমার প্রিয় বা হেযা কিছুই নাই; আমাকে  
বাহারা ভক্তিপূর্বক ভজনা করেন, তাহারা আমাতে এবং আমিও সেই  
সকল ব্যক্তিতে থাকি।—যদিও আমি সৰ্বভূতে সমভাবে ব্যাপ্ত, কিন্তু  
বাহার আত্মজ্ঞান নাই, সে যে ভাবে আমাকে দেখে, তদভিমানী হইয়া

অপি চেৎ স্ফুটরাচারো ভজতে মামনন্ত্যভাক্ ।

সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যখ্যাবসিতো হি সঃ ॥ ৩০ ॥

ক্ষিপ্ৰং ভবতি ধৰ্ম্মাত্মা শঙ্কচ্ছাস্তিঃ নিগচ্ছতি ।

কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥ ৩১ ॥

২ অপি, ১ চেৎ স্ফুটরাচারঃ + ৫ ভজতে ৪ মাম্, ৩ অনন্ত্যভাক্ = অপরকে ভজনা না করিয়া, ৭ সাধুঃ + এব ৬ সঃ, + ৮ মন্তব্যঃ = জ্ঞেয়, ১ সম্যক্ + ব্যবসিতঃ = যথার্থ অনুষ্ঠানকারী + ২ হি সঃ ॥ ৩০ ॥

১ ক্ষিপ্ৰং = দীর্ঘ, ৭ ভবতি, ধৰ্ম্মাত্মা ৪ শব্দঃ + শাস্তিঃ নিগচ্ছতি = অচলা শাস্তি পাত করে; ৫ কৌন্তেয়! ২ প্রতিজানীহি = প্রতিজ্ঞা করিতে পায়; ৭ ন, ৬ মে ভক্তঃ, ৮ প্রণশ্যতি ॥ ৩১ ॥

তড়াবই প্রাপ্ত হয়; ব্রহ্মনিষ্ঠ এবং ভক্তিপূৰ্ব্বক তৎপরায়ণ হইলে, ব্রহ্মলুপায় দিব্য জ্ঞান হইবে। ঐকান্তিকতা থাকিলে ভগবান্ ত্যাগ করেন না ॥ ২৯ ॥

যদি অত্যন্ত ছরাচার ব্যক্তিও অনন্ত-ভজনশীল হইয়া আমার ভজনা করে, তাহা হইলে সেও সাধু বলিয়া গণ্য, কারণ তাহার অনুষ্ঠান প্রকৃত পথাবলম্বী।—ছরাচার কৃষ্ণিও একান্ত ভক্তির সহিত “ভগবানের ভজনা করিলে অঁচিরেই তাহার পূৰ্ব্বহুষ্টি মোচন হয় কিন্তু অবিধিপূৰ্ব্বক পুণ্যানুষ্ঠানকারী মুক্ত হয় না ॥ ৩০ ॥

(সে) সৰ্ব্বেরই ধৰ্ম্মাত্মা হইয়, এবং নিত্য শাস্তি প্রাপ্ত হয়; হে কৌন্তেয়! আমার ভক্ত যে বিনষ্ট হয় না সে বিষয় তুমিও স্বীকার কর।—ভক্ত মাত্রই একথা জানে ॥ ৩১ ॥

মাং হি পার্থ ব্যাপাশ্রিত্য যেহপি স্ত্যঃ পাপযোনয়ঃ ।  
 স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথাশূদ্রাস্তেহপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥  
 কিং পুনরাক্ষীযাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা ॥ ৩২ ॥  
 অনিত্যমস্বখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্ ॥ ৩৩ ॥  
 মন্যনা ভব মদুত্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু ।  
 মামৈরেষ্যসি যুতৈঃ সমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥ ৩৪ ॥

ইতি রাজবিদ্যা রাজগুহ যোগো নাম

নবমোহধ্যায়ঃ ।

২ মাং, হি, ১ পার্থ !, ৩ ব্যাপাশ্রিত্য = শরণাগত হইয়া, যে + অপি, ৫ স্ত্যঃ ৪ পাপ-  
 যোনয়ঃ, ৬ স্ত্রিয়ঃ + বৈশ্যঃ + তথা শূদ্রাঃ + তে + অপি ৮ যান্তি, ৭ পরাং গতিং ;  
 ৯ কিমাদি । ১০ অনিত্যং ১১ অস্বখং লোকং + ১০ ইমং ১২ প্রাপ্য, ১৩ ভজস্ব,  
 ১৩ মাম্ ॥ ৩২-৩৩ ॥

১ মন্যনাঃ + ৩ ভব ২ মদুত্তঃ + মদ্যাজী, ৪ মাং নমস্কুরু ; ৫ মাম্ + এব + এতাসি =  
 আমাকেই পাইবে ; ৮ যুতৈঃ + ১১ এবং + ৬ আত্মানং ৫ মৎপরায়ণঃ ॥ ৩৪ ॥

ইতি নবমোহধ্যায়ঃ ।

হে পার্থ ! ব্রাহ্মণ, পুণ্যবান, ভক্ত এবং রাজর্ষিদিগের কথা কি, যাহারা  
 পাপবংশসম্মত, অথবা স্ত্রীলোক, বৈশ্য কিংবা শূদ্র, তাহারাও আমাকে  
 আল্লায় করত পরমাগতি লাভ করে। অনিত্য এবং অস্বখকর সংসারে  
 আসিয়া আমাকেই ভজনা কর ॥ ৩২-৩৩ ॥

মদগতিচিন্ত, মদুত্ত, ও অ্যুমার উপাসক হও এবং আমাকেই নমস্কার  
 কর, মৎপরায়ণ হইয়া আপনাকে এইরূপে নিযুক্ত করিলে আমাকেই প্রাপ্ত  
 হইবে ॥ ৩৪ ॥

ইতি রাজগুহযোগনামক নবম অধ্যায় ।



## দশম অধ্যায়।

শ্রীভগবানুবাচ ।

ভূয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ ।

যত্তেহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাময়ো ॥ ১ ॥

ন মে বিদ্বঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ ।

অহমাদিহি দেবানাং মহর্ষীণাং চ সর্বশঃ ॥ ২ ॥

যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্ ।

অসংমুঢ়ঃ স মর্ত্যেষু সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৩ ॥

২ ভূয়ঃ+এব=পুনরায়, ১ মহাবাহো ! ৫ শৃণু=শুন, ৩ মে ৪ পরমং বচঃ, ৬ যৎ+  
১০ তে+৭ অহং ৯ প্রীয়মাণায় ১১ বক্ষ্যামি ৮ হিতকাময়ো ॥ ১ ॥

৩ ন ১ মে ৬ বিদ্বঃ ৪ সুরগণাঃ ২ প্রভবং ৫ ন মহর্ষয়ঃ, ৮ অহং+১১ আদিঃ+৭ হি  
১০ দেবানাং মহর্ষীণাং+৮ ৯ সর্বশঃ ॥ ২ ॥

৭ ১ যঃ+মাম্+অজম্+অনাদিম্+৮=যে আমাকে জন্ম-রহিত এবং আদি-রহিত ;  
৩ বেত্তি=জানে, ২ লোকমহেশ্বরম্, ৫ অসংমুঢ়ঃ, ৬ সঃ+মর্ত্যেষু=সে মনুষ্য মধ্যে,  
৩ সর্বাদি ॥ ৩ ॥

হে মহাবাহো ! তুমি প্রীত হইতেছ বলিয়া, তোমার হিতার্থ বাহা  
বলিতেছি, আমার সেই পরম বাক্য পুনরায় শ্রবণ কর ॥ ১ ॥

আমার আবির্ভাব বা কৃত্যাদি দেবগণ ও মহর্ষিরাও জানেন না  
যেহেতু আমি সর্বপ্রকারেই দেবগণ ও মহর্ষিগণের আদি-ভূত ॥ ২ ॥

যে আমাকে জন্ম ও আদি বিহীন, ও লোক-মহেশ্বর বলিয়া জানে,

বুদ্ধি জ্ঞানমসংমোহঃ ক্রমা সত্যং দমঃ শমঃ ।

স্বখং দুঃখং জন্মবোধো ভয়ং চাভয়মেব চ ॥ ৪ ॥

অহিংসা সমতা তৃষ্টিস্তপো দানং যশোহবশঃ ।

ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্ধিধাঃ ॥ ৫ ॥

মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্বে চত্বারো মনবস্তথা ।

মদ্ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ ॥ ৬ ॥

১ বুদ্ধিরিত্যাদি ; ২ ভবন্তি, ৩ ভাবাঃ+২ ভূতানাং ; ৪ মত্তঃ+এব=আমা হইতেই ;  
৫ পৃথগ্ধিধাঃ=ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি ॥ ৪-৫

৬ মহর্ষয়ঃ সপ্ত, পূর্বে, চত্বারঃ=চারি জন পুরাণ পুরুষ, তথা মনবঃ ॥ ৬ ॥

সে ব্যক্তি পৃথিবীতে মোহাচ্ছন্ন হয় না, এবং সমগ্র পাপ হইতে মুক্ত হয় ॥ ৩ ॥

বুদ্ধি, জ্ঞান, অসংমোহ, ক্রমা, সত্য, দম ( লুপ্তম ), শম ( শাস্তি ), স্বখ, দুঃখ, জন্ম, মৃত্যু, ভয়, ও অভয় ; অহিংসা, সমতা, তৃষ্টি, তপঃ, দান, বশ ও অবশ প্রভৃতি প্রাণিগণের বিভিন্ন রূপ ভাব-সমূহ আমা হইতেই হয় ॥ ৪-৫ ॥

সপ্ত মহর্ষি, তৎপূর্বে চারিজন, ও মহাগণ, যাহাদিগের হইতে এই মানবসমূহ উৎপন্ন হইয়াছে, তাঁহারা সকলে আমারই ভাব, ও মানস-জাত। সপ্তর্ষি—মরীচি, অত্রি, জম্বিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ । মনবদি পূর্বে চারিজন । স্বায়ংভূবাদি তুর্দশ মহু ; বর্তমান যুগের বৈবস্বত মহু ( ৭ম ) ॥ ৬ ॥

এতাং বিভূতিং যোগং চ মম যো'বেত্তি তত্ত্বতঃ ।

সৌহবিকল্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭ ॥

অহং সর্বশ্চ প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে ।

ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমর্থিতাঃ ॥ ৮ ॥

মচ্ছিত্তা মদগতপ্রাণা রোধয়ন্তঃ পরম্পরম্ ।

কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমান্ত চ ॥ ৯ ॥

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং শ্রীতিপূর্বকম্ ।

দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযাস্তি তে ॥ ১০ ॥

\* ৩ এতাং বিভূতিং যোগম্+চ, ২ মম, ১ যঃ+৫ বেত্তি ৪ তত্ত্বতঃ ॥ ৭ ॥

১ অহমাদি—; ৪ ইতি মত্বা—ইহা বুঝিয়া, ৬ ভজন্তে, ৫ মাং; ৩ বুধাঃ+২ ভাব সমর্থিতাঃ=শ্রীতিযুক্ত মহাধিগণ ॥ ৮ ॥

১ তেবাং সতত যুক্তানাং, ৩ ভজতাম্, ২ শ্রীতিপূর্বকং ৬ দদামি, ৫ বুদ্ধিযোগং ৮ তং ৭ যেন, ৯ মাম্+উপযাস্তি=আমাকে পায়; ৮ তে ॥ ১০ ॥

যিনি তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা আমার এই সকল বিভূতি ও যোগ জানেন; ইহা সংসারে তিনিই নিরীকল্প সমাধিযুক্ত, তাহাতে সন্দেহ নাই।—বিকল্প বোধ থাকিতে তত্ত্বজ্ঞান, অর্থাৎ ষথার্থ-রূপে ব্রহ্মের স্বরূপানুভাব হয় না; তত্ত্বজ্ঞানে জানাই, অপরোক্ষ জ্ঞান ॥ ৭ ॥

আমিই সকলের উপপত্তি স্বরূপ, এবং সমগ্রই আমি হইতে প্রবর্তিত, যিবেকী ব্যক্তিগণ ইহা জানিয়া, আমাকে শ্রীতিপূর্বক ভজনা করেন ॥ ৮ ॥

মচ্ছিত্তা, মদগত-প্রাণ, পরস্পরকে জ্ঞানোপদেশকারী, নিয়ত মৎকথ্য-আলাপকারী, আমাতেই তুষ্ট ও রত থাকেন ॥ ৯ ॥

সেই নিত্যযুক্ত, ও শ্রীতিপূর্বক ভজনাকারীদিগকে আমি বুদ্ধিযোগ

তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ ।

নাশয়াম্যাত্মতাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥ ১১ ॥

অৰ্জুন উবাচ ।

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্ ।

পুরুষং শাস্ত্রতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভূম্ ॥ ১২ ॥

আহুস্তামৃষয়ঃ সৰ্বে দেবর্ষিনারদন্তথা ।

অসিতো দেবলো ব্যাসিঃ স্বয়ং চৈব ব্রবীষি মে ॥ ১৩ ॥

২ তেষাম্+এব+অনুকম্পার্থম্+১ অহম্+৩ অজ্ঞানজং তমঃ ৭ নাশয়ামি,+৪ আত্ম-  
জ্ঞানহঃ+৬ জ্ঞানদীপেন, ৫ ভাস্বতা=উজ্জ্বল ॥ ১১ ॥

২ পরমাদিঃ ৪ পবিত্রং ৬ পরমং ১ ভবান্ ৩ পুরুষং ৫ শাস্ত্রতং দিব্যং+৭ অাদিদেবাদি,  
১৩ আহঃ ৮ ত্বাম্+১০ ঋষয়ঃ ৯ সৰ্বে+১১ দেবর্ষিঃ+নারদঃ+তথা, ১২ অসিতঃ+  
দেবলঃ+ব্যাসিঃ, ১৪ স্বয়ম্+চ+এব, ১৬ ব্রবীষি ১৫ মে ॥ ১২-১৩ ॥

দিয়া থাকি, তদ্বারা তাহারা আমাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে।—পূৰ্বে  
বলা হইয়াছে, যে ভক্ত, ভগবদনুকম্পায় স্বতঃ জ্ঞানলাভ করে ॥ ১০ ॥

আমি তাহাদিগকে অনুগ্রহ করিয়াই তাহাদের স্বাভাবিক অজ্ঞান-  
জনিত তমঃ, উজ্জ্বল জ্ঞানালোক দ্বারা, বিনাশ করি ॥ ১১ ॥

অৰ্জুন কহিলেন ;—তুমি পরব্রহ্ম, পরমাত্মদ, পরম পবিত্র, নিত্যপুরুষ,  
জ্যোতির্শ্রয়, আদিদেব, জগদ্রহিত, এবং বিভূ ॥ ১২ ॥

নারদাদি সমগ্র ঋষিগণ, অসিত দেবল ও ব্যাস সকলে তোমাকেই  
উক্ত রূপে বর্ণনা করেন, এবং তুমি স্বয়ংও তাহা আমাকে  
বলিলে ॥ ১৩ ॥

সর্বমেতদুতং মন্ত্রে যশ্মাং বদসি কেশব ।

নহি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিদুর্দেবা নন্দানকাঃ ॥ ১৪ ॥

স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেথ ত্বং পুরুষোত্তম ।

ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে ॥ ১৫ ॥

বক্তুর্মহিশ্রুশেষেণ দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ ।

যাভির্বিভূতিভিলোকানিমাংস্ত্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি ॥ ১৬ ॥

৬ সর্বক+৫ এতৎ, +৭ স্বতং মন্ত্রে=সত্য মনে করি; ৩ যশ্ম+২ মাং, ৪ বদসি=বলিতেছে; ১ কেশব! ২ ন হি, ১১ তে, ৮ ভগবন্! ১২ ব্যক্তিং বিদুঃ=প্রকাশ জানে; +১০ দেবঃ+ন দানবাঃ ॥ ১৪ ॥

৪ স্বয়মাদি; বেথ=জান, ৩ স্ব+২ পুরুষোত্তম! ১ ভূতভাবনাদি ॥ ১৫ ॥

৩ বক্তুর্মহি+অহিসি=বলিবার যোগ্য হও, +২ অশেষেণ=সর্বতোভাবে ১ দিব্যাঃ+হি+আত্মবিভূতয়ঃ, ৫ যাভিঃ+বিভূতিভিঃ+৭ লোকান্+৬ ইমান্ ৪ ত্বং ৮ ব্যাপ্য তিষ্ঠসি ॥ ১৬ ॥

হে কেশব! আমাকে বাহ্য বলিলে, সমস্তই যথার্থ মনে হইতেছে; ভগবন্! দেবগণ, বা দানবগণ কেহই তোমার প্রকাশ সম্যক অবগত নহে ॥ ১৪ ॥

হে পুরুষোত্তম! ভূতভাবন ভূতপতে! দেবদেব জগৎপতে! তুমি স্বয়ং আত্মা দ্বারাই আপনাকে জান ॥ ১৫ ॥

তুমি যে 'বিভূতিসমূহে এই লোকসমূহ ব্যাপিয়া আছ' সেই দিব্য আত্মবিভূতিসমূহ আমাকে বিশেষ করিয়া বল।

ভগবান্ যে ভাবে বিশ্বময় হইয়া রহিয়াছেন, সেই ভাবের কথা বল। ইহা পূরোক্ত জ্ঞান, পরে একাদশ অধ্যায়ে সেই রূপ দর্শন অর্থাৎ অপরোক্ত জ্ঞান হইবে ॥ ১৬ ॥

কথং বিদ্যামহং যোগিংস্বাং সদা পরিচিস্তয়ন ।

কেষু কেষু চ ত্যক্তে চিস্ত্যসি ভগবন্ময়া ॥ ১৭ ॥

বিস্তরেণাত্মনো যোগং বিভূতিং চ জনাৰ্দ্দন ।

ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তির্হি শৃণুতো নাস্তি মেহমৃতম্ ॥ ১৮ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

হস্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ ।

প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্ত মে ॥ ১৯ ॥

৪ কথং=কিরূপে, ৬ বিদ্যাম্=জানিতে পারি, +২ অহং, ১ যোগিন্ । ৩-৩ স্বাং ।  
সদা পরিচিস্তয়ন, ২ কেষু কেষু ৭ চ ১০ ভাবেষু, ১২ চিস্ত্যঃ+অসি ৮ ভগবন্ম-  
য়া ১১ ময়া ॥ ১৭

১ বিস্তরেণাদি ; কথয়=বল ; ৫ তৃপ্তিঃ+হি, ৩ শৃণুতঃ+৬ নাস্তি ৪ মে+  
অমৃতম্ ॥ ১৮ ॥

১ হস্ত ! ৩ তে, ৮ কথয়িষ্যামি=বলিব, ৫ দিব্যাঃ+৪ হি+৬ আত্মবিভূতয়ঃ,  
প্রাধান্যতঃ ২ কুরুশ্রেষ্ঠ ! ১২ নাস্তি+১১ অন্তঃ+১০ বিস্তরস্ত ৩ মে ॥ ১৯ ॥

হে যোগী ! আমি সর্বদা কিরূপে এবং কোন্ কোন্ ভাবে চিন্তা করত  
তোমাকে জানিতে পারিব ? ॥ ১৭ ॥

হে জনাৰ্দ্দন ! আত্মযোগ ও বিভূতি সমুদয় বিস্তারে বলুন, অমৃত  
বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার তৃপ্তি হইতেছে না ॥ ১৮ ॥

শ্রীভগবানু কহিলেন ;—হে কুরুশ্রেষ্ঠ ! আমার বিভূতি বিস্তার ও অনন্ত,  
তন্মধ্যে প্রধান প্রধাম কতকগুলি তোমাকে বলিতেছি ;—“প্রাধান্যতঃ”  
কথাটি স্মরণ রাখিতে হইবে । ভগবানু আদিত্যের মধ্যে বিষ্ণু দেবের  
মধ্যে ইন্দ্র, ইত্যাदि বলার, অস্তগুলি কি তৎস্বরূপ নহে ? তাহা নয়,

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ ।

অহমাদিশ্চ মধ্যং চ ভূতানামস্ত এব চ ॥ ২০ ॥

আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রুবিরংশুমান্ ।

মরীচির্মরুতামগ্নি নক্ষত্রোগামহং শশী ॥ ২১ ॥

বেদানাং সাংমবেদোহস্মি দেবানামগ্নি বাসবঃ ।

ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামগ্নি চেতনা ॥ ২২ ॥

রুদ্রাণাং শকরশ্চাস্মি বিভেশো যক্ষরক্ষসাম্ ।

বসূনাং পাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণামহম্ ॥ ২৩ ॥

‘ ২ অহম্+৪ আত্মা ১ গুড়াকেশ ।=হে জিতনিদ্র ! ৩ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ=সর্ব জীবের মধ্যে অবস্থিত ; ৫ অহম্+৭ আদিঃ+৮ মধ্যং+৮ ৬ ভূতানাং+৮ অন্তঃ+এব চ ॥ ২০ ॥

অহম্ আদিত্যানামিত্যাदि, জ্যোতিষাং=জ্যোতিষ্কগণের মধ্যে ॥ ২১ ॥

বিভেশঃ=ধনাধিপতি কুবের ॥ ২৩ ॥

সকলই তিনি । তর্ক তন্মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকটির নামোল্লেখ করা হইল মাত্র । ফলতঃ সর্ববেদ, সর্বদেব ইত্যাদি সকলই ‘তিনি ॥ ১৯ ॥

হে গুড়াকেশ ! আমি সর্বভূতের অন্তঃস্থ, আমি ভূতগ্রামের আদি, মধ্য, ও অন্ত ॥ ২০ ॥ আমি আদিত্যগণের মধ্যে বিষ্ণু, জ্যোতিষ্মানগণের মধ্যে কিরণমালী সূর্য্য, মরুৎগণের মধ্যে মরীচি, নক্ষত্রগণের মধ্যে চন্দ্র ॥ ২১ ॥ বেদত্রয়ের মধ্যে আমি সাংমবেদ, দেবগণের মধ্যে বাসবও আমি, ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে মন, ও ভূতগণের চেতনা-স্বরূপ ॥ ২২ ॥ আমি রুদ্রগণের মধ্যে শকর, ও যক্ষরাক্ষসগণের মধ্যে ধনাধিপতি কুবের বসুগণের মধ্যে আমি অগ্নি ও গিরিমধ্যে মেরু ॥ ২৩ ॥

পুরোধসাং চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্ ।  
 সেনানীনাং হং কন্দঃ সরসামগ্নি সাগরঃ ॥ ২৪ ॥  
 মহর্ষীণাং ভৃগুরহং পিরামশ্চ্যোকমক্ষরম্ ।  
 যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোহগ্নি স্বাবরাণাং হিমালয়ঃ ॥ ২৫ ॥  
 অশ্বখঃ সর্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীণাং চ নারদঃ ।  
 গন্ধর্ব্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ ॥ ২৬ ॥  
 উচৈঃ শ্রবসমশ্চাম্মং বিদ্ধি মামমৃতোত্তবম্ ।  
 ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাং চ নরাধিপম্ ॥ ২৭ ॥

১০ পুরোধসাম্ + ৮ মুখ্যং = এবং পুরোহিতগণের মধ্যে প্রধান, ২ মাং ৫ বিদ্ধি, ১ পার্থ !  
 ৪ বৃহস্পতিম্, ৭ সেনানীনাং ১৬ অহং, ৮ কন্দঃ = কার্ত্তিকের, ৯ সরসাম্ = জলাশয়ের মধ্যে  
 + ১১ অগ্নি, ১০ সাগরঃ ॥ ২৪ ॥

গিরাং = বাক্য সকলের মধ্যে ; একাক্ষর ওঁকার ॥ ২৫ ॥

৪ উচৈঃ শ্রবসম্ + ২ অশ্বখঃ ৫ বিদ্ধি, ১ মাম্ + ৩ অমৃতোত্তবম্ ॥ ২৭ ॥

হে পার্থ । আমাকে পুরোহিতগণের মধ্যে প্রধান বৃহস্পতি বলিয়া  
 জানিবে ; সেনানীগণের মধ্যে আমি কার্ত্তিকের ও জলাশয়ের  
 মধ্যে সাগর ॥ ২৪ ॥ আমি মহর্ষীগণের মধ্যে ভৃগু, বাক্য মধ্যে  
 একাক্ষর (ওঁকার), যজ্ঞ মধ্যে জপযজ্ঞ, স্বাবর মধ্যে হিমালয় ॥ ২৫ ॥  
 বৃক্ষসমূহ মধ্যে অশ্বখ ও দেবর্ষী মধ্যে নারদ ; গন্ধর্ব্ব মধ্যে  
 চিত্ররথ ও সিদ্ধগণ মধ্যে কপিলমুনি ॥ ২৬ ॥ অশ্ব মধ্যে আমাকে  
 অমৃতোত্তব উচৈঃ শ্রবা, গজেন্দ্র মধ্যে ঐরাবত ও মানব মধ্যে নরপতি  
 বলিয়া জানিবে ॥ ২৭ ॥



আয়ুধানামহং বজ্রং ধেনুনামগ্নি কামধুক ।  
 প্রজনশ্চাগ্নি কন্দর্পঃ সর্পাণামগ্নি বায়ুকিঃ ॥ ২৮ ॥  
 অনন্তশ্চাগ্নি নাগানাং বরুণো যাদস্যামহম্ ।  
 পিতৃণামৰ্যমা চাগ্নি যমঃ সংযমতামহম্ ॥ ২৯ ॥  
 প্রহ্লাদশ্চাগ্নি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহম্ ।  
 যুগাণাং চ যুগেন্দ্রোহহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্ ॥ ৩০ ॥  
 পবনঃ পবতামগ্নি রামঃ শস্ত্রভূতামহম্ ।  
 ঋষাণাং মকরশ্চাগ্নি শ্রোতসামগ্নি জাহবী ॥ ৩১ ॥  
 সর্গাণামাদিরন্তশ্চ মধ্যং চৈবাহমর্জ্জুন ।  
 অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং বাদঃ প্রবদতামহম্ ॥ ৩২ ॥

পবতাং = বিদ্রকারিগণের মধ্যে ; রামঃ = ভার্গব ; ঋষাণাং = মন্ত্ৰগণের মধ্যে ॥ ৩১ ॥

অস্ত্র মধ্যে আমি বজ্র, ও ধেনু মধ্যে কাম-ধেনু, উৎপত্তি-হেতুর  
 মধ্যে কন্দর্প ও (বিষাক্ত) সর্পগণ মধ্যে বায়ুকিও আমি ॥ ২৮ ॥  
 (বিন্দহীন) দাগগণের মধ্যে আমি অনন্ত, ও স্রোদাগণের মধ্যে  
 আমিই বরুণ ! পিতৃগণের মধ্যে অৰ্য্যমা (রাজা), সংযমিগণের মধ্যে  
 যম ॥ ২৯ ॥ দৈত্যগণের মধ্যে প্রহ্লাদ ও সংযাকারী মধ্যে কাল ; আমি  
 পশুগণের মধ্যে সিংহ ও পক্ষিগণের মধ্যে গরুড় ॥ ৩০ ॥ পবনের মধ্যে  
 আমি বায়ু, ও অস্ত্রধারিগণের মধ্যে রাম, মন্ত্ৰাধির মধ্যে আমি মকর,  
 এবং শ্রোতস্বতী মধ্যে জাহবী ॥ ৩১ ॥ হে অর্জুন ! সৃষ্টি মধ্যে আমি  
 আদি, অন্ত, ও মধ্য ; বিজ্ঞা মধ্যে অধ্যাত্ম বিজ্ঞা, এবং বাদিগণের ভাব-  
 নিক্রপার্থ কখন নামক বাদ ॥ ৩২ ॥

অক্ষরাণামক্সরোহস্মি দ্বন্দ্বঃ সামাসিকশ্চ চ ।

অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাহং বিশ্বতোমুখঃ ॥ ৩৩ ॥

মৃত্যুঃ সর্বহরশ্চাহমুদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতাম্ ।

কীর্তিঃ শ্রীর্বাক্চ নারীণাং স্মৃতির্মেধা ধৃতিঃ ক্রমা ॥ ৩৪ ॥

বৃহৎসাম তথা সান্নাং গায়ত্রী ছন্দসামহম্ ।

মাসানাং মার্গশীর্ষোহমৃতুনাং কুসুমাকরঃ ॥ ৩৫ ॥

দ্যুতং ছলয়তামস্মি তেজস্তুজস্বিনামহম্ ।

জয়োহস্মি ব্যবসায়োহস্মি সত্যং সত্যবীতামহং ॥ ৩৬ ॥

বৃক্ণীনাং বাহুদেবোহস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ ।

মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনা কবিঃ ॥ ৩৭ ॥

সান্নাং = সামবেদগণের মধ্যে ; মার্গশীর্ষঃ = অগ্রহারণ ; কুসুমাকরঃ = ~~কুমার~~ ॥ ৩৫ ॥

অক্ষরের মধ্যে আমি, অকার, সমাস মধ্যে দ্বন্দ্ব সমাস, 'আমিই' অক্ষর কাল ও বিশ্বতোমুখ ধাতা ॥ ৩৩ ॥ আমি সর্ব-সংহত মৃত্যু, ও ভবিষ্যতের উদ্ভব ; এবং নারীগণের মধ্যে, কীর্তি, শ্রী, বাক্, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি ও ক্রমা ।—এই সপ্তগুণ, দেবী স্বরূপে উক্ত ; ইহাদের আভাসমাত্র যুক্ত হইলে ত্রোকে আপনাকে কৃতার্থ মনে করে ॥ ৩৪ ॥ সামবেদ মধ্যে 'আমি' (মোক্ষ প্রতিপাদক) বৃহৎসাম নামক প্রধানংশ, এবং ছন্দগণের মধ্যে গায়ত্রীছন্দ ; মাস মধ্যে অগ্রহারণ, এবং ঋতু মধ্যে ব্রস্মত ॥ ৩৫ ॥ ছলকারীদিগের মধ্যে দ্যুত, ও তেজস্বিগণের তেজ, আমিই জয়, আমিই ব্যবসায়, এবং সত্যবান্গণের আমি সত্য ॥ ৩৬ ॥ আমি বৃক্ণ মধ্যে বাহুদেব ও পাণ্ডবগণ মধ্যে ধনঞ্জয়, মুনীগণের মধ্যে আমি

দণ্ডো দময়তামস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাম্ ।

মৌনং চৈবাস্মি গুহ্যানাং জ্ঞানং জ্ঞানবক্তামহম্ ॥ ৩৮ ॥

যচ্চাপি সৰ্ব্ভূতানাং বীজং তদহমর্জ্জুন ।

ন তদস্তি বিনা যৎস্থান্ময়া ভূতং চরাচরম্ ॥ ৩৯ ॥

নাস্তোহস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরস্তপ ।

এষ ভূদেশতঃ প্রোক্তো বিভূতের্কিস্তরো ময়া ॥ ৪০ ॥

যদ্বাচিভূতিমৎসত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বাণ ।

তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোংশসম্ভবম্ ॥ ৪১ ॥

৪ ন+৩ অন্তঃ+৫ অস্তি, ২ মমাদি, ১ পরস্তপ! ৬ এষঃ+তু,+১০ উদ্দেশ্যতঃ  
প্রোক্তঃ+৮ বিভূতেঃ+৯ বিস্তরঃ=বিস্তার,+৭ ময়া ॥ ৪০ ॥

১ যদাদি উর্জিতং=অতিশয় প্রভাব সম্পন্ন; ৩ তত্ত্বং+এব,+৫ অবগচ্ছ=জানিবে,  
২ ত্বং ৪ মম তেজঃ+অংশসম্ভবঃ ॥ ৪১ ॥

ব্যাস, ও কবিগণের মধ্যে শুক্রাচার্য্য ॥ ৩৭ ॥ দমনকারিগণের মধ্যে আমিই  
দণ্ড, এবং জয়েচ্ছুগণের নীতি, গুহ্য মধ্যে মৌন ও জ্ঞানিগণের  
জ্ঞান ॥ ৩৮ ॥ যাহা সৰ্ব্ভূতের বীজ-স্বরূপ, তাহাও আমি; চরাচর  
मध्ये এমনত কিছুই নাই, যাহা মৎস্বরূপ নহে ।—এইপ্রকার অপ্রতিদ্বন্দ্ব  
হইল, যে তিনি ভিন্ন আর কিছুই নাই ॥ ৩৯ ॥

হে পরস্তপ! আমার দিব্য বিভূতি সমুদয়ের অন্ত নাই; আমার  
বিস্তর বিভূতির অংশ মাত্র ঈতামাকে বলিলাম ॥ ৪০ ॥

এই অর্থ-সম্বন্ধিত, শ্রীযুক্ত ও প্রভাষ-বিশিষ্ট, যেরূপ কোন বস্তুজাত, সমগ্রই  
আমার তেজোংশ সম্ভূত বলিয়া জানিবে ॥ ৪১ ॥

অথবা বহ্নৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবাজ্জুন ।

বিকটভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥ ৪২ ॥

ইতি বিভূতিযোগোন্মাদ দশমোহধ্যায়ঃ ।

১ অথবা, ৫ বহ্না + ৬ এতেন, ৭ কিং ৬ জ্ঞাতেন, ৩ তব + ২ অজ্জুন ! ১১ বিকটভ্যা  
= ধারণ করতঃ + ৮ অহং + ইদং কৃৎস্নম্ + ১০ একাংশেন, ১২ স্থিতঃ + ৯ জগৎ ॥ ৪২ ॥

ইতি দশম অধ্যায় ।

অথবা হে অজ্জুন ! এ সকল তোমার অধিক জ্ঞানিবার অবশ্যক  
কি ? আমি এই সমগ্র বিশ্ব একাংশে ধারণ করিয়া আছি।—এই সমগ্র  
ব্যক্ত ভাবাপন্ন বিশ্ব ব্রহ্মের পাদাংশ মাত্র ॥ ৪২ ॥\*

ইতি বিভূতিযোগ-নামক দশম অধ্যায় ।

## একাদশ অধ্যায় ।

অৰ্জুন উবাচ ।

মদনুগ্রহায় পরমং গুহমধ্যাত্মসংজিতম্ ।

যত্বযোক্তং বচস্তেন মোহোহয়ং বিগতো মম ॥ ১ ॥

ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তরশো ময়া ।

তত্ত্বঃ কমলপত্রাক্ষ মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্ ॥ ২ ॥

১ মদনুগ্রহায় : ১ গুহাদি, ৩ যৎ+১ ভয়া+৩ উক্তং ৫ বচঃ+৭ তেন ১০ মোহঃ+  
৯ অয়ং ১১ বিগতঃ+৮ মম ॥ ১ ॥

১ ভব+অপ্যয়ৌ=সৃষ্টি ও প্রলয় ; হি, ৩ ভূতানাং ২ শ্রুতৌ ৮ বিস্তরশঃ+৭ ময়া ,  
১০ তত্ত্বঃ = তোমা হইতে, ১ কমল-পত্রাক্ষ ! ৩ মাহাত্ম্যম্ + অপি ৫ চ +  
অব্যয়ম্ ॥ ২ ॥

অৰ্জুন কহিলেন ;—আপনি আমার প্রতি কৃপা করত যে পরম গুহ  
অধ্যাত্মবিষয়ক বিবয়ক কথা বলিলেন, তদ্বারা আমার মোহ বিগত  
হইল ॥ ১ ॥

হে কমল-পত্রাক্ষ ! ভূতসমূহের সৃষ্টি ও প্রলয়, এবং তোমার অব্যয়  
মাহাত্ম্য, বিস্তারিতরূপে তোমার নিকট শুনিলাম ॥ ২ ॥

এবমেতত্ত্বার্থং ত্বমাত্মানং পরমেশ্বর ।

• দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম ॥ ৩ ॥

মন্তাসে যদি তচ্ছক্যং মুয়া দ্রষ্টুমিতি প্রভো ।

যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্ ॥ ৪ ॥

• এবং + ত্বং + ১ যথা + অশ্ব = যাহা বলিলে তাহা সত্যই ; ৩ ত্বম্ + আত্মানং =  
তুমি আপনাকে, ২ পরমেশ্বর ! ৩ দ্রষ্টুং + ইচ্ছামি ৬ তে ৮ রূপং + ৭ ঐশ্বরং  
১ পুরুষোত্তম ! ॥ ৩ ॥

৩ মন্তাসে = মনে কর, ৪ যদি, ৫ তৎ, + ৬ শক্যং = সমর্থ, ৭ মুয়া দ্রষ্টুং + ৭ ইতি  
প্রভো ! ১ যোগেশ্বর ! ২ ততঃ = তবে, + ১১ মে, ১০ ত্বং, ১৪ দর্শয় = দেখাও, +  
১ আত্মানং + ১২ অব্যয়ং ॥ ৪ ॥

হে পরমেশ্বর ! তুমি আত্ম সঙ্কে যাহা বলিলে তাহা যথার্থ ; হে  
পুরুষোত্তম ! আমি তোমার ঐশ্বরিক রূপ দেখিতে ইচ্ছা করি ।—এই  
স্বরূপ-জ্ঞানমাত্রক বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড কি, কিরূপে চালিত, এবং ভগবান্ কি  
ভাবে ঐ সকলের মধ্যে রহিয়াছেন, তাহা অপরোক্ষ ভাবে প্রত্যক্ষ করিবার  
আশা হইতেছে ॥ ৩ ॥

প্রভো ! • যদি আপনি এমন মনে করেন যে, আমি তাহা দেখিতে  
সমর্থ, তবে হে যোগেশ্বর ! আমার আপনি সেই অব্যয় আত্মাকে  
দেখান ।—এখান পাত্রের কথা হইতেছে ; যদি যে ইচ্ছা করে, ত্রাসের  
স্বরূপ দর্শনাভিলাষী হয়, তবে সে সিঁড়িখানা মাত্র । একান্ত ভক্তি ও বিশ্বাস-  
সহকারে • চিন্তা স্থির করা ব্যতীত আত্মদর্শন-যোগ্যতা লাভ করা বাইতে  
পারে না ( অধ্যায় শেষে দ্রষ্টব্য ) ॥ ৪ ॥

## শ্রীভগবানুবাচ ।

পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোহ্থ সহস্রশঃ ।

নানাবিধানি দিব্যানি নানাদৰ্শাকৃতীনি চ ॥ ৫ ॥

পশ্যাদিত্যাস্বসুন্দ্রানশ্বিনৌ মরুতস্তথা ।

বহুতৃদৃষ্টপূৰ্ব্বাণি পশ্যাস্চর্যাণি ভারত ॥ ৬ ॥

ইহৈকস্মৎ জগৎকুৎসং পশ্যাত্ত সচরাচরম্ ।

মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্দ্রদ্রষ্টুমিচ্ছসি ॥ ৭ ॥

ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টু মনেনৈব স্ফটকুষা ।

দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ॥ ৮ ॥

৫ পশ্য=দেখ, ২ মে, ১ পার্থ! ৪ রূপাণি ৩ শতাদি ॥ ৫ ॥

হে ভারত! পশ্যাদি, অশ্বিনৌ=অশ্বিনী-কুমারদ্বয় ॥ ৬ ॥

২ ইহ+৮ একস্মৎ ৬ জগৎ ৫ কুৎসং ৩ পশ্য+৪ অদ্য, সচরাচরম্=চরাচর সহিত,  
৩ মম দেহে, ১ গুড়াকেশ!—জিতনিজ! ৭ যৎ—চাঁদ ॥ ৭ ॥

১, ২ তু ৫ মাং, ৮ শক্যসে=সমর্থ হইবে, ৬ দ্রষ্টুং, +২ মনেন+৪ এব ৩ স্ফটকুষা=

শ্রীভগবান্ কহিলেন;—হে পার্থ! আমার নানাবিধ আকৃতি, নানা  
বর্ণ ও জ্যোতির্ময় শত সহস্র প্রকার রূপ দর্শন কর ॥ ৫ ॥

হে ভারত! সূর্যাদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, অশ্বিনী-কুমারদ্বয়, ও  
মরুৎগণ প্রভৃতি নানা অদৃষ্টপূৰ্ব্ব ও অশ্চর্য্য দর্শন কর ॥ ৬ ॥

হে গুড়াকেশ! অন্ত চরাচরসহ সমুদ্র জগৎ ও অন্ত বাহ্য কিছু দেখিতে  
ইচ্ছা কর, সমস্ত আমাতে একত্রে দর্শন কর ॥ ৭ ॥

কিন্তু তোমার এই চক্ষুদ্বারা আমাকে দেখিতে পাইবে না, তোমাকে

সঞ্জয় উবাচ ।

এবমুক্তা তন্তো রাজন্ মহাযোগেশ্বরে হরিঃ ।

দর্শয়ামাস পার্থায় পূরমং রূপমৈশ্বরম্ ॥ ৯ ॥

অনেকবক্ত নয়নমূনে কাঙ্ক্ষতদর্শনম্ ।

অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোদন্তায়ুধম্ ॥ ১০ ॥

দিব্যমান্যাস্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্ ।

সর্বশাশ্বতময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখম্ ॥ ১১ ॥

এই নিজচক্ষু দ্বারা; ১০ দিব্যং, ১২ দৃশ্যমি = দিতেছি, ৯ তে, ১১ চক্ষুঃ, ১৬ পশু, ১৬ মে, ১৫ যোগং + ১৪ ঐশ্বরং ॥ ৮ ॥

৪ এবং + উক্ত = এইরূপ বলিয়া, ২ ততঃ + ১ রাজন্, ৩ মহাযোগেশ্বরঃ + হরিঃ, ২ দর্শয়ামাস, ৫ পার্থায়, ৬ পূরমং ৮ রূপং + ৯ ঐশ্বরং ॥ ৯ ॥

অনেকবক্ত = বহুমুখ, উদ্যত + আয়ুধং = উত্তোলিত অস্ত্র ॥ ১০ ॥

দ্বিবা চক্ষু দিতেছি, তুমি আমার ঐশ্বরিক যোগ দর্শন কর।—জ্ঞানচক্ষু-  
দ্বারা এক্ষণে জানিতে পারা যায়, তিনি এ চক্ষে প্রত্যক্ষ হইবার নহেন।  
এই সমগ্র বিশ্বই তাঁহার রূপ। সে রূপ যতদূর প্রত্যক্ষ হইবার তাহাত  
হইতেছেই; তাহার অধিক জানা জ্ঞান-সাপেক্ষ। বাহ্যিক সেই জ্ঞান-চক্ষু,  
বা অপারোক জ্ঞান হয়, তাহারই সর্ব-দর্শন-শক্তি হয় ॥

সঞ্জয় কহিলেন; ৯ হে রাজন্! ভজনস্তর, মহাযোগেশ্বর, হরি পার্থকে  
এই কথা বলিয়া পরম ঐশ্বরিক রূপ দেখাইলেন ॥ ৯ ॥

অনেক মুখ ও নয়ন, অনেক অস্ত্র দর্শন, অনেক জ্যোতিষ্ময় অলঙ্কার,  
অনেক উজ্জ্বল ও সমুত্তম অস্ত্রসমূহ-সমর্পিত, দিব্যমান্য ও বসনধারী,



দিবি সূর্য্যসহস্রশ্চ ভবেদ্যুগপছুখিতা ।

যদি ভাঃ সদৃশী সা স্ত্রাস্তাসস্তশ্চ মহাশ্বনঃ ॥ ১২ ॥

তত্রৈকশ্চং জগৎকৃৎস্বং প্রবিভক্তম্নৈকধা ।

অপশ্যদেবদেবশ্চ শরীরে পাণ্ডবস্তদা ॥ ১৩ ॥

ততঃ স বিশ্বয়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ ।

প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাজ্ঞলিরভাষত ॥ ১৪ ॥

১ দিবি সূর্য্যসহস্রশ্চ, ৫ ভবেৎ, + ৩ যুগপৎ + উখিতাঃ = একেবারে সমুখিত, ২ যদি,  
৩ ভাঃ = কিরণ, ৪ সদৃশী, ৫ সা, ১০ স্ত্রাৎ, + ৮ ভাসঃ = কিরণের, + ৭ তস্ত মহাশ্বনঃ ॥ ১২ ॥  
৬ তত্র + ৯ একশ্চং জগৎ ৭ কৃৎস্বং, ৬ প্রবিভক্তং + ৫ ঐক্যধা ; ১০ অপশ্যৎ =  
দেখিয়াছিলেন, + ৪ দেবদেবশ্চ শরীরে, ২ পাণ্ডবঃ + ১ তদা ॥ ১৩ ॥

১ ততঃ, ২ সঃ + ৩ বিশ্বয়াবিষ্টঃ + হৃষ্টরোমা ৪ ধনঞ্জয়ঃ ৭ প্রণম্য ৬ শিরসা ৫ দেবং  
৮ কৃতাজ্ঞলিঃ, + অভাষত = বলিয়াছিলেন ॥ ১৪ ॥

দিব্য-গন্ধাভুলিপ্ত, সর্কাসচর্য্যময়, সর্ব্বতোমুখ ও অনন্ত দেবকে  
( দেখাইলেন ) ॥ ১০ ১১ ॥

আকাশে একেবারে সহস্র সূর্য্য উদ্ভিত হইলে যে কিরণ প্রকাশিত  
হয়, সেই কিরণ যদি উক্ত মহাশ্বার জ্যোতির কথঞ্চিৎ অনুরূপ হইতে  
পারে ॥ ১২ ॥ তখন পাণ্ডব সেই দেবদেবের শরীরে একত্র, বহুধা বিভক্ত  
সমগ্র জগৎ দেখিলেন ॥ ১৩ ॥

অনন্তর ১৪ অঙ্কের লৌহ হর্ষণ হইল, এবং বিশ্বয়াবিষ্ট হইয়া মন্তক দ্বারা  
প্রণাম করত কৃতাজ্ঞলি হইয়া বলিলেন—ভগবৎকৃপার অপারোক্ষ স্ত্রান  
হইয়া, সর্ব্বভূতে ভগবানকে ন্যাক্তভাবে অধিষ্ঠিত থাকিতে প্রত্যক্ষ দর্শন-  
করত, বিশ্ব ও তত্ত্বি জ্ঞাত রোম-হর্ষণাদি হইল। কালের অনন্ত মহিমা,

অর্জুন উবাচ ।

পশ্যামি দৈবাংস্তব দেব দেহে  
সর্বাংস্তথা ভূতবিশেষসংজ্ঞান্ ।  
ব্রহ্মাণ্মীশং কমলাসনস্থ-  
ম্বধীশ্চ সর্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্ ॥ ১৫ ॥  
অনেকবাহুদরবক্ত্রনেত্রং  
পশ্যামি ত্বাং সর্বতোহনন্তরূপম্ ।  
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং  
পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ ॥ ১৬ ॥

১৩ পশ্যামি=দেখিতেছি, ৫ দেবান্=দেবগণকে+২ তব, ১ দেব! ৩ দেহে,  
৪ সর্বান্, + ৬ তথা ভূতবিশেষসংজ্ঞান্ = এবং ভূতগণকে, ২ ব্রহ্মাণ্ম, + ৮ ইশং,  
৭ কমলাসনস্থ+১২ স্বধীশ্চ+১০ চ সর্বান্ উরগান্+১১ চ দিব্যান্ ॥ ১৫ ॥  
৮ অনেক বাহ+উদর, বক্ত্র, নেত্রং, ৫ পশ্যামি ২ ত্বাং ৪ সর্বতঃ+অনন্ত রূপং,  
১ নান্তাদি, ৬ পুনঃ+তব+৮ আদিং পশ্যামি, ১ বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ! ॥ ১৬ ॥

অনাদি সংসারের কার্যকারণ সধকাদি, ভূতগ্রামের নিত্য ক্ষরোদয়, বাহা  
প্রত্যক্ষ হইলে তন্ত্রিত হইতে হয়, সেই বিশ্বরূপের আভাস দিতেছেন ॥ ১৪ ॥

অর্জুন বলিলেন ;—হে দেব ! তোমার দেহে দেবগণ, সমগ্র ভূতজাত,  
সর্বাদিভূত পদ্মাসনস্থ ব্রহ্মা, ১৩ সমগ্রাদিব্য উরগগণকে দেখিতেছি ॥ ১৫ ॥

হে বিশ্বরূপ বিশ্বেশ্বর ! আমি চতুর্দিকে তোমাকেই অনেক বাহু,  
উদর, মুখ, ও নেত্রযুক্ত, এবং অনন্তরূপ দেখিতেছি ; তোমার, অন্ত,  
মধ্য, অথবা আদি দেখি না ॥ ১৬ ॥

কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ  
তেজোরশিং সৰ্ব্বতো দীপ্তিমন্তম্ ।  
পশ্যামি হ্রাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমস্তাদ্  
দীপ্তানলার্কহ্র্যতিমপ্রমেয়ম্ ॥ ১৭ ॥

ভ্রমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং ভ্রমশ্চ বিশ্বস্য পরং নিধানম্ ।  
ভ্রমব্যয়ঃ শাস্ততর্ষ্মগোপ্তা সনাতনস্তং পুরুষো মতো মে ॥ ১৮ ॥  
অনাদিমধ্যান্তমনস্তবীৰ্য্য-  
মনস্তবাহুং শশিসূর্য্যনেত্রম্ ।  
পশ্যামি হ্রাং দীপ্তহ্রতশিবক্তং  
স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্ ॥ ১৯ ॥

২ কিরীটিনমাদি, গদিনং=গদাধারী (কে) ৪ পশ্যামি, ১ হ্রাং, ৩ দুর্নিরীক্ষ্যং.  
সমস্তাং=চতুর্দিকে, + দীপ্ত + অনল + অর্কহ্র্যতিং=জলন্ত অগ্নি এবং সূর্য্যসম কিরণশালী,  
+ অপ্রমেয়ম্=অতুলনীয় ॥ ১৭ ॥

ভ্রমাদি, বেদিতব্যং=জ্ঞাতব্য; গোপ্তা=রক্ষক ॥ ১৮ ॥

হ্রাং অনাদিমধ্যাদি-পশ্যামি ॥ ১৯ ॥

তোমাকে কিরীটধারী (তেজোময়), গদাধারী (দণ্ডধর), চক্রধারী  
(কালচক্র ভ্রামক), তেজোরশি, দীপ্তিযুক্ত, দুর্নিরীক্ষ্য, চতুর্দিকে প্রদীপ্ত  
অনল অথবা সূর্য্য তুল্য জ্যোতির্ময়, এবং অপ্রমেয়-রূপ দেখিতেছি ॥ ১৭ ॥

ভূমি অক্ষর, প্রধান, ও জ্ঞাতব্য, ভূমি এই জগতের পরম মূলভূত,  
ভূমি অব্যয়, নিত্য ধর্ম রক্ষক, এবং ভূমই সনাতন পুরুষ ॥ ১৮ ॥ আদি  
অস্ত ও মধ্যান্ত, অশেষ প্রভাবশালী, অনন্তবাহু, চন্দ্র-সূর্য্য-রূপ চকুধরযুক্ত,

দ্যাৱাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি  
 ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সৰ্বাঃ ।  
 দৃষ্টাভূতং রূপমিদং তবোগ্রং  
 লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন ॥ ২০ ॥  
 অমীহি ত্বাং সুরসজ্জা বিশন্তি  
 কেচিদ্ভীতাঃ প্রাজ্জলয়ো গুণন্তি ।  
 স্বস্তীভুক্ত্বা মহর্ষি সিদ্ধসজ্জাঃ  
 স্তবন্তি ত্বাং স্ততিভিঃ পুঙ্কলাভিঃ ॥ ২১ ॥

২ দ্যাৱা পৃথিব্যোঃ স্বর্গ ও পৃথিবীর, + ইদম্ + অন্তরং হি ৭ ব্যাপ্তং, ৬ ত্বয়া,  
 + ৪ একেন, ৪ দিশঃ + চ = দিক্ সকলও, ৩ সৰ্বাঃ, ১০ দৃষ্টা, + ১০ অভূতং ১২ রূপম্ +  
 ৯ ইদং ৮ তব + ১১ উগ্রং, ১৪ লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং ১ মহাত্মন ॥ ২০ ॥

১ অমীঃ = ঐ সকল, + ৩ হি, ত্বাং, ২ সুরসংজ্জাঃ = দেবতা সকল, + ৭ বিশন্তি = প্রবেশ  
 করিতেছে, ৫ কেচিৎ = কাহারও, + ভীতাঃ প্রাজ্জলয়ঃ, + গুণন্তি = প্রার্থনা করিতেছে ;  
 ৭ স্বস্তি + ইতি + উক্তা, ৬ মহর্ষি সিদ্ধ সংজ্জাঃ + ১১ স্তবন্তি ৮ ত্বাং ১০ স্ততিভিঃ,  
 ১১ পুঙ্কলাভিঃ = প্রচুর ॥ ২১ ॥

প্রদীপ্তাশ্বি তুল্যাশ্চ, ও স্বীয় তেজে এই বিশ্বকে উত্তাপিত করিতেছ  
 দেখিতেছি ॥ ১৯ ॥

তুমি একাকী এই স্থানলোক ও পৃথিবীর অন্তর্ভুক্ত সর্বদিক্ ব্যাপিয়া  
 আছ ; হে মহাত্মন ! তোমার এই উগ্র ও অন্তত রূপ দেখিয়া ত্রিলোক  
 ভীত ভাবে বিচলিত হইতেছে ॥ ২০ ॥

এই সমস্ত দেবগণ তোমাকে প্রবেশ করিতেছেন, কেহ না ভীত ও  
 কৃতান্ত হইয়া স্তব করিতেছেন ; মহর্ষি ও সিদ্ধগণ তোমাকে স্বস্তি বাক্য  
 দ্বারা বিস্তর স্তুতি করিতেছেন ॥ ২১ ॥

রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা

বিশ্বেহৃষিনৌ মরুতশ্চোন্নপাশ্চ ।

গন্ধর্ব্ববক্ষাস্থরসিদ্ধসজ্জা

বীক্ন্তে ত্বাং/বিস্মিতাশ্চৈব সত্ত্বর্ব্ব ॥ ২২ ॥

রূপং মহন্তে বহুবক্ত্রনেত্রং মহাবাহো! বহুবাহুরূপাদম্ ।

বহুদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতান্তরাহম্ ॥ ২১ ॥

নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং

ব্যাতাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্ ।

দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাহ্মা

ধৃতিং ন বিন্দামি শমং চ বিষ্ণে ॥ ২৪ ॥

১ রুদ্রাদি, ২ বীক্ন্তে, ৩ ত্বাং ৩ বিস্মিতাঃ+চ+এব ২ সর্ব্ব ॥ ২২ ॥

৬ রূপং=মহৎ+২ তে বহুবক্ত্রনেত্রং, ১ মহাবাহো! ৩ বহুবাহ+উরূ পাদং,

৪ বহ+উদরং, বহু দংষ্ট্রা করালং=বিস্তার দন্তযুক্ত ভয়ানক, ৫ দৃষ্ট্বা; লোকাঃ

৬ প্রব্যথিতাঃ+৮ তথা+সহং ॥ ২৩ ॥

২ নভঃস্পৃশং=গগনস্পর্শী, ইত্যাদি; ইত্যাদি; ব্যাতাননং=বিস্তৃত বদন;

রুদ্রগণ, আদিত্যগণ, বসুগণ, সাধ্যগণ, বিশ্বদেবগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, মরুৎগণ, পিতৃগণ, গন্ধর্ব্বগণ, বক্ষগণ, অস্থরগণ, ও সিদ্ধগণ সকলেই বিস্মিত হইয়া দেখিতেছেন ॥ ২২ ॥

" হে মহাবাহো! তোমার বিশাল মূর্ত্তি, বহুমুখ; বহুনেত্র, বহুবাহু, বহুউরু, বহুপাদ, বহুউদর ও বহুভীষণ দংষ্ট্রা দেখিয়া লোক সমূহ এবং আমি ভীত হইতেছি ॥ ২৩ ॥

হে বিষ্ণে! তোমাকে গগনস্পর্শী, নানা উজ্জ্বলবর্ণ-সমযিত,

দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি দৃষ্টৈ বকালানলসম্মিতানি ।

দিশো ন জানেন লভে চ শর্ম প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ ২৫ ॥

অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ

সর্বৈর্ সহৈবাবনিপালসৃজৈঃ ।

ভীষ্মে দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাসৌ

সহাস্রদৌষ্যৈরপি যোধমুখৈঃ ॥ ২৬ ॥

১ দৃষ্টা, হি ৩ ত্বাং, ৫ প্রাথিতাঙ্করাঙ্ক, ৬ ধৃতিং=ধৈর্য, ৮ ন বিল্যমি=জানিনা,  
৭ সৃজং=শাস্তি, +চ, ১ বিবেশ ॥ ২৪ ॥

১ দংষ্ট্রা করালানি চ=দন্তহেতু ভয়ানক, ১ তে ৪ মুখানি, ৫ দৃষ্টা+এব, ২ কালানল-  
সম্মিতানি, ৬ দিশঃ=দিক্ সকল, ইত্যাদি, শর্ম=স্বপ্ন, ৮ প্রসীদ=প্রসন্ন হও, ৭ দেবেশ  
জগন্নিবাস=বিবাধার দেবশ্রেষ্ঠ ! ॥ ২৫ ॥

১ অমী চ=ঐ সকল, ৫ ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ ৪ সর্বৈর্ ৩ সহ+এব, +২ অবনিপাল-  
সংযৈঃ=রাজাগণসহ ৬ অ্যোদ্রোণঃ ৮ সূতপুত্রঃ+ ৭ তথা+অসৌ, ১০ সহ+৯ অশ্বদৌষ্যৈঃ

বিস্তারিতাখ্য, ৩ প্রদীপ্ত বিশালনেত্রযুক্ত দেখিয়া, অন্তরাঙ্গা ব্যাখিত  
হইতেছে, ধৈর্য ও শাস্তি অমুভব করিতে পারিতেছি না ॥ ২৪ ॥

তোমার কালানল-সম্মিত, দংষ্ট্রা-করাল বদন দেখিয়া আমার দিগন্ত্রম  
হইয়াছে, ও আমি সুখী হইতে পারিতেছি না, অতএব হে দেবেশ !  
হে জগন্নিবাস ! প্রসন্ন হউন ॥ ২৫ ॥

মহীপালগণ-সমন্নিত এই ধৃজরাষ্ট্র-পুত্রগণ, ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণ, অসুৎ  
পক্ষীয় প্রধান যোদ্ধৃগণসহ, ক্রতগতিতে ভৌমার ভয়ানক দংষ্ট্রা-করাল বদনে  
অবেশ করিতেছে ; কেহ কেহ উত্তমাক্রমচূর্ণিত হইয়া দশন মথো বিলম্ব

রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা  
বিশ্বেহৃষিনৌ মরুতশ্চোন্নপাশ্চ ।  
গন্ধর্বযক্ষাসুরসিদ্ধসঙ্ঘা

বীক্ষন্তে ত্বাং বিস্মিতাশ্চৈব সর্বেষাং ॥ ২২ ॥

রূপং মহন্তে বহুবক্ত্রনেত্রং মহাবাহৌ বহুবাহুরূপাদয়ঃ ।  
বহুদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতান্তরাহম্ ॥ ২৩ ॥

নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং  
ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্ ।  
দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাহ্মা  
ধৃতিং ন বিন্দামি শয়ং চ বিবেকো ॥ ২৪ ॥

১ রুদ্রাদি, ২ বীক্ষন্তে, ৩ ত্বাং ৩ বিস্মিতাঃ+চ+এব ২ সর্বেষাং ॥ ২২ ॥

৬ রূপং-মহন্তে+২ তে বহুবক্ত্রনেত্রং, ১ মহাবাহৌ ! ৩ বহুবাহ+উরূ পাদং,  
বহ+উদরং, বহু দংষ্ট্রা করালং=বিস্তার দন্তযুক্ত ভয়ানক, ৭ দৃষ্ট্বা; লোকাঃ

৮ প্রব্যথিতাঃ+চ তথা+জাহং ॥ ২৩ ॥

২ 'নভঃস্পৃশং'=গগনস্পর্শী, ইত্যাদি; ইত্যাদি; 'ব্যাত্তাননং'=বিস্তৃত বদন;

রুদ্রগণ, আদিত্যগণ, বসুগণ, সাধ্যগণ, বিশ্বদেবগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়,  
মরুৎগণ, পিতৃগণ, গন্ধর্বগণ, যক্ষগণ, অসুরগণ, ও সিদ্ধগণ সর্বকেই বিস্মিত  
হইয়া দেখিতেছেন ॥ ২২ ॥

‘হে মহাবাহৌ! তোমার বিশাল মূর্তি, বহুযুগ, বহুনেত্র, বহুবাহু,  
বহুউরু, বহুপাদ, বহুউদর ও বহুভীষণ দ্রোণী দেখিয়া লোক সমূহ এবং  
আমি ভীত হইতেছি ॥ ২৩ ॥

হে বিবেক! তোমাকে গগনস্পর্শী, নানা উজ্জ্বলবর্ণ-সমবর্তিত,

দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি দৃষ্টৈবকালানলসম্মিতানি ।  
দিশো ন জানেন লভে চ শর্ম প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ ২৫ ॥

অমী চ স্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ  
সর্বৈঃ সহৈবাবনিপালমুজৈঃ ।  
ভীষ্মে দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাসৌ  
সহাস্মদীশৈরপি যোধমুখৈঃ ॥ ২৬ ॥

৪ দৃষ্টা, হি ৩ স্বাং, ৫ প্রাণিতাস্তরাষ্ট্রা, ৬ দৃষ্টিং=দেখা, ৮ ন বিদ্যামি=জানিনা,  
৭ শর্ম=শাস্তি, + চ, ১ বিজ্ঞো ॥ ২৫ ॥

১ ৩ দংষ্ট্রা করালানি চ=দন্তহেতু ভয়ানক, ১ তে ৪ মুখানি, ৫ দৃষ্টা+এব, ২ কালানল-  
সম্মিতানি, ৬ দিশঃ=দিক্ সকল, ইত্যাদি, শর্ম=স্বপ্ন, ৮ প্রসীদ=প্রসন্ন হও, ৭ দেবেশ  
জগন্নিবাস=বিগ্ধধার দেবশ্রেষ্ঠ ॥ ২৫ ॥

১ অমী চ=ঐ সকল, ৫ ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ ৪ সর্বৈঃ ৩ সহ+এব, +২ অবনিপাল-  
মুজৈঃ=রাজাগণসহ ৬ ভীষ্মোদ্রোণঃ ৮ সূতপুত্রঃ+ ৭ তথা+অসৌ, ১০ সহ+১১ অস্মদীশৈঃ

বিস্তারিতাথ্য, ৩ প্রদীপ্ত বিশালনেত্রযুক্ত দেখিয়া, অন্তরাষ্ট্রা, ব্যাখিত  
হইতেছে, ধৈর্য্য ও শাস্তি অল্পভব করিতে পারিতেছি না ॥ ২৪ ॥

তোমার কালানলসম্মিত, দংষ্ট্রা-করাল বদন দেখিয়া আমার দিগ্ভ্রম  
হইয়াছে, ও আমি স্থখী হইতে পারিতেছি না, অতএব, হে দেবেশ !  
হে জগন্নিবাস ! প্রসন্ন হউন ॥ ২৫ ॥

৫ মহীপালগণ-সম্মিত এই ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ, ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৰ্ণ, অসুখ  
পক্ষীর প্রধান যোদ্ধৃগণসহ, ক্রতগতিসত্ত্ব তৌমার ভয়ানক দংষ্ট্রা-করাল বদন  
দেবেশ করিতেছে ; কেহ কেহ উত্তমাক্ষচূর্ণিত হইয়া দশন মধ্যে বিলম্ব



বক্ত্রাণি তে হ্রম্যাণা বিশস্তি দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি ।  
 কেচিদ্ধিলগ্না দশনান্তরেষু সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাদৈঃ ॥২৭॥  
 যথা নদীনাং বহবোহম্মবেগাঃ সমুদ্রযেবাভিমুখা দ্রবন্তি ।  
 তথা তবামী নরলোকবীরা বিশস্তি বক্ত্রাণ্যভিতোজলন্তি ॥২৮॥

যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা

বিশস্তি নাশায় সমুদ্ধবেগাঃ ।

তথৈব নাশায় বিশস্তি লোকাঃ-

স্তবাপি বক্ত্রাণি সমুদ্ধবেগাঃ ॥ ২৯ ॥

+ অপি বোধমুখ্যে: = আমাদের প্রধান বোধগম্যসহ; ১৪ বক্ত্রাণি, ১২ তে, ১১ হ্রম্যাণাঃ  
 + ১৫ বিশস্তি, ১৩ দংষ্ট্রাদি; ১৬ কেচিৎ+১৮ বিলগ্নাঃ+১৭ দশনান্তরেষু = কেহ কেহ  
 দস্ত মধ্যে সংলগ্ন হইয়া; ২০ সমুদ্ধন্তে = দৃষ্ট হইতেছে; ১৯ চূর্ণিতৈঃ+  
 উত্তমাদৈঃ ॥ ২৬-২৭ ॥

১ হ্রম্যাণি; অতিদ্রবন্তি = ধাবিত হইতেছে; ২ তথা ৪ তব+৩ অমী নরলোকবীরাঃ  
 + ৭ বিশস্তি ৬ বক্ত্রাণি, + ৫ অভিতঃ = উত্তর দিকে, জলন্তি ॥ ২৮ ॥

১ যথা, ৫ প্রদীপ্তং জ্বলনং = দীপ্তাগ্নিতে, ২ পতঙ্গাঃ+৬ বিশস্তি, ৩ নাশায়-বিনষ্ট  
 হইবার জন্ত, ৪ সমুদ্ধবেগাঃ = দ্রুতবেগে; ৭ তথা+এব ৯ নাশায়, ১২ বিশস্তি = প্রবেশ  
 করিতেছে; ৮ লোকাঃ+১১ তব+অপি, বক্ত্রাণি = মুখসমূহে ১০ সমুদ্ধবেগাঃ ॥ ২৯ ॥

রহিয়াছে দেখা যাইতেছে।—কাল শ্রোতে তুতগ্রাম কোথায়, বিলীন হইয়া  
 যাইতেছে, কাহারও বা নাম মাত্র কিছুদিন থাকিতেছে ॥ ২৬-২৭ ॥

যেমন শ্রেষ্ঠত্বতীর্ণের অজস্র শ্রোতো-বেগ-সমূহ সমুদ্রাভিমুখে গমন  
 করত তাহাষ্টত প্রবিষ্ট হইয়া যায়, তদ্রূপ তোমার চতুর্দিকে প্রজ্বলিত বদন-  
 সমূহে এই নরশ্রেষ্ঠগণ প্রবেশ করিতেছেন ॥ ২৮ ॥

যেমন পতঙ্গগণ বিনাশের নিমিত্তই, বেগে জলন্ত হতাশ্রয় প্রবেশ করে,

লেলিহসে ঐসমানঃ সমস্তা-  
 লোকান্‌সমগ্রাণদনৈর্জলন্তিঃ ।  
 তেজোভিরাপূর্য্য জগৎসমগ্রং  
 ভাসন্তুবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণোঃ ॥ ৩০ ॥  
 আগ্রহি মে কো ভবান্নগ্ররূপো  
 নমোহস্ত তে দেববর প্রসীদ ।  
 বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তুমাগ্নং  
 ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তি ॥ ৩১ ॥

৮ লেলিহসে=লেহন করিতেছে ; ৯ ঐসমানঃ=গ্রাসোমুখ হইয়া ; ১০ সমস্তাৎ+  
 ৭ লোকান্ ৬ সমগ্রাণ্ ৩ বদনৈঃ+২ জলন্তিঃ ; ১১ তেজোভিঃ+১২ আগ্রহ্য ১৩ জগৎ  
 ১২ সমগ্রং, ১০ ভাসন্তুঃ=দীপ্তি+২ ভব+উগ্রাঃ, ১৫ প্রতপন্তি=উত্তাপ দিতেছে,  
 ১ বিষ্ণোঃ ! ॥ ৩০ ॥

৫ আগ্রহি=দল, ৬ মে, ৩ কঃ+২ ভবান্+১ উগ্ররূপঃ, ৮ নমঃ+অস্ত ৭ তে  
 দেববর ! ৯ প্রসীদ ; ১২ বিজ্ঞাতুম্=জানিতে,+ইচ্ছামি, ১৩ ভবন্তুন্+১০ আগ্নং  
 ১৪ ন হি প্রজানামি ১৩ তব প্রবৃত্তি ॥ ৩১ ॥

ভজপ এই লোকসমূহও বিন্যশের নিমিত্ত বেগে তোমার দেহে প্রবেশ  
 করিতেছে ॥ ২৯ ॥

তুমি জলন্ত বদনসমূহ দ্বারা চতুর্দিকস্থ লোক সকলকে গ্রাস করত  
 আশ্বাদ গ্রহণ করিতেছে ; হে বিষ্ণো ! তোমার উগ্র দীপ্তিতেজে সমগ্র  
 জগৎকে পরিপূর্ণ করত উত্তাপিত করিতেছে ॥ ৩০ ॥

হে দেববর ! তোমাকে নমস্কার, তুমি প্রসন্ন হও, এই উগ্রমুর্তি তুমি

শ্রীভগবানুবাচ ।

কালোহস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবুদ্ধো ।

লোকান্ সমাহর্তু মিহ প্রবৃত্তঃ ।

ঋতেহপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্ব্বৈ

যেহ বস্বিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ ॥ ৩২ ॥

২ কালঃ+অস্মি, ১ লোকক্ষয়কৃৎ প্রবুদ্ধঃ+৪ লোকান্ সমাহর্তুঃ+৩ ইহ ৫ প্রবৃত্তঃ ;  
১২ ঋতে+অপি ১১ ত্বা=তোমা ব্যতীত : ১৩ ন ভবিষ্যন্তি, ৮ সর্ব্বৈ ৭ যে+  
১০ অবস্থিতাঃ, ৬ প্রত্যনীকেষু=সেনামধ্যে, ৯ যোধাঃ । ৩২ ॥

কে ভাহা আমাকে বল ; আদি-পুরুষ-স্বরূপ তোমাকে, জানিতে ইচ্ছা করি,  
যেহেতু আমি তোমার কার্য্য জানি না ।—

( উক্ত ১৫ হইতে ৩১ শ্লোকে ) ব্রহ্ম-স্বরূপে পলঙ্কিতে, আদি-অন্ত  
বর্জিত, অপ্রেমের, দুর্জের, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ, জীবের  
উৎপত্তি-বিলয়, প্রভৃতি কালচক্রের গতি প্রত্যক্ষ হয় । অনন্ত  
ব্রহ্মের এই ভাব দর্শনে বিস্মিত হইয়া মনে হয়, এ কি ব্যাপার !  
যাহাকে ভক্তিপূর্ব্বক আত্মা-স্বরূপ, ভক্তবৎসল, ত্রিলোকপালক বলিয়া,  
অর্চনা করিয়া তৎপদ লাভার্থ এত করিতেছি, তাঁহার এ কি  
সর্ব্বত্রাসক ভাব ! ॥ ৩১ ॥

শ্রীভগবানু কহিলেন ;—আমি লোকক্ষয়কর অনন্ত কাল, জগতে  
লোক-সংহারে প্রবৃত্ত আছি ; সেনানী মধ্যে যে সমুদয় যোদ্ধা অবস্থিতি  
করিতেছেন, তন্মধ্যে তুমি ভিন্ন আর কেহুই থাকিবে না ।

অর্জুন ভিন্ন আর কিছুই থাকিবে না—পঞ্চতন্ত্রের বিলোপ হইলেও  
চৈতন্য থাকে ( বেদান্তসার ) । অথবা ভক্ত অবিনাশী ব্রহ্মস্বরূপা লাভে

তস্মাৎসমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব জিত্বা শত্রুং ভুংক্ষু রাজ্যং সমৃদ্ধম্ ।  
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূৰ্ব্বেমেব নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্ ॥ ৩৩ ॥

দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ জয়দ্রথঞ্চ

কর্ণং তথান্যানপি যোধবীরান্ ।

ময়া হতাংস্ব জহি মা ব্যাধিষ্ঠা

যুধ্যস্ব জেতাহসি রণে সপত্নান্ ॥ ৩৪ ॥

২ তস্মাদি ; ৪ জিত্বা, ৩ শত্রুং, ৭ ভুংক্ষু = ভোগ বজ্র, ৬ রাজ্যং ৫ সমৃদ্ধং ৮ ময়া +  
এব + চ, এতে ১১ নিহতাঃ, ১০ পূৰ্ব্বেমেব = পূৰ্বেই, ১২ নিমিত্তমাত্রম্ . ভব ;  
১৩ সব্যসাচিন্ ॥ ৩৩ ॥

১৩ দ্রোণাদি ; ২ ময়া হতান্ + ১ স্বং, ৪ জহি = বধ কর, ৫ মা ব্যাধিষ্ঠা = দুষ্ট:খিত হইও  
না, + ৬ যুধ্যস্ব, ৭ জেতাহসি, ৮ সপত্নান্ = শত্রুগণকে ॥ ৩৪ ॥

অবিনাশী হয় । অপর সকলই কালবশে বিলুপ্ত হয় ; এই মহাকাল  
অদ্বিতীয়, এবং সর্বসংহর্তা ॥ ৩২ ॥

অতএব তুমি উত্থান কর, শত্রু জয় করত সমৃদ্ধ রাজ্যভোগ এবং  
যশোলাভ কর ; হে লব্যসাচি ! এসকল পূৰ্বেই মৎকর্তৃক বিহত  
হইয়াছে, এক্ষণে তুমি নিমিত্ত-মাত্র হও ।—কাণ সন্মুখই গ্রাস করিতেছে,  
তুমি উপলক্ষ্য মাত্র ॥ ৩৩ ॥

ভীষ্ম, দ্রোণ, জয়দ্রথ, কর্ণ ও অন্যান্য যোদ্ধা সকল মৎকর্তৃকই হত  
হইয়াছে, অতএব তুমি তজ্জন্ত ব্যাধিত হইও না, যুদ্ধ করিয়া ইহাদিগকে  
বিহত কর, রণে শত্রু-জয়ী হইবে ॥ ৩৪ ॥

সঞ্জয় উবাচ :

এতচ্ছ্রদ্ধা বচনং কেশবস্য কৃতাজ্জলির্বেপমানঃ কিরীটী ।

নমস্কৃদ্ধা ভূয় এবাহ কৃষ্ণং সগদগদং ভীতভীতঃ প্রণম্য ॥ ৩৫ ॥

অৰ্জুন উবাচ ।

স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্য

জগৎ প্রহৃষ্যতানুরজ্যতে চ ।

রক্ষাংসি ভীতানি দিশো ব্রবন্তি

সর্বৈক নমশ্চিন্তি চ সিদ্ধসংঘাঃ ॥ ৩৬ ॥

৩ এতৎ+৫ শ্রদ্ধা, ৪ বচনং, ২ কেশবস্যা, ৬ কৃতাজ্জলিঃ, +বেপমানঃ=কম্পাদিত  
দেহ, ১ কিরীটী, ৮ নমস্কৃদ্ধা, ১০ ভূয়ঃ+এব+১৩ আহ ৭ কৃষ্ণং ১২ সগদগদং ৯ ভীতভীতঃ  
১১ প্রণম্য ॥ ৩৫ ॥

১ স্থানে প্রভৃতি, প্রহৃষ্যতি+অনুরজ্যতে চ=হৃষ্ট ও অনুরক্ত হয়; ৩ রক্ষাংসি=  
রক্ষোগণ, ২ ভীতানি, ৪ দিশঃ+ব্রবন্তি=চতুর্দিকে ঘোষিত হয়, ৫ সর্বৈক, ৬ সিদ্ধসংঘাঃ,  
৭ চ ৮ সিদ্ধসংঘাঃ=সিদ্ধগণ ॥ ৩৬ ॥

“সঞ্জয় কহিলেন;—কিরীটী, কেশবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া,  
কম্পিত-কলেবরে, কৃতাজ্জলিপুটে, কৃষ্ণকে নমস্কার করত ভয়ানক হইয়া  
পুনর্বার প্রণামপূর্বক গদগদ-স্বরে বলিলেন ॥ ৩৫ ॥

হে হৃষীকেশ! তোমার কীর্তনে, জগৎ হৃষ্ট ও অনুরক্ত হয়,  
রক্ষীগণ ভীত হইয়া দিগন্তের পলায়ন করে, এবং সিদ্ধগণ প্রণাম করেন,  
তাহা উপযুক্তই বটে ॥ ৩৬ ॥

কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্মহার্হানু  
গুরীয়েসে ব্রহ্মণোহপ্যাদিকত্রে ।

অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস

ত্বমক্ষরং সদসত্ত্বং পরং যৎ ॥ ৩৭ ॥

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণস্তমশ্চ বিশ্বস্য পরং নিধানম্ ।

বেতাসি বেত্তং চ পরং চ ধাম ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥ ৩৮ ॥

বায়ুৰ্যমোহগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ

প্রজাপতিশ্চ প্রপিতামহশ্চ ।

নমো নমস্তেহস্ত সহস্রকৃত্যঃ

পুনশ্চ ভূয়োহপি নমো নমস্তে ॥ ৩৯ ॥

২ কস্মাৎ+চ=কেনই বা, ৪ তে ন নমেরন্=তোমাকে না নমস্কার করিবে?+  
১ মহান্ন! ৩ গুরীয়েসে ব্রহ্মণঃ+অপি+আদিকত্রে, ৬ অনন্তাদি, ৭ ত্বমাদি, ৮ যৎ ॥ ৩৭ ॥

ত্বমাদি, নিধানং=লয়স্থান, ততং=ব্যাপ্ত ॥ ৩৮ ॥

হে মহাত্মা! হে অনন্ত! হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! তুমি  
অক্ষর, সৎ, অসৎ এবং তাহা হইতেও শ্রেষ্ঠ, ব্রহ্মারও আদিকর্তা এবং  
গুরুতর; তোমাকে কেন না সকলে প্রণাম করিবে? ॥ ৩৭ ॥

হে অনন্তরূপ! তুমি আদিদেব, পুরাণপুরুষ, এই বিশ্বের পরম  
নিধান; তুমি জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, এবং পরমধাম; তুমিই বিশ্ব ব্যাপিয়া  
ছাছ ॥ ৩৮ ॥

তুমি বায়ু, যম, আশ্ব, বরুণ, চন্দ্র, প্রজাপতি এবং প্রপিতামহ  
তোমাকে সহস্রবার, পুনশ্চ বারবার নমস্কার ॥ ৩৯ ॥

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতন্তে

নমোহস্ত তে সর্বত এব সর্ব ।

অনন্তবীৰ্য্যামিতবিক্রমস্তুং ।

সর্বং সমাপ্নোষি ততোহসি সর্বঃ ॥ ৪০ ॥

সখেতি মত্বা প্রসভং যত্নত্বং হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি ।

অজানতা মহিমানং তবেদং ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥ ৪১ ॥

যচ্চারহাসার্থমসংকৃতোহসি

বিহারশর্য্যাসনভোজনেষু ।

একোহথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং

তৎকাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্ ॥ ৪২ ॥

অমিতবিক্রমঃ=প্রভূত পরাক্রম, সমাপ্নোষি=ব্যাপিয়া আছ ॥ ৪০ ॥

৬ সখা+ইতি, ৭ সভা=মনে করিয়া, ৮ প্রসভং=তিরস্কার বাক্য, ৮ যৎ+১০ উক্তং;  
৭ হে কৃষ্ণাদি; ৮ অজানতা, ৯ মহিমানং, ১ ভব+২ ইদং ৫ মনসি; ১৬ যৎ+৮,+  
১৫ অবহাসার্থম্=উপহারের নিমিত্ত, + ১৭ অসংকৃতঃ+অসি=অবমানিত ইহা হৈছে,  
১৪ বিহারাদি; ১২ একঃ+অথবা+অপি+১১ অচ্যুত! ১৩ তৎসমক্ষং, ২০ তৎ  
কাময়ে=তজ্জন্ত কাম চাহিতেছি, ১১ ত্বাম্+১৮ অহম্+অপ্রমেয়ং ॥ ৪১-৪২ ॥

তোমাকে সম্বোধে, পশ্চাতে, চতুর্দিকে নমস্কার; তুমি অনন্তবীৰ্য্য ও  
অমিতবিক্রম, তুমি সর্বব্যাপী ও সর্বময় ॥ ৪০ ॥

তোমার মহিমা না জানিয়া অধঃজ্ঞানে, প্রমাদ অথবা প্রণয়বশে-  
য়ে তিরস্কারাদি করিয়াছি, এবং হে কৃষ্ণ! হে যাদব! হে সখা!  
ইত্যাদি বলিয়াছি; এবং অপ্রমেয়-ধরূপ তেমাকে একাকী অথবা  
লৌক-সমক্ষে, বিহার, শয়ন, উপবেশন, অথবা ভোজন-কালে পরিহাসার্থ

পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য  
 জমস্য পূজ্যশ্চ গুরুগরীয়ানু ।  
 ন ত্বৎসমৌহস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোহন্তে  
 লোকত্রয়েহপ্যপ্রতিমপ্রভাবঃ ॥ ৪৩ ॥  
 তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধান কায়ং  
 প্রসাদয়ে স্বামহমীশমীড়্যম্ ।  
 পিতেষ পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ  
 প্রিয়ং প্রিয়ায়াইসি দেব সোঢ়ুম্ ॥ ৪৪ ॥

৫ পিতা, + ১০ অসি, ৪ লোকস্য ৩ চরাচরস্য ২ জম+অন্ত ১ পূজ্যঃ+৬ চ ২ গুরুঃ+  
 ৮ গরীয়ানু, ১৪ ন, ১১ ত্বৎ সমঃ+১৫ অস্তি+১২ ত্বভ্যধিকঃ ১৭ কুতঃ+১৬ অন্তে  
 ১৩ লোকত্রয়ে+অপি+১ অপ্রতিমপ্রভাব ! ॥ ৪৩ ॥

\* ১ তস্মাৎ ৩ প্রণম্য, ৫ প্রণিধান ৪ কায়ং=দণ্ডবৎ পতিত হইয়া, ৮ প্রসাদয়েঃ ১ স্বাম্+  
 ২ অহম্, +৬ ঐশম্+ঐড়্যম্=প্রভু এবং স্তবনীর (কে), ১০ পিতা+১২ ইব ১১ পুত্রস্য,  
 ১৩ পিতা+১৫ ইব ১৪ সখ্যুঃ ১৬ প্রিয়ঃ প্রিয়ায়+১৮ অইসি, ২ দেব ! ১৭ সোঢ়ুম্=  
 সহ করিতে ॥ ৪৪ ॥

বে অবমাননা করিয়াছি, তৎসমুদয় ক্ষমা কর ।—আমাতে ও সৰ্ব্বভূতে  
 অবস্থিত ব্রহ্মকে আমি ও আমার মনে করিয়া ভ্রম, তাহা দেখা গেল ।  
 ব্রহ্ম অনন্ত, ইচ্ছের, বিশ্ব-অষ্টা ও সংহর্তা, কাল-স্বরূপ ও নিত্য ;  
 সুস্বারে আর কিছুই নাই, আমারও সঙ্গ নাই ॥ ৪১—৪২ ॥

তুমি চরাচর-লোক-পিতা, তুমি পূজ্য, গুরু ও শ্রেষ্ঠ ; জিজ্ঞাসবনে তুমিই  
 প্রভাব, তোমার জ্ঞান প্রধান আর কে আছে ? ॥ ৪৩ ॥

তুমি শ্রেষ্ঠ ও স্তবনীর, অতএব দণ্ডবৎ নিপতিত হইয়া তোমাকে



অদৃষ্টপূর্বং হৃষিতোহস্মি দৃষ্ট। ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে ।

তদেব মে দর্শয় দেবরূপং প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥৪৫॥

কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্তমিচ্ছামি ত্বাং দ্রেক্ষ্যমহং তথৈব ।

তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্ত্তে ॥৪৬॥

১ অদৃষ্টপূর্বং, ৩ হৃষিতঃ+অস্মি=হুঁষ্ট হইতেছি; ২ দৃষ্ট, ৬ ভয়েন চ প্রব্যথিতং, ৫ মনঃ+৪ মে, ৭ তৎ+এব মে, ৮ দর্শয়, ৮ দেবরূপং ১১ প্রসীদ, ১০ দেবাণি ॥ ৪৫ ॥

৪ কিরীট্যাদি, ৬ ইচ্ছামি, ২ ত্বাং, ৫ দ্রেক্ষ্যম্=দেখিতে, +১ অহং ৩ তথা+এব, ৮ ভেন+এব ১১ রূপেণ, ১০ চতুর্ভুজেন, ৭ সহস্রবাহো! ১২ ভব=হও, ৮ বিশ্বমূর্ত্তে! ॥ ৪৬ ॥

প্রণামপূর্বক তোমার প্রসন্নতার নিমিত্ত প্রার্থনা করিতেছি, যেমন পিতৃ-পুত্রের, সখা সখার, প্রিয়ব্যক্তি প্রিয়ব্যক্তির অপরাধ সহ্য করে, তদ্রূপ হে দেব! আমার অপরাধ ক্ষমা করুন; আমি তোমার এই অদৃষ্টপূর্ব রূপ দর্শনে হুঁষ্ট হইয়াছি, এবং ভয়েও আমার চিত্ত ভীত হইয়াছে; অতএব হে দেবেশ! আমাকে তোমার দেবরূপ দেখাও; জগন্নিবাস! প্রসন্ন হও!—বহু-দেহধারী ভগবানের এই স্বরূপভাব, দর্শনে ভীত ও বিচলিত হইতে হয়; তজ্জন্তই এই পূর্বভাব দর্শনাকাজ্ঞা ॥ ৪৪-৪৫ ॥

আমি তোমাকে সেইরূপ কিরীট ও গদাধারী, এবং চক্রহস্ত দেখিতে ইচ্ছা করি; অতএব হুঁষ্ট 'সহস্রবাহু বিশ্বমূর্ত্তি!' সেই চতুর্ভুজরূপ ধারণ কর।—বিশ্ব-সংহারিণী, অনন্ত কালমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ হইল, ইহাই যথেষ্ট। দেহীর পক্ষে, যে 'মূর্ত্তি কিরীটধারী, 'ক্ষার্থীং জ্যোতির্ময়, কিরণ-মালা-বিভূষিত; গদাধারী—দণ্ডধর; 'অর্থাৎ কর্মফল দর্শনে অপরাধমুখ; চক্র-হস্ত'—উৎপত্তি-ধ্বংসাদিরূপে নিয়ত ভ্রমণশীল; চতুর্ভুজ—বর্ষাধি-কাম-মোক্শরূপ চতুর্ভুগ-ফলপূর্ণ, সেই মূর্ত্তিই শান্তিপ্রদ ॥ ৪৬ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

ময়া প্রসম্নেন তবাত্মজ্ঞেনদং রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ ।

তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমশ্রুতং যস্যে হৃদন্তেন ন দৃষ্টপূর্বম্ ॥ ৪৭ ॥

ন বেদং যজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈ-

র্ন চ ক্রিয়াভির্ন তপোশ্চিরুগ্রৈঃ ,

এবংরূপং শক্য অহং নৃলোকে

দ্রষ্টুং হৃদন্তেন কুরুপ্রবীর ॥ ৪৮ ॥

১ ময়া ৩ প্রসম্নেন, ২ তব+১, অজ্ঞান!+৬ ইদং ২ রূপং ৮ পরং ১০ দর্শিতং+  
১১ আত্মযোগাৎ ৭ তেজোময়াদি, ১২ বৎ, +১১ মে, ১৩ হৃৎ+অন্তেনাদি=তুমি ভিন্ন অন্ত,  
দ্বারা পূর্বে দৃষ্ট হয় নাই ॥ ৪৭ ॥

২ দানি; ৩ এরংরূপঃ ৭ শক্য, ৪ অহং নৃলোকে, ৫ দ্রষ্টুং ৬ হৃদন্তেন,  
১ কুরুপ্রবীর! ॥ ৪৮ ॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন; হে অজ্ঞান! আমি প্রসন্ন হইয়া তোমাকে  
আত্মযোগ-প্রভাবে আমার এই পরম রূপ দেখাইলাম। আমার এই  
অনন্ত, প্রথম, তেজোময় বিশ্বরূপ তুমি ভিন্ন আর কেহ দেখে নাই।—তুমি,  
অর্থাৎ জ্ঞানী পরমভক্ত ॥ ৪৭ ॥

হে কুরুপ্রবীর! বেদ, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, দান, ক্রিয়া, উগ্রতপঃ,  
প্রভৃতি কিছুতেই নরলোক মধ্যে তুমি ভিন্ন অন্য কেহ এরূপ দেখিতে  
পার না।—শাস্ত্রাধ্যয়ন, দান, ক্রিয়া, অথবা লৌকিক কার্যকলাপ,  
কিংবা কঠোর তপস্বিতাদি দ্বারা এ বিশ্বমূর্ত্তি নরলোকের প্রত্যক্ষ হয় না। ভক্ত-  
ব্যক্তি ভগবদবহুকম্পায় এই রূপ প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হয়; অন্তঃভিন্ন  
আর কেউহার অপার মহিমা অবগত হইতে পারে ॥ ৪৮ ॥

মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাবো  
 দৃষ্ট্বা রূপং ঘোরমীদৃদ্ধমেদম্ ।  
 ব্যপেতভীঃ শ্রীতম্ননাঃ পুনঃস্বং  
 তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য ॥ ৪৯ ॥

সঞ্জয় উবাচ ।

ইত্যৰ্জুনং বাহুদেবস্তথোক্ত্বা স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ ।  
 আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপূর্মহাত্মা ॥ ৫০ ॥

১ মা, ১ তে ২ ব্যথা, ৩ দৃষ্ট্বা ৪ রূপং ৫ ঘোরম্+৩ ইদৃক্+২ মম+৫ ইদং;  
 ১২ ব্যপেতভীঃ=বিগতভয়, +শ্রীতম্ননাঃ, ১১ পুনঃ+১০ স্বং, ১৪ তৎ+এব, ১৩ মে,  
 ১৬ রূপম্+১৫ ইদং, ১৭ প্রপশ্য=দেখ ॥ ৪৯ ॥

৪ ইতি+৩ অৰ্জুনাং ২ বাহুদেবঃ+৮ তথা+৫ উক্ত্বা, ৭ স্বকং=নিজ, ইত্যাদি;  
 ৮ ভূয়ঃ; ১৪ আশ্বাসয়ামাস, ১৫ চ ১২ ভীতং+১৩ এনং ১১ ভূত্বা, ১৬ পুনঃ সৌম্যবপুঃ=  
 পুনরায় শান্ত দেহ,+১ মহাত্মা ॥ ৫০ ॥

আমার এতাদৃশ ঘোররূপ দেখিয়া তোমার ক্রেশ, অথবা বিমূঢ়ভাব  
 যেন না হয়; তুমি পুনরায় শ্রীতচিহ্ন ও ভীতিশূন্য হইয়া আমার এই সেই  
 পূৰ্বরূপ দর্শন কর। ভীতগবানের পূৰ্বলিখিত স্বরূপ অবগতিতে যেন দ্বিধা  
 কা বিকার না জন্মে। সংসারীবৎ আচরণ পরিত্যাগ করিও না ॥ ৪৯ ॥

সৃঞ্জয় বলিলেন;—মহাত্মা বাহুদেব এই কথা বলিয়া সৌম্য মূর্তি ধারণ  
 করত, ভীত অৰ্জুনকে পুনরায় স্বীয় মূর্তি দেখাইলেন এবং আশ্বাস প্রদান  
 করিলেন ॥ ৫০ ॥

অৰ্জুন উবাচ ।

দৃষ্টেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দন ।

ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ ॥ ৫১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

সুহৃদর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম ।

দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাজ্জিহ্বাঃ ॥ ৫২ ॥

নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া ।

শক্য এবশ্লিষ্যে দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা ॥ ৫৩ ॥

৬ দৃষ্টা+৩ ইদং ৫, মানুষং রূপং ২ তব ৪ সৌম্যং ১ জনার্দন ! ৭ ইদানীম্+  
১০ অস্মি, ৮ সংবৃত্তঃ=লব্ধপ্রাণ, ৯ সচেতাঃ, প্রকৃতিংগতঃ ॥ ৫১ ॥

৪ সুহৃদর্শম্+৩ ইদং ৫ রূপং দৃষ্টবানসি ২ যৎ+১ মম, ৬ দেবাঃ ॥ ৫২ ॥  
৭ ৬ ন+৫ অহং ৭ বেদৈরাতি, ইজ্যয়া=যজ্ঞ দ্বারা ; ৮ শক্যঃ+৪ এবং বিধঃ+৮ অষ্টঃ  
৩ দৃষ্টবানসি, ২ যৎ+১ মম, ৫৩ ॥

অৰ্জুন বলিলেন ;—হে জনার্দন ! তোমার এই ঋতুশিক সৌন্দর্য্যমূর্তি  
দেখিয়া, একগ্নে লব্ধপ্রাণ, প্রসন্নচিত্ত ও প্রকৃতিস্থ হইলাম ॥ ৫১ ॥

শ্রীভগবানু কহিলেন—আমার এই যে সুহৃদর্শ রূপ দেখিলে, দেবগণও  
নিত্য এই রূপের দর্শনকাজ্জিহ্বা ॥ ৫২ ॥

আমার এই রূপ, বাহা তুমি দেখিলে, তাহা বেদ, তপস্শ্রু, দান ও  
যজ্ঞ দ্বারা কখনে দেখিতে পায় না ॥ ৫৩ ॥

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যঃ অহমেবম্বিধোহর্জুন ।

জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং চ পরস্তপ ॥ ৫৪ ॥

মৎকর্মকৃৎ মৎপরমো মন্তুক্তঃ সঙ্গবর্জিতঃ ।

নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাশ্চিব ॥ ৫৫ ॥

ইতি বিশ্বরূপদর্শননাম একাদশোহধ্যায়ঃ ।

৪ ভক্ত্যা ৩ তু+অনন্যতা, ৮ শক্যঃ, ৬ অহম্+৫ এবম্বিধঃ+২ অর্জুন !

৭ জ্ঞাতুমাণি, ১ পরস্তপ ॥ ৫৪ ॥

৩ মৎকর্মাদি ; ৫ নির্বৈরঃ ৪ সর্বভূতেষু ২ যঃ ; ৬ সঃ+মাধ্+এতি=সেই আমাকে  
পায়, ১ পাশ্চিব ॥ ৫৫ ॥

ইত্যেকাদশ অধ্যায় ।

হে পরস্তপ অর্জুন ! আমার এই প্রকার রূপ কেবল অনন্তভক্তি দ্বারা  
লোকে দেখিতে পার, জানিতে পারে, এবং তত্ত্বজ্ঞানে তাহাতে প্রবেশ  
করিতে পারে ॥ ৫৪ ॥

হে পাণ্ডব ! যে আমার ভক্ত, নিঃসঙ্গ অথাৎ অনন্তাসক্ত, আমার  
কর্মকারী, আমাকেই পরম্পরার্থ বলিয়া জানি, এবং সর্বভূতে বৈরিভাব-  
বিরহিত, সেই আমাকে প্রাপ্ত হয় ।—বেদ, যজ্ঞ, তপঃ, দান, যোগাদি যাহা  
কিছু বল, ভক্তি ভিন্ন কিছুতেই এইরূপ দর্শন হইবে না, তবে আর অন্য  
সাধন কেন? পরে পরিষ্কার করিয়া বলিতেছেন ॥ ৫৫ ॥

ইতি বিশ্বরূপদর্শননাম একাদশ অধ্যায় ।

## দ্বাদশ অধ্যায় ।

অৰ্জুন উবাচ ।

এবং সন্ততযুক্তা যে ভক্তাস্তাং পর্যুপাসতে ।

যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিন্ধমাঃ ॥ ১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

‘ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে ।

শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাশ্চ মে যুক্ততমা মতাঃ ॥ ২ ॥

২ এবং সন্ততযুক্তাঃ + ১ যে ভক্তাঃ, + ৩ হাং পর্যুপাসতে = ত্রেমার উপাসনা করে,  
৩ যে ইত্যাদি ॥ ১ ॥

অৰ্জুন কহিলেন ;—যে সমস্ত ভক্ত এইরূপে নিত্যযুক্ত হইয়া তোমার উপাসনা করে, এবং যাহারা অব্যক্ত অক্ষর-স্বরূপের উপাসনা করে, তাহাদের মধ্যে কাহারো প্রধান যোগজ্ঞ ?—ভক্তি-সহকারে ঈশ্বর-প্রণিধান এবং যোগাদির সমুষ্ঠান-করা-রূপ অব্যক্তের উপাসনা, এতদ্বয়ের মধ্যে কোনটা প্রধান ? ॥ ১ ॥

শ্রীভগবানু কহিলেন ;—যে সকল নিত্যযুক্ত ব্যক্তি, ‘পরম শ্রদ্ধা-সহকারে, আমাতেই চিত্ত সন্নিবিষ্ট করত আমার উপাসনা করে, আমার মত ঐহিকই যুক্ততম ।—ভক্তি স্বধ-সাধ্য, অথচ তৎকাল অপরিমের ; ঐশ্বর, সৰ্বজীবে ভগবানের অন্তিমজ্ঞান থাকার, সহজেই সে জ্ঞান সংস্কার-গত

যে স্বক্ৰমনির্দেশ্যমব্যক্তং পশু্যুপাসতে ।

সৰ্ব্বত্রগমচিন্ত্যং চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্ ॥ ৩ ॥

সম্মিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সৰ্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ ।

তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সৰ্ব্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ৪ ॥

ক্লেশোহধিকতরন্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসামু ;

অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবন্তিরবার্প্যতে ॥ ৫ ॥

২ যে ১ ভূ+৮ অক্ষরাদি, ৩ সৰ্ব্বত্রাদি, ৬ সংনিয়ম=সংযত করত+৫ ইন্দ্রিয়গ্রামং,  
৩ সৰ্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ, ২ তে, ১১ প্রাপ্নুবন্তি=পায়, ১০ মাম্+এব, ৪ সৰ্ব্বভূত-  
হিতেরতাঃ ॥ ৩-৪ ॥

৪ ক্লেশঃ+৩ অধিকতরঃ+১ তেষাম্,+২ অব্যক্তাসক্তচেতসাম্=অব্যক্তস্বরূপে  
আসক্তচিত্ত জনগণের, ৬ অব্যক্তাঃ+৫ হি ৭ গতিঃ+৮ দুঃখং, ৮ দেহবন্তিঃ+  
১০ অবার্প্যতে ॥ ৫ ॥

হয়; কিন্তু কঠোর যোগসাধন-মাত্র দ্বারা চিত্তকে দমন করা নিতান্ত  
কষ্টসাধ্য ॥ ২ ॥

অরুণাচারী ইন্দ্রিয়-সমূহকে সংযত করত সৰ্ব্বত্র সমদৃষ্টি, ও সৰ্ব্বভূত-  
হিতে রত হইয়া, অনির্দেশ্য-স্বরূপ, অব্যক্ত, অচিন্ত্য, সৰ্ব্বত্রগামী, ধ্রুব ও  
অচল কূটস্থ অক্ষরের উপাসনা করে, তাহারাও আমাকেই প্রাপ্ত  
হয় ॥ ৩-৪ ॥

তবে উভয়ের মধ্যে ইতর বিশেষ এই যে, সেই অত্যাসক্ত-চিত্তগণের  
অধিকতর ক্লেশ হইয়া থাকে, যেহেতু, দেহাভিমানিগণের অব্যক্তে নির্ভা  
অতি কষ্টে সাধিত হয় ।—ভক্তিশূন্য ক্রিয়াযোগ নিতান্ত কষ্টসাধ্য, এবং  
অনেকের পক্ষে অসাধ্য ॥ ৫ ॥

যে তু সৰ্ব্বাণি কৰ্ম্মাণি ময়ি সম্যস্য মৎপরাঃ ।

• অনন্তেনৈক যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥ ৬ ॥

তেষামহং সমুদ্বর্ত্তা মৃত্যুঃসংসারসাগরাৎ ।

ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময়্যাবেশিতচেতসাম্ ॥ ৭ ॥

ময্যেব মন আধঃস্ব ময়ি বুদ্ধিং শিবেশয় ।

নিবসিষ্যসি ময্যেব অত উৰ্দ্ধং ন সংশয়ঃ ॥ ৮ ॥

অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্ ।

• অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপুং ধনঞ্জয় ॥ ৯ ॥

১ যে তু ইত্যাদি, ৬ তেষাম্+৩ অহং ৮ সমুদ্বর্ত্তা, ৫ মৃত্যু আদি, ৯ ভবামি ৪ ন চিরাৎ  
২ পার্থ ! ৭ ময়ি+অবেশিত চেতসাং—আমাতে নিবসিত চিত্তগণের ॥ ৬—৭ ॥

আধঃস্ব—সমাহিত কর; অতঃ+উৰ্দ্ধং—পরলোকে ॥ ৮ ॥

১ অথ ৩ চিত্তং, ৫ সমাধাতুং ন শক্নোষি=স্থির রাখিতে না পার, ২ ময়ি, ৪ স্থিরম্;  
৮ অভ্যাসযোগেন, ৭ ততঃ+৯ মাম্+১১ ইচ্ছ+১০ আপুং+৬ ধনঞ্জয়! ॥ ৯ ॥

• বিস্তৃত যে মৎপরাগণ ব্যক্তিগণ, আমাতেই সমস্ত কৰ্ম্ম অর্পণ করত,  
অনন্ত-যোগে আমাকেই ধ্যান করত উপাসনা করে, হে পার্থ!। সেই  
মদর্পিতচিত্তগণকে মৃত্যু ও সংসার-সাগর হইতে আমি অচিরেই উদ্ধার  
করিয়া থাকি।—ভক্তির ঐকমন্তিকতা থাকিলে, তাহাকে স্বয়ং কোন্ রূপ  
পার্থ অবেষণ করিতে হয় নী; ভগবান্ স্বয়ং তাহার যোগক্ষেম বহন করত  
তাহাকে দিব্যজ্ঞান দিয়া প্রকৃত পথে উপস্থিত করেন ॥ ৬—৭ ॥

আমাতেই চিত্ত সমর্পণ, ও বুদ্ধি নিবেশিত কর, তাহা হইলে দেহান্তে  
নিশ্চয়ই আমাকে গাভ করিবে ॥ ৮ ॥

• যদি আমাতে চিত্ত স্থির রাখিতে না পার, তবে হে ধনঞ্জয়! আভ্যাস-



অভ্যাসেহপ্যসমর্থাহসি মৎকর্ম্মপরমো ভব ।

মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্স্বনু সিদ্ধিমবাপুস্যসি ॥ ১০ ॥

অথৈতদপ্যাশক্তোহসি কৰ্ত্তুং মদ্যোগমাশ্রিতঃ ।

সর্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যত্নান্বিতানু ॥ ১১ ॥

শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাজ্জ্ঞানাদ্ভ্যাসং বিশিষ্যতে ।

ধ্যানাং কর্ম্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিনিরন্তরম্ ॥ ১২ ॥

৩ শ্রেয়ঃ+১ হি ২ জ্ঞানম্+অভ্যাসাৎ+৪ জ্ঞানাৎ+৪ ধ্যানং, ৬ বিশিষ্যতে=শ্রেষ্ঠ,  
৭ ধ্যানাদাদি ॥ ১২ ॥

যোগে আমাকে পাইতে ইচ্ছা কর।—চিন্তা স্থির করিবার বলই অভ্যাস (পাতঞ্জল-১পা), পুনঃ পুনঃ চেষ্টা ॥ ১০ ॥

অভ্যাসেও অসমর্থ হও, আমার কর্ম্ম কর, আমার নিমিত্ত কর্ম্ম করিলেও সিদ্ধি লাভ হইবে।—প্রতিপদে চিন্তকে সংযত করিবার শক্তি না থাকে, তবে সমস্ত কর্ম্মফল আমাতে অর্পণ কর, কৰ্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদি অভিমান-শূন্য হও ॥ ১০ ॥

আর যদি মদগুণত হইয়া ঐক্লপ যোগ করিতেও অশক্ত হও, তবে যত্নান্বিত হইয়া সর্ব কর্ম্মফল ত্যাগ কর।—যদি তাহাও না পার, তবে সমস্ত কর্ম্মফল ত্যাগ কর। কোনও কার্যে অহুয়াগ বা ঘেদাদিরূপ আত্মবিকার জন্মিবে না, অথচ করিতে হয়, তাহাই করিতেছি; এই ভাব থাকিবে ॥ ১১ ॥

যেহেতু অভ্যাস হইতে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, জ্ঞান হইতে ধ্যান শ্রেষ্ঠ, এবং ধ্যান হইতেই কর্ম্মফল ত্যাগ, এবং ঐ কর্ম্মফল ত্যাগ হইতেই নিরন্তর শান্তিলাভ হয়।—পদ্মভক্তিরূপ ভগবদ্ভ্যাস-যোগ, জ্ঞান-অভ্যাসাদি হইতেই শ্রেষ্ঠতম, যেহেতু উহা, হইতে কর্ম্মফলত্যাগাদি সকলই থাকিবে।

অদ্বৈতা সৰ্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ ।

নির্মমো নিরুহকারঃ সমদুঃখমুখঃ ক্ষমী ॥ ১৩ ॥

সম্ভুতঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ ।

ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৪ ॥

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকাশ্চোদ্বিজতে চ যঃ ।

হর্ষাশ্বভরৌদ্বৈদৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥ ১৫ ॥

৪ অদ্বৈতা ৩ সৰ্বভূতানাং, ৫ মৈত্রঃ আদি ; ৭ সমদুঃখঃ ৬ সততং ২ যোগী,  
৮ যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ, ৯ ময়ি + অর্পিত মনোবুদ্ধিঃ + ১০ যঃ + মন্তুভ্যঃ, ১১ সঃ +  
মে প্রিয়ঃ ॥ ১৩—১৪ ॥

● ২ যস্মাৎ + ন + উদ্বিজতে = বাহা হইতে উদ্বিগ্ন হয় না, ১ লোকঃ + ৫ লোকাৎ + ক  
+ উদ্বিজতে, ৪ চ, ৩ যঃ ৭ হর্ষাদি, ৬ যঃ ৮ সঃ + চাদি ॥ ১৫ ॥

তাহারই অসমর্থ ব্যক্তিবর্গ, অধিকারী ভেদে, নিম্নতর সাধন করত  
ক্রমে উন্নতি লাভে সক্ষম হয় ॥ ১২ ॥

সৰ্বভূতে বিদ্বেষ-বিহীন, মিত্রভাবাপন্ন ও করুণাবৃত্ত, মমত্ব ও  
অহংকার-বর্জিত, সুখে দুঃখে সমজ্ঞানী, ক্ষমাশীল, সতত-জ্ঞ, যোগী,  
সংযতাত্মা, দৃঢ়নিশ্চয়, আমাতেই চিত্ত ও বুদ্ধি সমর্পণকারী আমার যে  
ভক্ত, সেই আমার প্রিয় ॥ ১৩—১৪ ॥

• বাহা হইতে লোকে উদ্বিগ্ন হয় না, এবং লোক হইতেও যিনি উদ্বিগ্ন  
নহেন, সেই হর্ষ, দ্বেষ, ভয় ও উদ্বেগ-শূন্য ব্যক্তিই আমার প্রিয়।—এরূপ  
ব্যক্তিকে কাহারও ভয় করিবার কারণ নাই, এবং তিনিও কাহাকে  
কি নিষিদ্ধ ভয় করিয়া উদ্বিগ্ন হইবেন ? ॥ ১৫

অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গম্ভব্যথঃ ।

সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদুত্তমঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৬ ॥

যো ন হৃষ্যতি ন হেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ।

শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৭ ॥

শমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ ।

শীতোষ্ণস্বদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জিতঃ ॥ ১৮ ॥

তুল্যানিন্দাস্তুতির্মোদনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ ।

অনিকৈতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্নে প্রিয়ো নরঃ ॥ ১৯ ॥

যঃ + ন হৃষ্যতি ন হেষ্টি = যে হৃষ্ট অথবা বিহেবযুক্ত হয় না ॥ ১৭ ॥

নিরপেক্ষ, শুচি, দক্ষ, উদাসীন, গম্ভ্যক্শ, সর্ব্বারম্ভ-পরিত্যাগী আমার  
বে ভক্ত, সেই আমার প্রিয় ॥ ১৬ ॥

যিনি হৃষ্ট, হেবযুক্ত, শোকসন্তপ্ত এবং আকাঙ্ক্ষাবৃত্ত হন না, সেই  
শুভাশুভ-পরিত্যাগী ভক্তই আমার প্রিয় ॥ ১৭ ॥

শত্রু ও মিত্রে, মান ও অপमानে, শীত ও উষ্ণে, সুখ ও দুঃখে এবং  
নিন্দা ও স্তুতিতে সমজ্ঞানী, নিঃসঙ্গ, মোদনী, যৎকিঞ্চিৎপ্রাপ্তে সন্তুষ্ট, গৃহাদি-  
শূন্য, স্থিরবুদ্ধি ভক্তই আমার প্রিয় নর।—“গৃহাদিশূন্য” অর্থে, গৃহত্যাগী  
‘সন্ন্যাসী’ নহে। উহা আন্তরিক বৈরাগ্য মাত্র। যে ভগবৎপ্রেমে মুগ্ধ, সর্ব্বত্র  
কৃপায় দেখিতেছে, তাহার সুখ, দুঃখ, মর্দন, অপমান, শত্রু, মিত্র, নিন্দা,  
স্তুতি, গৃহ, এঃসকল কিসের? ভগবানে অর্পিত-চিন্তা ব্যক্তির গৃহাদিতে  
আসক্তি থাকিতে পারে না ॥ ১৮-১৯ ॥

যে তু ধর্ম্যামৃতমিদং যথোক্তং পর্যুপাশতে ।

অদধানা মংগীরমাভক্তান্তেহতীব মে প্রিয়াঃ ॥ ২০ ॥

ইতি ভক্তিয়োগোনাম দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ।

১ যে তু : ধর্ম্য + অমৃতম্ + ৩ ইদং ৫ যথোক্তং পর্যুপাশতে, ২ অদধানাঃ + মং-  
গীরাঃ + ভক্ত্যঃ = অদ্বায়ুক্ত মংগীরায় ভক্তগণ, + ৬ তে + ৮ অতীব কমে প্রিয়াঃ ॥ ২০ ॥

ইতি দ্বাদশ অধ্যায় ।

যে শ্রদ্ধাবুক্ত, আমার পরমভক্তগণ, এই অমৃতস্বরূপ ধর্মের বথাপূর্বক  
ভজনা করে, তাহারা আমার অত্যন্ত প্রিয় ॥ ২০ ॥

ইতি ভক্তিয়োগ নামক দ্বাদশ অধ্যায় ।

## ত্রয়োদশ অধ্যায় ।

### শ্রীভগবানুবাচ ।

ইদং শরীরং কোন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে ।

এতদ্যো বেত্তি তং প্রাহঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ ॥ ১ ॥

ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি সৰ্বক্ষেত্রেষু ভারত ।

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োক্তাণি যত্তজ্জ্ঞানং মতং মম ॥ ২ ॥

২ ইদং শরীরং ১ কোন্তেয়! ৩ ক্ষেত্রম্+ইতি, + অভিধীয়তে=উক্ত হয়; ৫ এতৎ  
+৪ বঃ+৬ বেত্তি, তং ৯ প্রাহঃ ৮ ক্ষেত্রজ্ঞঃ+ইতি, ৭ তৎ+বিদঃ=তদ্বিদঃ  
জানিগ। ১১ ॥ "

৪ ক্ষেত্রজ্ঞঃ+চ+অপি, ৩ মাং ৫ বিদ্ধি ২ সৰ্বক্ষেত্রেষু ১ ভারত! ৬ ক্ষেত্র  
ক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ+৮ জ্ঞানং ৭ যৎ+৯ তৎ+জ্ঞানং ১১ মতং ১০ মম ॥ ২ ॥

শ্রীভগবানু কহিলেন;—হে কোন্তেয়! এই শরীরকে ক্ষেত্র বলা  
যায়, যিনি এই ক্ষেত্রকে জানেন, তাঁহাকে জানিগণ ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়াছেন।—  
পরে ( ৫—৬ শ্লোকের ) উক্ত হইয়াছে ॥ ১ ॥

হে ভারত! সৰ্বক্ষেত্রে আমাকেই ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিবে, এবং  
ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের যে জ্ঞান, আমার মতে তাহাই প্রকৃত জ্ঞান।—প্রকৃতি  
'ও' পুরুষের যে সৎক জ্ঞান, তাহাই আত্মজ্ঞান। অপরোক জ্ঞানে  
অবিদ্য প্রকৃতিকে ব্রহ্মের এক পাদাংশ মায়াকর্ষক উপহিত এবং ৬  
পুরুষ-স্বরূপ ব্রহ্মের সহিত উক্ত প্রকৃতির সৎক দর্শন হয় ॥ ২ ॥

তৎক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চ যদ্বিকারি যত্শ্চ যৎ ।

স চ যো যৎপ্রভাবশ্চ তৎসমাসেন মে শৃণু ॥ ৩ ॥

ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্ ।

ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমন্তির্বিনিশ্চিতৈঃ ॥ ৪ ॥

মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ ।

ইন্দ্রিয়ানি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ ॥ ৫ ॥

ইচ্ছা দ্বেষঃ স্মৃতিঃ ক্রোধঃ সজ্জাতশ্চেতনা ধৃতিঃ ।

এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্ ॥ ৬ ॥

যতঃ = বাহ্য হইতে উৎপন্ন, সমাসেন = সংক্ষেপে ॥ ৩ ॥

১ ঋষিভিঃ + ৭ বহুধা গীতং ৩ ছন্দোভিঃ + ২ বিবিধৈঃ পৃথক্, ৪ ব্রহ্মসূত্র, পদৈঃ + চ + এব ৬ হেতুমন্তিঃ + ৫ বিনিশ্চিতৈঃ ॥ ৪ ॥

মহাভূতাদি : ১ এতৎ ৪ ক্ষেত্রং ২ সমাসেন, ৩ সবিকারম্, ৫ উদাহৃতং = উক্ত হইয়াছে ॥ ৫-৬ ॥

ষোড়শ অধ্যায় পর্য্যন্ত সাধনের বিবরণ বলিয়া অতঃপর জ্ঞানের কথা হইতেছে ।

সেই ক্ষেত্র, কি, ক্রিয়, তাহার বিকার ক্রিয়, তাহার উৎপত্তি ক্রিয়, বিভাগ ক্রিয়, এবং প্রভাবই বা ক্রিয়, তাহা সংক্ষেপতঃ আমার নিকট প্রবণ কর ॥ ৩ ॥

ঋষিগণ কুর্ভুক্‌রূপে বিভিন্ন ভিত্তি, ব্রহ্মসূত্র ও পদাদিতে, হেতুবাদ দ্বারা নিশ্চয় করত, নানা প্রকারে গীত হইয়াছে ॥ ৪ ॥

(পঞ্চ) মহাভূত, (তৎ কারণ-স্বরূপ) অহঙ্কার, (নিশ্চয়াদিক) ইন্দ্রি, অব্যক্ত (মূলপ্রকৃতি), একাদশ ইন্দ্রিয় (অর্থাৎ সংশয়াত্মক মন ও চক্ষু

অমানিহ্মদস্তিত্ত্বমহিংসা ক্রান্তিরার্জবম্ ।

আচার্যোপাসনং শৌচং শৈশ্ব্যমাত্মবিনিগ্রহঃ ॥ ৭ ॥

ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ ।

জন্মমৃত্যুজরাব্যাদিহুঃখদোষানুদর্শনম্ ॥ ৮ ॥

অসক্তিরনভিধ্বঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু ।

নিত্যং চ সমচিত্তত্বমিচ্ছানিচ্ছোপপত্তিষু ॥ ৯ ॥

অমানিহ্ম+অদস্তিত্ত্ব=অভিমান ও দস্তহীনতা ;, অর্জবং=সরলতা, অনভিধ্বঙ্গ=প্রভৃতি পঞ্চ জ্ঞানেক্সিয় ও হস্ত-পদাদি পঞ্চ কক্ষেক্সিয় ) এবং ( শব্দ-স্পর্শাদি পঞ্চ ) ইন্দ্রিয়-গোচর বিষয়, ইচ্ছা, ঘেৰ্ব, সূখ, হুঃখ, সংঘাত, চেতনা ও ধৈৰ্য্য, এই কয়েকটিকে সংক্ষেপে সবিকার ক্ষেত্ররূপে বলিলাম।—জীব-ভাবেৰ মূল-হেতু অহঙ্কার, তাহা ইহতে বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয়গণ, তাহাদের কার্য, এবং পাঞ্চাভৌতিক দেহাদি লইয়াই ক্ষেত্র ॥ ৫—৬ ॥

অভিমানশূন্যত্ব, দস্তহীনতা, অহিংসা, ক্রমা, সরলতা, আচার্য্যসেবা, শুচিত্ব, ধৈৰ্য্য, আত্মবিনিগ্রহ ; ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে বৈরাগ্য, অহঙ্কার-শূন্যতা, জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাদিজনিত হুঃখ-রূপ দোষ দর্শন ; পুত্র, দার ও গৃহাদিতে অনাসক্তি ও তাহাদের সহিত সহানুভূতি-শূন্যতা, ইষ্টানিষ্ট-লাভে সৰ্বদা সমভাব ; আমাতে অনন্তযোগে অব্যভিচারিণী ভক্তি, নিত-প্রসাদ-কর শুদ্ধ স্থানে অবস্থিতি, জন-সমাজে অনাসক্তি ; অধ্যাত্ম জ্ঞানের নিত্য সন্ধান এবং তত্ত্বজ্ঞান দর্শন, এই সকলকেই জ্ঞান বলে, এবং ইহার অনন্তথা ধা ধিপন্নীতই অজ্ঞান ।

যুক্তি ও শাস্ত্র-সমূহ জ্ঞানীরই সম্ভব । অপরিসীম বিশ্বমধ্যে জন্মমৃত্যুজরা-আপনাকে যে জানিয়াছে, তাহার অভিমান দম্বাদি থাকে না, সৰ্বভূতে

ময়ি চানন্ত্যোগেন ভক্তিৰব্যভিচারিণী ।

বিবিক্তদেশৈশ্বেবিহ্নমরতির্জনসংসদি ॥ ১০ ॥

অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্ ।

এতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যত্নদন্তথা ॥ ১১ ॥

জ্ঞেয়ং যত্নং প্রেমক্যামি যজ্জ্ঞাহ্নম্নতমন্ত্র তে ।

অনাদিমংপরং ব্রহ্ম ন সত্ত্বাসদুচ্যতে ॥ ১২ ॥

কাহারও স্বথ-দুঃখে নির্লিপ্ততা, উপগতিসু-প্রাপ্তিতে, বিবিক্তদেশসেবিক্ষম=নির্জন-  
বাস, জনসংসদি=জনসমাজে ॥ ১—১১ ॥

অশ্রুত=উপভোগ করে ; ন সৎ+তৎ+ন+অসৎ+উচ্যতে ॥ ১২ ॥

সন্নদর্শীর হিংসাদি, দোষও থাকে না এবং ক্রমা সরলতা দি পুণ হইয়া থাকে ; বিবিক্তের অনিত্যতা-দর্শীর তাহাতে প্ৰহা কখনই থাকে না ; সংসারের ভাব ও দারা-পুত্রাদির সঙ্গে সম্বন্ধ বিচার দ্বারা জ্ঞান জন্মিলে, এই সকলে মমত্বশূন্য হইতে হয় ; সমস্তই ব্রহ্মময় জানিলে, সেই সর্বব্যাপী সর্ব-নিষ্কৃতিতে ঐকান্তিক-ভক্তি ও শুভাশুভ বিষয়ে উপেক্ষা হয় ; নির্মল, চিত্ত-প্রসাদকর স্থানে বাসে চিত্তের নির্মলতা ও ভগবৎসঙ্গ অহত্বত হয়, এবং সত্যমাত্র অধিকাংশ অসাধু জনপূর্ণ, ক্লীব-বাক্যাদির স্থান ; নিয়ত নানাবিধ জন-সমাজে ত্রাহাদেয় সংসর্গে আত্মাবনতির নিত্যন্ত সম্ভাবনা জানিয়া, তৎপরিহার করত নিয়ত জ্ঞানালোক সম্ভোগ, জ্ঞানীর স্বভাব-সিদ্ধ । অজ্ঞা-নের প্রবলি এতদ্বিপন্নিত ॥ ১—১১ ৬

• • • • • যাহা জ্ঞেয় তাহাও বাগতোহা, তাহা জানিলে অমৃত ভোগ হইয়া থাকে ;  
উহা, অন্যাদি ও মনঃস্বক্লম ব্রহ্ম, এবং তাহা সৎ কিংবা অসৎ উভয়ের  
কিছুই নহে ॥ ১২ ॥



সৰ্ব্বতঃ পানিপাকং তৎ সৰ্ব্বতোইক্ষিশিরোমুখম্ ।

সৰ্ব্বতঃ শ্ৰুতিমল্লোদেক সৰ্ব্বমাবৃত্য ভিষ্ঠতি ॥ ১৩ ॥

সৰ্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সৰ্বেন্দ্রিয়বিবৰ্জিতম্ ।

অসক্তং সৰ্ব্বভূচ্চৈব নিগুণং গুণভোক্তৃ চ ॥ ১৪ ॥

বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরণং চরমেব চ ।

সূক্ষ্মদ্বাতদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ ॥ ১৫ ॥

অবিভক্তং চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্ ।

ভূতভৰ্তৃ চ তজ্জ্ঞেয়ং এসিঞ্চ প্রভবিঞ্চ চ ॥ ১৬ ॥

জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে ।

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সৰ্ব্বশ্রাধিষ্ঠিতম্ ॥ ১৭ ॥

সৰ্ব্বভূৎ + চ + এব = এবং সৰ্ব্বলোক-ভৰ্তা ; 'অন্তিকে' = নিকটে, এসিঞ্চ = গ্রাসেচ্ছ ;  
প্রভবিঞ্চ = উৎপন্ন হইতে ইচ্ছক ॥ ১৩-১৭ ॥

তিনি সৰ্ব্বতোহন্ত, সৰ্ব্বতঃপদ, সৰ্ব্বতোনেত্র, সৰ্ব্বতঃশির, সৰ্ব্বতোমুখ,  
সৰ্ব্বতঃশ্রবণ, এবং সৰ্ব্ব জগৎ ব্যাপিয়া আছেন ॥ ১৩ ॥

সকল ইন্দ্রিয়গুণের আভাস-স্বরূপ অথচ ইন্দ্রিয়-মাত্র-শূন্য, আসক্তি-  
বিহীন অথচ বিশ্বপালক, নিগুণ অথচ সৰ্ব্বাদি গুণ-ভোক্তা ॥ ১৪ ॥

স-চরাচর ভূতপ্রাণের বাহে ও অন্তরে বিরচণকারী, ও স্বীয়ই হেতু  
অবিজ্ঞেয়, এবং দূরস্থ ও সমীপ ॥ ১৫ ॥

সেই জ্ঞেয়, অবিভক্ত হইলেও, ভূতদ্বয়ের বিভক্ত ভাবে স্থিত ; এবং  
দূরপ্রাণের ভৰ্তা, গ্রাসকর্তা ও উৎপত্তিস্থল ॥ ১৬ ॥

ইনি জ্যোতির জ্যোতিঃ, তমঃপারে ব্যবস্থিত, জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞানগম্য,  
ও সকলের হৃদয়ধিষ্ঠাতা ॥ ১৭ ॥

ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চোক্তং সমাসতঃ ।

মদ্ব্যক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মদ্বাবায়োপপদ্যতে ॥ ১৮ ॥

প্রকৃতিং পুরুষং চৈব বিদ্ব্যানাদী উভাবপি ।

বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্ ॥ ১৯ ॥

কার্য্যাকারণকর্ত্ত্বহে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে ।

পুরুষঃ স্বখদুঃখানাং ভোক্তৃ হে হেতুরুচ্যতে ॥ ২০ ॥

পুরুষঃ প্রকৃতিশ্চৈব হি ভুক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্ ।

কারণং গুণসম্ভোহস্য সদস্যোনিজস্যহ ॥ ২১ ॥

১ প্রকৃতিং পুরুষম্ + চ + এব ৪ বিদ্ধি + ৩ অনাদী, ২ উভো + অপি, ৫ বিকারান্ +  
চ গুণান্ + চ + এব ৭ বিদ্ধি, ৬ প্রকৃতিসম্ভবান্ ॥ ১৯ ॥

২ কার্য্যাকারণকর্ত্ত্বহে হেতুঃ + ১ প্রকৃতিঃ + ৩ উচ্যতে ॥ ২০ ॥

৩ পুরুষঃ প্রকৃতিহঃ ১ + হি ৪ ভুক্তে, ৩ প্রকৃতিজান্ গুণান্, ৫ কারণং ৬ গুণসমঃ +  
৭ অভ ৭ সম্ + অসৎ + যোনিজস্যহ ॥ ২১ ॥

ইহাই ক্ষেত্র, জ্ঞান ও জ্ঞেয়, সংক্ষেপতঃ বলিলাম ; আমার ভক্ত ইহা  
জানিয়া আমার ভাব প্রাপ্ত হয় ॥ ১৮ ॥

প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়কেই অনাদি জানিবে ; এবং বিকার ও  
গুণ-সমূহকে প্রকৃতিসম্ভব বলিয়া জানিবে ॥ ১৯ ॥

প্রকৃতি কার্য্য-কারণ ও কর্ত্ত্বহেতু, এবং পুরুষ স্বখদুঃখ-ভোগের  
হেতু বলিয়া উক্ত — প্রকৃতি কুষ্ঠা ও পুরুষ ভোক্তা-স্বরূপ । ১ ব্রহ্ম নির্গুণ  
হইলেও পুরুষের ভোক্তৃত্ব কিরূপে সম্ভব, তাহা বলিতেছেন ॥ ২০ ॥

যেহেতু, পুরুষ প্রকৃতিতে অবস্থিত হইয়া প্রকৃতিজাত গুণাদি ভোগ  
করেন ; ঐ পুরুষের, গুণের সহিত সম্বন্ধই সদস্যোনিজতে অর্থ গ্রহণের

উপদ্রষ্টানুমন্তা চ তৰ্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ ।

পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেহস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ ॥ ২২ ॥

য এবং বেত্তি পুরুষঃ প্রকৃতিক্ গুণৈঃ সহ ।

সৰ্ব্বথা বৰ্ত্তমানোহপি ন স ভূয়োহভিজায়তে ॥ ২৩ ॥

ধ্যানেনাশ্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা ।

অন্তো সাঙ্খ্যেন যোগেন কৰ্ম্মযোগেন চাপরে ॥ ২৪ ॥

১ যঃ, ৩+ এবং=এইরূপ, ৬ বেত্তি=জানে, ২ পুরুষঃ ৫ প্রকৃতি+ ৪ চ গুণৈঃ সহ ;  
৮ সৰ্ব্বথা বৰ্ত্তমানঃ+অপি=সকল কার্যে রত থাকিলেও, ৯ ন ৭ সঃ+১০ ভূয়ঃ  
+ অভিজায়তে=যে পুনর্বার জন্মে না ॥ ২৩ ॥

হেতু ।—দেহাভিমানী জীবের ভিন্ন ভিন্ন জাতিত্ব, জটাস্বরূপ পুরুষের নহে ।  
ভাল মন্দ কার্যাবশেষেই জীবের গো, মানুষাদি ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে জন্ম-  
গ্রহণ হয়, অথচ তিনি একই । পুরুষ দেহাভিমানী হইয়া, দেহীর ধর্মাবলম্বী  
হইয়া থাকেন ॥ ২১ ॥

এই দেহে পরম-পুরুষ উপদ্রষ্টা, অনুমন্তা, তৰ্ত্তা, মহেশ্বর, ও পরমাত্মা  
বলিয়া কথিত ॥ ২২ ॥

যিনি এইরূপে পুরুষকে, ও গুণ-সমূহ-সমধিতা প্রকৃতিকে জানেন,  
তিনি সর্বপ্রকার কার্যে রত থাকিলেও আর জন্মান্তর গ্রহণ করেন না ।—  
কর্ম্মমাত্র প্রাথমিক-গুণ-সম্পন্ন দেহাদির কার্য, নির্লিপ্ত জটাপুরুষের  
তর্হাতে কর্তৃত্বাদি নাই, সুতরাং নির্লিপ্ত ভাবে কর্ম্ম করত কর্ম্মফলে  
অনুধিকারী হইয়া মুক্তি হয় ॥ ২৩ ॥

কেহু কেহ ধ্যান দ্বারা আপনাতেই আত্মাকে দেখেন, কেহু কেহ  
সাধ্যাযোগে, অপর কেহ বা কর্ম্মযোগে দেখিয়া থাকেন ।

অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রদ্ধান্যেভ্য উপায়াতে ।

তেহপি চাতিতরন্ত্যেব যত্নাঃ শ্রুতিপরায়াণাঃ ॥ ২৫ ॥

যাবৎসংজায়তে ক্লিষ্টাৎসংস্থঃ স্বাবরজঙ্গমম্ ।

ক্ষেত্রক্ষেত্রস্তসংযোগান্তর্বিদ্ধি ভরতর্ষভ ॥ ২৬ ॥

সমং সূর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্ ।

বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ২৭ ॥

সমং পশ্যন্ হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্ ।

ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ২৮ ॥

২ সমং পশ্যন্ হি, ১ সর্বত্র সমবস্থিতম্ + ইশ্বরং, ৩ ন হিনন্তি - হিংসা করে না +  
৩ আত্মনা + আত্মানং ততঃ আদি ॥ ২৮ ॥

উত্তম অধিকারীরা ঐকান্তিক ভক্তি দ্বারা, মধ্যম অধিকারীরা জ্ঞান-  
যোগে, এবং অধম অধিকারীরা যম-নিয়মাদি ক্রিয়াযোগে আত্মদর্শী হইয়া  
মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন ॥ ২৪ ॥

অপর লোকে, অর্থাৎ যাহারা এ সকল উপায় জানে না, তাহারা অন্তের মুখে  
শুনিয়া কেবল উপাসনা করে, সেই শ্রুতি-পরায়াণগণও যত্না অতিক্রম করিয়া  
থাকেন।—শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনাদিও সাধন বিশেষ। যাহাকে পুনরায় জন্ম-  
মরণাদি দ্বারা আবর্তিত হইতে না হয়, সেই যত্নকে অতিক্রম করে ॥ ২৫ ॥

হে ভরতর্ষভ ! স্বাবর জঙ্গমাদি যে কোনও বস্তু উৎপন্ন হয়, সে সমস্তই  
প্রকৃতি ও পুরুষের যোগে জাত হইয়াছে ॥ ২৬ ॥

সর্বভূতে সমভাবে অবস্থিত, এবং ভূতগ্রামের বিনাশেও অবিনশ্বর  
পরমেশ্বরকে যিনি দেখেন, তিনিই প্রকৃত তত্ত্বদর্শী ॥ ২৭ ॥

সর্বত্র সমভাবে অবস্থিত ইশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিয়া, আত্মা দ্বারা আত্মার

প্রকৃত্যৈব চ কৰ্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সৰ্ব্বশঃ ।

যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্তারং স পশ্যতি ॥ ২৯ ॥

যদা ভূতপৃথগ্ভাবমেকস্বমনুপশ্যতি ।

অতএব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥ ৩০ ॥

অনাদিত্বান্নিষ্ঠাং গত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ ।

শরীরস্থোহপি কোন্তেয় ন কৰোতি ন লিপ্যতে ॥ ৩১ ॥

যথা সৰ্ব্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে ।

সৰ্ব্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে ॥ ৩২ ॥

২ প্রকৃত্যা+এব চ ৫ কৰ্ম্মাণি ৪ ক্রিয়মাণানি ৩ সৰ্ব্বশঃ ১ যঃ ৭ পশ্যতি ৬ তথাত্মা  
আত্মানম্+অকর্তারং, ৮ সঃ+পশ্যতি ॥ ২৯ ॥

হে কোন্তেয় ! অয়ং অব্যয়ঃ পরমাত্মাদি ॥ ৩১ ॥

১ যথা সৰ্ব্বগতং ৩ সৌক্ষ্ম্যাদ্+২ আকাশং, ৪ ন + উপলিপ্যতে=লিপ্ত হয় না,

হিংসা করেন না, এবং তদ্বারা পরমাগতি লাভ করেন ।—সমস্তই ব্রহ্মময়,  
কে কাহার হিংসাদি কুরিবে ? ॥ ২৮ ॥

ক্রিয়মাণ কৰ্ম্ম-সমূহ সৰ্ব্বপ্রকারে প্রকৃতি বশেই হইয়া থাকে, এবং  
আপনাকে অকর্তা-স্বরূপে বিনি প্রত্যক্ষ করেন, তিনিই সম্যগ্‌দর্শী ॥ ২৯ ॥

যখন পৃথক্-ভাবাপন্ন ভূত-সমূহ একই, এই জ্ঞান হয়, তখন তারা  
হইতেই সেই ব্রহ্মের স্বরূপ জানা যায় ॥ ৩০ ॥

হে কোন্তেয় ! এই অব্যয় পরমাত্মা অনাদি ও নির্ভীক বলিয়া শরীরস্থ  
হইয়াও কিছুই করেন না, এবং কিছুতেই লিপ্ত নহেন ॥ ৩১ ॥

কোন আকাশ, স্বক্ষম হেতু সৰ্ব্বগত হইয়াও কিছুতেই লিপ্ত নহে,  
তদ্রূপ আত্মাও সৰ্ব্বত্র অবস্থিত হইয়াও নির্লিপ্ত ॥ ৩২ ॥

যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কুৎসং লোকমিমং রবিঃ ।

ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কুৎসং প্রকাশয়তি ভারত ॥ ৩৩ ॥

ক্ষেত্রক্ষেত্রজয়োঃ<sup>১</sup> এবম্ অন্তরং<sup>২</sup> জ্ঞানচক্ষুষা ।

ভূতপ্রকৃতিমোক্ক্ষ<sup>৩</sup> যে বিদুষ্যন্তি তে<sup>৪</sup> পরম্ ॥ ৩৪ ॥

ইতি<sup>৫</sup> ক্ষেত্রক্ষেত্রজবিভাগ-যোগোমাম

ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ।

১. ৬ সর্বত্র + অবস্থিতঃ + ৮ দেহে, ৫ তথা + ৭ আত্মা ৯ ন + উপ-  
ক্রিয়াতে ॥ ৩২ ॥

২ যথা ৮ প্রকাশয়তি—৩ একঃ ৬ কুৎসং ৭ লোকম্ + ৫ ইমং ৮ রবিঃ ১২ ক্ষেত্রং  
১০ ক্ষেত্রী ৯ তথা ১১ কুৎসং ১৩ প্রকাশয়তি ১ ভারত ॥ ৩৩ ॥

৩ ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজয়োঃ + এবম্ + অন্তরং = ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজের এইরূপ প্রভেদ,  
২ জ্ঞানচক্ষুষা ৪ ভূতপ্রকৃতিমোক্ক্ষ + ৮ ১ যে ৫ বিদুষ্যন্তি ৬ তে পরম্ ॥ ৩৪ ॥

ইতি ত্রয়োদশ অধ্যায় ।

হে ভারত ! একমাত্র সূর্য্য যেমন এই সমগ্র জগৎকে প্রকাশ করিয়া  
থাকে, ক্ষুদ্র ক্ষেত্রীও সমস্ত ক্ষেত্রকে প্রকাশ করেন ॥ ৩৩ ॥

জ্ঞান-চক্ষু দ্বারা, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজের এই প্রভেদ, এবং ভূত-প্রাণের  
প্রকৃতি ও মুক্তি যিনি প্রত্যক্ষ করেন, তিনিই পরমপদ প্রাপ্ত হন।—পূর্বে  
এ সকল বলা হইয়াছে ॥ ৩৪ ॥

ইতি প্রকৃতি-পুঙ্খ-বিবেক-যোগ-নামক ত্রয়োদশ অধ্যায় ।

# চতুর্দশ অধ্যায় ।

## শ্রীভগবানুবাচ ।

পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্ ।

যজ্ঞজ্ঞান্না মুনয়ঃ সর্বে পরাং সিদ্ধিমিতো গতাঃ ॥ ১ ॥

ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধন্যমাগতাঃ ।

সর্গেহপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ॥ ২ ॥

মম যোনির্মহদব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্ ।

সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ॥ ৩ ॥

১ পরং ভূয়ঃ, ৫ প্রবক্ষ্যামি, ২ জ্ঞানানাং ৪ জ্ঞানম্+৩ উত্তমং ৩ বদ্+জ্ঞান  
মুনয়ঃ, ৭ সর্বে ১০ পরাং সিদ্ধিম্+২ ইতঃ+১১ গতাঃ ॥ ১ ॥

সাধন্যং—সমস্ত, সর্গে অপি=সৃষ্টিকালেও ॥ ২ ॥

১ মমাদি, ৩ তস্মিন্, ৪ গর্ভং দধামি=গর্ভাধান করি, +২ অহং, ৮ সম্ভবঃ=উৎপত্তি,  
৭ সর্বভূতানাং ৩ ততঃ+২ ভবতি ৫ ভারত ॥ ৩ ॥

শ্রীভগবানু কহিলেন ;—পুনরায় জ্ঞানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের কথা বলিতেছি, ইহা জানিয়া সমগ্র মুনিগণ এই সংসার হইতেই পরমাগতি লাভ করেন ॥ ১ ॥

এই জ্ঞান আশ্রয় করত মৎস্বরূপ-প্রাপ্তগণ সৃষ্টিকালেও জন্মেন না, এবং প্রলয়েও বিচলিত হন না ।—অর্থাৎ জন্মমুক্ত-রূপ আবর্তন রহিত হয় ॥ ২ ॥

‘মহদব্রহ্ম আমার গর্ভাধান স্থল’; আমি তাহাতে গর্ভ সঞ্চিত করি, হে ভারত ! তাহা হইতেই সর্বভূতের জন্ম হয় ।

সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি বাঃ ।

তাসাং ব্রহ্ম মূহুদ্যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥ ৪ ॥

সব্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ ।

নিবগ্নস্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্ ॥ ৫ ॥

তত্র সুব্ধং নির্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্ ।

স্বখসঙ্গেন বগ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ॥ ৬ ॥

২ সর্ব্ব-যোনিষু, ১ কৌন্তেয় !, ৪ মূর্ত্তয়ঃ ৫ সম্ভবন্তি ৩ বাঃ ৬ তেবামাক্ষি ৪ ॥

অনাময়ং=নির্মল, অনঘ ! = হে নিষ্পাপ ! ॥ ৬ ॥

বেদান্ত-শাস্ত্রাদি-কথিত প্রকরণে, মহদব্রহ্ম-স্বরূপ প্রকৃতিতে পরমেশ্বর-কর্ত্ত্বক বৈরাগ্যে বীজ নিহিত হইয়া হিরণ্যগর্ভাদি, ও ক্রমে সর্ব্ব-ভূতের উৎপত্তি হয়, তাহাই বলিতেছেন ॥ ৩ ॥

হে কৌন্তেয় !, মনুষ্যাদি সমস্ত যোনিতে যে সমস্ত স্থাবর-জঙ্গমাди মূর্ত্তি সম্ভূত হয়, মহদব্রহ্ম সেই সমস্তের উৎপত্তি স্থান, এবং আমি বীজ-প্রদ পিতা ॥ ৪ ॥

হে মহাবাহো ! প্রকৃতিসম্ভব সব্ব, রজঃ ও তমোগুণ অব্যয়স্বরূপ দেহীকে দেহে বদ্ধ করে।—জীব চিদংশ-সম্ভূত হইলেও, সত্ত্বাদি প্রাকৃতিক গুণবশে কৃতকর্মাদি-জনিত স্বখ-দুঃখাদির ভোক্তা হয় ॥ ৫ ॥

হে অনঘ !, গুণত্রয়ের মধ্যে প্রকাশক ও দোষ-শূন্য সব্ব-গুণ, নির্মলত্ব-হেতু, স্বখ ও জ্ঞানের সঙ্গে আবদ্ধ করে ।

গুণমাত্র আবদ্ধকারী হইলেও, সব্বগুণ স্বখ ও জ্ঞানপূর্ণ হওয়ায়, নাস্তিক-ভাবাপন্ন জীবের জ্ঞান-প্রভাবে মুক্তি নিবন্ট হয় ॥ ৬ ॥



রজো রাগত্ম্যাকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসুখসুদবম্ ।  
 তন্নিবদ্ধাতি কোন্তেয় কৰ্ম্মসঙ্গেন দেহিনম্ ॥ ৭ ॥  
 তমস্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সৰ্ব্বদেহিনাম্ ।  
 প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবদ্ধাতি ভারত ॥ ৮ ॥  
 সত্ত্বং স্তথৈ সঞ্জয়তি রজঃ কৰ্ম্মণি ভারত ।  
 জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়তু্যত ॥ ৯ ॥  
 রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত ।  
 রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা ॥ ১০ ॥

সঞ্জয়তি = সংসক্ত কর্ণে । অভিভূয় = আচ্ছন্ন করিয়া ॥ ৯-১০ ॥

বিষয়-তৃষ্ণা ও আসক্তি-সমুদ্ভব রজোগুণকে রাগাত্মক জানিবে, স্তভরাং, হে কোন্তেয় । উহা দেহীকে কৰ্ম্মের সঙ্গে আবদ্ধ কর্ণে ।

যেমন সত্ত্বগুণে জ্ঞানাপথাবলম্বী করে, উদ্ধপ রজোগুণে সাংসারিক কৰ্ম্মে প্রবৃত্ত করে, কারণ, ঐ রজোগুণ বিষয়-তৃষ্ণা-সমুদ্ভূত, এবং অহুরাগাত্মক । অহুরাগ ও বিষয়তৃষ্ণা হইতেই কৰ্ম্মে আসক্তি ॥ ৭ ॥

হে ভারত ! সৰ্ব্ব দেহিগণের মোহকারী তমোগুণকে অজ্ঞান-লম্বত বলিয়া জানিবে ; উহা প্রমাদ, আলস্ত, নিদ্রা প্রভৃতিতে বদ্ধ করে ॥ ৮ ॥

হে ভারত ! সত্ত্বগুণ স্তথাভিমুখী করে, রজোগুণ কৰ্ম্মাভিমুখী করে এবং তমোগুণ জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করতঃ প্রমাদাভিমুখী করে ॥ ৯ ॥

হে ভারত ! সত্ত্বগুণ, রজঃ ও তমোগুণকে অভিভূত করত হইয়া থাকে, এবং রজোগুণ, সত্ত্ব ও তমোগুণকে অভিভূত করে, তদ্ধপ তমো-  
 য়সত্ত্বং সত্ত্বং ও রজোগুণের অভিভবকারী ॥ ১০ ॥

সর্ব্বদ্বারেষু দেহেহস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে ।

জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাধ্বিরুদ্ধং সম্মিত্যুত ॥ ১১ ॥

লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্ম্মণামশমঃ স্পৃহা ।

রজস্যেতানি জাম্বন্তে বিরুদ্ধে ভরতর্ষভ ॥ ১২ ॥

অপ্রকাশোহপ্রবৃত্তিচ্চ প্রমাদো মোহ এব চ ।

তমস্যেতানি জায়ন্তে বিরুদ্ধে কুরুনন্দন ॥ ১৩ ॥

যদা সত্ত্বে প্রবুদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভূৎ ।

তদোত্তমবিদ্যাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে ॥ ১৪ ॥

৪ সর্ব্বদ্বারেষু ৩ দেহে+২ অস্মিন্ ৬ প্রকাশ উপজায়তে ৫ জ্ঞানং ১ যদা ৭ তদা  
১১ বিদ্যাং+২ বিরুদ্ধং ৮ সম্মিত্যুত+১০ ইতি+উত ॥ ১১ ॥

আরম্ভঃ—অনুষ্ঠান ; অশমঃ—অনিবৃত্তি ॥ ১২ ॥

যখন এই দেহে সর্ব্বদ্বারেই জ্ঞান প্রকাশ-ভাব প্রাপ্ত হয়, তখন  
সম্বন্ধের বর্দ্ধিতাবস্থা জানিবে ॥ ১১ ॥

হে ভরতকুল-শ্রেষ্ঠ ! লোভ, কর্ম্মে প্রবৃত্তি, আরম্ভ, আসক্তি, ও  
স্পৃহা, এই সকল রজোগুণ বর্দ্ধিত হইলে সজ্জাত হয় ।\*

লোভ হইতে কর্ম্মে প্রবৃত্তি হইলেই আরম্ভ, ক্রমে তদভ্যাসবশে  
বিরাম-শুভ্রাভ, ও নিয়ত স্পৃহা হয় ॥ ১২ ॥

হে কুরুনন্দন ! অপ্রকাশ, অপ্রবৃত্তি, প্রমাদ, এবং মোহ, এই কয়েকটি  
তমোগুণ বর্দ্ধিত হইলে সজ্জাত হয় ॥ ১৩ ॥

দেহীবাঙ্কি, সম্বন্ধের প্রবৃত্তিবস্থায় বিলয় প্রাপ্ত হইলে, বৃহত্ত্বাদিবিদ্-  
গণের প্রকাশময় স্থান প্রাপ্ত হয় ।—বাহারি যে গুণ-বর্দ্ধিতাবস্থায় মূর্ত্ত্যু-হা-  
সে সেইরূপ গতি লাভ করে । স্বর্গ ভোগাদি, সম্বন্ধ-বর্দ্ধিতাবস্থায় মূর্ত্ত্যুর

রজসি প্রলয়ং গত্বা কৰ্ম্মসন্নিধু জায়তে ।

তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ়ঘোনিধু জায়তে ॥ ১৫ ॥

কৰ্ম্মণঃ স্কৃতস্যাহঃ সাত্ত্বিকং নির্মলং ফলম্ ।

রজসস্ত ফলং দুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলম্ ॥ ১৬ ॥

সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ ।

প্রমাদমোহৌ তমসো ভবন্ত্যজ্ঞানমেব চ ॥ ১৭ ॥

উর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ ।

জঘন্নাশুগবন্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ ॥ ১৮ ॥

২ কৰ্ম্মণঃ ১ স্কৃতস্য + ৪ আহঃ ; ৩ সাত্ত্বিকমাদি ; ৫ রজসঃ মাদি ॥ ১৬ ॥

ফল । পুনরাবর্তন কালে, পূর্ব সংস্কার সহ অনুরূপ স্থানে স্বপ্ন হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

রজোশুণের বর্জিতাবস্থায় মৃত্যু হইলে কৰ্ম্মাসক্তের গৃহে জন্ম হয়, এবং তমোশুণ-বর্জিতাবস্থায় মৃত্যু হইলে, মূঢ়-ঘোনিতে জন্ম হয় ।—মহু-গাদির গৃহে জন্মের হেতু রজোশুণের বর্জিতাবস্থায় মৃত্যু ; মৃত্যুকালে তমোশুণের আধিক্যে, অনুরূপ ভাব-প্রাপ্তি-হেতু, পশাদি মূঢ়ঘোনিতে জন্ম হয় ॥ ১৫ ॥

স্কৃত কৰ্ম্মের সাত্ত্বিক নির্মল ফল বলিয়া উক্ত হইয়াছে, কিন্তু রাজসিক কৰ্ম্মের ফল দুঃখ ও তামসিক কৰ্ম্মের ফল অজ্ঞান ॥ ১৬ ॥

সত্ত্ব হইতে জ্ঞান, রজঃ হইতে লোভ মাত্র, তমঃ হইতে প্রমাদ, মোহ ও অজ্ঞানতা জন্মে ॥ ১৭ ॥

সত্ত্বশুণ ব্যক্তিগণ উর্দ্ধে গমন করেন, রাজসিক ব্যক্তিগণ মধ্যে থাকেন, এবং জঘন্নাশুগবন্তিস্থ তামসিকগণ অধোগমন করেন ।—উর্দ্ধে-

নাশ্চং গুণেভ্যঃ কর্তারং যদা দ্রষ্টানুপপত্তি ।

গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মস্তাবং সোধিগচ্ছতি ॥ ১৯ ॥

গুণানেনানতীত্য ত্রীন্দেহী দেহসমুদ্ভবান্ ।

জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোহমৃতমশ্নুতে ॥ ২০ ॥

অর্জুন উবাচ ।

কৈলিন্দ্বেন্দ্রীন্গুণানেনানতীতো ভবতি প্রভো ।

কিমাচারঃ কথং চৈতাংস্ত্রীন্গুণানতিবর্ততে ॥ ২১ ॥

৬ ন+৪ অশ্চং ৩ গুণেভ্যঃ ৫ কর্তারং ১ যদা ২ দ্রষ্টা+৭ অনুপপত্তি, ৯ গুণেভ্যঃ  
+৮ চ ১০ পরং বেত্তি—এবং গুণসমূহ হইতেও শ্রেষ্ঠকে জানে, ১২ মস্তাবং ১১ সঃ+  
৩ অধিগচ্ছতি ॥ ১৯ ॥

৫ গুণান্+২ এতান্+৩ অতীত্য ৪ ত্রীন্ ১ দেহী ৩ দেহসমুদ্ভবান্, ৭ জরাদি ॥ ২০ ॥  
মহত্ম্য-অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ লোকে ; মধ্যে,—এই নরলোকেই, অধঃ—ইতর তিথ্যাক্  
ষোনিতে ॥ ১৮ ॥

যখন দ্রষ্টা, গুণসমূহ ব্যতীত অশ্চ কর্তা দেখেন না, এবং গুণসমূহ  
হইতেও শ্রেষ্ঠকে জানেন, তখন তিনি আমার ভাব প্রাপ্ত হন। আমি  
কিছু করি না, গুণ সমূহ হইতেই সকল কার্য্য হয়, পরম-পুরুষ  
গুণাতীত ॥ ১৯ ॥

দেহী, দেহ সমুদ্ভূত গুণত্রয়কে আত্মকর করত জন্ম, মৃত্যু, জরাদ-  
জনিত দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া অমৃত উপভোগ করেন ॥ ২০ ॥

অর্জুন কহিলেন ;—হে প্রভো ! এই তিন গুণ আত্মকরকারীকে কোন্  
লক্ষণ দ্বারা জানা যায় ? গুণাতীতের আচরণ কিরূপ ? এবং কি উপায়েই  
বা এই গুণত্রয়কে আত্মকর করা যায় ? ॥ ২১ ॥

## শ্রীভগবানুবাচ ।

প্রকাশং চ প্রবৃতিং চ মোহমেব চ পাণ্ডব ।

ন দ্বোষ্টি সংপ্রবৃত্তাণি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি ॥ ২২ ॥

উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্ঘো ন বিচাল্যতে ।

গুণা বর্তন্ত ইত্যেব যোহবতিষ্ঠতি নৈকতে ॥ ২৩ ॥

সমদুঃখমুখং স্বস্থঃ সমলোষ্ট্রাশ্মকাক্ষনঃ ।

তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়োধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্রুতিঃ ॥ ২৪ ॥

মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ ।

সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাভীতঃ স উচ্যতে ॥ ২৫ ॥

ন + ইকতে = বিচলিত হয় না ॥ ২৩ ॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন ;—হে পাণ্ডব ! ( গুণাভীত ব্যক্তি ) জ্ঞান, প্রবৃতি, মোহ, উদিত হইলে তাহাতে বিদ্বদ্ব্যক্ত হন না, এবং নিবৃত্ত হইলেও তাহার আকাঙ্ক্ষা করেন না ।—উক্ত সঙ্গাদি গুণের ভাবে গুণাভীত ব্যক্তি বিরক্ত বা অনুরক্ত নহেন ॥ ২২ ॥

উদাসীনবৎ স্থিত ব্যক্তি গুণ-সমূহ কর্তৃক বিচলিত হন না ; গুণ-সমূহ আছে এই পর্য্যন্ত জাণিয়া যিনি চঞ্চল হন না ; সুখে দুঃখে সমান স্থস্থ, ও লোষ্ট্র, প্রস্রব, কাক্ষনে সমভান, প্রিয় ও অপিয়ে সমান, নিন্দা ও আদ্র-স্তবে সমান ধীর ; মান ও অপমানে, এবং শত্রু ও মিত্র পক্ষে সমলোব, এবং সর্ব্বারম্ভ-পরিত্যাগী, সেই ব্যক্তিকেই গুণাভীত বলা যায় ॥ ২৩—২৫ ॥

মাং চ যোহিব্যভিচারেণ ভক্তিয়োগেন সেবতে ।

স গুণান্ সঙ্গতীতৈত্যান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ২৬ ॥

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাধ্মমমৃতস্যাব্যয়স্ত চ ।

শাস্বতস্ত চ ধর্ম্মস্ত স্নুখসৌকান্তিকস্য চ ॥ ২৭ ॥

ইতি গুণত্রয়বিভাগযোগো নাম চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ।

৩ ব্রহ্মণঃ+১ হি ৪ প্রতিষ্ঠা+২ অহমু+৫ অমৃতস্ত+৩ অব্যয়স্ত চ, ৬ শাস্বতাদি ॥ ২৭ ॥

\* ইতি চতুর্দশ অধ্যায়ঃ ।

আর যে আমাকে অনন্ত-ভক্তিয়োগে সেবা করে, সে এই সকল গুণ  
অতিক্রম করত ব্রহ্মভাব প্রাপ্তির যোগ্য ॥ ২৬ ॥

যেহেতু আমি অমৃত, অব্যয়, নিত্যধর্ম্ম ও ঐকান্তিক স্নুখস্বরূপ ব্রহ্মেরই  
স্থান ॥ ২৭ ॥

ইতি গুণত্রয়-বিভাগযোগ-নামক চতুর্দশ অধ্যায় ।

## পঞ্চদশ অধ্যায়।

শ্রীভগবানুবাচ ।

উর্দ্ধমূলমধঃশাখমশ্বখং প্রাল্লবব্যয়ম্ ।

ছন্দাংসি यस্য পর্ণানি যন্তুং বেদ স বেদবিৎ ॥ ১ ॥

১ উর্দ্ধমূলম্+অধঃশাখম্+৩ অশ্বখং প্রাল্লঃ+৫ অব্যয়ং, ৫ ছন্দাংসি=বেদ সকল,  
৪ যন্তু, পর্ণানি=পত্র, ৭ যঃ+৬ তং ৮ বেদ সঃ+বেদবিৎ ॥ ১ ॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন ;—অব্যয় অশ্বখের মূল উর্দ্ধে, শাখা নিম্নে, এবং  
ছন্দ সকল ইহার পত্রস্বরূপে কথিত আছে ; যিনি ঐ অশ্বখবৃক্ষকে জানেন,  
তিনিই জানী ।—স্বঃ অর্থে পরদিনের প্রভাতকাল, সেই সময় পর্য্যন্ত  
বাহার স্থানিহের নিশ্চয়তা নাই, তাহা অশ্বখ ; সংসারেরও স্থানিহ  
সম্বন্ধে “কিছুই” নিশ্চয়তা নাই ; অথচ এই সংসারে অনাদিকাল-  
প্রবৃত্ত, বলিয়া অব্যয়-স্বরূপেও কথিত । ইহার মূল উর্দ্ধে, অর্থাৎ  
ব্রহ্মই ইহার আদি, ইহার শাখা তন্নিম্নস্থ হিরণ্যগর্ভ, ব্রহ্মা, ও জীবাদি ।  
বেদোক্ত ঈশ্বাদি ইহার পত্র । এই সংসারকে যিনি জানেন, তিনিই  
জানী । বিজ্ঞান হইতেই ব্রহ্মজ্ঞান । সুমুদ্র ভূতগত ঈশ্বর, জীবকে  
দেহমধ্যে আরোহণ করাইয়া, মায়াবলে সংসার-চক্রে ঘুরাইতেছেন ।  
ঐ চক্র দেখিতে দেখিতে ইহার গতি এবং ক্রমে চক্রাঙ্গ প্রভি-  
দৃষ্টিপাত হয় ॥ ১ ॥

অধশ্চোদ্ধঃ প্রসূতাস্তস্য শাখা গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ ।

অধশ্চ মূলান্যনুসন্ততানি কৰ্ম্মানুবন্ধীনি মনুষ্যালোকে ॥২॥

ন রূপমসৌহ তথোপলভ্যতে নান্তো ন চাদিন্ চ সংপ্রতিষ্ঠা ।

অস্থখমেনং স্ববিকৃতমূল-মসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিদ্ধা ॥ ৩ ॥

ততঃ পদং তৎপরিমার্গিতব্যং

যস্মিন্ গতা ন নিবর্তন্তি ভূয়ঃ ।

তমেব চাভ্যং পুরুষং প্রপদ্যে

যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসূতা পুরীগী ॥ ৪ ॥

২ অধঃ+চ+উদ্ধঃ প্রসূতাঃ=নীচে ও উপরে বিস্তৃত,+১ তস্ত শাখাঃ,  
+৩ গুণ-প্রবৃদ্ধাঃ, ৪ বিষয়-প্রবালাঃ=বিষয়রূপ পল্লব (যুক্ত); ৬ অধঃ+৫ চ, ৮ মূলানি,  
+৭ অনুসন্ততানি=প্রবিষ্ট, ১০ কৰ্ম্মানুবন্ধীনি=কৰ্ম্মকলে আবদ্ধকারী; ৯ মনুষ্যা-  
লোকে ॥ ২ ॥

৫ ন ৪ রূপম্+৩ অস্ত+২ ইহ, ১ তথা,+৬ উপলভ্যতে=উপলব্ধ হয়, ৭ ন+  
অস্তাদি; ৯ অস্থখম্+৮ এনং স্ববিকৃতমূলং=এই দৃঢ়মূল অস্থখকে,+১১ অসঙ্গশস্ত্রেণ,  
১০ দৃঢ়েন, ১২ ছিদ্ধা; ১৩ ততঃ ১৫ পদং ১৪ তৎ, ১৬ পরিমার্গিতব্যং=প্রার্থনীয়,

উহার শাখা সকল উর্দ্ধে ও নিম্নদিকে বিস্তৃত, সজ্বাদি গুণসমৃদ্ধ কর্তৃক  
বর্দ্ধিত বিষয় উহার পল্লব ও ভোগবাসনা সকল মূলরূপে নিম্নস্থপ্রবিষ্ট  
হইয়া মনুষ্য লোকে কৰ্ম্মবন্ধন-স্বরূপ হইয়াছে।—বাসনাই সংসারে আবর্তক,  
বাসনা হইতেই কৰ্ম্ম-সঞ্চয় ও সংসার-প্রবৃত্তি ॥ ২ ॥

• ইহার রূপ, অন্ত, আদি, অথবা প্রতিষ্ঠা উপলব্ধি করা যায় না; এই  
দৃঢ়-মূল অস্থখকে, স্বদৃঢ় অসঙ্গরূপ অস্ত্র দ্বারা ছেদন করত পরে যে স্থানে  
গমন করিলে আর প্রত্যাবৃত্ত হইতে হয় না, সেই পদ প্রার্থনা করা উচিত



নিশ্চানমোহা জিতসঙ্গদোষা অধ্যাত্মানিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ ।  
 দ্বৈতৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈর্গচ্ছন্ত্যমৃতাঃ পদমব্যয়ং তৎ ॥ ৫ ॥  
 ন তদ্ভাসয়তে সূর্যো ন শশাকো ন পাবকঃ ।  
 যদগচ্ছা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ৬ ॥  
 মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ ।  
 মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কৰ্ব্বতি ॥ ৭ ॥

১৭ বস্মিন্ গতাঃ, + ১৯ ন নিবর্তন্তি, ১৮ ভূয়ঃ ২০ ভবাদি, ২১ যুতঃ ২৩ প্রবৃত্তিঃ, প্রসূতাঃ  
 — নিঃসৃত হইয়াছে, + ২২ পুরাণি ॥ ৩—৪ ॥

১ নিরাদি, ৩ দ্বৈতঃ + বিমুক্তাঃ, ২ সুখদুঃখ-সংজ্ঞৈঃ = সুখদুঃখরূপ, + ৮ গচ্ছন্তি  
 + ৪ অমৃতাঃ ৭ পদম্ + ৬ অব্যয়ং ৫ তৎ ॥ ৫ ॥

৩ ন ২ ভূয়ঃ + ৪ ভাসয়তে, ১ সূর্য্যঃ + ৫ ন ইত্যাদি ৬ বদাদি, ৭ তৎ + ১০ ধাম,  
 ৯ পরমং ৮ মম ॥ ৬ ॥

যে, “যাহা হইতে এই চিরন্তন প্রবৃত্তি বিস্তৃত হইয়াছে, সেই আদি পুরুষের  
 শরণাগত হই” ।—“প্রবৃত্তি হইতেই সংসার, সংসার বন্ধন ছিন্ন হইলে, সেই  
 ব্রহ্মভাব পুনঃপ্রাপ্ত হওয়া যায় ॥ ৩-৪ ॥

অমৃত, ব্যক্তিগণ, “মান ও মোহ-শূন্য হইয়া সঙ্গদোষ জয় করত,  
 আত্মনিষ্ঠা-সহকারে, বাসনা-শূন্য ও সুখ-দুঃখরূপ দ্বন্দ্বমুক্ত হইয়া, সেই  
 অব্যয়-পদ প্রাপ্ত হন ॥ ৫ ॥

যেখানে সূর্য্য, চন্দ্র, ও অগ্নির জ্যোতিঃ নাই, যেখানে গেলে আর  
 প্রত্যাবৃত্ত হইতে হয় না, সেই আত্মার গরমুখাম ॥

আমারই অংশ জীবলোকে জীবরূপে প্রসিদ্ধ, এবং শ্রোত্রাদি পঞ্চ-  
 ইন্দ্রিয়, ৭ মন, এই ছয় প্রকৃতিই ইন্দ্রিয়গণকে আকর্ষণ করে ।—পুরব্রহ্মই  
 অবিত্যবলতঃ সংসারী জীব-রূপে, ইন্দ্রিয়াদির উপভোক্তা ॥ ৭ ॥

শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ ।

গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ ॥ ৮ ॥

শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনং চ রসনং শ্রাণমেব চ ।

অধিষ্ঠায় মনশ্চাযং বিষয়ানুপসেবতে ॥ ৯ ॥

উৎক্রামন্তং স্থিতং কাপি ভুঞ্জানং বা গুণাস্বিতম্ ।

বিমূঢ়ানানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ ॥ ১০ ॥

যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্ম্যবস্থিতম্ ।

যতন্তোহ্যপ্যকৃতাত্মানো মৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ ॥ ১১ ॥

উৎক্রামতি=তাগ করে, আশয়াৎ = পুষ্পাদিরূপ গন্ধের আর্বাঁস হইতে ॥ ৮ ॥

১ যতন্তঃ = যত্বকারী, + যোগিনঃ + চ + এনং ৩ পশ্যন্তি + ২ আত্মনি + অবস্থিতঃ,

যজ্ঞপ বায়ু, পুষ্পাদি স্থান হইতে গন্ধ লইয়া যায়, তজ্জপ এই জীশ্বর যে দেখে অবস্থান করেন, দেহান্তর গমনকালে তাহা হইতে উক্ত মন প্রভৃতি ছয় ইন্দ্রিয়কে লইয়া যান।—জীবাাত্মা ইন্দ্রিয়াদি-সহ 'জন্মগ্রহণ' করেন, অর্থাৎ পূর্বজন্মে যে রূপ সংস্কার থাকে, জন্মান্তরেও তজ্জপ হয় ॥ ৮ ॥

মন, চক্ষু-কণ-নাসা-জিহ্বা ও ত্বক্ এই পঞ্চেন্দ্রিয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া বিষয়োপভোগ করেন ॥ ৯ ॥

দেহান্তরগামী, স্থিত, অথবা ভোক্তা কিংবা গুণসমবৃত্ত (জীব-ভূতাত্মাকে) বিমূঢ় ব্যক্তিগণ দেখিতে পায় না, জ্ঞানচক্ষুযুক্ত ব্যক্তিগণই তাহা দেখেন।—জ্ঞান ব্যতীত এ সকল জীবের উৎপত্তি লয়াদির রহস্য উপলব্ধি হয় না ॥ ১০ ॥

যত্নবান্ যোগিগণ ইহাকে আত্মাতে অবস্থিত দেখিতে পান, কিন্তু অশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিগণ যত্ন করিলেও দেখিতে পায় না ॥ ১১ ॥

যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ধাসয়তেহখিলম্ ।  
 যচ্চন্দ্রমসি যচ্চায়ৌ তন্তেজো বিদ্ধি যামকম্ ॥ ১২ ॥  
 গামাংশ্চ চ'ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা ।  
 পুষ্যামি চৌষধীঃ সৰ্ব্বাঃ সোমো ভূহা রসাত্মকঃ ॥ ১৩ ॥  
 অহং বৈশ্বানরো ভূহা প্রাণিনাং দেহমাক্রিশিতঃ ।  
 প্রাণাপানসমায়ুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্বিধম্ ॥ ১৪ ॥  
 সৰ্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতিজ্ঞানমপোহনং চ ।  
 বেদৈশ্চ সৰ্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্বিদেব চাহম্ ॥ ১৫ ॥

৪ 'যতন্তঃ' + অপি + অকৃতান্নানঃ + ৭ ন + ৬° এনং + ৮ পশুতি, + ৫ অচেতসঃ =  
 স্মৃতিগণ ॥ ১১ ॥

২ গাম্ + অংশ্চ চ = এবং পৃথিবীতে অধিষ্ঠান করিয়া, ৩ ভূতানি ধারয়ামি +  
 ১ অহম্, + ওজসা, ২ পুষ্যামি, ৪ চ + ৮ ওষধীঃ ৭ সৰ্ব্বাঃ ৬ সোমঃ + ভূহা  
 ৫ রসাত্মকঃ ॥ ১৩ ॥ °

১ সৰ্ব্বস্তাদি, ৪ বেদৈঃ + চ, ৩ সৰ্বৈঃ + ২ অহম্ + এবং, ৫ 'বেদ্যঃ' = জ্ঞেয়, +  
 ৬ বেদান্তকৃদাদি ॥ ১৫ ॥

যে আদিত্যগত তেজঃ অখিল ব্রহ্মাণ্ডকে প্রকাশ করে, বাহ্য চন্দ্রে  
 এবং অগ্নিতে আছে, তাহা আমারই তেজঃ জানিবে ॥ ১২ ॥

( আমি ) পৃথিবীতে অধিষ্ঠিত হইয়া তেজঃ-প্রভাবে ভূতগ্রামকে ধারণ  
 করি, এবং ওজস্বক সোমরস-স্বরূপ হইয়া ওষধিগণের পুষ্টিসাধন করি ॥ ১৩ ॥

আমি বৈশ্বানর হইয়া প্রাণিগণের দেহস্থ হই, এবং প্রাণ, ও অপান  
 বাক্য সহযোগে চতুর্বিধ অন্ন পরিপাক করিয়া থাকি ॥ ১৪ ॥

আমি সকলেরই হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট, আমি হইতেই স্মৃতি, জ্ঞান, এবং ঐ

দ্বাবির্মো পুরুষো লোকে ক্ররশ্চাক্রর এব চ ।

ক্ররঃ সৰ্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোহক্রর উচ্যতে ॥ ১৬ ॥

উত্তমঃ পুরুষস্তত্ত্বঃ পরমাত্মেত্বাদাহতঃ । ॥

যো লোকিত্রয়মাবিশি় বিতৰ্ত্তব্যয় ঈশ্বরঃ ॥ ১৭ ॥

যস্মাৎ ক্ররমতীতোহহমক্ররাদপি চোত্তমঃ ।

অতোহস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ১৮ ॥

যো মামেবমসংযুতো জানাতি পুরুষোত্তমম্ ।

স সৰ্ববিদ্বজতে মাং সৰ্বভাবেন ভারত ॥ ১৯ ॥

১ বস্মাদি, ২ অতঃ+ ৩ অস্মি ৩ লোকে বেদে চ ৫ প্রথিতঃ ৪ পুরুষোত্তমঃ ॥ ১৮ ॥

১ যঃ+৩ মাম্+এবম্+২ অসংযুতঃ+৫ জানাতি ৪ পুরুষোত্তমঃ ৭ সঃ+সৰ্ববিৎ+১

১০ ভজতে ১ মাং ৮ সৰ্বভাবেন, ৬ ভারত ! ॥ ১৯ ॥

সকলের অভাব হয়, সৰ্ব প্রকার বেদাদি দ্বারা আমিই জ্ঞেয়, এবং আমিই বেদান্তরূপ ও বেদবিৎ ॥ ১৫ ॥

ক্রর ও অক্রর এই দুই পুরুষ লোকে প্রসিদ্ধ ; সৰ্বভূতকে ক্রর, ও কূটস্থকে অক্রর বলা যায় ।—ক্রর অর্থে বিনশ্বর, এবং অবিনশ্বর কূটস্থ চৈতন্তের অর্থ পূর্বে বলা হইয়াছে ॥ ১৬ ॥

এতদ্ব্যস্ত হইতে পৃথক উত্তম পুরুষ পরমাত্মা বলিয়া উক্ত ; ঐ অব্যয় ঈশ্বর ত্রিলোকের মধ্যগত হইয়া তাহাদিগকে পালন করেন ॥ ১৭ ॥

আমি ক্ররের অতীত ও অক্রর হইতেও উত্তম বলিয়াই লোকে ও বেদে পুরুষোত্তম বলিয়া উক্ত ॥ ১৮ ॥

হে ভারত ! যে অসংযুত ব্যক্তি আশাকে পুরুষোত্তম বলিয়া জানে, সেই সৰ্বজ্ঞ ব্যক্তি সৰ্ব প্রকারে, আমায়ই ভজনা করে ।

ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ ।

এতদ্বুদ্ধা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত ॥ ২০ ॥

ইতি পুরুষোত্তমযোগো নাম পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ।

ইতি পঞ্চদশ অধ্যায়ঃ ।

পরম-পুরুষ-স্বরূপ ব্রহ্মের জ্ঞান হইলে আর বাহার উপাসনার প্রয়োজ-  
ন হয় ? এবং সেই জানী সর্বজ্ঞ ॥ ১৯ ॥

হে অনঘ ! এই গুহ্যতম শাস্ত্র বলিলাম, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ইহা অনুভব-  
করত কৃতকৃত্য হয় ।—ইহা গুহ্যতম যেহেতু অস্ত্রে জানে না ॥ ২০ ॥

ইতি পুরুষোত্তমযোগ-নামক পঞ্চদশ অধ্যায় ।

## ষোড়শ অধ্যায় ।

শ্রীভগবানুবাচ ।

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধিঞ্চানযোগব্যবস্থিতিঃ ।  
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আৰ্জ্জবম্ ॥ ১ ॥  
অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্ ।  
দয়া ভূতেষ্শলুপ্ত্বং মর্দবং হ্রীরচাপলম্ ॥ ২ ॥  
তেজঃ ক্রমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা ।  
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত ॥ ৩ ॥

অপৈশুনং = অসাক্ষাতে পরদোষ প্রকাশ না করা ; মর্দবং = মূহুহু ; হ্রী-লজ্জা ॥২॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন ;—হে ভারত ! অভয়, সত্ত্বশুদ্ধি, জ্ঞান ও যোগে অবস্থান, দান, দম, যজ্ঞ, স্বাধ্যায়, তপঃ, ধৰ্ম্মজ্ঞতা, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি, পরদোষ অদর্শন, সর্বভূতে দয়া, লোভ-শূন্যতা, মূহুহু, লজ্জা, অপল্য-শূন্যতা, তেজঃ, ক্রমা, ধৃতি, শৌচ, পরশ্রীকাতরতা-শূন্যতা, এই সকল দৈবী-সম্পদাভিমুখে জাত ব্যক্তির হইয়া থাকে ।—সংপ্রবৃত্তি বাহাদের স্বাক্ষরগত, তাহারা অবশ্যই পূৰ্ণ জন্মের স্মৃতিবান্, এবং সেই জন্ত তাহারা ইহজন্মেও সদানুষ্ঠানকারী । দৈবী-সম্পদাভিমুখী ব্যক্তি, অর্থাৎ পূৰ্ণ স্মৃতিবিশে মোক্ষ-প্রাপ্তির উপযোগী সংপ্রবৃত্তিরদির সংস্কার-সহ জাত ব্যক্তি, উক্ত গুণসম্পন্ন হইন ॥ ১—৩ ॥

দন্তো দর্পোহভিমানশ্চ ক্রোধঃ পার্শ্বাশ্রমেব চ ।

অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাস্থরীমৃ ॥ ৪ ॥

দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াস্থরী মতা ।

মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোহসি পাণ্ডব ॥ ৫ ॥

যৌ ভূতসর্গৌ লোকেস্মিন্দৈব আস্থর এত চ ।

দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আস্থরং পার্থ মে শৃণু ॥ ৬ ॥

প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ জনা ন বিদুরাস্থরাঃ ।

ন শোচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে ॥ ৭ ॥

৩ প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ ২ জনাঃ+৪ ন বিদুঃ+১ আস্থরাঃ, ৬ ন শোচাদি,  
৭ তেষু, ৭ বিদ্যতে ॥ ৭ ॥

হে পার্থ! দন্ত, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, কর্কশতা, ও অজ্ঞান, আস্থরী-  
সম্পদাভিযুক্তী ব্যক্তির হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

দৈবী-সম্পদ মোক্ষের হেতু, এবং আস্থরী-সম্পদ বন্ধনের হেতু; হে  
পাণ্ডব! তুমি, দৈবী-সম্পদাভিমুখে জাত হইয়াছ, অতএব শোক করিও  
না ॥ ৫ ॥

ইহলোকে দৈব ও আস্থর এই দুই প্রকার মনুষ্য সৃষ্ট হইয়াছে, হে  
পার্থ! তন্মধ্যে, দৈবের বিষয় বিস্তৃতরূপে বলা হইয়াছে, এবং আস্থরের  
বিষয় আমরা নিকট প্রবণ কর ॥ ৬ ॥

আস্থরিক জনগণ, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি জানে না, এবং তাহাদের মধ্যে  
শোচ, আচার, বা সত্য নাই—পুরুষার্থ-সাধক কর্তব্য বিষয়ে প্রবৃত্তি,  
ও তদ্বিপরীত বিষয়ে নিবৃত্তিরূপ মানসিক শক্তি তাহাদের নাই, তাহারা

অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহরনাশ্বরম্ ।

অপরম্পরসমুতং কিমত্যং কামহেতুকম্ ॥ ৮ ॥

এতাং দৃষ্টিমবশ্যত্যং নৃশীত্বানোহন্নবুদ্ধয়ঃ ।

প্রভবন্ত্যপ্রকর্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোহহিতাঃ ॥ ৯ ॥

২ অসত্যম্ + অপ্রতিষ্ঠং, ১ তে জগৎ + ৮ আহঃ + ৩ অনাশ্বরং, ৪ অপরম্পর-সমুতং = পরম্পর সংযোগে উৎপন্ন অতীত ৭ কিম + ৬ অত্যং ৫ কামহেতুকং ॥ ৮ ॥

ইন্দ্রিয়ের অধীন ; তাহাদের অন্তর্বাহ পাপ-মল-পূর্ণ ; তাহারা অসদ্ব্যবহারী ও মিথ্যাপ্রিয় হয় ॥ ৭ ॥

তাহারা জগৎকে অসত্য, অপ্রতিষ্ঠ, ঈশ্বরশূন্য, এবং জ্ঞানী-পুরুষের পরম্পর সংযোগে সমুত ভিন্ন অথ কিছুই নহে বলে ।—

স্বল্প দৃষ্টির অভাবে সংসারকে জড়-প্রকৃতি-মাত্র বিবেচনা করে । ‘বিশ্বের ঈশ্বর বা নিয়ন্তা কেহ নাই, জীব প্রাকৃতিক নিয়মে জ্ঞানী-পুরুষ-সংযোগে উৎপন্ন হইতেছে,’ ইত্যাদি তাহাদের ধারণা । গূঢ়তম আভ্যন্তরিক তত্ত্ব, বিশ্বের উৎপত্তি-স্থিতি-প্রলয়াদি সম্বন্ধে কার্য্য-কারণ আদির নিগূঢ় আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে আনুশ্রবিক স্বভাবাপন্ন ব্যক্তি সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, স্মরণাত্মক অবিজ্ঞানী ও উলোকাঙ্কুরী হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥

অন্নবুদ্ধি ব্যক্তিগণ এতাদৃশী দৃষ্টি আশ্রয় করত নষ্টাশ্রয় হইয়া উগ্র-কর্ম্ম শ্রীতি দ্বারা জগতের শত্রুরূপে, ক্ষয়ের নিমিত্তই উদ্ভূত হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥



কামমাস্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদাশ্রিতাঃ ।

মোহাদৃহীত্বাসদগ্রাহান্ প্রবর্তন্তেহশুচিভ্রতাঃ ॥ ১০ ॥

চিন্তামপরির্দেয়াং চ প্রলয়াস্তামুপাশ্রিতাঃ ।

কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ ॥ ১১ ॥

আশাপাশশতৈর্বন্ধাঃ কামক্ৰোধপরায়ণাঃ ।

ঈহন্তে কামভোগার্থমন্ত্যায়ৈনার্থসঞ্চয়ান্ ॥ ১২ ॥

ইদমদ্য ময়ালকমিমং প্রাপ্যে মনোরথম্ ।

ইদমন্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পূর্নধনম্ ॥ ১৩ ॥

অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি ।

ঈশ্বরোহহমহং ভোগী সিদ্ধোহহং বলবান্ স্বধী ॥ ১৪ ॥

৪ কামং + আস্রিত্য, ৩ দুষ্পূরং ১ দম্ভমানমদাশ্রিতাঃ ৫ মোহাৎ + ৭ দৃহীত্বা +  
৬ অসদগ্রাহান্ ৮ প্রবর্তন্তে + ২ শুচিভ্রতাঃ ॥ ১০ ॥

সেই অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিগণ, দুষ্পূরগীয়া, বাঁসনা অবলম্বন করত দম্ভ, মান, ও মদাশ্রিত হইয়া, অবিরেকপূর্বক অন্তঃ-নিশ্চয়ে প্রবৃত্ত হয়; (১০) প্রলয়াস্তকাল পর্যন্ত অপরিমেয় চিন্তাগ্রস্ত হইয়া থাকে, এবং কাম্য বিষয় উপভোগই পরম লাভ, ইহাই নিশ্চয় করে; (১১) শত শত আশারজুতে আবদ্ধ ও কাম-ক্ৰোধ-পরায়ণ হইয়া, কাম্য বস্তু উপভোগার্থ অন্বেষণপূর্বক অর্থ সঞ্চয় করিতে ইচ্ছা করে; (১২) 'অদ্য আমার ইহা লাভ হইল, এই মনোরথ সফল হইবে, এই পরিমাণ আছে, ও পূর্নরায় এত হইবে'; (১৩) 'আমি ঐ শত্রুকে নিধন করিয়াছি, অপর সকলকেও বধ করিব, আমি ঐ, আমি ভোগী, আমি সফল-মনোরথ, আমি বলবান্'

আচ্যেহভিজ্ঞানবানস্মি কোহনোহস্তু সদৃশো ময়া ।

যক্ষ্যে দাস্যামি যোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ ॥ ১৫ ॥

অনেকচিন্তাবিন্দুঃ, মোহজালসমারূঢ়াঃ

প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেহশুচৌ ॥ ১৬ ॥

আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধা ধনমানমদান্বিতাঃ ।

অজ্ঞন্তে নামযজ্ঞন্তে দন্তেনাবিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ১৭ ॥

যক্ষ্যে=যজ্ঞ করিব ; যোদিষ্য=আমোদ করিব ॥১৫ ॥

আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধাঃ—আপনা আপনি পূজা মনে করে এবং গর্বিত ॥ ১৭ ॥

৪ আমি স্থগীতঃ (১৪) ‘আমি ধনাঢ্য, আমি আত্মীয়-স্বজন-সকল, আমার সমান আর কে আছে ? আমি যজ্ঞ করিব, দান করিব, আমোদ করিব’; ইত্যাদি অজ্ঞানেই বিমোহিত থাকে ; (১৫) নানা বিষয়ে বিক্ষিপ্ত-চিন্তা, মোহজাল সমাচ্ছন্ন, ও কামা-বস্ত্র উপভোগে অসক্ত হইয়া অপরিজ্ঞাতরূপে নরকে পতিত হয় ; (১৬) আত্ম-গরিমা-গর্বিত, ও ধনমান মদান্বিত হইয়া, দন্ত সহকারে নামমাত্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে ।—

পূর্ব্বক দান-যজ্ঞাদি সংকল্প বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, সত্য, কিন্তু ‘দান করিব, যজ্ঞ করিব,’ ইত্যাদি অভিমান ও দন্ত প্রকৃত সংকল্প অনুষ্ঠানের জন্ত নহে, উহা তামসিক, অর্থাৎ উহা আত্ম-প্রতিষ্ঠার জন্ত মাত্র ; “আমার ধন আছে, আমি দাতা, আমি পুণ্য কাম্যানুষ্ঠানকারী” ইত্যাদি লোকলোক দেখাইবার জন্ত মাত্র যে যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান হয়, তাহাতে প্রকৃত প্রভাবে সংপ্রবৃত্তির লেশ নাই ॥ ১৭ ॥

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং চ সংশ্রিতাঃ ।

মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোহভ্যসূয়কাঃ ॥ ১৮ ॥

তানহং দ্বিষতঃ ক্রুরান্ সংসারেষু নরাধম্যান্ ।

ক্ষিপাম্যজ্ঞশ্রমশুভানাহুরিষেব যোনিষু ॥ ১৯ ॥

আত্মরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মানি জন্মানি ।

মামপ্রাপৈষ্যবকৌন্তেয় ততো যান্ত্যধর্মাং গতিম্ ॥ ২০ ॥

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ ।

কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতৎ ত্রয়ং ত্যজেৎ ॥ ২১ ॥

এতৈর্বিমুক্তঃ কৌন্তেয় তমোদ্বারৈস্ত্রিভির্নিরঃ ।

আচরত্যাত্মনঃ শেষস্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ২২ ॥

৩ এইতঃ + ৬ বিমুক্তঃ ১ কৌন্তেয় ! ৫ তমোদ্বারৈঃ + ৪ ত্রিভিঃ + ২ নরঃ, ৮ আচরতি  
+ ৭ আত্মনঃ শেষঃ + ১০ ততো + ১১ যাতি, ১০ পরাং গতিং ॥ ২২ ॥

সেই মৎপ্রতি অভ্যাস্যকারিগণ অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ও  
ক্রোধযুক্ত হইয়া, আত্ম ও পরদেহে আমার ধেষ করে ॥ ১৮ ॥

সেই বিদ্বৈষকারী, ক্রুর ও সংসারমধ্যে নরাধম, প্রচুর অনিষ্টকারি-  
গণকে আত্মরী যোনিতে নিক্ষেপ করি।—তাহারা কর্ম্মভূমারে তিষ্ঠাক-  
যোনি প্রভৃতি লাভ করিয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

কৌন্তেয় ! মূঢ় ব্যক্তিগণ জন্মে জন্মে আত্মরী যোনি প্রাপ্ত হইয়া,  
আমাকে না পাইয়াই, ক্রমে অধর্মাগতি প্রাপ্ত হয় ॥ ২০ ॥

কাম, ক্রোধ ও লোভ, নরকের আত্ম-বিনাশক এই ত্রিবিধ দ্বার,  
অতএব এই তিনটী পরিহার্য ॥ ২১ ॥

হে কৌন্তেয় ! মনুষ্য এই তিনটি তমোদ্বার অতিক্রম করিয়া ঐশ্ব-

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ততে কামচারুতঃ ।

ন স সিদ্ধিমবাশ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্ ॥ ২৩ ॥

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকাৰ্য্যব্যবস্থিতৌ ।

জ্ঞাস্থা শাস্ত্রবিধানাত্তং কৰ্ম্ম কৰ্ত্তুমিহাহঁসি ॥ ২৪ ॥

ইতি দৈবাস্ত্ররসম্পত্তিভাগযোগো নাম

ষোড়শোহধ্যায়ঃ ।

নার শুভাচরণ করে; এবং তাহা হইতে পরমা-গতি লাভ করিয়া থাকে ॥ ২২ ॥

যে, বাসনাবশে স্বেচ্ছাচারী হইয়া শাস্ত্র-বিধি পরিত্যাগ করে, সেই সিদ্ধি, সুখ, এবং পরমাগতি কিছুই লাভ করে না।—এ স্থলে ধর্ম্ম-শাস্ত্রের কথা হইতেছে। ভগ্নবদ্বীতা, ধর্ম্ম-শাস্ত্রের একখানি প্রধান, এমন কি, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ; ইহা সর্ব্বসম্মত। স্মৃতি, পূর্ব্ব-প্রচলিত সমাজ-শাস্ত্র, ধর্ম্ম-শাস্ত্র নহে; বর্ত্তমান দণ্ডবিধির আইন, রাজ-শাসন-সম্বন্ধীয় একখানি শাস্ত্র, অথচ আমাদের দেশে প্রাচীর শাস্ত্র মাত্রই ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া মান্ত হইয়া ছিল। শাস্ত্রানুসারে চলিতে হইলে, কোন শাস্ত্র কোন সময়ে পালনীয়, তাহা স্মরণ রাখা কৰ্ত্তব্য ॥ ২৩ ॥

অতএব কৰ্ত্তব্যাকৰ্ত্তব্য নিরূপণ জন্ত তুমি শাস্ত্রকে প্রমাণ জানিয়া শাস্ত্র-বিধিমত কার্য্য আচরণ কর।—কার্য্য প্রকৃত সত্যিক হইলে সচ্ছাস্ত্রানু-যায়ী অবশ্যই হইবে। বাহ্যরা আত্মরিক-সম্পদ-অভিমুখে লুপ্ত, তাহারা কোনও মতে সোজা পথে আসিতে চাহে না! আসলু ছাড়িয়া বুধা আড়ম্বর, গহীয়াই বিব্রত থাকে। তাহা পরে বুঝাইতেছেন ॥ ২৪ ॥

ইতি দৈবাস্ত্র-সম্পত্তিভাগ-নামক ষোড়শ অধ্যায় ।

## সপ্তদশ অধ্যায় ।

অৰ্জুন উবাচ ।

যে শাস্ত্রাবধির্মুৎসজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়াষিতাঃ ।

তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সঙ্কমাহো রজন্তমঃ ॥ ১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহীনাং সা স্বভাবজা ।

সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু ॥ ২ ॥

অৰ্জুন কহিলেন ;—হে কৃষ্ণ ! যাহারা শাস্ত্রোক্ত বিধান উপেক্ষা করত, অথচ শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া যজ্ঞাদি করে, তাহাদের নিষ্ঠা কিরূপ ? সাত্ত্বিক, রাজসিক, অথবা তামসিক ?—শাস্ত্রোক্ত বিধানানুযায়ী কার্য আচরণীয় ; কিন্তু যাহারা শাস্ত্রোক্ত বিধানানুযায়ী অনুষ্ঠান করে না, তাহাদের মধ্যে কি কাহারও সাত্ত্বিকী বুদ্ধি নাই ? বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীতেও কি সাত্ত্বিক নাই ? অথচ তন্মধ্যে ত শ্রদ্ধাবান্ লোকও দেখা যায় । পরে তাহার মীমাংসা হইতেছে ॥ ১ ॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন ;—দেহিগণের সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক, এই তিন প্রকার শ্রদ্ধা স্বভাবজাত হইয়া থাকে, তন্মিষর শ্রবণ কর ॥ ২ ॥

সত্ত্বানুরূপা সর্বশ্রু শ্রদ্ধা ভবতি/ভারত ।

শ্রদ্ধাময়োহয়ঃ পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ ॥ ৩ ॥

যজ্ঞন্তে সাত্বিকো দেবান্যক্ষরকাসি রাজসাত্ব ।

প্রেতান্ভূতগণাশ্চান্যে যজ্ঞন্তে তামসো জনাঃ ॥ ৪ ॥

অশান্ত্রবিহিতঃ ঘোরঃ তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ ।

দন্তীহংকারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ ॥ ৫ ॥

১ অশান্ত্রবিহিতঃ ঘোরঃ ১১ তপ্যন্তে, ১ যে ১১ তপঃ+৪ জনাঃ, ২ দন্তাদি ;

হে ভারত ! সকলেরই শ্রদ্ধা স্বভাবানুরূপ হয়, যেহেতু পুরুষ শ্রদ্ধাময়, যে বৈকুণ্ঠ শ্রদ্ধাবিত, সে তদ্রূপই।—জীব, স্বীয় সংস্কারানুসারী স্বভাব-সম্মত হওয়ায় তাহার তাদৃশ শ্রদ্ধাদিই হইয়া থাকে ! যাহার সংস্কারাদি সাত্বিক-ভাবাপন্ন, তাহার শ্রদ্ধা স্বতঃই সাত্বিকী হয়, স্মৃতরাং প্রবৃত্তি, অনুষ্ঠানাদিও তদ্রূপ হয়, আর যাহার সংস্কার রাজসিক অথবা তামসিক হয়, তাহার প্রবৃত্তি-আচরণাদিও তদ্রূপ হয়। বিভিন্ন শ্রদ্ধাবৃক্কের লক্ষণাদির কথা পরে বলিতেছেন ॥ ৩ ॥

সাত্বিক ব্যক্তিগণ দেবগণের আরাধনা করে, রাজসিক ব্যক্তিগণ যক্ষরাক্ষসের পূজা করে, ও তামসিক ব্যক্তিগণ ভূত-প্রেতগণের সেবা করে।—লোক স্বভাবতঃই অনুরূপ দেবতার অর্চনপ্রিয় হয়। কেহ বা পিশাচ-সিদ্ধ হইবার জন্ত ব্যগ্র, কেহ বা দ্বেষ-ভক্ত, কেহ বা স্রদ্ধ-মিষ্ট ; স্মৃতরাং সাত্বিকের নিষ্ঠা স্বতঃই শাস্ত্রানুসারী হয় ॥ ৪ ॥

যে সকল লোক দন্ত, অহংকার, কাম, অমরাগ ও বলযুক্ত, অশান্ত্রবিকী ও অশান্ত্র-বিহিত ঘোর তপস্যার অনুষ্ঠান করে, এবং দেহস্থ ভূতগণকে

কৰ্মযন্তঃ শরীরস্থঃ ভূতগ্রামমচেতসঃ ।

মাং চৈবান্তঃশরীরস্থঃ তান্বিধ্যাস্বরান্নিচর্যাম্ ॥ ৬ ॥

আহারস্তপি নব্বস্ত ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ ।

যজ্ঞস্তপস্তথা দানং তেষাং ভেদমিমং শৃণু ॥ ৭ ॥

আয়ুঃসম্ভবলারোগ্যসুখপ্রীতিবিসৰ্দ্ধনাঃ ।

রজাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃতা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ ॥ ৮ ॥

কটুম্নলবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরূক্ষবিদাহিনঃ ।

আহারা রাজসুশ্লেষ্ঠা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ ॥ ৯ ॥

কৰ্মযন্তঃ = শরীরস্থঃ ভূতগ্রামম্ + ৩ অচেতসঃ ৭ মাং + চ + ৬ + ৬ অন্তঃ শরীরস্থঃ  
১২ তান্ ১৫ বিদ্ধি + ১৩ আস্বরান্নিচর্যাম্ ॥ ৫—৬ ॥

২ আহারঃ + তু + অপি, ১ নব্বস্ত ত্রিবিধঃ + ৪ ভবতি ৬ প্রিয়ঃ, ৬ যজ্ঞঃ + তপঃ  
+ ৫ তথা ৭ দানং, ৮ তেষাং ১০ ভেদম্ + ৯ ইমং ১১ শৃণু ॥ ৭ ॥

ও দেহাভ্যন্তরস্থ আমাকেও ক্লেশ দেয়, তাহাদের আস্থরিক স্বভাব-যুক্ত জানিবে।—কৃচ্ছ্র-ব্রতাদি, অথবা প্রেত-মিছাদির নিমিত্ত দেহেজ্বরের ও অন্তরাঙ্গার, কৰ্মণকারিণের উদ্দেশ্য, বাসনা-বিশেষের পরিতৃপ্তি-রূপ অনিত্য ফল-লাভ। তাহারা আস্থরিক স্বভাবে গ্রৈরূপ করে। ৫—৬ ॥

সকলের আহার-প্রিয়তাও তিন প্রকারের হইয়া থাকে; যজ্ঞ, তপঃ ও দান সম্বন্ধেও তজ্জপ; এই সকলের প্রভেদ শ্রবণ কর ॥ ৭ ॥

আয়ু, সুখ, বল, আরোগ্য, সুখ, ও প্রীতিবিসৰ্দ্ধক, রসাল, স্নিগ্ধ, স্থির, ও হৃদয়গ্রাহী ভোজ্য বস্তু সাত্ত্বিকগণে প্রিয়।—যথা; গোমুখ, তণ্ডুল, যব, শর্করা, হৃৎ, ঘৃত, সুপক ফল ইত্যাদি ॥ ৮ ॥

কটু, অন্ন, লবণ, অতিউষ্ণ, তীক্ষ্ণ, রূক্ষ, ও বিদাহক, এবং দুঃখ,

যাতবামং গতবসং পূতি পয্যু সিতং চ, যৎ ।

উচ্ছিষ্টমপি স্নেমেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্ ॥ ১০ ॥

অফলাকাঙ্ক্ষিভিৰ্যজ্ঞে। বিধিদিষ্টৌ য ইজ্যতে ।

যক্ৰব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ ॥ ১১ ॥

অভিসন্ধায়, যৎ, ফলং দত্তার্থমপি চৈব যৎ ।

ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্ ॥ ১২ ॥

যাতবামং = যাহা রন্ধনান্তে প্রহরাতীত হইয়াছে ; পূতি = পচা, পর্য্যুথিতং = বাসি,  
স্নেমেধ্যং = আহারের অযোগ্য ॥ ১০ ॥

৪. অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ + ৩ যজ্ঞঃ + ২ বিধিদিষ্টেঃ + ১ যঃ, + ৬ ইজ্যতে = যজ্ঞ করে ;  
১. যক্ৰব্যম্ + এব + ইতি মনঃ সমাধায় = যজ্ঞ কর্তব্য এই মাত্র মনে ধারণা করিয়া,  
৭ সঃ + সাত্ত্বিকঃ ॥ ১১ ॥

৪ অভিসন্ধায় = আঁকিঁজা করিয়া, ২ যৎ ৩ ফলং ৪ দত্তার্থম্ + অপি, চ + এব ৫ যৎ,  
৬ ইজ্যতে, ১ ভরতশ্রেষ্ঠ । ৮ তং যজ্ঞং ১০ বিদ্ধি, ৯ রাজসং ॥ ১২ ॥

শোক, ও আময়-রোগপ্রদ আহারাদি রাজসিকগণের ইষ্ট । যথা;—লব্ধা,  
তিজিড়ী, গরম চা, লবণ, ও সর্ষপাদি ॥ ৯ ॥

যাহা প্রস্তুতান্তে প্রহরকাল অতীত হইয়াছে, শীতল অথবা শুষ্ক,  
হর্গন্ধ, পর্য্যুথিত, উচ্ছিষ্ট, বা অভক্ষ্য, এরূপ বস্তু সকল তামসগণের প্রিয় ।  
যথা;—কলঙ্ক, পনীর, পর্য্যুথিতাদি ॥ ১০ ॥

শাস্ত্রোক্ত বিধানানুসারী হইয়া, ফলাকাঙ্ক্ষা-বর্জিত ব্যক্তিগণ,  
'করিতে হয় তাহাই করিতেছি' মনে, করিয়া যে, যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান  
করেন, তাহা সাত্ত্বিক ॥ ১১ ॥

হে ভরতশ্রেষ্ঠ ! দত্তের নিমিত্ত বা ফলকামনাপূৰ্ব্বক যে সকল যজ্ঞ  
অনুষ্ঠিত হয়, তাহা রাজসিক ॥ ১২ ॥



বিধিহীনমসৃষ্টাঙ্গং মদ্বহ্নীমদক্ষিণম্ ।

শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে ॥ ১৩ ॥

দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জবম্ ।

ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে ॥ ১৪ ॥

অনুদ্বেষগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতং চৎসং ।

স্বাধ্যায়াভ্যাসনং চৈব বাধ্যং তপ উচ্যতে ॥ ১৫ ॥

মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ ।

ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতত্তপো মানসমুচ্যতে ॥ ১৬ ॥

শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তত্রিবিধং নরৈঃ ৷

অফলাকাঙ্ক্ষিভিযুক্তৈঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে ॥ ১৭ ॥

অসৃষ্টাঙ্গং = অঙ্গদানহীন, পরিচক্ষতে = কথিত হয় ॥ ১৩ ॥

৪ শ্রদ্ধা, ৩ পরয়া, ৫ তপ্তং ৭ তপঃ + ৬ তৎ + ত্রিবিধং ২ নরৈঃ ১ অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ + যুক্তৈঃ, ৮ সাত্ত্বিকাদি ॥ ১৭ ॥

শাস্ত্রোক্ত বিধি-বহির্ভূত, মদ্ব-দক্ষিণ-অঙ্গদানাদি-বর্জিত, ও শ্রদ্ধাশূন্য যজ্ঞ, তামসিক বলিয়া উক্ত ॥ ১৩ ॥

দেব, দ্বিজ, গুরু ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তির অর্চনা, শৌচাদি, সরলতা, ব্রহ্মচর্য্য, ও অহিংসা, এই সকল শারীরিক তপঃ ॥ ১৪ ॥

অন্তরে অনুদ্বেষ-কর, সত্য, প্রিয় ও হিত বাক্য, ও স্বাধ্যায় অভ্যাসকে বাধ্য তপঃ বলে ॥ ১৫ ॥

চিত্তপ্রসাদঃ, সৌম্যভাব, মৌন, আত্মবিনিগ্রহ ও আন্তরিক ভাব সংশোধনঃ এই সকল মানসিক তপঃ বলিয়া উক্ত ॥ ১৬ ॥

ফলাকাঙ্ক্ষা-বর্জিত যোগাভ্যাসকারী মনুষ্যকর্তৃক পরম শ্রদ্ধা-

সংকারমানপূজার্থং তপো দত্তে চৈব যৎ ।

ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমধ্ববম্ ॥ ১৮ ॥

মুচগ্রাহণাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ ।

পরস্তোৎসাদনার্থং বা তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ১৯ ॥

দাতব্যমিত্রিয়দানং দীয়তেহনুপকারিণে ।

দেশে কালে চ পাত্রে চ তদানং সাস্বিকং স্মৃতম্ ॥ ২০ ॥

৩ মুচগ্রাহণ = অবিবেককৃত, + আত্মনঃ + ১ যৎ ৩ পীড়য়া ৬ ক্রিয়তে, ২ তপঃ, পরস্তোৎসাদনার্থং বা = অথবা পরপীড়া জন্ত, ৭ তৎ + তামসম্ + উদাহৃতং ॥ ১৯ ॥

সহকারে, অনুষ্ঠিত উক্ত ত্রিবিধ তপঃই সাস্বিক বলিয়া উক্ত ॥ ১৭ ॥

স্বধ্যাত, মাগ ও গোরবের নিমিত্ত, যে দত্তযুক্ত তপঃ অনুষ্ঠিত হয়, সেই চঞ্চল ও নশ্বর অনুষ্ঠান, সংসারে রাজসিক বলিয়া উক্ত ॥ ১৮ ॥

অবিবেকপূর্বক, (উপবাসাদি) অস্বপীড়া-হেতুক ও পরস্তোৎসাদনার্থ যে তপঃ অনুষ্ঠিত হয়, তাহা তামসিক বলিয়া উক্ত ॥ ১৯ ॥

স্বধ্যযোগ্য দেশ, কাল, পাত্র, দাতব্য মাত্র মনে করিয়া ও উপকৃত না হইয়াও যে দান, তাহাই সাস্বিক বলিয়া উক্ত ।

প্রতুপকারাশা বা ফলাকাঙ্ক্ষা-বর্জিত হইয়া, এমন কি, পূর্ব উপকারীর ঋণশোধ, পর্যান্ত মনন না করিয়া, দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনা করানই সাস্বিক । অসময়ে বা অপাত্র দানাদি অনিষ্টের হেতু হইতে পারে, অতএব তাহা পরিহার্য ॥ ২০ ॥

বত্স প্রতাপকারার্থং ফলমুদ্दिश्य वा पुनः ।  
 दीयते च परिक्रियं तदानं राजसं श्रुतम् ॥ ২১ ॥  
 অদেশকালে যদানমপাত্রেভ্যশ্চ দ্বীষতে ।  
 অসংকৃতমবজ্ঞাতং ততামসমুদাস্ততম্ ॥ ২২ ॥  
 ই তৎসদিতি নিদেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ ।  
 ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা ॥ ২৩ ॥  
 তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ ।  
 প্রবর্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥ ২৪ ॥  
 তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ ।  
 দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাজ্জিহ্তিঃ ॥ ২৫ ॥

প্রতাপকারার্থ, বা ফলাকাজ্জাসহ, কষ্টে যে দান করা যায়, তাহা রাজসিক ॥ ২১ ॥

অযোগ্যদেহে, কালে, এবং অপাত্রে, অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞা-সহকারে যে দান, তাহা তামসিক বলিয়া উক্ত ॥ ২২ ॥

ব্রহ্মের ও তৎ সং এই ত্রিবিধ নাম নির্দিষ্ট আছে, পূর্বে ব্রাহ্মণ, বেদ, ও যজ্ঞ সকল এতদ্বারা বিহিত হইয়াছে ॥ ২৩ ॥

তজ্জন্ম “ও” এই কথা বলিয়া, সর্বদা ব্রহ্মবাদিগণের যজ্ঞ, দান, তপঃ ক্রিয়াদি বিধানোক্ত কার্যের অনুষ্ঠান হয় ॥ ২৪ ॥

মোক্ষার্থিগণেরা, ফলাকাজ্জা পরিভাগপূর্বক, “তৎ” এই শব্দদ্বারা বিবিধ যজ্ঞ, তপঃ, ক্রিয়া, ও দানাদি করেন ॥ ২৫ ॥

সম্ভাব্যে সাধুভাবে চ সদিত্যেভ্যং প্রযুজ্যতে ।

প্রশস্তে কর্ম্মণি তথা সচ্ছন্দঃ পার্থ যুজ্যতে ॥ ২৬ ॥

যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদिति চোচ্যতে ।

কর্ম্ম চৈব তদর্থায় সদিত্যেবাভিধীয়তে ॥ ২৭ ॥

অশ্রদ্ধয়া হতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ ।

অসদিত্যুচ্যতে পার্থ নচ তৎপ্রত্য নো ইহ ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগো নাম

সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ।

‘হে পার্থ! অস্তিত্ব ভাবে ও সাধুভাবে “সৎ” শব্দ প্রযুক্ত হয়, প্রশস্ত কর্ম্ম সর্ব্বলোকে “সৎ” শব্দ ব্যবহৃত হয় ॥ ২৬, ॥

যজ্ঞে তপস্যায়, ও দানে যে নিষ্ঠা, তাহাও “সৎ” বলিয়া উক্ত, এবং তন্নিমিত্ত যে কর্ম্ম, তাহাও “সৎ” বলিয়া আখ্যাত ॥ ২৭ ॥

‘হে পার্থ! অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক যাহা হত, দত্ত, দ্বত, বা যে তপঃ অনুষ্ঠিত, তাহা অসৎ বলিয়া উক্ত; উহা না ঐহিক না পারমিতিক ।’

যাহার সাত্ত্বিক প্রবৃত্তি তাহার অনুষ্ঠানমাত্রই শ্রদ্ধাপূর্ব্বক হইয়া থাকে । অত্ৰা, রাক্ষসিক কি তামসিক অনুষ্ঠানাদি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক না হওয়ায়, তাহা অকিঞ্চিংকর । ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইল যে, সাত্ত্বিক শ্রদ্ধাবিত লোকের প্রবৃত্তি স্বতঃই শাস্ত্রোক্ত বিধান-অনুসারিণী হইবে। কারণ, প্রকৃত ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত বিধান চিরকালই সাত্ত্বিক ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রদ্ধাত্রয়-বিভাগ-যোগ-নামক সপ্তদশ অধ্যায় ।

## অষ্টাদশ অধ্যায় ।



অৰ্জুন উবাচ ।

সন্ন্যাসস্ত মহাবাহো তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুম্ ।

ত্যাগস্ত চ হৃষিকেশ পৃথকেশিনিসূদন ॥ ১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

কাম্যানাং কৰ্ম্মণাং ত্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ ।

সৰ্বকৰ্ম্মফলত্যাগং প্রাপ্তস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ॥ ২ ॥

কবয়ঃ = পণ্ডিতগণ, কাম্যানাং কৰ্ম্মণাং ত্যাসং = কাম্য কৰ্ম্ম সকলের ত্যাগকে, সন্ন্যাসং বিদুঃ ॥ ২ ॥

অৰ্জুন কহিলেন;—হে মহাবাহু কেশিনিসূদন হৃষীকেশ । আমি সন্ন্যাস ও ত্যাগের তত্ত্ব পৃথকরূপে জানিতে ইচ্ছা করি ॥ ১ ॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন;—কৰিগণ কাম্য কৰ্ম্ম সকলের ত্যাগকেই সন্ন্যাস বলিয়া জ্ঞানেন; সৰ্ব্ব কৰ্ম্মের ফলত্যাগকেই বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ ত্যাগ বলিয়া থাকেন ।—ফল কথা প্রায় একই; একটা, ‘কাম্য কৰ্ম্মের ত্যাগ, অপরটা, কৃত কৰ্ম্ম-মাত্রের ফলত্যাগ ॥ ২ ॥

ত্যাগ্যং দোষবদিত্যকে কৰ্ম্মং প্রাহ্মণীষিণঃ ।

যজ্ঞদানতপঃ কৰ্ম্ম ন ত্যাগ্যমিতি চাপরে ॥ ৩ ॥

নিশ্চয়ং শৃণুমে ত্বং ত্যাগে ভরতসত্তম ॥

ত্যাগো হি পুরুষব্যাঘ্র ত্রিবিধঃ সম্প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥ ৪ ॥

যজ্ঞোদানং তপঃ কৰ্ম্ম ন ত্যাগ্যং কার্য্যমেব তৎ ।

যজ্ঞোদানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্ ॥ ৫ ॥

এতান্যপি তু কৰ্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ ।

কর্ত্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্ ॥ ৬ ॥

মনীষিণং, কেহ ন কৰ্ম্মকে দোষবৎ পরিত্যাগ করিতে কহিতেছেন, আবার কেহ বা যজ্ঞ, দান ও তপঃ-রূপ কৰ্ম্ম-সকল অত্যাগ্য বলিতেছেন ।—অতঃপর সন্ন্যাস ও ত্যাগের প্রকৃত প্রভেদ-রহস্য মীমাংসা হইতেছে ॥ ৩ ॥

হে ভরত-কুল-শ্রেষ্ঠ পুরুষ-ব্যাঘ্র ! আমার নিকট ত্যাগের বিষয় নিশ্চয়রূপে শ্রবণ কর ; ত্যাগ তিন প্রকার কথিত আছে ॥ ৪ ॥

যজ্ঞ, দান ও তপঃ-রূপ কৰ্ম্ম সকল ত্যাগ্য নহে, উহা কর্ত্তব্য ; কারণ, মনীষিগণের যজ্ঞ, দান ও তপঃ শুদ্ধির হেতু ॥ ৫ ॥

হে পার্থ ! এই সকল কৰ্ম্মও, আসক্তি ও ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ কর্ত্তব্য ; ইহাই আমার নিশ্চিত ও উৎকৃষ্ট অভিপ্রায় ।

সিদ্ধ ব্যক্তিরও কৰ্ম্ম আছে, যথা—যজ্ঞ, দান ও তপঃ ; কিন্তু উহা আসক্তি ও ফলাকাঙ্ক্ষা-বিরহিত ॥ ৬ ॥

- নিয়তস্য তু সম্যাসঃ কৰ্ম্মণো নোপপদ্যতে ।  
 মোহান্তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ ৭ ॥  
 দুঃখমিত্যেব যৎ কৰ্ম্ম কায়ক্লেশভয়াভ্যাজেৎ ।  
 স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ ॥ ৮ ॥  
 কার্যামিত্যেব যৎ কৰ্ম্ম নিয়তং ক্রিয়তে হর্জুন ।  
 সঙ্গন্ত্যক্তা ফলং চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ ॥ ৯ ॥

১ নিয়তস্ত = নিয়ামতের, ৩ সম্যাসঃ, ২ কৰ্ম্মণঃ, ৪ ন+উপপদ্যতে ॥ ৭ ॥

নিয়মিত কর্মের পরিত্যাগ অন্মায়; মোহপূর্বক উহার পরিত্যাগকে তামসিক বলে।—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক তিন প্রকার কর্ম্ম ত্যাগের কথা হইতেছে; অজ্ঞানতাদি-বশে নিয়মিত কার্যের ত্যাগ তামসিক। কাম্যকর্ম্ম ত্যাগ করিতে হইবে, কর্ম্মমাত্র নহে ॥ ৭ ॥

দুঃখকরজ্ঞানে শারীরিক ক্লেশের ভয়ে যে কর্ম্ম ত্যাগ করা হয়, সেই রাজসিক ত্যাগ করায়, তাহাদের ফল হয় না ॥ ৮ ॥

হে অর্জুন! যে সকল নিয়মিত কর্ম্ম, কর্তব্য বলিয়া, আসক্তি ও ফল-ত্যাগ করত অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই সাত্ত্বিক ত্যাগ বলিয়া উক্ত।—আসক্তি ও ফলাকাঙ্ক্ষা-বর্জিত কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলেও তত্ত্ব-স্বরূপে ক্ষেত্র, এবং প্ররূপ ত্যাগই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তবেই দেখা যাইতেছে যে, যে সকল কর্ম্ম-ভীক্সংসার-ত্যাগী ব্যক্তি, নানা সাংসারিক কারণে, অথবা আলস্যাদি-বশতঃ সর্ব্বত্যাগী সাধু বলিয়া পরিচিত, তাহারা প্রকৃত সন্ন্যাসী বা ত্যাগী নহেন, নিলিপ্ত ও নিরলসভাবে 'উপস্থিত' কর্তব্য কর্ম্মমাত্রের অনুষ্ঠান-কারী সাধু ব্যক্তিই প্রকৃত ত্যাগী ॥ ৯ ॥

ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কৰ্ম কুশলে নানুসজ্জতে ।

ত্যাগী সত্ত্বসুখাবিক্টো মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ ॥ ১০ ॥

নহি দেহভুজা শক্ল্য ত্যক্তুং কৰ্ম্মাণ্যশেষতঃ ।

যস্ত কৰ্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে ॥ ১১ ॥

অনিষ্টমিষ্টমিশ্রং চ ত্রিবিধং কৰ্ম্মণঃ ফলম্ ।

ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সন্ন্যাসিনাং কচিৎ ॥ ১২ ॥

ন দ্বেষ্টি + অকুশলং = অমঙ্গলের প্রতি ঘেব করেন না, ন + অনুসজ্জতে = প্রীতিযুক্ত হন না ॥ ১০ ॥

সত্ত্বভাবাপন্ন, মেধাবী, ও ছিন্ন-সংশয় ত্যাগী ব্যক্তি, অসুখকর কার্যে বিরক্ত, বা সুখকর কার্যে অমুরক্ত নহেন।—সর্বত্র হেয়োপাদেয়তাপ্রবৃত্তি ॥

দেহধারী ব্যক্তিগণ সম্পূর্ণরূপে কৰ্ম্মত্যাগ করিতে পারেন না, পরন্তু যে কৰ্ম্ম-ফল-ত্যাগী, সেই ত্যাগী বলিয়া কথিত ॥ ১১ ॥

অনিষ্ট, ইষ্ট, ও মিশ্রিত, কৰ্ম্মের এই তিন প্রকার ফল অত্যাগীদিগেরই পরে ঘটয়া থাকে, সন্ন্যাসীদিগের কখনই হয় না।—কৰ্ম্মফল-ত্যাগী সন্ন্যাসী ব্যক্তিগণ ফলের আকাঙ্ক্ষা না করায়, কৰ্ম্মফল-রূপ প্রারব্ধের বশীভূত হন না। ফলকারী ব্যক্তিগণই কৃতকৰ্ম্মের শুভাশুভ ফলভোগ্য করে। অতএব নিকামকৰ্ম্ম, কৰ্ম্মত্যাগেরই সমান ॥ ১২ ॥

হে মহাবাহো! সাংখ্য ও সিদ্ধান্তে সৰ্ব্ব-কৰ্ম্ম-সিদ্ধির এই পুঁচ, কারণ নির্দষ্ট হইয়াছে, তাহা আমার নিকট অবগত হও ।



পঞ্চৈতানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ যে  
 সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্বকৰ্মণাম্ ॥ ১৩ ॥  
 অধিষ্ঠানং তথা, কৰ্তা করণং চ পৃথগ্লিখম্ ।  
 বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেচ্চ দৈবং চৈবাত্র পঞ্চমম্ ॥ ১৪ ॥

১ পঞ্চ+৩ এতানি, ১ মহাবাহো ! ৮ কারণানি নিবোধ, ২ যে, ৫ সাংখ্যে কৃতান্তে  
 প্রোক্তানি—সাংখ্যে ও বেদান্তে উক্ত, ৪ সিদ্ধয়ে, ৩ সর্বকৰ্মণাম্ ॥ ১৩ ॥

অধিষ্ঠানং=দেহ অর্থাৎ বাহাতে পুরুষ অধিষ্ঠিত ; করণং=ইন্দ্রিয় ॥ ১৪ ॥

সম্যক-রূপে তত্ত্বজ্ঞান বাহাতে আখ্যাত হয়, তাহা সাংখ্যে অর্থাৎ তত্ত্ব-  
 জ্ঞানপ্রদ; কৃতান্ত শব্দে সিদ্ধান্তীকৃত বেদান্তাদি ॥ ১৩ ॥

অধিষ্ঠান, কৰ্তা, বিভিন্ন প্রকার ইন্দ্রিয় সকল, নানারূপ চেষ্টা ও দৈব,  
 এই পাঁচটি উক্ত কারণ ।—অধিষ্ঠান,—শরীর, দেহী ইহাতে অধিষ্ঠিত ;  
 ইহা না থাকিলে কোনও কার্যই হয় না । কৰ্তা চিৎস্বরূপ, কৰ্ত্তা নহিলে  
 কৰ্ম হয় না । পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কৰ্মেন্দ্রিয়, ও অন্তরীন্দ্রিয় মন,—  
 ইহারা কৰ্মসাধনে যন্ত-স্বরূপ । নানারূপ চেষ্টা বা উত্তোষ,—কৰ্ম্মাহুষ্ঠানের  
 অগ্রগামী ও উপায় । আর দৈব,—ইহা পুরুষকাজের অতীত ; সকল  
 কৰ্ম্মেই দৈব প্রবল ; অনেক কার্য, চেষ্টা কুরিয়া, শক্তি ব্রহ্মেও সিদ্ধ করিতে  
 পারা যায় না, গৌবিল্ল উপস্থিত হয় ; আকার অনেক স্থানে অডর্কিত-  
 রূপে, অনায়াসে, কার্য সুসম্পন্ন হয় । এই পাঁচটির সমবায়ে কার্য  
 হয় ॥ ১৪ ॥

শরীরবান্ধনোভির্ঘ্নকর্ম প্রারভতে নরঃ ।

শ্রায্যং বা বিপরীতং বা পঠ্যেতে তস্য হেতবঃ ॥ ১৫ ॥

তত্রৈবং সক্তি কৰ্ত্তাবমানানং কেবলং তু যঃ ।

পশ্চাত্যকৃতবুদ্ধিহানি স পশ্চতি দুৰ্দ্ধতিঃ ॥ ১৬ ॥

যস্য নাহঙ্কৃত্য ভাবো বুদ্ধির্ঘস্য ন লিপ্যতে ।

হত্য়াপি স ইমাল্লোকান হন্তি ন নিবধ্যতে ॥ ১৭ ॥

২ শরীর-বান্ধ + মনোভিঃ + ৪ যৎকর্ম প্রারভতে = যে কর্ম আরম্ভ করে, ১ নরঃ,  
৩ শ্রায্যং বা বিপরীতং বা, ৬ পঞ্চ + ৫ এতে ৭ তন্ত হেতবঃ ॥ ১৫ ॥

• ১ তত্র, + এতঃ সতি = এরূপ হইলেও ; ৬ কৰ্ত্তাবম্ + ৫ আমানঃ ৪ কেবলং তু,  
২ যঃ ৭ পশ্চতি, + ১০ অহঙ্কৃত্য = বুদ্ধিহীনত্বং হেতু, + ১০ ন ৮ সঃ + ১১ পশ্চতি  
৯ দুৰ্দ্ধতিঃ ॥ ১৬ ॥

মনুষ্য, দেহ, বাক্য ও মনের দ্বারা যে কর্ম আরম্ভ করে, তাহা ন্যায্যই  
হউক আর অন্যায্যই হউক, এই পাঁচটি তাহার হেতু ॥ ১৫ ॥

এমত স্থলে, যে ব্যক্তি অজ্ঞানতাবশে কেবল আপনাকেই কৰ্ত্তা বসিয়া  
দেখে, সে দুৰ্দ্ধি ব্যক্তি কিছুই জানে না ॥ ১৬ ॥

যাহার অহঙ্কৃত জ্ঞান নাই, যাহার বুদ্ধি কোনও কার্যে লিপ্ত হয় না,  
তিনি লোক-সমূহকে বধ করিয়াও হস্তা হন না, এবং তৎফলে নিবদ্ধ হন  
না।—এই কথা বড়ই বিঘ্নম্ভোদয় হয়। কিন্তু প্রকৃত প্রজ্ঞাবে তিনি বধ  
করেন না। প্রথম কথার, যাহার প্রয়োজন নাই, সেই কেন এরূপ অত্যাচার কার্য  
করিবে? দ্বিতীয় কথা, যে ভগবানকে সর্বত্র ও আশ্রয় দেখে, সে আপনি

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কৰ্ম্মচোদনা ।

করণং কৰ্ম্ম কৰ্ত্তেতি ত্রিবিধঃ কৰ্ম্মসংগ্রহঃ ॥ ১৮ ॥

জ্ঞানং কৰ্ম্ম চ কৰ্ত্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ ।

প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে যথাবচ্ছূ তান্যপি ॥ ১৯ ॥

সৰ্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে ।

অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্বিকম্ ॥ ২০ ॥

গুণসংখ্যানে = গুণপ্রতিপাদক সংখ্যা শাস্ত্রে ॥ ১৯ ॥

আপনার অনিষ্ট করিতে পারে না। তৃতীয় কথা না জানিয়া জলের সঙ্গে জীব জন্তু উদরস্থ করায় জীব-হত্যা বা আমিষ ভোজন কিরূপে হয়? কার্যোৎপাদক গুণ কৰ্ত্তার মনের ভাবানুসারে হয়। “আমি কৰ্ত্তা,” এই অভিমানই ফলে নিবদ্ধ থাকে। তত্ৰাচ অজ্ঞান ব্যক্তি এ সকল কথা শ্রবণেরও অযোগ্য বলিয়া ( ৬৭ শ্লোকে ) সাধারণকে বলা নিষিদ্ধ হইয়াছে ॥ ১৭ ॥

জ্ঞান, জ্ঞেয়, ও পরিজ্ঞাতা, এই তিনটি কৰ্ম্মর প্রবর্তক ; এবং ইঞ্জিয়, তৎকার্য্য, ও কৰ্ত্তা, ইহার কৰ্ম্মের আশ্রয়।—ইষ্টানিষ্ট জ্ঞান, জ্ঞানলভ্য ফল, ও জ্ঞাতার ইচ্ছা ইহাতেই কৰ্ম্মে প্রবৃত্তি হয় ॥ ১৮ ॥

গুণ-প্রতিপাদক সাংখ্য শাস্ত্রে গুণ-ভেদে, জ্ঞান, কৰ্ত্তা, ও কৰ্ম্ম, এই তিন প্রকারেরই বিষয় উক্ত হইয়াছে, সেই সকল যথাবৎ শ্রবণ কর ॥ ১৯ ॥

যে জ্ঞানে, ব্রহ্মণ্য বিভক্ত সৰ্ব্বভূতে, এক অবিভক্ত অব্যয় ভাব দৃষ্ট হয়, সেই জ্ঞানকে সাত্বিক বলিয়া জানিবে।—ইহাতে বিভিন্ন উপাধিযুক্ত সমগ্র বস্তুকে একেরই স্বরূপে দৃষ্ট হয় ॥ ২০ ॥

পৃথক্বে ন তু যজ্ঞজ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্বিধান্ ।  
 বেত্তি সর্বেষু স্মৃতেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্ ॥ ২১ ॥  
 যত্ন কৃৎস্নবদেক্ষ্যিৎ কার্যে সত্তমহৈতুকম্ ।  
 অতদ্বার্থবদল্পং তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ২২ ॥  
 নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতম্ ।  
 অফলপ্রেম্পুনা কৰ্ম্ম যত্ত্বং সাত্বিকমুচ্যতে ॥ ২৩ ॥  
 যত্ত্বং কামেপ্পুনা কৰ্ম্ম সাহংকারেণ বা পুনঃ ।  
 ত্রিয়তে বহ্লায়াসং তদ্রাজসমুদাহৃতম্ ॥ ২৪ ॥  
 অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্ ।  
 মোহাদারভ্যতে কৰ্ম্ম যত্তত্তামসমুচ্যতে ॥ ২৫ ॥

অনুবন্ধং = ভবিষ্যৎ শুভাশুভ, ক্ষয়ং = অর্থাৎ ক্ষয়, অনপেক্ষ্য = লক্ষ্য ন  
 করিবার ইচ্ছা ।

বিভিন্ন প্রকারের নানা-ভাবযুক্ত ভূতজাতকে যে জ্ঞান দ্বারা পৃথক-  
 রূপে জানা যায়, তাহা রাজস জ্ঞানিবে ॥ ২১ ॥

আর যে জ্ঞান তদ্বার্থ-শূন্য, অহৈতুক, একটা মাত্র সামান্য বিষয়কে  
 সর্বস্বর্গী বোধ করত তাহাতে আসক্ত করে, তাহা তামসিক ॥ ২২ ॥

যে কৰ্ম্ম নিয়ত নিঃসঙ্গ ভাবে, রাগ-দ্বेषাদি-বিহীন ও ফলাকাঙ্ক্ষা-  
 বর্জিত হইয়া অনুষ্ঠিত হয়, তাহা সাত্বিক বলিয়া উক্ত ॥ ২৩ ॥

যে কৰ্ম্ম, ফলাকাঙ্ক্ষী অথবা অহঙ্কারযুক্ত বৈজ্ঞানিকত্বের, বহু চেষ্টা-  
 সর্হকারে কৃত হয়, তাহা রাজসিক বলিয়া উক্ত ॥ ২৪ ॥

যে কৰ্ম্মের পরিণাম বিবেচনা, অথবা তজ্জ্ঞান অর্থকর্ম্ম, অশ্রের, অনিষ্ট,

মুক্তসঙ্গেহনহংবাঈ ধৃত্যৎসাহসমবৃত্তঃ ।

সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্বিকারঃ কৰ্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে ॥ ২৬ ॥

রাগী কৰ্ম্মফলপ্ৰাপ্সুর্লুকো হিংসাত্মকোহশুচিঃ ।

হর্ষশোকাবৃত্তঃ কৰ্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ ২৭ ॥

অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ শুক্লঃ শঠো নৈষ্কৃতিকোহলসঃ ।

বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কৰ্ত্তা তামস উচ্যতে ॥ ২৮ ॥

অযুক্তঃ—অনভিধানযুক্ত, প্রাকৃতঃ—বিবেকশূন্য, শুক্লঃ—গর্বিত, নৈষ্কৃতিকঃ—  
পরামর্শবাক্যকারী দীর্ঘসূত্রী—কর্তব্য কাব্যে বিলম্বকারী ॥ ২৭ ॥

বা তৎসাধনে পৌরুষাদির প্রতি লক্ষ্য না করিয়া মোহপূর্বক আরক  
হয়, তাহাকে 'তামস কৰ্ম্ম' বলিয়া থাকে।—সাত্ত্বিক কৰ্ম্ম নিষ্কাম :  
রাজসিক কৰ্ম্ম সন্ধান বা সাহসিক হইলেও তাহা লোকভঃ গর্হিত  
নহে, কারণ, সংসারে কয়জন নিষ্কাম কৰ্ম্মানুষ্ঠানকারী আছে ? কিন্তু  
তামসিক কৰ্ম্ম অতি জঘন্য পশুতুল্য নীচ প্রবৃত্তিযুক্ত লোকেই করিয়া  
থাকে ॥ ২৫ ॥

নিঃসঙ্গ, নিরহঙ্কৃত, ধৃতি ও উৎসাহযুক্ত, সিদ্ধি এবং অসিদ্ধি সম্বন্ধে  
বিকার-শূন্য কৰ্ত্তাকেই সাত্ত্বিক কৰ্ত্তা বলা যায় ॥ ২৬ ॥

অহুরাগী, কৰ্ম্মফলাকাঙ্ক্ষী, লুক্ক, হিংসাত্মক, অশুচি এবং হর্ষ-শোকযুক্ত  
কৰ্ত্তা রাজস-স্বরূপে উক্তঃ ॥ ২৭ ॥

অহনোযোগী, অবিবেকী, গর্বিত শঠ, পরাক্রান্তকারী, বিষাদযুক্ত  
ও দীর্ঘসূত্রী কৰ্ত্তাকে তামস বলা যায় ॥ ২৮ ॥

বুদ্ধেভেদং ধ্বতেশ্চবু ঙ্গতস্ত্রিবিধং শৃণু ।

প্রোচ্যমানমশেষেণ পৃথক্স্থেন ধনঞ্জয় ॥ ২৯ ॥

প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ কার্য্যাকার্য্যে ভয়াভয়ে ।

বন্ধং মোক্ষং চ যা়া়েতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥ ৩০ ॥

যয়া ধর্ম্মমধর্ম্মং চ কার্য্যং চাকার্য্যমেব চ ।

অযথাবৎ প্রজানোতি বুদ্ধিঃ স অপার্থ রাজসী ॥ ৩১ ॥

অধর্ম্মং ধর্ম্মমিতি যা়া় মন্যতে তমসাব্রতা ।

সর্ব্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী ॥ ৩২ ॥

হে ধনঞ্জয় ! ত্রিবিধ ঙ্গ-ভেদে, বুদ্ধি ও ধ্বতির অশেষ রূপ পৃথক্ পৃথক্ প্রভেদের কথা বলি, শ্রবণ কর ॥ ২৯ ॥

হে পার্থ ! প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, কার্য্য ও অকার্য্য, ভয় ও অভয়, এবং বন্ধ-মোক্ষ বিষয়ে, যে বুদ্ধির জ্ঞান আছে, তাহাই সাত্ত্বিকী বুদ্ধি ।—সাত্ত্বিকী বুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তির কোন বিষয়ে প্রবৃত্ত হওয়া এবং কোন বিষয় হইতে নিবৃত্ত হওয়া উচিত, এবং কোন কার্য্য কর্তব্য এবং কি অকর্তব্য, ভয়ের বিষয় এবং অবিষয়, ও বন্ধ এবং মোক্ষের হেতু প্রভৃতির জ্ঞান স্বতঃই হয় ॥ ৩০ ॥

হে পার্থ ! ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, এবং কার্য্য ও অকার্য্য, যদ্বারা অযথাবৎ জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহাই রাজসী বুদ্ধি ॥ ৩১ ॥

হে পার্থ ! যে অজ্ঞানোচ্ছন্ন বুদ্ধি অধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া মনে করে, এবং সকল বিষয়েই বিপরীত জ্ঞান জন্মায়, তাহাই তামসী বলিয়া উক্ত ।—প্রকৃতজ্ঞান সাত্ত্বিক, প্রকৃত-অপ্রকৃত নির্ণয়ে অশক্তি রাজসিক, যেটি অপ্রকৃত, ঠিক তাহার বিপরীত জ্ঞানই তামসিক ॥ ৩২ ॥

ধৃত্য যয়া ধারয়তে মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ ।

যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সন্নিকী ॥ ৩৩ ॥

যয়া তু ধর্ম্যকামার্থাম্ ধৃত্যাধারয়তেহর্জুন ।

প্রসঙ্গেন ফলাকাজ্ঞী ধৃতিঃ সা পার্থ রাজসী ॥ ৩৪ ॥

যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমৈব চ ন

ন বিমুঞ্চতি-দুঃশ্বেধা ধৃতিঃ সা পার্থ তামসী ॥ ৩৫ ॥

সুখং স্থিধানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ ॥ ৩৬ ॥

অভ্যাসাদ্রমতে যত্র দুঃখাস্তং চ নিগচ্ছতি ।

যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেহমৃতোপমম্ ।

তৎসুখং সাত্ত্বিকং গোপাত্ম্যবুদ্ধিপ্রসাদজম্ ॥ ৩৭ ॥

হে পার্থ! যে ধৃতিবলে একাগ্রযোগে মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়-ক্রিয়া-সমূহকে নিয়মিত করিয়া রাখে, তাহাকে সাত্ত্বিকী ধৃতি বলে ॥ ৩৩ ॥

অর্জুন! যে ধৃতি-কর্তৃক ধর্ম্যার্থ-কাম অবলম্বিত, অর্থাৎ তৎপ্রসঙ্গ-বীন ফলাকাজ্ঞাযুক্ত, তাহাই রাজসী — ধর্ম্যার্থ-কাম-রূপ ত্রিবর্গফলাতীলাষ-যুক্ত ধৃতিই রাজসী ॥ ৩৪ ॥

আর যে ধৃতি-বলে, অবিবেকী ব্যক্তি স্বপ্ন, ভয়, শোক, বিষাদ ও মদ পরিত্যাগ করে না, তাহাই তামসী বলিয়া উক্ত ॥ ৩৫ ॥

হে ভরতর্ষভ! অধুনা ত্রিবিধ সুখের বিষয় আমার নিকট শ্রবণ কর ॥ ৩৬ ॥

যে সুখের অভ্যাসে-প্রবৃত্তি হয়, এবং দুঃখের অবসান হয়, তাহা অগ্রে বিষন্ন এবং পরিণামে অমৃত-ভূজ, সেই আত্মজ্ঞান যঃ আত্মপ্রসাদ-জনক সুখকে সাত্ত্বিক সুখ বলে ।—

বিষয়ে জ্ঞেয়সংযোগাত্তদগ্ৰেহযতোপমম্ ।

পরিণামে বিষয়িষ তৎস্থখং রাজসং স্মৃতম্ ॥ ৩৮ ॥

যদগ্ৰে চানুবন্ধে চ স্থখং মোহনমাত্মনঃ ।

নিদ্রালম্ভপ্রমাদোখং তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ৩৯ ॥

— মাদক্ সেবন, ক্রাম্ রিপূর অবস্থা বশীভূত হওয়া প্রভৃতি প্রথমতঃ বড়ই সুখকর বোধ হয় ; যুবা বয়সে স্মরণেই এ সুখের প্রলোভন হইতে অন্তর্ভুক্ত থাকিতে পারে না, কিন্তু ইহার পরিণাম কি ? কত তরুণবয়স্ক যুবা সুরাপানের নিমিত্ত অকালৈ সংসার ত্যাগ করিয়া অনাথিনী পত্নী, অভাগ্য শিশু সন্তান, অভাগিনী জননীকে চির-জীবনের মত ক্রাদাইয়াছে ! কত ভয়ানক হত্যাকাণ্ড, কত চির-কলঙ্ক, সংসারে ঐ সকল কারণে নিত্য ঘটিতেছে ! যৌবনের অবিচ্ছেদনা মাত্রের জন্ত কত লোকই যে, আজীবন হেণ্ড ভোগ করে, কত লোকই যে, ইজিরের সারি চক্ষুহীন হইয়া থাকে, তাহা কে না জানে ? দেহে কদর্য্যবিষ আছে, তজ্জন্ত রোগ হইয়াছে; অথবা রোগ আরাম হইতেছে না, ইত্যাদি কত শুনা যায় ! এক মুহূর্তের চিন্তাশূন্যাবশতঃ, সেই ক্ষণিক সুখভোগে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে, যদি একথা একবার মনে হয়, তাহা হইলে কেহ কি কখনও ঐ স্থখাভিলাষী হয় ? তাহার বুদ্ধি সার্বিকী নহে, তাহার ঐ কথা কখন কখনই মনে জ্বলিবে না । তাহা প্রকৃত সুখকর, তাহা প্রথমতঃ কষ্টকর বোধ হইলেও চিরকালের জন্ত শান্তিপ্রদ ॥ ৩৭ ॥

বিষয়ে জ্ঞেয়-সংযোগে উৎসাহ, অগ্ৰে অমৃততুল্য, ও পরিণামে বিষবৎ যে সুখ, তাহাই রাজসিক বলিয়া কথিত — কামাদি রিপূরবশ হওয়া, গুরুরাপহরণ ইত্যাদি ॥ ৩৮ ॥

যে সুখ অগ্ৰে এবং পরিণামে আশ্রমোইকর, এবং নিদ্রা, আলম্ভ ও



ন তদস্তি প্ৰাথব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ ।

সত্ত্বং প্রকৃতিজৈমুক্তং যদেভিঃ স্রাজিভিঃ গৈঃ ॥ ৪০ ॥

ব্রাহ্মণকল্লিরবিশাং শূদ্রাণাং চ পরিস্তপঃ ।

কর্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈশু গৈঃ ॥ ৪১ ॥

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমৈস চ ।

জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম স্বভাবজম্ ॥ ৪২ ॥

শৌর্য্যং তেজোধৃতির্দ্রাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্ ।

দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম স্বভাবজম্ ॥ ৪৩ ॥

শমঃ = চিত্তের উপরতি, দমঃ = বাহেল্লিরের উপরতি, আর্জবং = সরলতা ॥ ৪০ ॥

প্রমাদোদ্ভূত, তাহা। তাহস বলিয়া উক্ত।—মানব-সৈন্যাদি-জনি, স্তপ ॥ ৩৯ ॥

পৃথিবীতে বা স্বর্গে, এমন কি, দেবলোকেও এমন কেহ নাই, যে এই প্রকৃতিসত্ত্ব জুগত্বয় হইতে মুক্ত।—গুণাতীত ব্রহ্ম ব্যতীত গুণত্বয়ই অতিক্রম করিতে অপর কেহ সমর্থ নহে ॥ ৪০ ॥

হে পরস্তপ! স্বভাব-জাত গুণ-সমূহ-কর্তৃক ব্রাহ্মণ, কল্লির, বৈশ্য ও শূদ্রগণেরও কর্ম সকল প্রবিভক্ত হইয়াছে।—বিভিন্ন প্রকৃতি হেতু বিভিন্ন ভিন্ন কর্ম এবং তদনুসারে বর্ণও নির্দিষ্ট হয় ॥ ৪১ ॥

ব্রাহ্মণের স্বভাবজাত কর্ম;—শম, দাম, তপঃ, শৌচ, ক্ষান্তি, সরলতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আস্তিক্য ॥ ৪২ ॥

শৌর্য্য, তেজঃ, ধৃতি, দক্ষতা, যুদ্ধে অচঞ্চলতা ও অপলায়ন, দান ও ইশ্বরভাব, ক্ষত্রিয়ের এ সকল স্বভাবজাত কর্ম ॥ ৪৩ ॥

কৃষিগোরক্ষবাগিজ্যং বৈশ্যকর্ম স্বভাবজম্ ।

পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম শূদ্রেস্ত্রাপি স্বভাবজম্ ॥ ৪৪ ॥

স্বৈ স্বৈ কর্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ ।

স্বকর্ম্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু ॥ ৪৫ ॥

যতঃ প্রবৃদ্ধিত্ত্বানাম্ যেন সর্ব্বমিদং ততম্ ।

স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মনবঃ ॥ ৪৬ ॥

কৃষি, গোরক্ষা, ও বাগিজ্য, ইহা বৈশ্যের স্বভাবজাত কর্ম্ম ; এবং শূদ্রের স্বভাবজাত কর্ম্ম পরিচর্য্যা ।—উক্ত কর্ম্ম-ভেদে বর্ণ-ভেদ-বিষয়ক ভিন ভিন লোকের স্থল তাঁৎপর্য্য এই যে, যিনি ব্রাহ্মণ, তিনি ব্রহ্মজ্ঞান-রূপ মুক্তির পথে দ্বারকাত । শান্তি, ইন্দ্রিয়দমন, ঈশ্বর-নিষ্ঠা, বাহ্যভ্যন্তর-মল-শূদ্ধ্য, সরলতা, পরোক্ষ ও অপরোক্ষ জ্ঞান, এবং ঈশ্বরে দৃঢ়তা দ্বারাই ব্রাহ্মণের জ্ঞান যায়, গলদেশে স্ত্রমাত্র ব্রাহ্মণের লক্ষণ নহে । তদ্রূপ ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম—দেহ ও মনের দৃঢ়তা-রক্ষা, ক্রিয়া-দক্ষতা ও ধৈর্য্যাদি। বৈশ্যের কর্ম্ম—কৃষি প্রভৃতি সাংসারিক কার্য্য, এবং শূদ্রের কর্ম্ম দাসত্বাদি । এই সকল কার্য্য ও তদ্রূপ প্রবৃত্তির দ্বারাই বর্ণ-ভেদ নির্ণীত হয়, জন্ম মাত্র বর্ণ-নির্ণায়ক নহে ; তবে শব্দশূন্য জন্মের কিছু মাহাত্ম্য থাকিতে পারে । ভক্তিতাবে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইতে পারিলে, সকল অবস্থা হইতেই ক্রমে উন্নতি হয় ॥ ৪৪ ॥

নিজ নিজ কর্ম্মে রত লোক সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে, স্বকর্ম্মরিত ব্যক্তির যেরূপে সিদ্ধিলাভ করে, তাহা শ্রবণ কর ।—যদি বল শূদ্রবৎ আচারে কিরূপে সিদ্ধি হইবে ? তদ্রূপে পরিচর্য্য করিয়া বলিতেছেন ॥ ৪৫ ॥

বৎ কর্তৃক এই সমস্তই পরিব্যাপ্ত, এবং যাহা হইতে জীবগণের প্রবৃত্তি

শ্রোয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাত্ স্বনুষ্ঠিতাৎ ।

স্বভাবনিয়তং কৰ্ম কুৰ্ব্বন্নাত্মোতি কিঞ্চিষম্ ॥ ৪৭ ॥

সহজং কৰ্ম কোন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ ।

সৰ্ব্বারম্ভা হি দোষণে ধূমেনাগ্নিরিবাবৃত্তাঃ ॥ ৪৮ ॥

অসক্তবুদ্ধিঃ সৰ্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ ।

নৈকস্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি ॥ ৪৯ ॥

সজ্ঞাত, নিজ কৰ্ম দ্বারা তাঁহাকেই অর্চনা করত মনুষ্য সিদ্ধিলাভ করে । নিজ নিজ কৰ্ম্মানুষ্ঠান করিয়াও ঈশ্বরে নিষ্ঠাবান হইলে, তাঁহাতে আসক্তি হেতু তদনুগ্ৰহেই ক্রমে ঐ আসক্তি বর্জিত হইতে থাকে । মহাক্কারতে উদাহরণ আছে যে, মাংসবিক্রেতাও স্বধর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা মহত্ব লাভ করিয়াছিল ॥ ৪৭ ॥

পরধর্ম্ম স্বন্দররূপে অনুষ্ঠিত হওয়া অপেক্ষাও অঙ্গশীন স্বর্গ প্রেষ্ঠ, প্রকৃতি কর্তৃক নিয়মিত কৰ্ম্ম করিলে দোষযুক্ত হইতে হয় না ।—পূর্ব্ব একথা বলা হইয়াছে ॥ ৪৭ ॥

হে কোন্তেয় !, দোষযুক্ত হইলেও, সহজ কৰ্ম্ম পারত্যাগ কারবে না, কারণ, অগ্নি যেমন প্রথমে ধূমাত্ত থাকে, তদ্রূপ সফল কৰ্ম্মেই আরম্ভ দোষযুক্ত থাকে ।—নিজ নিজ স্বভাবানুযায়ী, কৰ্ম্ম না করায়, নতুন কৰ্ম্মসংকল্প ও কৰ্ম্মের ক্ষয় না-হওয়া-রূপ গুরুতর দোষ আছে, কিন্তু ঈশ্বরভক্তিসহকারে, নিজ কার্য্য সদোষ হইলেও, সেই সদোষ কার্য্যেও ক্রমেই উন্নতি হওয়া সম্ভব ; তাহা বলিতেছেন ॥ ৪৮ ॥

সর্বত্র অনাসক্ত-বুদ্ধি, স্পৃহা-শূন্য, ও অস্বজয়ী ব্যক্তি, সন্ন্যাস-বোগে, পরম নৈকস্ম্যসিদ্ধি লাভ করে ।—অসাসক্ত ভাবে স্বকৰ্ম্ম করাতাই ক্রমে কৰ্ম্মশূন্যতা ও তদ্বারা সিদ্ধিলাভ হয় ॥ ৪৯ ॥

সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথান্নোতি নিবোধ মে ।

সমাসেনৈব্ধর্কান্তেয়ং নির্ভা জ্ঞানস্য যা পরা ॥ ৫০ ॥

বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ ।

শব্দাদীন্নিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বৈষৌ ব্যুদস্য চ ॥ ৫১ ॥

বিবিক্তমেবী লব্ধাশী যতবাক্যায়মানসঃ ।

দ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ ॥ ৫২ ॥

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্ ।

বিমুচ্য নির্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ৫৩ ॥

নিবোধ মে=আমার নিকট অবগত হও ; সমাসেন=সংক্ষেপে ॥ ৫০ ॥

নিয়ম্য=সংযত করিয়া, ব্যুদস্ত=ত্যাগ করিয়া ॥ ৫১ ॥

বিবিক্তমেবী=নিজনবাসরত, লব্ধাশী=লবু-ভোজনকারী, যতবাক্যায়মানসঃ=চাক্ষুঃ দেহ ও মন সংযমকারী ॥ ৫২ ॥

‘হে কৌন্তেয় !’ সিদ্ধি-প্রাপ্ত ব্যক্তি যেরূপে ব্রহ্মলাভ করে, জ্ঞানের সেই পরমানন্দ আশ্রমের নিকট সংক্ষেপে শ্রবণ কর ॥ ৫০ ॥

বিশুদ্ধ বুদ্ধিযুক্ত ও ধৃতি-বলে নিয়তাত্মা হইয়া, শব্দাদি বিষয়-দুমুহকে ও রাগ-দ্বৈষাদিকেও পরিত্যাগ করত বিশুদ্ধ নির্জন স্থানে বাস, মন্ত্রাহার, কায়, মন ও বাক্য সংযম করিয়া ; নিত্য দ্যানযোগপরায়ণ ও বৈরাগ্যাশ্রয়ী হইয়া ; অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ, ও পরিগ্রহমুক্ত এবং মমত্ব-শূন্য হইয়া, শান্ত ব্যক্তি ব্রহ্মরূপে অবস্থানের বোধ্য হন ॥ ৫১—৫৩ ॥

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ।

সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদুক্তিং লভতে পরাম্ ॥ ৫৪ ॥

ভক্ত্যা মামভিজ্ঞানাতি যাবান্শচাস্মি তত্ত্বতঃ ।

ততো মাং তদ্বতো জ্ঞান্না বিশতে তদনন্তরম্ ॥ ৫৫ ॥

সর্বকর্মাণ্যপি সদা কুর্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ ।

মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাস্বতং পদমব্যয়ম্ ॥ ৫৬ ॥

চেতসা সর্বকর্মাণি ময়ি সন্ন্যস্ত্য মৎপরঃ ।

বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্ছিত্তঃ সততং ভব ॥ ৫৭ ॥

মচ্ছিত্তঃ সর্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদান্তরিশ্যসি ।

অথ চেদ্রমহঙ্কারান্ন ভেদস্যসি বিনজ্যসি ॥ ৫৮ ॥

সর্ব-দুর্গাণি = সকল ক্রেশ, বিনংস্যসি = বিনষ্ট হইবে ॥ ৫৮ ॥

ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিত প্রসন্নাত্মা শোক বা আকাঙ্ক্ষা করেন না, সর্বভূতে সমভাবাপন্ন হন, এবং আর্মাতে পরমভক্তি লাভ করেন ॥ ৫৪ ॥

ভুক্তিমলে ওষজ্ঞান্নে আমি কে তাহা জানিতে পারেন, এবং তদ্বজ্ঞানে জানিতে পারিয়াই আমাতে প্রতিষ্ঠ হন ॥ ৫৫ ॥

— আমাকেই অন্তঃ-অবলম্বন করত, সর্বদা সর্ব কৰ্ম করিয়াও, আমায়ই প্রণামে অব্যয় নিত্যপদ লাভ করেন ॥ ৫৬ ॥

মনে মনে সমস্ত কৰ্ম আমাতে অর্পণ করত মৎপারায়ণ হইয়া, বুদ্ধি-যোগোবলম্বনে সর্বদা আমাতেই চিত্ত নিবিষ্ট কৰ্ম ॥ ৫৭ ॥

মদর্শিতচিত্ত হইলে সমস্ত দুর্গম ব্যাপার হইতে আমার প্রসাদেই উত্তীর্ণ হইবে; যদি তুমি অহঙ্কারযুক্ত হইয়া না শ্রবণ কর, বিনষ্ট হইবে।—

ঈদৃষ্কারমাত্রিত্য ন যোংস্ত ইতি মন্যসে ।

মিথ্যৈব ন্যবসায়ন্তে প্রকৃতিস্থাং নিয়োক্যতি ॥ ৫৯ ॥

স্বভাবজৈম কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কশ্মণা ।

কর্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ ক্রিয়স্ব্যবশোহপি তৎ ॥ ৬০ ॥

ঈশ্বরঃ সৰ্বভূতানাং হৃদ্যেশেহর্জুন তিষ্ঠতি ।

ভ্রাময়ন্ সৰ্বভূতানি ঈন্দ্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥ ৬১ ॥

তমেব শরণং গচ্ছ সৰ্বভাবেন ভারত ।

তৎপ্রসাদাৎ পরাংশান্তিঃ স্থানং প্রাপ্স্যসি শাস্ততম্ ॥ ৬২ ॥

যে রূপ দ্রুহ ক্রিয়াদি হউক না কেন, ভক্তিপূর্বক ভগবানে একনিষ্ট হইয়া তদনুগমন কর, ভগবান তাহার উপায় করিবেন। কর্তব্য কৰ্ম্ম করিবে না বলিলে নিষ্কৃতি নাই ॥ ৫৮ ॥

তুমি যে অহঙ্কার আশ্রয় করত যুদ্ধ করিব না মনে করিতেছ, তোমার এ সঙ্কল্প মিথ্যা, কারণ তোমার প্রকৃতি তোমাকে উহাতে নিযুক্ত করিবে ॥ ৫৯ ॥

হে কৌন্তেয়! স্বভাবজাত কৰ্ম্মে নিবদ্ধ হইয়াও তুমি মোহ-হেতুক, মুতাহা, করিব না' ইচ্ছা করিতেছ, কিন্তু তাহা অবশ্য হইয়াও কুরিতে হইবে।—সঙ্কিত, কৰ্ম্মকর্য করিতেই হইবে ॥ ৬০ ॥

হে অর্জুন! ঈশ্বর, হৃদয়ে 'আরুঢ়' সৰ্বভূতকে মায়ারূপে ভ্রাস্ত করত ঐ সকল জীবের হৃদয়ে অবস্থিত আছেন ॥ ৬১ ॥

হে ভারত! সৰ্ব প্রকারে তাহারই শরণ্যাপন্ন হও, তাহার প্রসাদে পরমা, শান্তি ও শাস্ত পদলাভ করিবে ॥ ৬২ ॥

ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতঃ গুহ্যাদগুহ্যতরং যয়া ।

বিস্ময়ৈতদশেষেণ যথেষ্টসি তথাকুরু ॥ ৬৩ ॥

সর্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচনং ।

ইচ্ছোহসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্ ॥ ৬৪ ॥

অম্মনা ভব মদন্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরুঃ ।

মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজ্ঞামে প্রিয়োহসি মে ॥ ৬৫ ॥

আখ্যাতং = উক্ত হইল, বিস্ময়া + এতৎ + অশেষেণ ইহা বিশেষরূপে পথ্যালোচনা করত ॥ ৬৩ ॥

মদ্যাজী = আমার যজ্ঞনাকারী, প্রতিজ্ঞানে = প্রতিজ্ঞা করিতেছি ॥ ৬৫ ॥

এই গোপনীয় হইতেও গোপনীয় জ্ঞানের কথা আমি তোমাকে বলিলাম, ইহা পুৰ্ণাভ্যুত্থান করিয়া যথাভিমত কার্য্য কর।—এই জ্ঞান অত্যন্ত গোপনীয়, বেহেতু যাহার বুদ্ধি সাক্ষিকী নহে, সে বুঝিবে না, স্মরণ্য গ্রহণ করিবে না। এইজন্ত, পরে ভক্তগণের অন্তর্ভুক্তি বলিতে নিষেধ করিয়াছেন; অর্থাৎ কিছুই বক্তব্য নহ ॥ ৬৩ ॥

পুনরায় সর্বাপেক্ষা গুহ্যতম আমার পরমরাক্য শ্রবণ কর, তুমি আমার নিত্যপ্রিয়, এবং দৃঢ়শ্রদ্ধ, সেই জন্তই তোমাকে বলিতেছি ॥ ৬৪ ॥

মচ্ছিত্ত ও মদন্ত হইও, আমার যজ্ঞ ও আমাকে নমস্কার কর, তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমাকে গাইধে ॥ ৬৫ ॥

সর্বানু ধর্ম্যানু পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।

অহং হ্যং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ ৬৬ ॥

ইদন্তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন ।

ন চাশুক্রবধে বাচ্যং ন চ মাং যোহভ্যসূয়তি ॥ ৬৭ ॥

য ইদং পুরমং গুহ্যং মদ্বক্তে স্তুভিধাস্যতি ।

ভক্তিং ময়ি পরাং কৃষ্ণা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ং ॥ ৬৮ ॥

ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃতমঃ ।

ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভূবি ॥ ৬৯ ॥

অভিধাতুতি = বলিবে, মাম্ + এব + এষ্যতি = আমাকেই পাইবে ॥ ৬৮ ॥

ইহা ধর্ম পরিত্যাগ করত একমাত্র আমারই শরণাপন্ন হও, আমি তোমাকে—সর্বপাপ হইতে মুক্ত করিব, শোক করিও না ।

এমন দৃঢ় শান্তিপ্রেম সত্যবাক্য, আর কি আছে? অন্য কোনও ধর্ম নয়, কেবল ভক্তি—মাত্র স্মরণ কর, তৎপ্রসাদে জ্ঞান ও মুক্তি হইবে ॥ ৬৬ ॥

ইহা তুমি তপস্শ্রাবিহীন, ভক্তিবিহীন, ও আমার অভ্যাস্যকারীকে কদাচ বলিবে না।—তবে যত্নশীল, জিজ্ঞাসু ভক্তকে অশ্রু বক্তব্য। তাহা পরে বলিতেছেন ॥ ৬৭ ॥

এই পরম ব্রহ্ম, আমাতে একান্ত ভক্তিবৃত্ত হইয়া, যিনি আমার ভক্তকে বুঝাইয়া দেন, তিনি নিশ্চয়ই আমাকে প্রাপ্ত হইবেন ॥ ৬৮ ॥

মনুষ্যমধ্যে তাঁহা হইতে আমার আর কেহ প্রিয়কারী নাই, ও হইবে না।—ইহাই সর্বাপেক্ষা ভগবানের প্রিয় কার্য্য। ভগবান, ভক্তের



অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্যং সম্বাদমাবদোঃ ।

জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিচ্ছামিতি মে মতিঃ ॥ ৭০ ॥

শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ ।

সোহপি মুক্তঃ শুভাল্লোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ শৃণুচকর্ম্মণাম্ ॥ ৭১ ॥

কচ্চিদেতৎ শ্রুতং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা ।

কচ্চিদজ্ঞানসংমোহঃ প্রনকুন্তে মনজয় ॥ ৭২ ॥

অর্জুন উবাচ ।

নকৌ মোহঃ স্মৃতির্লজ্জা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত ।

স্থিতোহস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥ ৭৩ ॥

মুখ্য দিয়াই ভক্তকে উপদেশ দেন, এবং অজ্ঞানী ভক্তকে ঐ জ্ঞানী ভক্তের উপদেশ-গ্রহণযোগ্য বিশ্বাস ও বুদ্ধি দিয়া মুক্তিবিধান করেন ॥ ৬৯ ॥

যিনি আমাদের এই ধর্মসংবাদ পাঠ করিবেন, তিনি জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারাই আনার যজ্ঞ করেন, আমার এইরূপ মত ।—তদনুযায়ী কর্ম্ম করিবার জন্ত পাঠ করে ॥ ৭০ ॥

যে ব্যক্তি অনুরাগ-শ্রুত ও শ্রদ্ধাবান হইয়া ইহা শ্রবণ করে, সেও মুক্ত, এবং পুণ্যকর্ম্মকারিগণের গম্য শুভলোকসমূহ প্রাপ্ত হয় ।—শ্রদ্ধাপূর্বক পাঠে তদনুষ্ঠানে প্রসূতি হয় ॥ ৭১ ॥

হে পার্থ ! একাগ্রচিত্তে তুমি ইহা শুনিবে ? হে মনজয় ! তোমার অজ্ঞানজনিত মোহ দূর হইয়াছে ত ॥ ৭২ ॥

অর্জুন কহিলেন ;—হে অচ্যুত ! তোমার প্রসাদে মোহ, স্মৃতি

সঞ্জয় উবাচ ।

ইত্যহং বাসুদেবস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ ।  
 সন্দাদমিমমত্রীষমদ্ভুতং রোমহর্ষণম্ ॥ ৭৪ ॥  
 ব্যাসপ্রসাদাৎ শ্রীকৃষ্ণবানেতদুৎকৃষ্টমহং পরম্ ।  
 যোগেশ্বর্যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্ ॥ ৭৫ ॥  
 রাজান্ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সন্দাদমিমমদ্ভুতম্ ।  
 কেশবার্জুনয়োঃ পুণ্যং হৃষ্যামি চ মুহুর্মুহঃ ॥ ৭৬ ॥  
 চ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমত্যদ্ভুতং হরেঃ ।  
 বিস্ময়ো মে মহান রাজান হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৭৭ ॥

ও লজ্জা বিনষ্ট হইয়াছে, আমি স্থির ও গভীরদেহ হইয়াছি, অধুনা তোমার  
 কৃপা পালন করিব।—স্মৃতিগতে আত্মপর জ্ঞান থাকে না, এবং অতঃপর  
 একদমুঠানে লজ্জা-বোধ করিব না ॥ ৭৩ ॥

সঞ্জয় কহিলেন,—অমি মহাত্মা বাসুদেবের পুণ্যার্থে এই লোম-  
 হর্ষণ অদ্ভুত বৃত্তান্ত শুনিয়াছি ॥ ৭৪ ॥

এই পরম যোগেশ্বর সাক্ষাৎ যোগেশ্বর কৃষ্ণকে স্বয়ং বলিতে, ব্যাস  
 প্রসাদে শুনিয়াছি ॥ ৭৫ ॥

হে রাজন! কেশব ও অর্জুনের এই অদ্ভুত পুণ্যময় সংবাদ পুনঃ  
 পুনঃ শ্রবণ করিয়া হৃদয় হইতেছি ॥ ৭৬ ॥

হে রাজন! হরির সেই অত্যদ্ভুত রূপ বারংবার শ্রবণ করিয়াও  
 অত্যন্ত বিস্ময়-সহকারে পুনঃ পুনঃ আনন্দিত হইতেছি ॥ ৭৭ ॥

যত্র যোগেশ্বরঃ কুর্মেণা যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ ।

তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধুবানীতিমতির্মম ॥ ৭৮ ॥

ইতি মোক্ষযোগো নাম অষ্টাদশোধ্যায়ঃ ।

যেখানে যোগেশ্বর কুম্ভে, যেখানে ধনুর্ধর পার্থ, সেই খানেক শ্রী, বিজয়, ও সম্পৎ অচলা; ইহাই আমার ধারণা।

এই সংসারে যথার্থ সুখী, অপরাধিত, অপ্রতিহত-প্রভাবসম্পন্ন ব্যক্তিকে ? বাহাতে অর্জুনের ক্ষত্রিয় ভাব, ভগবৎ-পরায়ণতা ও ধর্ম আছে, সেই সুখী, সেই কল্যাণপূর্ণ ও বিজয়ী। অর্জুনের ক্ষত্রিয় ভাব অর্থাৎ নিরলসভাবে স্বকর্ম সাধনে অপরাধুতা, তেজ ও দক্ষতা। যিনি অলস, পুরুষকার-বিহীন, কর্মভীরু; তাহার সুখ শাস্তি কোথায় ? তিনি ভগবানের উপাসনা করিলেও তাহা অস্বহীন। ভগবানের সংসারে আপনাকে বিক্রীত দাস-স্বরূপ জ্ঞানিয়া, সর্বদা উপস্থিত স্বকর্ম-সম্পাদন-জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। তবে কেবল এ ভাবে থাকিলে সুখ নাই। যোগের সার ভক্তিযোগ-সহ ভগবানে নির্ভর করত ধর্মপথে থাকিয়া সদমুঠানেও রত থাক; অসৎ পথে থাকিয়া নিয়ত কর্ম করিলেও শাস্তি হইবে না। অতএব ধর্মপথে থাকিয়া পুরুষকারের অনুষ্ঠান কর; ফলের প্রতি দৃষ্টি রাখিও না।—ভগবদগীতার সার মর্ম এই এক শেষ শ্লোকে বলিতেছেন যে, কর্তব্য সম্পাদন কর, এবং ধর্ম পথে থাকিও, সকল মঙ্গল হইবে। এই জন্তই, কুম্ভ ও শ্রী-ধুবানীতিমতির্মম একত্র হইলে শ্রী, বিজয় ও ভূতি-প্রভ। জ্ঞানী ব্যক্তির নিকট উভয়েই নিয়ত বিরাজিত ॥ ৭৮ ॥

ইতি অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

## সারসংক্ষেপ ।



গীতার হৃদয় ও মূল উপদেশ এই যে, ফলে অনাসক্ত হইয়া যদুচ্ছার্গিত শারীরিক কৰ্ম নিয়ত করিয়া যাইব। • কৰ্মফল ভগবানে অর্পণ করিবে, তাহাতে আনন্দিত বা দুঃখিত হইবে না। শারীরিক কৰ্ম হইতে বিরতও থাকিবে না। নিষ্কাম হইয়া বসিয়া থাকিতে গেলে, চঞ্চল মন কখনই স্থির থাকিতে পারিবে না, নূতন কৰ্মের চিন্তা করিবে; তাহাতে নূতন কৰ্ম-সঞ্চয় হইবে।

জীব রাসনীবেশে কৰ্মসঞ্চয় করত, অল্পরূপ ভোগের উপযোগী হইে ধারণ করে, এবং তদুপযুক্ত গৃহেও জন্মগ্রহণ করে। সে ব্যক্তি যেরূপ গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহার কৰ্ম্যও তদনুরূপ জানিবে। নতরায় সেইরূপ কৰ্ম করাই তাহার স্বধৰ্ম্মশালন। আলস্য অথবা ভয়াদির বশে তাহা হইতে বিরত হইয়া অন্য কার্যে অস্বস্তি, পরধৰ্ম্মাচরণ; তাহা অত্যন্ত গর্হিত, কারণ, তাহাতেও প্রকৌতুক দোষই ঘটে। শান্তিপ্রিয়, যুযুক্ষ ব্যক্তি নূতন কৰ্মসঞ্চয় হইতে নিবৃত্ত থাকিয়া কোনমতে সঞ্চিত কৰ্ম্যকর করিয়া যাইবেন মাত্র।

মন অত্যন্ত চঞ্চল। ক্ষণমাত্র • সুযোগ পাইলেই, বিষয়চিন্তায় রত হইয়া, নূতন কৰ্মসঞ্চয়ে প্রকৃত হয়। তাহা শিবারণ করিতে গেলে, প্রথম উপায়,—নিয়ত শারীরিক কৰ্ম করত মনকে ক্ষিত্যরাম্য না দেওয়া। কিন্তু একেবারে মনকে সাবকাশ না দিয়া ধ্যান

যায় না, সুতরাং অভ্যাস ও বৈরাগ্য-দ্বারা চিত্তবশ করা কৰ্ত্তব্য ।  
 পাতঞ্জল বলেন, চিত্ত স্থির রাখিবার যত্ন অভ্যাস ও ইন্দ্রিয়ভোগ্য  
 বিষয়ে বিতৃষ্ণ হইয়া, চিত্তকে স্ববশে আনয়ন করাই বৈরাগ্য । মন  
 যখন যে বিষয় আসক্ত হইতে চাহিবে, তখন সেই বিষয়ের অসারতা  
 ও পরিণাম বিচার করা আবশ্যিক । বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শই  
 সুখ-দুঃখ-কর ভোগ । “চক্ষুহীনের সুদৃশ্য কুদৃশ্যে সুখ-দুঃখ হয় না,  
 বধিরকে কেহ গালি দিলে, সে রাগ করে না । যাহার চক্ষু কৰ্ণ শ্রাব্য,  
 সেও বিরক্তি-ক্রোধাদিকে দমন করিবার জন্য কুদৃশ্য বা কৰ্ণজিতে  
 অন্ধবধিরাদির অভিনয় করিতে পারে । তাহার পর, ভোগ্যবস্তু প্রাপ্তির  
 জন্য যে ক্লেশ-উদ্বেগাদি হয়, প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষার্থ যে যত্ন ও  
 আয়াস স্বীকার করিতে হয়, এবং তাহার বিনাশে যে মনঃকট হয়, তাহাব  
 সহিত কাম্যবস্তুর প্রাপ্তিকালের ক্লমিক সুখের তুলনা করত চিত্তকে  
 বশীভূত করা আবশ্যিক । ক্রমাগত সকল বিষয়ে এই বৈরাগ্যের অভ্যাস  
 করিতে করিতে চিত্তস্থির ও প্রসব-শূন্য হয় । ইহা কৰ্ম্মযোগ ।”

সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ অকৰ্ত্তব্য । মনে মনে উত্তররূপে কৰ্ম্মত্যাগই  
 সন্ন্যাস । বাহ্যে কৰ্ম্মত্যাগী মিথ্যাচারী সন্ন্যাসীর নিজেও কৰ্ম্ম-সঞ্চয় নিবৃত্তি  
 হয় না, অধিকন্তু তাহা সাধারণের পক্ষে কুদৃষ্টান্ত । সূকলে কৰ্ম্মত্যাগ  
 করিলে, সংসার কয় দিন থাকে ? মনে মনে কৰ্ম্মত্যাগ করত তাহে  
 সম্পূর্ণ সংসারীবৎ আচরণ এবং ভগবানে সমস্ত কৰ্ম্ম অর্পণ করত  
 সাধুচার অঙ্কঠান করিবে । যখন যাহার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিবে,  
 নিজের প্রতি সেই ব্যবহার কেহ সেইরূপ ব্যবহার করিলে কেমন  
 হয়, তাহা দেখা উচিত ।

ভোজনা, ভোজ্য, ভোজনাদি বিভিন্ন ভাবে বিরাজিত সমস্ত জগৎ

ব্রহ্মময়ী। তিনি মনে মনে ইহা নিশ্চিত জানেন, তিনি আপনাকে ও ভূত-  
গ্রামকে একই পদার্থ জানিয়া কাহারও সহিত অপরের স্থায় ব্যবহার  
করেন না, সকলকেই আশ্রয় ও ব্রহ্মস্বরূপেই দেখেন। যোগবাশিষ্ঠে  
বলে, “একমাত্র অনাদি-অনন্ত-অবভাসাত্মা পরম্পরকণ্ঠেই আছেন।  
এইরূপ দৃঢ় ধারণাই জ্ঞানযোগ।” একমাত্র পরব্রহ্ম ব্যাপ্তিভাবে  
বিভিন্ন মুখিতে পরিদৃশ্যমান। এই ব্রহ্মজ্ঞানের নিকট বেদ-স্বত্মাদি  
অভিধিগত, এবং তদ্বক্ত অমুষ্ঠানাদি নিম্নয়োজন। এই জ্ঞান পরোক্ষ  
ও অপরোক্ষ দুই প্রকার। যতক্ষণ এই জ্ঞান, স্বয়ং অপরোক্ষানুভূতির  
দ্বারা উপলব্ধি করিতে না পারা যায়, ততক্ষণ পরোক্ষ জ্ঞান। বিশ্বরূপ দর্শন  
অপরোক্ষ জ্ঞান। ঐকান্তিকী ভক্তি ব্যতীত ভগবানের এইভাবে প্রত্যক্ষ  
করা যায় না।

অধ্বদেকনিষ্ঠের জ্ঞানস্বরূপ স্বতঃই প্রকাশিত হয়, কাহারও  
সুপ্রাপ্তকে করিতে হয় না। সকল যোগের ফল একই হইলেও  
ভক্তিযোগ সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও সুখকর। ভক্তের বিনাশ নাই। সর্বদা  
সকল কার্যে ভগবানে মন ও বুদ্ধি অপিত রাখিলে, হৃদয় তন্ময় থাকায়,  
অসময়কালে চিন্তা অবশ্য হইয়া আসিলে, তিনিই স্বয়ং অধিকার করিয়া  
থাকেন, এবং মৃত্যুকালে, যে, যেভাবে চিন্তা করিয়া দেহত্যাগ করে,  
সে, সেই ভাবে প্রাপ্ত হয়, সুতরাং ভক্ত ভগবানকে প্রাপ্ত হইয়া যুক্ত  
হয়। ভক্তিযোগই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

হঠযোগ বা ক্রিয়াযোগ, বাহ্যকে যোগবাশিষ্ঠে, “প্রাণস্পন্দরোধ”  
বলে, তাহার ফল এক হইলেও, সাধন বড়ই কষ্টকর, এবং  
অনেকরূপ প্রত্যহার, ঘটবার সম্ভাবিত্ব আছে। যম, নিয়ম, ভ্রাসন,  
প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি, ক্রিয়াযোগের এই অঙ্গ।

অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, অপরিগ্রহ ও ব্রহ্মচর্য্য—যম-সাধন; শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায় ও দীক্ষরপ্রণিধান,—নিয়ম সাধন; তাহার পর, স্থির হইয়া স্থিরী থাকিবার সামর্থ্যের জন্ত, পদ্মাসনাদি কেন্দ্রণ একটা আসন-সিদ্ধি করত স্থায় নিয়মিত করায় নাম প্রাণায়াম । বায়ুর গতি নিয়মিত করিতে পারিলে, চিত্তস্থির হইয়া আইসে । বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়কে নিবৃত্ত রাখার নাম প্রত্যাহার । এই পাঁচটি বহিরঙ্গ সাধন । ষপ্পর তিনটি অন্তরঙ্গ সাধন । প্রাণায়াম-দ্বারা চিত্তস্থির হইলে, কোনও একটি দ্বিষয়ে চিত্ত নিবৃত্ত করার নাম ধারণা ; সেই একই বিষয়ে প্রত্যয়ের একতানতা ধ্যান ; এবং তাহাই স্বরূপ-শূন্যের জ্ঞান প্রতিষ্ঠাত হইলে সমাধি হয় । এই তিনটি ঐ একই নিয়ম-হওয়ার নাম সংযম । বিভিন্ন বিষয়ে চিত্ত সংযত করায় বিভিন্নরূপ জ্ঞান হয়, তাহাকে যোগবিভূতি বা ঐশ্বর্য্য বলে । ইহা যোগের বিষয় করিতে পারে, স্মিতরাং ইহাতে রত থাকা, উচিত্তনহে । ক্রিয়াযোগে বিষয় বিস্তর ও ব্রহ্মচর্য্যাদিভ্রষ্ট লোকের পক্ষে ইহা অসাধ্য ।

সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামাসিক প্রকৃতিযুক্ত-লোক স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারেই কার্য্য করে, তাহাদের অন্তরূপ উপদেশে কোন ফল হয় না । তাহাদের আহার, চেষ্টা, নিমন্তাই নিজে প্রকৃতির অন্তরূপ হয় । সাত্ত্বিক লোকের প্রবৃত্তি ও ক্রিয়াদি স্বতন্ত্রই শাস্ত্রানুসারী হয় । মূঢ় অজ্ঞান ব্যক্তিকে গৃঢ় তত্ত্বোপদেশ দেওয়া বুঝা । জিজ্ঞাসু ভক্তকে ভগবত্ত্ব উপদেশ দেওয়া অসম্ভব । অবিশ্বাসী তর্কিককে উপদেশ দেওয়ার কোন ফল হয় না বেদেহে, তাহার প্রকৃতি তাহারকে মোহাচ্ছন্ন করিয়া রাখে ।











